

# হরিভক্তিসুধোদয়ঃ ।

নারদপুরাণাস্তগতিঃ ।

---

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নেনানুবাদিতঃ ।

প্রকাশিতঃ ।



মুর্শিদাবাদ ;

বহরমপুরস্থ — রাধারমণযন্ত্রে

তেদৈব মুদ্রিতঃ ।

সন ১৩০১, আষাঢ় ।

---



# উৎসর্গঃ ।

বিষমসমরবিজয়ি—

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমমহারাজ ত্রিপুরারাজ্যাধী-  
শ্বর বীরচন্দ্র বর্ম্ম মানিক্য বাহাদুর

করকমলেষু—

মহারাজ ! আপনাকে আশ্রয় পাইয়াছিলাম বলিয়া,  
শ্রীমদ্ভাষ্যবত প্রভৃতি বৈষ্ণবশাস্ত্র সকল প্রকাশ করিতেছি,  
আপনার আশ্রয় না পাইলে, কোনক্রমে কৃতকার্য্য হইতে  
পারিতাম না । সম্প্রতি আপনার লাইব্রেরী হইতে দুইখানি  
হরিভক্তিসুধোদয় গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধোদ্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম ।  
ইহার অমৃতরসে মহারাজ স্বয়ং এবং মহারাজের সেক্রেটারী  
সুপণ্ডিত পরমবৈষ্ণব শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ ঘোষ বি,এ মহা-  
শয় দ্বারা আশ্বাদন করিলে, ~~আমার জ্ঞান সফল হইবে ।~~  
আপনি মহারাজ চন্দ্রবর্ত্তী, আমি দীনহীন ব্রাহ্মণ, আপ-  
নাকে অন্য কোন বস্তু দিবার ক্ষমতা নাই, আপনার কর-  
কমলে এই হরিভক্তিসুধোদয় গ্রন্থ অর্পণ কবিলাম, আশীর্ব্বাদ  
করি এই হরিভক্তি সুধা পান করিয়া চিরজীবী হউন ।

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীরামনারায়ণ/বিদ্যারত্ন ।

বহরমপুর ।





## বিজ্ঞাপন ।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে নারদীয়পুরাণ ষষ্ঠ মহাপুরাণ। এই পুরাণের শ্লোক সংখ্যা ২৫০০০। হরিতক্তিসুধোদয় উক্ত মহাপুরাণের অন্তর্গত একটা প্রকরণ বিশেষ। এই হরিতক্তিসুধোদয়ে ২০টা অধ্যায় ও সেই ২০টা অধ্যায়ে ১৬২৩টা শ্লোক আছে। ইহা বৈষ্ণবদিগের অতীব-প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। প্রায় সকলেই কেবল নামগাত্র শ্রুত ছিলেন, অনেকে কথন দর্শনও করেন নাই। গোস্বামিপাদগণ মধ্যে মধ্যে ইহার বচন হরিতক্তিবিলাসে এবং হরিতক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঠাকুর চৈতন্যচরিতামৃতে তথা রঘু-নন্দন ভট্টাচার্য্য নিজ সংগৃহীত স্মৃতিগ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। হরিতক্তিসুধোদয় অতিশয় প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহাতে ধ্রুব প্রফুল্ল প্রভৃতি ভগবন্তের বিস্তৃত চরিত্র, অশ্বথ ও তুলসী মহাত্মা, জ্ঞানযোগ ও পরমভক্তিযোগ বর্ণিত আছে। ইহার অমৃতময় রসাস্বাদনে ভক্তগণ পরম-পরিতোষ লাভ করিবেন।

আমার নিকট একখানি গ্রন্থ গ্রন্থ ছিল, বহুকাল হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় থাকিলেও, অন্য গ্রন্থ না পাওয়াতে মুদ্রাক্ষনে ক্ষান্ত ছিলাম। ১২৯০ সালে শ্রীমন্নরায়ণ জিপুরাধীশ্বরের রাজধানীতে গিয়াছিলাম, তথায় এই গ্রন্থ প্রাপ্তি বিষয়ে এক দিবস প্রস্তাব করিতে সুপণ্ডিত বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীযুক্ত রাধারমণ ঘোষ বি, এ সেক্রেটারী মহাশয় মহারাজের লাইব্রেরী হইতে ১খানি হরিতক্তিসুধোদয় গ্রন্থ আমাকে অর্পণ করেন, তাহাতেও মনের সন্দেহ নিবৃত্তি না হওয়ায়, ১২৯২ সালের ফাল্গুনমাসে জিপুরার রাজধানীতে যাইয়া আর এক খানি উক্ত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে প্রাচীন গ্রন্থের পুস্তক-বদ সাহ মুদ্রাক্ষনে প্রবৃত্ত হইলাম। কৃষ্ণভক্তিরসলোলুপ বৈষ্ণবগণ পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলে, আমি পরিশ্রম সফল বোধ করিব। এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পোষ্ট নাগরপুর ডাক্তার গ্রাম নিবাসী বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলপ্রদীপ শ্রীযুক্ত উমাকান্ত চৌধুরী মহাশয় মধ্যে মধ্যে উত্তেজনা করিতেন, কিন্তু পুস্তকের অভাবে, আমি কৃতকার্য হইতে পারি নাই। এত দিনে সেই মহাত্মার উত্তেজনা ফলবতী হইল, এক্ষণে বৈষ্ণবগণ আশীর্বাদ করুন কৃষ্ণভক্তিরসাস্বাদনে, আমার চিরজীবন যেন অতিবাহিত হয় ॥



# হরিভক্তিসুধোদয়ের সূচীপত্র ।

১ অধ্যায়ে—শৌনকাদি ঋষিগণের সঙ্গ	...	...	১
২ অধ্যায়ে—শৌনকাদির প্রতি নারদের উক্তি	...	...	১৮
৩ অধ্যায়ে—শুকপরীক্ষিতসম্বাদ	...	...	২৭
৪ অধ্যায়ে—পরীক্ষিতের ব্রহ্মপ্রাপ্তি	...	...	৪৫
৫ অধ্যায়ে—বিষ্ণুব্রহ্মসম্বাদ	...	...	৫৬
৬ অধ্যায়ে—ঋষিচরিত	...	...	৭৬
৭ অধ্যায়ে—ঋষের প্রতি বিষ্ণুর বর দান	...	...	৮৬
৮ অধ্যায়ে—প্রহ্লাদচরিত	...	...	...
৯ অধ্যায়ে—প্রহ্লাদের গুরুকুলের বাস এবং শত্রু প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার বধের চেষ্টা	...	...	১০২
১০ অধ্যায়ে—হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহ্লাদের ধর্মোপদেশ এবং অমি প্রভৃতি হইতে প্রহ্লাদের পরিত্রাণ	...	...	১৫৪
১১ অধ্যায়ে—শুকগৃহস্থিত বালকদের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ	...	...	১৮৬
১২ অধ্যায়ে—বিষ এবং অভিচার প্রভৃতি দ্বারা প্রহ্লাদের বধের চেষ্টা	...	...	২১৭
১৩ অধ্যায়ে—গুণিবীর সহিত প্রহ্লাদের সম্বাদ, শোষণ প্রভৃতি দ্বারা হইতে প্রহ্লাদের রক্ষা এবং সমুদ্রের সহিত সম্বাদ	...	...	২৪৬
১৪ অধ্যায়ে—প্রহ্লাদের নিকট ভগবানের আবির্ভাব	...	...	২৬৯
১৫ অধ্যায়ে—নৃসিংহদেবের আবির্ভাব	...	...	২৮৯
১৬ অধ্যায়ে—দেবগণ কর্তৃক নৃসিংহদেবের স্তব	...	...	৩০৪
১৭ অধ্যায়ে—প্রহ্লাদচরিত্র সম্পূর্ণ	...	...	৩২৮
১৮ অধ্যায়ে—তুলসী এবং অশ্বখবৃক্ষের সাহায্য	...	...	৩৪৩
১৯ অধ্যায়ে—যোগোপদেশ	...	...	৩৬৪
২০ অধ্যায়ে—ভক্তিযোগ	...	...	৩৯৫
গ্রন্থ সমাপ্ত	...	...	৪১৮



# हरिभक्तिसूक्ष्मोदयः ।

प्रथमोऽध्यायः ।



ॐ नमः श्रीकृष्णाय ॥

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं ।

प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ १ ॥

मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते ।

पुरुषं तमजं नित्यं ब्रजामि शरणं हरिं ॥ २ ॥

एकं यज्जनयत्यनेकतनुभूतं शश्याञ्जस्रं मिथो

• श्रीश्रीराधाकৃष्णভ্যাং নমঃ ॥

যিনি শুভ্রবসন পরিধান করিয়া আছেন, যাঁহার দেহ-  
কান্তি শশধরের মত, যাঁহার চারিটা বাহু আছে এবং যাঁহার  
বদন নিতান্ত নির্মল, সকল প্রকার বিঘ্ননাশের নিমিত্ত, আমি  
সেই বিষ্ণুকে ধ্যান করি ॥ ১ ॥

যাঁহাকে স্মরণ করিলে মানবের সকল প্রকার মঙ্গল  
লাভ হইয়া থাকে, আমি সেই পরমপুরুষ অবিনশ্বর সনাতন  
হরির শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ২ ॥

যিনি এক হইয়াও নানাপ্রকার শরীর ধারণ করিয়া  
থাকেন এবং যিনি এক হইয়া পরস্পর বিভিন্ন আকার ও  
পরস্পর বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট শস্য সকল অবিরত উৎপাদন

ভিন্নাকারগুণানি কৈশ্চিদথ বা নোপ্তং ন সিক্তং জলৈঃ ।

কালেনাপি ন জীৰ্য্যতে হুতভুজা নো দহ্যতে ক্লিদ্যতে

নাস্তিস্তং সকলশ্চ বীজমগকুং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ৩ ॥

যৎপাদাঙ্জযুগং যুগন্ধিতুলসীলোভাদ্ভুজস্তোহপ্যহো

যোগিপ্রার্থ্যগতিং প্রযাস্তি মধুপা যন্তুক্তিহীনাস্বধঃ ।

অব্রুক্ষাঃ পবনাশিনোহপি যুন্নয়ঃ সংসারচক্রে ভৃশং

ডাম্যন্ত্যেব গতাগতৈরিহ মুহুন্ত্যৈ নমো বিষ্ণবে ॥ ৪ ॥

শ্রীমৎপদ্মজতার্ক্যফাল্গুনশুকপ্রহ্লাদভীষ্মোদ্ধব-

করিয়া থাকেন । অথচ কেহই যাহাকে বপন করে নাই, কিম্বা কেহই কখন যাহাকে জলদ্বারা সিক্ত করে নাই, কালেও যাহাকে জীর্ণ করিতে পারে না, অনলে যাহাকে দহন করিতে পারে না এবং জলেও যাহাকে আর্দ্র করিতে পারে না, সেই পরব্রহ্ম নামক সকল বস্তুর বীজকে ( কারণকে ) আমরা অবিরত ধ্যান করিয়া থাকি ॥ ৩ ॥

অহো ! ভক্তরূপ মধুকরগন যুগন্ধপূর্ণ তুলসী পাইবার লোভে ভজন করত যোগিগণের প্রাথমিক, বাঁহারা পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং হরিভক্তিবিশীন যুনিগণ জলভক্ষণ ও বায়ুভক্ষণ করিলেও, অবিরত নিরুচ্চ এই সংসার চক্রে যাতায়াত দ্বারা বারম্বার ভ্রমণ করিয়া থাকেন, আমি সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

বাঁহারা তীর্থ সমূহের ন্যায় এই ত্রিভুবন পবিত্র করিয়াছেন, বাঁহারা অলঙ্কার-রাশির মত এই ত্রিভুবন বিভূষিত

বাসাক্রুরপরাশরধ্রুবমুখান্ বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ান্ ।  
 যৈস্তীর্থৈরিব পাবিতং ত্রিভুবনং রত্নৈরিবালঙ্কৃতং ।  
 সর্বদৈর্ঘ্যৈরিব রক্ষিতং স্বথকরৈশ্চতৈরিবাপ্যায়িতং ॥ ৫ ॥  
 অস্তি তৈরুৎকৃষ্টবিখ্যাতং বনং নৈমিষসংজ্ঞিতং ।  
 পবিত্রং গোমতীতীরে নিত্যং পুষ্পফলক্ৰিমং ॥ ৬ ॥  
 স্বলঙ্ঘ্যতা মহাত্মানঃ সন্তাগবতলক্ষণৈঃ ।  
 ঋষয়ো যত্র সত্রেণ চিরং হরিমপূজয়ন্ ॥ ৭ ॥  
 বিবভূঃ শাখিনো যত্র প্রোংকুলকুসুমোৎকরৈঃ ।

করিয়াছেন, যাঁহারা উৎকৃষ্ট বৈদ্য সমূহের ন্যায় এই ত্রিভুবন  
 উত্তমরূপে রক্ষা করিয়াছেন এবং যাঁহারা স্বধ্বজনক স্বধাকর  
 সমূহের মত এই ত্রিভুবন আনন্দ স্বধায় পরিতৃপ্ত করিয়াছেন,  
 পদ্মযোনি ব্রহ্মা, গরুড়, অর্জুন, শুকদেব, প্রহ্লাদ, ভীষ্ম,  
 উদ্ধব, মহর্ষি বেদব্যাস, অক্রুর, পরাশর এবং ধ্রুব প্রভৃতি  
 সেই সমুদয় মুকুন্দপ্রিয় বৈষ্ণবদিগকে আমি বন্দনা করি ॥ ৫  
 গোমতীনদীর তীরে নৈমিষ নামক এক প্রান্তিক বন  
 আছে । সেই নৈমিষ নামক ত্রিভুবন বিখ্যাত এবং সর্বদাই  
 ফলপুষ্পে পরিশোভিত ॥ ৬ ॥

ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণের যে সকল হুচিহ্ন থাকা আবশ্যক,  
 সেই সকল চিহ্নে উত্তমরূপে বিভূষিত হইয়া, মহাত্মা মুনিগণ  
 ঐ নৈমিষারণ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক বহুকাল হরিপূজা করিয়া  
 ছিলেন ॥ ৭ ॥

নৈমিষারণ্যে তরুগণ প্রফুল্ল কুসুমরাজি দ্বারা ভূষিত  
 হইয়া শোভা পাইতে ছিল । ঐ সকল বৃক্ষদিগকে দেখিলে

রক্তোজ্জ্বলা ইব সুরা যজ্ঞভাগার্থমাগতাঃ ॥ ৮ ॥

তত্রাশ্রমো মহানাসীদ্রাক্ষালোকনিভঃ শুভঃ ।

সপুত্রপশুদারাণাং মহর্ষীণাং সুখাবহঃ ॥ ৯ ॥

তস্মিন্ কুলপতির্দ্বিজঃ শৌনকঃ সকলং জনং ।

অভাবয়করের্ভক্ত্যা যোগী ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১০ ॥

যথা চন্দনযোগেন তপ্ততৈলং প্রশাম্যতি ।

তথা যোগীন্দ্রযোগেন জনৌঘো ভজতে শমং ॥ ১১ ॥

তস্মিন্ কৃতযুগশ্চেব সদা ধর্মো বিবর্দ্ধতে ।

নাধ্যাত্মিকাদয়স্তাপা হরিকীর্তনরক্ষিতে ॥ ১২ ॥

বোধ হয় যেন দেবগণ নানাবিধ রত্নে অলঙ্কৃত হইয়া যজ্ঞভাগ লইবার জন্য তথায় আগমন করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

সেই নৈমিষারণ্যে পুত্র, কন্যত্র এবং পুশুগণ বেষ্টিত মহর্ষিগণের ব্রহ্মলোকের তুল্য অত্যন্ত সুখজনক, পরম-পবিত্র এক বিপুল আশ্রম ছিল ॥ ৯ ॥

~~সেই নৈমিষারণ্যে~~ পরম হরিভক্ত, কুলগুরু প্রাচীন শৌনকমুনি হরিভক্তি দ্বারা ~~স্ব~~ ব্যক্তিকে সম্বর্দ্ধিত করিতেন ॥ ১০ ॥

যে রূপ চন্দনজলের সংযোগে উত্তপ্ত তৈল উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ যোগিবর শৌনকের সংসর্গে লোক সকল শমগুণ ভজনা করিত ॥ ১১ ॥

সত্যযুগে যে রূপ ধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেইরূপ নৈমিষারণ্যে সর্বদাই ধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইত । হরিসকীর্তন দ্বারা সেই বন রক্ষিত ছিল বলিয়া, আধ্যাত্মিক; আধিভৌতিক এবং



দত্তমিচ্ছং হুতং জপ্তং ভুক্তং পীতঞ্চ ভাসিতং ।  
 যৎ কিঞ্চিদপ্যস্তীশে তৎ সৰ্ব্বং তদগতা জনাঃ ॥ ১৩ ॥  
 দ্বিজশিষ্ঠঞ্চ যৎ কিঞ্চিদ্রোজ্যং যে শুদ্ধচেতসঃ ।  
 কালে পরিমিতং শুদ্ধা ভুঞ্জতে কেশবার্পিতং ॥ ১৪ ॥  
 অব্যুৎপন্ন ইবাণ্ডেযাং মৰ্ম্মস্পৃক্ষু বচঃসু যে ।  
 অসদর্থেষু চাশেষং সংজানন্তোহপি বাহুয়ং ॥ ১৫ ॥  
 চিত্রং সূক্ষ্মদৃশোপ্যাত্মগুণান্মেরুসমুন্নতান্ ।

আত্মদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপ, তথায় অবস্থান করিতে পায়  
 নাই ॥ ১২ ॥

দান, যাগ, হোম, জপ, ভোজন, পান, কথন, এই যাহা  
 কিছু বস্তু আছে, হরিভক্তিপরায়ণ মানবগণ, তৎসমুদয় বস্তুই  
 বিষ্ণুকে সমর্পণ করিতেন ॥ ১৩ ॥

পবিত্রচেতা মানব সকল ব্রাহ্মণগণের উচ্ছিন্ন যৎকিঞ্চিৎ  
 খাদ্যসামগ্রী ভক্ষণ করিতেন । বিশুদ্ধ মানবগণ অগ্রে বিষ্ণুকে  
 নিবেদন করিয়া দিয়া, যথাকালে পরিমিত গাভীর আহার  
 করিতেন ॥ ১৪ ॥

তথায় যে সকল লোক বাস করিতেন, যদিচ তাঁহারা  
 সকল শাস্ত্রই সম্যকরূপে অবগত ছিলেন, তথাপি অন্যান্য  
 ব্যক্তিগণের সদর্থবিহীন ধর্ম্মসংক্রান্ত সমুদয় বাক্যে তাঁহারা  
 যেন ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, অর্থাৎ যেন হরিকথা ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম  
 জানিতেন না ॥ ১৫ ॥

তাঁহাদের কাহারও সহিত শত্রুতা ছিল না । সুতরাং  
 তাঁহারা সর্বদা সূক্ষ্মদর্শী হইলেও স্বমেরুপর্ব্বতের ন্যায়

পরদোষাংশ্চ নির্বৈরা য়ে ন পশ্যন্ত্যপি স্ফুটান্ ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণাজি তুলসীমৌলিঃ পট্টং কৃষ্ণাজি বন্দনং ।

কুণ্ডলে কৃষ্ণচরিতশ্রবণং কঙ্কণোহঞ্জলিঃ ॥ ১৭ ॥

বাদ্যস্থ যেমাং গোবিন্দকৃষেতি জয়ভিণ্ডিমং ।

রত্নাসুরীয়কং কৃষ্ণশ্রীপাদাম্বুজকুঙ্কমং ॥ ১৮ ॥

কীর্ত্যং বিষ্ণুশঃ স্বচ্ছমাতপত্রং তথাম্বরং ।

তেবাং বৈষ্ণবরাজানাং সর্বং মণ্ডনমিত্যভূৎ ॥ ১৯ ॥

জয়ং নেচ্ছন্তি কস্মাচ্চিৎ কদাচিদেহহরিনিগ্রহাৎ ।

অতিশয় সমুন্নত, আপিনাদের গুণরাশি এবং স্বমেরুর সদৃশ  
অতুল্য, পরের দোষ সকল সুস্পষ্ট হইলেও দর্শন করি-  
তেন না ॥ ১৬ ॥

বিষ্ণুর পাদপদ্মের তুলসীই তাঁহাদের শিরোভূষণ, বিষ্ণুর  
চরণবন্দনাই তাঁহাদের পট্টবস্ত্র, হরিনাম শ্রবণই তাঁহাদের  
কুণ্ডলযুগল এবং অঞ্জলিবন্ধনই তাঁহাদের করকঙ্কণ ছিল ॥ ১৭ ॥

~~(কো গোবিন্দ! কো কৃষ্ণ!)~~ এই শব্দই তাঁহাদের বাদ্য  
অর্থাৎ জয়টকা ছিল । শ্রীকৃষ্ণের ~~শ্রীচরণাম্বুজের~~ কুঙ্কমই  
তাঁহাদের রত্নাসুরী ছিল ॥ ১৮ ॥

তাঁহারা সর্বদাই হরিগুণ গান করিতেন । অধিক কি,  
উপরিস্থিত আকাশমণ্ডলই তাঁহাদের রাজচ্ছত্র ছিল । এই-  
রূপে সেই সকল বৈষ্ণবরাজদিগের সমস্তই মণ্ডন, অর্থাৎ  
ভূষণ স্বরূপ হইয়া ছিল ॥ ১৯ ॥

তত্রত্য মানবগণ কাহারও নিকট হইতে কখন শত্রুনিগ্রহ  
জনিত জয় কামনা করিতেম না । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়

তথাপি জিহ্বাঃ ক্রোধাদিরিবর্গমহো বুধাঃ ॥ ২০ ॥

তেষামেবাকরং পুণ্যং তদাশ্রমপদং মূনিঃ ।

কদাচিন্নারদোহভ্যাগাদিদৃক্ষুর্ভগবৎপ্রিয়ান্ ॥ ২১ ॥

স দদর্শ নদীং তত্র গোমতীং পুণ্যকীর্তনীং ।

সন্ধ্যাসমাধিসম্পন্নদ্বিজেন্দ্রোজ্জলভূষণাং ॥ ২২ ॥

মিথঃ সহস্রকল্লোলসংঘর্ষবিহিতারবাং ।

দ্বিজেন্দ্রাণাং প্রণমতামাশ্রিতো দদতৌমিব ॥ ২৩ ॥

তাং পশ্যন্মুদতঃ শ্রীমানাশ্রমং নৈমিসাহস্রয়ঃ ।

প্রবিবেশ মহাবীণাং বাদয়ন্ হরিসঙ্গগুণান্ ॥ ২৪ ॥

এই যে, সেই সমস্ত পণ্ডিতগণ, কাম ক্রোধাদি অরিবর্গ জয় করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

একদা দেবর্ষি নারদ ভগবদ্ব্যক্ত ব্যক্তিদিগকে দেখিবার বাসনায়, পুণ্যের আকর স্বরূপ, তাঁহাদেরই সেই আশ্রম স্থানে আগমন করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

নারদমুনি সেই স্থানে পণ্ডিতচারিণী গোমতী নদী দর্শন করিলেন । ত্রিকালীন সন্ধ্যা এবং সমাধিনিষ্ঠ দ্বিজপ্রবর দ্বারা ঐ গোমতী নদীর অলঙ্কার সমুজ্জ্বল হইয়া ছিল ॥ ২২ ॥

সহস্র সহস্র তরঙ্গ সকল পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নদীর শব্দ হইতে লাগিল । তাহাতে বোধ হইতেছে যেন, প্রণামকারি ব্রাহ্মণদিগকে গোমতী নদী আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীমান্ নারদমুনি সেই গোমতী নদী নিরীক্ষণ করিয়া প্রমুদিত হইলেন । পরে অতি প্রণস্ত বীণাযন্ত্র বাজাইয়া,

ভ্রমদ্ভ্রমরসংরম্ভবিকীর্ণকুসুমৈরাগাঃ ।

তং তদা পূজয়ন্ পূজ্যং ধন্যাস্তে স্বাবরা অপি ॥ ২৫ ॥

শারদেন্দুনিভং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মবিদ্যাভিশারদং ।

নারদং মুনয়োহভ্যেত্য মুদা তত্র ববন্দিরে ॥ ২৬ ॥

তে তমুচুরহো দৈবে প্রসম্মে নাস্তি দুর্লভং ।

যদ্বিষ্যদর্শনো যোগী স্বমস্মদ্বনমাগতঃ ॥ ২৭ ॥

সত্যং তদ্বৃদ্ধবচনং জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি ।

হরিগুণ গান করিতে করিতে নৈমিষাশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৪ ॥

তৎকালে বৃক্ষ সকল ইতস্ততঃ সঞ্চারি মধুকর-দিগের বেগে কুসুমরাশি নিক্ষেপ করিয়া সেই পূজনীয় নারদমুনিকে পূজা করিয়া ছিল। অধিক কি, নৈমিষারণ্যবাসী স্বাবর পদার্থ সকলও ধন্য ॥ ২৫ ॥

নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ সেই স্থানে শারদীয় শশধরের ন্যায় সমুচ্ছল এবং অধ্যোজ্ঞবিদ্যায় সুনিপণ, নারদঋষির নিকটে আগমন করিয়া, সহর্বে তাঁহাকে বন্দনা করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

সেই সকল মুনিগণ দেবর্ষিকে বলিলেন। আহা! ভাগ্য প্রসন্ন হইলে, কোম বস্তু দুর্লভ নহে। এই কারণে দিব্য দৃষ্টি যোগিবর (আপনি) আমাদের এই নৈমিষারণ্যে আগমন করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

“বাঁচিয়া থাকিলে নানাবিধ শুভদর্শন করিতে পারা যায়।” বৃদ্ধগণের এইরূপ বাক্য নিতান্ত সত্য। কারণ, আজ্

যদদ্য বৈষ্ণবং ধন্যঃ পশ্যামঃ পুণ্যলোচনাঃ ॥ ২৮ ॥

বয়স্তু তপসা স্বামিন্ ক্রমেণাজ্জোজির্হীৰ্ষবঃ ।

তাবৎ সপদ্যযতিদা ত্রয়া দিক্ট্যাদ্য সঙ্গতাঃ ॥ ২৯ ॥

বয়ং পুণ্যার্জ্জনক্লিষ্টাঃ প্রাপ্তাস্থাং পুণ্যসাগরং ।

দৈবাক্কনান্যজ্জয়ন্তো নিধানং রূপণা ইব ॥ ৩০ ॥

দিননেকমপি ত্রক্সন্ বৈষ্ণবেন ত্রয়েহ নঃ ।

সংকথা স্তভগং পক্ষী ভূয়াদিতি মনোরথঃ ॥ ৩১ ॥

অদ্য ত্বংপাদসলিলৈঃ পর্ণশালা ভবন্তু নঃ ।

আমরাও পুণ্যক্ষেত্র বৈষ্ণবাগ্ৰণী নারদমুনিকে (আপনাকে)

দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম ॥ ২৮ ॥

• প্রভো ! আমরাও ক্রমে ক্রমে তপস্যার অনুষ্ঠান দ্বারা  
পাপরাশি দলন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি । এবং ইতোমধ্যে  
অদ্যই নিষ্পাপ হৃদয় আপনার সহিত, আমাদের সহসা  
মিলন হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

যে রূপ দরিদ্রগণ ধনরাশি উপার্জন করিতে  
দৈবাৎ মহামূল্য নিধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ আমরাও  
পুণ্য সঞ্চয় করিতে গিয়া বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়াছি এবং  
অবশেষে পুণ্যের সমুদ্র স্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৩০ ॥

ভগবন্ ! ইহাই আমাদের মনের বাসনা যে, বৈষ্ণব-  
প্রবর আপনার সহিত, একদিনমাত্র আমাদের সংকথা দ্বারা  
নিতান্ত স্তব্ধ উৎসব হয় ॥ ৩১ ॥

অদ্য রাক্ষসবিনাশি ভবদীয় পাদপ্রাকালন জলদ্বারা আমা-  
দের পর্ণশালা সমূহে যেন অশেষ প্রকার যজ্ঞ-বিস্ম দূর হইয়া

রক্ষোন্নৈম্নিহতাশেষযজ্ঞবিদ্যাঃ শুভোদয়াঃ ॥ ৩২ ॥  
 বন্যং ফলং নদীতোয়ং সাধারণমপি দ্বয়ং ।  
 ভক্ত্যা প্রদায় ভবতে প্রাপ্যামো ধন্যতাং বয়ং ॥ ৩৩ ॥  
 শৌনকশ্চ মহাতেজাস্তুদর্শনমহোৎসবং ।  
 লভতাং নো গুরুস্তস্মাভিহেমাগন্তমহঁসি ॥ ৩৪ ॥  
 ইথমভ্যর্থিতঃ সৌম্যোদ্বিজৈরঞ্জলি কৰ্মণা ।  
 ওমিত্যুবাচ হৃষ্টাত্মা স বৈষ্ণবজনপ্রিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥  
 অথ তৈঃ সহিতোভ্যাগাচ্ছৌনকস্ত গৃহং প্রতি ।  
 রম্যং তদাশ্রমং পশ্যন্ শাস্চর্য্যং সৰ্ববৈষ্ণবং ॥ ৩৬ ॥

যায় এবং যেন আমাদের পর্ণশালার মঙ্গল আবির্ভাব হয় ॥ ৩২ ॥

বনজাত ফল এবং নদীর জল এই দুইটি সাধারণ বস্তু । আমরা ভক্তিসহকারে এই দুইটি বস্তু আপনাকে প্রদান করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিব ॥ ৩৩ ॥

~~মহাতেজসী শৌনকসুনি~~ কানাদের গুরু । তিনি ভবদীয় দর্শনজনিত উৎসব লাভ করুন । ~~এব~~ তাঁহার ভবনে গমন করাই আপনার উচিত ॥ ৩৪ ॥

এইরূপে সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণগণ কৃতাজলি হইয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে, বৈষ্ণবগণের প্রিয়পাত্র দেবর্ষি নারদ, হৃষ্টচিত্তে তথাস্তু বলিয়া, তাঁহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর সকল বৈষ্ণবের আবাস স্থান স্বরূপ, সেই আশ্চর্য্য জম্বক রমণীয় আশ্রম দেখিবার জন্য, সেই সকল

বিশাং স্বব্যবহারেষু নির্বালীকেসু সৰ্ব্বশঃ ।  
 তত্র তত্র স শুশ্রাব বিষ্ণোরাজ্ঞাং নিয়ামিকাং ॥ ৩৭ ॥  
 অনু দেবকুলং দৃষ্ট্বা স্তপুণ্যং বিদধেহঞ্জলিং ।  
 স্হাবরাঃ প্রতিমা বিষ্ণোদ্বিজাখ্যা জঙ্গমাস্থতা ॥ ৩৮ ॥  
 পশুমিত্যাশ্রমং পুণ্যং প্রশংসং মুহূৰ্দ্দা ।  
 শৌনকস্ত গৃহং প্রাপ প্রখ্যাতমৃষিসঙ্কলং ॥ ৩৯ ॥  
 তাবৎ স শৌনকোহপ্যাসীদ্বিষ্ণুমভ্যর্চ্য তৎপরঃ ।  
 বুধবন্দরতঃ শ্রীমান্ কৃতকৃষ্ণকথাদরঃ ॥ ৪০ ॥

ব্রাহ্মণগণের সহিত, শৌনকমুনির গৃহাভিমুখে গমন করি-  
 লেন ॥ ৩৬ ॥

দেবর্ষি নারদ ব্যবসায়ি ব্যক্তিগণের নির্দোষ অর্থাৎ দুঃখ-  
 বিরহিত সকল প্রকার ব্যবহার কার্যো তত্তৎ স্থলে “বিষ্ণুর  
 আজ্ঞাই যে নিয়ামক” ইহাই অবগণ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান ~~পুণ্যবান~~ দর্শন  
 করিয়া কৃতাজলি হইলেন । বিষ্ণুর স্হাবর প্রতিমা সকল এবং  
 ব্রাহ্মণস্বরূপ জঙ্গম প্রতিমা সকল দর্শন করিয়া মুনিবর সহর্ষে  
 সেই পরম পবিত্র নিত্য আশ্রমের অবিরত প্রশংসা করিতে  
 লাগিলেন । তৎপরে তিনি শৌনক মুনির ঋষিকুল-পরি-  
 ব্যাপ্ত বিখ্যাত গৃহ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

তৎকালে সেই স্থনিপুণ ও শ্রীমান্ শৌনক-মুনি বিষ্ণুপূজা  
 করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীপরিবেষ্টিত হইয়া এবং হরিকথায় আদর  
 করিয়া বসিয়া ছিলেন ॥ ৪০ ॥

হৃষ্টৈস্তদ্রোজ্জগে কৈশিচিৎ ত্যতে কৈশিচিদদ্ভুতং ।

কৈশিচিচ্চ যতিমালক্ষ্য মুহূর্ত্তঃ প্রবাদ্যতে ॥ ৪১ ॥

তেষাং বিষ্ণুঘণঃপুণ্যসঙ্গীতধ্বনিরুচ্চকৈঃ ।

দ্যাং জগামাক্ষয়ীকুর্বন্ শৃণুতাং স্বর্গিণাং সুখং ॥ ৪২ ॥

ইথমন্যপ্রসঙ্গেহপি দিব্যদৃক্ স্বর্গহাগতং ।

জ্ঞাত্বা ভাগবতং হর্ষাং সার্ব্যঃ প্রত্যাশ্রয়ৌ দ্রুতং ॥ ৪৩ ॥

স তং হরিমশঃস্বচ্ছং জ্ঞানং মূর্ত্তিমিবাশ্রিতং ।

নারদং পুরতঃ পশ্যন্ প্রণনামৈব দণ্ডবৎ ॥ ৪৪ ॥

দ্রুতমুখাপ্য হর্ষেণ সোহপ্যাপ্লব্বিতঃ স্তবধ্বনিং ।

তথায় কেহ কেহ হৃষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন । কেহ কেহ আশ্চর্য্যভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা যোগিবর নারদকে লক্ষ্য করিয়া হস্তবাদ্য অর্থাৎ করতালি দিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণদিগের উচ্চৈঃস্বরে বিষ্ণুর কীর্ত্তিসংক্রান্ত পবিত্র সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণকারি স্বর্গবাসি দেবতাগণের সুখ অক্ষয় করিবার জন্য স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

এইরূপে দিব্যচক্ষু শৌনক-মুনি অন্য প্রকার প্রসঙ্গেও ভগবদ্ভক্ত নারদমুনিকে নিজগৃহে উপস্থিত জানিয়া সহর্ষে অর্ঘ্য লইয়া শীঘ্র তাঁহার নিকটে গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

শৌনক-মুনি নিঃশ্লল হরিমশের ন্যায় এবং মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানের মত, সেই নারদ ঋষিকে সম্মুখে দর্শন করিয়াই দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ॥ ৪৪ ॥

দেবর্ষি নারদ দ্রুত তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন এবং



মেনে জাতমপর্যাপ্তং প্রহর্ষমাত্মনস্তদা ॥ ৪৫ ॥

স্বয়মেবাসনং দত্ত্বা যথাবিধি তমর্চয়ৎ ।

সংপূজ্য কুশলং চৈব প্রোবাচ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৪৬ ॥

করবাণি সন্দিশ মুনীন্দ্র কিং প্রিয়ং

ভবদাগমনেন বিদিতং ময়াধুনা ।

ন হি দুষ্করং কিমপি সর্বসম্পদঃ

সততং ভবাদৃশপুরঃসরা যতঃ ॥ ৪৭ ॥

গতস্পৃহস্বেহপি মহানুভাবাঃ

শ্রেয়ঃ পরস্মৈ কৃপয়া বিধাতুং ।

অনন্দভরে শৌনককেও আনিঙ্গন করিলেন । তৎকালে শৌনক আপনার আনন্দ অপরিয়াপ্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিলেন ॥ ৪৫ ॥

তখন স্বয়ংই আসন প্রদান করিয়া যথাবিধি তাঁহার অর্চনা করিলেন । অনন্তর পূজা করিয়া ত্রিভুজসহকারে তাঁহার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৬ ॥

হে মুনিবর ! আপনি আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রিয়-কার্য্য করিতে হইবে । এক্ষণে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আপনার শুভাগমনে কোন বস্তুই দুষ্কর নহে । যে হেতু সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য, ভবাদৃশ মহোদয়গণের সর্বদাই নিকট-বর্তী ॥ ৪৭ ॥

উদারচেতা মহোদয় ব্যক্তিগণ, ইচ্ছা না থাকিলেও অপরের উদ্দেশে কৃপা করিয়া মঙ্গল সাধনের জন্য কোন

• সমাদিশস্ত্যেব কিমপ্যতোহহং  
 ধন্যস্তদুক্তং করবাণি যোগিন্ ॥ ৪৮ ॥  
 ততঃ স্মরষির্মুদিতোহব্রবীভং  
 ন তে বিচিত্রং বিনয়েন ভূষা ।  
 ত্বয়ীক্ষ্যতে সদৃগুণরত্নরাশিঃ  
 মৰ্কোহপ্যয়ং নিৰ্ম্মলকোষভূতে ॥ ৪৯ ॥  
 দৃষ্টে ব চ ভাং সফলাগমোহস্মি  
 পবিত্রিতাশেষজনং যতোহহং ।  
 ভূষাং ভূবো ভাগবতাভিবানাং  
 হরেস্তনুং দ্রষ্টুমিহাগতোহস্মি ॥ ৫০ ॥

না কোন কার্য্য অবশ্যই আদেশ করিয়া থাকেন । হে  
 যোগিবর ! অতএব যদি আমি আপনার কথা পালন  
 করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর দেবর্ষি হৃষ্টচিত্তে শৌনক-মুনিকে বলিয়াছি-  
 লেন । ~~বিনয় দ্বারা যে অলঙ্কার হইয়া থাকে, ইহা বিচিত্র~~  
 নহে । তুমি নিৰ্ম্মল কোষাগার তুল্য । অতএব এই সকল  
 সদৃগুণরূপ রত্নরাশি কেবল তোমাতেই লক্ষিত হইয়া  
 থাকে ॥ ৪৯ ॥

কারণ, তুমি সকল লোককেই পবিত্র করিয়াছ । স্মতরাং  
 তোমাকে দেখিয়া আমার সমস্ত আগম সফল হইয়াছে ।  
 তুমি ভূতলের ভূষণ এবং ভগবদ্রূপ নামক বিষ্ণুর মূর্তি ।  
 তোমাকে দেখিবার জন্য আমি এই স্থানে আগমন করি-  
 য়াছি ॥ ৫০ ॥

অহোহৃতিধন্যোহসি যতঃ সমস্তে।  
 জনস্বয়শ প্রবণীকৃতোহয়ং ।  
 উৎপাদয়েদ্ যোহত্র ভবাদ্ভিতানাং  
 ভক্তিং হরৌ লোকপিতা স ধন্যঃ ॥ ৫১ ॥  
 ইত্যাদি সম্ভাষ্য ততো মহর্ষি-  
 রভ্যর্চিতঃ শৌনকমুখ্যাবৈপ্রৈঃ ।  
 উবাস তস্মিন্ দিবসং মহাত্মা  
 যথোচিতং তৈরভিপূজ্যমানঃ ॥ ৫২ ॥  
 তস্মিন্ দিনে সাধুমহোৎসবে তে  
 সুখোপবিষ্টং পরিবৃত্য সর্কে ।

তুমি অতিশয় ধন্য হইতেছ । যেহেতু তুমি এই সমস্ত  
 লোকদিগকে হরিভক্তি বিষয়ে উন্মুখ করিয়াছ । বিশেষতঃ  
 যে এই জগতে ভবযন্ত্রণাপীড়িত মানবদিগের হরিভক্তি উৎ-  
 পাদন করিয়া থাকে, সেই জগতের পিতা এবং সেই ব্যক্তিই  
 ধন্য ॥ ৫১ ॥

অনন্তর দেবর্ষি নারদ ইত্যাদিক্রমে সম্ভাষণ করিলে,  
 শৌনক প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিপ্রগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা  
 করিলেন । তৎপরে ব্রাহ্মণগণ যথাবিধি তাঁহার অর্চনা  
 করিলে, মহামতি নারদ সেই আশ্রমে এক দিবস অবস্থান  
 করিলেন ॥ ৫২ ॥

উৎকৃষ্ট উৎসবপূর্ণ সেই দিবসে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ  
 হরিকথা শুনিতে বাসনা করিয়া, আত্মাদিত মনে এবং

প্রভুং প্রিয়ং প্রাহরতিপ্রহৃষ্টাঃ  
 সপ্রশ্রয়াঃ শ্রীশকথাভিকামাঃ ॥ ৫৩ ॥  
 অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টো-  
 হপ্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন ।  
 সংসঙ্গমাখ্যেন স্থখাবহেন  
 কৃতাদ্য নো যত্র কৃশা মুমুক্ষা ॥ ৫৪ ॥  
 মিত্রং প্রসিদ্ধং ভুবনেষু জাতঃ  
 স নির্মলাত্মা বিচরন্ পরার্থং ।  
 হমান্তরং হংসি তমো জনানাং  
 ততং স্বগোভিস্তরগিস্ত বাহং ॥ ৫৫ ॥  
 অতোহদ্য নঃ শ্রীশযশ-স্তবান্দ্যৈঃ

সবিনয়ে স্থখাসীন, সর্বপ্রিয় এবং প্রভু নারদমুনিকে বেক্ষন  
 করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

হে মহোদয় ! এই সংসার নানাবিধ দোষে দূষিত হই-  
 লেও কেবল একমাত্র স্থখজনক সংসঙ্গ নামক গুণদ্বারা  
 শোভা পাইয়া থাকে । অদ্য এই সখ্যসঙ্গ রূপ গুণদ্বারা  
 আমাদের মুক্তি কামনা হ্রাস পাইয়াছে ॥ ৫৪ ॥

সেই নির্মলচেতা দিবাকর পরের নিমিত্ত বিচরণ করিয়া  
 ত্রিভুবনে মিত্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন । আপনি লোক-  
 দিগের আন্তরিক বিস্তারিত তম ( তমোগুণ ) নাশ করিয়া  
 থাকেন এবং সূর্য্য নিজকিরণ দ্বারা বাহু তম ( অন্ধকার )  
 নাশ করিয়া থাকেন ॥ ৫৫ ॥

আমাদের অন্তঃকরণ ছরস্ত্র কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ,

স্বধারমৈঃ প্লাবয় মানসানি ।

দুরন্ততৃষ্ণামদলোভমোহ-

স্মরজ্বলদ্বহিশিখাকুলানি ॥ ৫৬ ॥

ইতি স্নগধুরমুক্তো নৈমিষীয়েঃ স নিত্যং

হরিগুণমণিমালালঙ্কতঃ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ ।

মুরহরসিতকীর্তি-স্বধু'নী-রাজহংসো।

মুনিরজিতপদাজ্জালোলভঙ্গো জহর্ব ॥ ৫৭ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিস্বধোদয়ে শৌন-  
কাদিসঙ্গমঃ প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ \* ॥

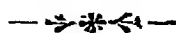
মোহ এবং তৃষ্ণা রূপ প্রজ্বলিত অনলের স্ফুলিঙ্গ দ্বারা দগ্ধ হইতেছে। অতএব অদ্য আপনি লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণের কীর্ত্তি এবং স্তবাদি রূপ অমৃতরস দ্বারা আমাদের দগ্ধ-চিত্ত স্থলীতল করুন ॥ ৫৬ ॥

হরিগুণ রূপ রত্নমালা দ্বারা যিনি সর্বদা বিভূষিত হই-  
য়াছেন, যাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুস্বিষ্ট, স্মরারিণী ~~পুত্র~~ কীর্ত্তি  
রূপ মন্দাকিনীর যিনি ~~বাহু~~ হংস এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণ-  
কমলের সম্যক ~~চঞ্চল~~ মধুকর স্বরূপ, সেই দেবর্ষি নারদ  
নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণের এইরূপ স্থললিত বাক্য শ্রবণ  
করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৫৭ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিস্বধোদয়ে শ্রীরাম-  
নারায়ণ-বিদ্যারত্নানুবাদিতে শৌনকাদিসঙ্গম নামক প্রথম  
অধ্যায় ॥ \* ॥ ১ ॥ \* ॥

## হরিভক্তিসুখোদয়ঃ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।



অথ শৌরিকথাপ্রসংহর্ষনির্ভরমানসঃ ।

স্বরর্ষিঃ প্রাহ বিপ্রর্ষিঃ প্রশস্ত ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীনারদ উবাচ ॥

অহোহৃতিনির্মলা যুয়ং রাগো হি হরিকীর্তনে ।

অবিধূয় তমঃ কৃৎস্নং নৃণাং নোদেতি সূর্য্যবৎ ॥ ২ ॥

অহং ধন্যো যুগ্মাভিঃ সম্ভতোহদ্য মহাত্মাভিঃ ।

প্রবক্ষ্যামি কথাং পুণ্যঃ সর্ব্বপৌরাণিকপ্রিয়াঃ ॥ ৩ ॥

---

অনন্তর হরিভক্ত 'দৈবর্ষি নারদ, হরিকথার প্রশ্নে সাত্ত্বিক শয় হৃৎচিন্তা হইয়া ব্রহ্মর্ষি শৌনককে প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

নারদ কহিলেন, সূর্য্যদেব ~~স্বরূপ~~ সমস্ত অক্ষকার ধ্বংস না করিয়া উদিত হন না, সেইরূপ হরিকীর্ত্তন গান করিবার যে অনুরাগ, তাহাও মানবদিগের তমোগুণের সকল প্রকার কার্য্য ক্ষয় না করিয়া উদিত হয় না । আহা ! এই কারণেই বলিতেছি যে, তোমরাও অত্যন্ত নির্মল ॥ ২ ॥

তোমরাও মহামতি, অদ্য মহাত্মগণের সহিত মিলিত হইয়া আমিও কৃতার্থ হইলাম । এক্ষণে সমস্ত পৌরাণিকদিগের প্রিয় হরিকথা সকল বর্ণন করিব ॥ ৩ ॥

তদ্বরেণ্ডিত্রলীলস্ত্র সংকথানাং সমুচ্চয়ঃ ।

ইমং শৃংখলমম্বৰ্ণং নাম্না ভক্তিস্বধোদয়ঃ ॥ ৪ ॥

যন্ময়া কপিলাচ্ছ্রুত পুরাণং বেদসম্মিতং ।

নারদীয়গিতি প্রোক্তং তৎসারং প্রব্রবীমি বঃ ॥ ৫ ॥

শাস্ত্রং কাব্যং কথিত্যাদি বিস্তৃতং বাঙ্ঘ্যেষু যৎ ।

বচঃ শৌরিপরং শ্লাঘ্যং সংসভাস্থ তদেব হি ॥ ৬ ॥

প্রান্যমেতদ্রবদ্বিষ্ট নামভ্যে কদাচন ।

তে হি তুষ্ঠাঃ স্চিভ্যস্ত রাগোদ্বোধকবাঙ্ঘ্যৈঃ ॥ ৭ ॥

কনিনোক্তং বচোলৌল্যাদতজ্জ্ঞেহতদধিযু ।

এক্ষণে বিচিত্র লীলাময় শ্রীহরির অর্পযুক্ত এই সংকথা-  
মকল তোমরা শ্রবণ কর । ইহার নাম হরিভক্তিস্বধোদয় ॥ ৪

পূর্বে আমি মহর্ষি কপিলের নিকট হইতে, যে বেদতুল্য  
নারদীয়পুরাণ শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তাহা-  
রই সারাংশ তোমাদের নিকট বর্ণন করিব ॥ ৫ ॥

সমস্ত প্রবন্ধে শাস্ত্র, কাব্য এবং ইত্যাদি যাহা  
বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট সভায়, সাধু সভা-  
গণের নিকটে সেই হরিসংক্রান্ত কথাই প্রশংসনীয় ॥ ৬ ॥

অন্যত্র সেই হরিকথা তোমরাই শ্রবণ করিবে । অসভ্য-  
গণের নিকটে কদাপি হরিকথা আদরণীয় হয় না । কারণ,  
অসভ্যগণ স্বকীয় চিত্তস্থিত অনুরাগের উদ্বোধক প্রবন্ধ সমূহ  
দ্বারা নিশ্চয়ই মস্তক হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

তবে কবি (পণ্ডিত) চাঞ্চল্য প্রযুক্ত যাহারা তাহা  
জানে না, অথবা যাহারা হরিকথা প্রার্থনা করে না, তাহা-

অনুল্যমপি ন জ্ঞাঘ্যং বস্ত্রং ক্ষণকেষ্বিব ॥ ৮ ॥

ঐক্যৈরপি ন সদগ্রহৈঃ পুণ্যা যন্তোন্নোহসতাং ।

কঠিনং শাস্ত্রযোগ্যং স্মাচ্ছিন্নাপৃষ্ঠং ন বৃষ্টিভিঃ ॥ ৯ ॥

নহাস্ত এব তুষ্যন্তি সন্তুত্যা সারবেদিনঃ ।

নান্নাঃ কুপা বিবর্দ্ধন্তে জ্যোৎস্নয়া কিং সমুদ্রবৎ ॥ ১০ ॥

ধৌরিনামোজ্জ্বলং কাব্যং নালঙ্কারানপেক্ষতে

বিতারকমপি ব্যোম শোভতে ভানুভূষিতং ॥ ১১ ॥

যেব কাছেও বাক্য বলিয়া থাকেন । কিন্তু যেরূপ ক্ষণক  
কালের বৌদ্ধ সম্মাসিদিগের কাছে বস্ত্র আদরণীয় হয় না,  
সেইরূপ তাহাদের কাছে অনুল্য হইলেও হরিকথা প্রশং-  
সিত হয় নহে ॥ ৮ ॥

যেরূপ বৃষ্টিদ্বারা কঠিন প্রস্তরপৃষ্ঠ শাস্ত্রোপাদানের উপ-  
যুক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ বেদভূল্য সাধু গ্রন্থ সকল  
প্রবণ করিলেও অসাধুদিগের অন্তঃকরণে কখন পুণ্য প্রকাশ  
পায় না ॥ ৯ ॥

সারজ্ঞ মহাত্মগণই সাধুভক্তি দ্বারা সজ্জিত হইয়া থাকেন ।  
তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কূপ সকল কি জ্যোৎস্না  
দ্বারা সমুদ্রের ন্যস্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না ? অর্থাৎ অবশ্য বৃদ্ধি  
পাইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

সে কাব্য কৃষ্ণকথা দ্বারা সমুজ্জ্বল হইয়াছে, সেই কাব্য  
অন্তান্ত অলঙ্কারসকল অপেক্ষা করে না । দেখ, আকাশে  
যদি একটাও নক্ষত্র না থাকে, তথাপি সেই গগনমণ্ডল সূর্য-  
দ্বারা সজ্জিত হইয়া শোভা পাইয়া থাকে ॥ ১১ ॥



সদোষাপি কবেৰ্বাণী হরিনামাঙ্কিতা যদি ।

সাদরং গৃহ্যতে তজ্জৈঃ শুভিমুক্তাঙ্কিতা যথা ॥ ১২ ॥

সৈবেহ বাণী জনতাপহারিণী

সুখাবলী সংসৃতিসিন্ধুতারিণী ।

যানন্তনাগাবলিদিব্যহারিণী

স্বলংপদা যদ্যপি সা বিকারিণী ॥ ১৩ ॥

স্বকোমলং সাধুসুগন্ধিগন্ধব-

দ্রসাবহং বা হরিমম্পৃশদ্বচঃ ।

কবির ভারতী যদি দোষযুক্তও হয়, অথচ যদি সেই  
বাণী হরিনাম দ্বারা চিহ্নিত হয়, তথাপি মুক্তাসম্বিত শুভি  
(বিনুক) যেরূপ সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে, সেইরূপ  
পণ্ডিতপণ ঐরূপ হরিনামচিহ্নিত কবির ভারতীকে সমাদরে  
গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

যদিচ সেই ভারতী স্থলিতপদ দ্বারা (পদশব্দে চরণ  
এবং পদশব্দে এক একটা পদ) বিকারযুক্ত হইয়া থাকে  
এবং যে ভারতী অদীম হরিনামাবলী দ্বারা স্বর্গীয় বস্তু হরণ  
করিতে পারে, সেই ভারতীই সুখ সম্পাদন করিয়া থাকে,  
এবং সুখরাশি দ্বারা ভবসিন্ধু পার করিয়া থাকে এবং সেই  
কবিভারতীই লোকদিগের পাপরাশি, অথবা তাপরাশি  
দলন করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

যেরূপ ফলশূন্য শস্যমঞ্জরী স্রফল দান করিতে পারে না,  
সেইরূপ অত্যন্ত কোমল, অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, অত্যন্ত গন্ধযুক্ত,

দদাতি নালং স্ত্রফলং ধ্রুবং কবে-

ଏଥା ସୁଶାନ୍ତଂ କମିଶେ କଲୋଜ୍ଞିତଂ ॥ ୧୪ ॥

ଏକମୂଳଗନ୍ତବ୍ୟରପଦ। ମରାଠୀ

পবিত্রগোবিন্দপদাঙ্কিতা যদি ।

মুক্তাবলীদারুণরত্নরঞ্জিতা

মনোহর। স। বিদ্যামলক্কৃতিঃ ॥ ১৫ ॥

অথ ত্রয়ীনাথপদাঙ্কসেবিনাং

महात्मानां सच्चरितैरनलक्ष्यताः ।

कथाः स्रग्भ्याः कथायागि मर्त्यदः

প্রথম্য বাচাং বিভবায় মাধবং । ১৬ ॥

যজ্ঞাদি সংকৰ্ম কৃতং শিশুং ভবে-

রসে পরিপূর্ণ এবং হরিকথাবিহীন কবিতাক্য, 'নিশ্চয়'ই সম্পূর্ণ  
ভাবে স্তফল দান করিতে পারে না ॥ ১৪ ॥

যে রূপ ~~বক্তবর্ণ~~ বক্তদ্বারা সুরঞ্জিত মনোহর মুক্তাবলী,  
পণ্ডিতগণের অলঙ্কার স্বরূপ, সেই রূপ প্রসাদ গুণ এবং  
গান্ধীর্ষ্য গুণযুক্ত কবির ভারতী, যদি পবিত্র হরিপদ দ্বারা  
চিহ্নিত হয়, তবে তাহাই পণ্ডিতগণের ভারতী ~~জ্ঞান~~ ৥১৫

আমি বাক্যের বৈভবের জন্ম সর্বাভীষ্টদাতা কল্যাণ-  
পতিকে প্রণাম করিয়া ত্রিবেদাস্তক নারায়ণের পাদপদ্মসেবি  
মহাস্থগণের তত্ত্ব বিখ্যাত চরিত্র দ্বারা বিভূষিত, অত্যন্ত  
পুণ্যজনক বাক্য সকল বলিতেছি ॥ ১৬ ॥

শ্রীর্ত্তে যজ্ঞাদি সংকল্পের অনুষ্ঠান করিলে তাহা সফল

ভদপ্যাহো যৎস্মরণে ন পূর্য্যতে ।  
 ততশ্চ কৰ্ত্তুঃ প্রদদাতি সংফলং  
 প্রভুঃ স পুষ্ণাতু বচাংসি নঃ সদা ॥ ১৭ ॥  
 বৎপাদপদ্মাসবলুক্রবীঃ সদা  
 কলং প্রাণ্ডজ্যাজ সৰ্বদেতি চ ।  
 নিষেবতে বেদমধুরতাবলী  
 স লোকপূজ্যার্চ্যপদঃ প্রসীদতু ॥ ১৮ ॥  
 যন্মাগসঙ্গীতরজস্তমোহপহং  
 কলস্বরং গায়তি কিম্বরীজনঃ ।  
 আনন্দজাশ্রমপিতস্তনশ্বলঃ

হইতে পারে না। আহা! পরে যাঁহার নাম স্মরণে সেই  
 যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। স্বাৰশেষে যিনি যজ্ঞানু-  
 ষ্ঠাতা পুরুষকে যজ্ঞের স্বর্গাদি ফল প্রদান করিয়া থাকেন,  
 সেই মহাপ্রভু হরি আগাদের বাক্য সকল সৰ্বদা পরিপুষ্ট  
 করুন ॥ ১৭ ॥

যাঁহার পাদপদ্ম-মুগল পাইব বলিয়া বেদরূপ মধুকর-  
 সমূহ, চঞ্চলমতি হইয়া সৰ্বদা স্নমধুর স্বরে গুঞ্জন করিয়া  
 থাকে। হে “অজ! হে সৰ্বদ!” ইত্যাদি বাক্য বলিয়া  
 সেবা করিয়া থাকে, সেই সৰ্বলোকপূজ্য পূজ্যপাদ হরি  
 প্রসন্ন হউন ॥ ১৮ ॥

বিদ্যাধরীগণ আনন্দাশ্রপাতে বক্ষঃশ্বল আর্জ করিয়া,  
 স্নমধুর স্বরে যাঁহার তমোগুণবিনাশী নাম সঙ্গীতের বাক্য  
 সকল গান করিয়া থাকে, সকল প্রকার সৌভাগ্যের নিধি-

স সর্বসৌভাগ্যনিধিঃ প্রসীদতু ॥ ১৯ ॥

যৎপাদমন্তুতসরিদ্বরামপি

স্তোতুং ন শক্তঃ কমলাসনোহপ্যহো ।

স্তোতুং তমপ্যুৎসহতে মনো মম

প্রভোমুদে ভক্তজনশ্চ চাপলং ॥ ২০ ॥

ক্ষয়িষুমিন্দুং পরিবর্জ্য চন্দ্রিকা

ভুবং গতেবার্দ্ধিহর। মহোড়্ভিঃ ।

সবুদ্ধদা যচ্চরণাজ্জা নদী

তমপ্রমেয়ং শরণং ব্রজাম্যহং ॥ ২১ ॥

স্বরূপ, সেই ভগবান্ হরি প্রসন্ন হউন ॥ ১৯ ॥

যাঁহার পাদপদ্ম মন্তুত সরিদ্বরা গঙ্গাকে স্তব করিতে (অন্তের কথা দূরে থাকুক) পদ্মযোনি ব্রহ্মাও স্তব করিতে সক্ষম নহেন, আমার অন্তঃকরণ সেই হরিকেও স্তব করিতে উৎসাহিত হইতেছে। এইরূপ করিবার কারণ, ভক্তজনের চাপল্য প্রকাশে মহাপ্রভুর আনন্দই ঘটয়া থাকে ॥ ২০ ॥

যাঁহার পাদপদ্ম মন্তুত নদী, বুদ্ধদ বা হলবিশ্বের সহিত স্তুতলে আসিয়াছেন। কবি বলিতেছেন, উহা নদী নহে। কিন্তু উহা চন্দের জ্যোৎস্না। কৃষ্ণপক্ষে শশধরের কক্ষয় পাইয়া থাকে। অতএব গীড়ানাশিনী কোমুদী, ক্ষয়শীল শশধরকে পরিত্যাগ করিয়া, তারকাগণের সহিত কি স্তুতলে আসিয়াছে?। এক্ষণে সেই অচিন্তনীয় মাহাত্ম্যসম্পন্ন হরির শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ২১ ॥

স্তম্পদঃ কৃষ্ণরুচশ্চ পাপুনঃ  
 মহানবস্থামিব দর্শয়ত্যলং ।  
 হিমেন্দুশুভ্রা খলু যৎপদোদ্ভবা  
 স সর্বমজ্ঞানমপাকরোতু নঃ ॥ ২২ ॥  
 মুখেন্দুসম্বর্দ্ধিতভক্তমাগর-  
 শ্চক্রার্কমম্বোধিতসম্মুখাম্বুজঃ ।  
 সন্মানসামন্ত্রশ্রুত্বাহংসভু-  
 দ্বিভাতি যন্তং প্রণতোহস্মি বৃদ্ধয়ে ॥ ২৩ ॥  
 ' অথ মুনিতিলকঃ শ্রীবিষ্ণুমাহাত্ম্যাদ্যং  
 ভববিষমবিশালব্যাদিনির্মূলবৈদ্যং ।  
 ক্রতিজননিধিগধ্যপ্রস্ফুরদ্ব্যবরত্নং

তুমার এবং চন্দ্রমার মত শুভ্রবর্ণ, যাহার পাদপদ্ম সমুত্ত  
 নদী, এক কালে উৎকৃষ্ট সম্পত্তি এবং কৃষ্ণবর্ণপাপের মাতি-  
 শয় ছুরবস্থা বা অনৈক্যদেখাইয়া থাকে, সেই সর্বময় হরি  
 আমাদের সকল প্রকার অজ্ঞান দূর করুন ॥ ২২ ॥

যিনি মুখচন্দ্র দ্বারা ভক্তরূপ সমুদ্ভব করিয়া থাকেন,  
 যিনি হৃদদর্শনরূপে সূর্য্য দ্বারা মাধুজনের মুখপদ্ম বিকসিত  
 করিয়া থাকেন এবং যিনি মাধুগণের মানসসরোবরে উৎকৃষ্ট  
 শব্দ এবং হংসের মত বিরাজ করিয়া থাকেন, আমি সকল  
 প্রকার অভ্যুদয়ের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ২৩ ॥

অনন্তর মুনি-তিলক নারদ-ঋষি রোমাঞ্চিত কলেবরে,  
 ইষ্টদেব হরিকে প্রণাম করিয়া যাহা ভবরূপ বিষম ও বিশাল  
 ব্যাধির উল্লু লনে বৈদ্যের তুল্য এবং যাহা বেদরূপ সমুদ্ভের

হুযিত-তনুরবোচদেবগিষ্ঠং প্রণম্য ॥ ২৪ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিহ্রদোদয়ে দ্বিতীয়ো-  
 অধ্যায়ঃ ॥ \* ॥

মধ্যে প্রস্ফুরিত দিব্যরত্নের তুল্য, শ্রীবিষ্ণুর সেই আদ্য  
 মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিহ্রদোদয়ে শ্রীরাগনারা-  
 যণ-বিদ্যারহস্যানুবাদিতে দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ \* ॥ ২ ॥ \* ॥

— —

## ইতিভক্তিসুখোদয়ঃ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।



শ্রীনারদ উবাচ ॥

অনন্তস্মাৎ প্রমেয়স্য প্রভাবং দোষদূষণং ।

বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং বক্ষ্যামি যাবজ্জ্ঞানং নমোন্নতং ॥

ভবাক্সিগুণিতীর্ঘ্যং শরণ্যং স চতুর্ভুজঃ ।

যঃ সহস্রভুজো ভাতি দ্বিজভক্তসমুদ্ভূতো ॥ ২ ॥

অব্যক্ত-ব্রহ্মসেবী হি নির্বিঘ্নান পরং ব্রজেৎ ।

শ্রীনারদ কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! যিনি অনন্ত এবং  
যাঁহাকে পরিমাণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া যায় না, আমার  
যে রূপ উচ্চ জ্ঞান আছে, আমি সেইরূপ তাঁহার দোষবিনাশি  
সাহায্যের বিষয় বলি করিব, তোমরা শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

যে সকল ব্যক্তি ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়া  
থাকে, তাঁহাদের পক্ষে সেই চতুর্ভুজই একমাত্র রক্ষা কর্তা।  
কারণ, তিনি নিজভক্তদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য সহস্র  
বাহু ধারণ করিয়া শোভা পাইয়া থাকেন ॥ ২ ॥

যে ব্যক্তি, অব্যক্ত অর্থাৎ নিগূর্ণ ব্রহ্মের সেবা করে, সে  
নির্বিঘ্নে পরম পদ লাভ করিতে পারে না। যে হেতু কাম-

দুর্জয়ো হরিষড়্‌বর্গঃ সগুণং ব্রহ্ম তদ্বজ্জেৎ ॥ ৩ ॥  
 যথাগাধহৃদাস্তঃশ্চো মংশো জয়তি জালিকান্ ।  
 কামমুখ্যানরীনেতান্ নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥ ৪ ॥  
 ইতঃ স্মরন্ততঃ ক্রোধস্থিতো গোহন্ততো মদঃ ।  
 অসিপত্রবনান্তে তু গতিশ্চক্ৰী মুমুক্ষতাং ॥ ৫ ॥  
 হরিভক্তিসুধাস্বাদরোমাঞ্চঘনকঙ্কণং ।  
 কিং কুৰ্য্যঃ শাস্ত্রিণা রক্ষ্যং কুসুমেষু মুখারয়ঃ ॥ ৬ ॥

ক্রোধাদি ছয়রিপু সর্বদাই অজেয় । অতএব সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিবে ॥ ৩ ॥

যে রূপ মংশ অতলস্পর্শ হৃদের মধ্যে থাকিয়া ধীবর-দিগকে জয় করিয়া থাকে, সেইরূপ মানব যদি নারায়ণের শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সকল অরি দিগকে জয় করিতে পারে ॥ ৪ ॥

এই স্থানে ক্রোধ, সেই স্থানে ক্রোধ, এই স্থানে লোভ এবং সেই স্থানে মদ । এইরূপ মর্কটেরি রিপুগণ বিদ্যমান আছে । অতএব মোক্ষাভিলাষি ব্যক্তিগণকে চক্রপাখি নারায়ণই অসিপত্র বন নামক নরক হইতে রক্ষা করেন, অতরাং তিনিই একমাত্র গতি বা অবলম্বন স্বরূপ ॥ ৫ ॥

হরিভক্তি রূপ সুধারসের আশ্বাদন করিয়া যখন রোমাঞ্চ উপস্থিত হয় এবং সেই রোমাঞ্চই যাহার স্ফূট বর্ষ ( দেহাবরক সঁজোয়া ) তুল্য এবং ত্রীকৃষ্ণ ষাঁহাকে রক্ষা করেন, কামাদি রিপুগণ তখন তাঁহার কি করিতে পারে ? ॥ ৬ ॥



মোক্শসৌধং মহোত্তমানমারুৰুক্ষুস্ততো নরঃ ।

ভগবদ্ভক্তিনিঃশ্রেণীং ভজেতৈবানুথা পতেৎ ॥ ৭ ॥

বান্ধনঃ কায়জৈঃ পাপৈরবশ্যমনিশং কৃতৈঃ ।

জনঃ কথন্থা মুচ্যেত সদ্ভাবেনাভজন্ হরিং ॥ ৮ ॥

বেদাঃ শাস্ত্রশতং বাপি তারয়ন্তে ন তং নরং ।

যস্তাত্মমনসো নালং ফলিতা ভগবদ্ভতিঃ ॥ ৯ ॥

শাস্ত্রং সদ্ভক্তিমফলং শাস্ত্রঞ্চ কণিশোজ্জ্বলিতং ।

কুলদ্রী চাপ্রজা কূপমম্বুহীনং বৃথৈব হি ॥ ১০ ॥

অনন্তর মানব যখন অত্যন্ত উচ্চ মোক্ষরূপ অট্টালিকায় আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিবে, তখন হরিভক্তি রূপ অধিরোহিণী ( সিঁড়ি ) অবলম্বন করিবে, ইহা ব্যতীত সে পড়িয়া যাইবে ॥ ৭ ॥

কায়মনোবাক্যে অবিরত অবশ্য যে সকল পাপ সঞ্চয় করা যায়, সেই সমস্ত পাপদ্বারা যদি মানব সদ্ভাবে অথবা ভক্তিসহকারে হরিসেবনা করে, তাহা হইলে কিরূপে সে ( সংসার হইতে ) মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ? ॥ ৮ ॥

যে ভক্তির নিজমনে সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তি, অথবা কৃষ্ণ-প্রেম ফলিত হয় নাই, কি করিয়া বেদ সকল, অথবা অন্যান্য শত শত গ্রন্থ, তাহাকে উত্তীর্ণ করিবে ? ॥ ৯ ॥

সদ্ভক্তিশূন্য শাস্ত্র, মঞ্জরীশূন্য শাস্ত্র, পুঞ্জবিহীনা কুল-বধু এবং জলশূন্য কূপ, এই সকল বস্তু নিশ্চয়ই বৃথা জানিবে ॥ ১০ ॥

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ ।

অপ্রাণশ্চৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনং ॥ ১১ ॥

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নি-দন্ধদুর্জাতিকল্মষঃ ।

ঋপাকোহপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদাঢ্যোহপি নাস্তিকঃ ॥ ১২ ॥

ঋতং তদুপঘাতায় যদসন্মার্গবর্তিনঃ ।

জ্ঞাত্বাপি পাপকং কৰ্ম নাস্তিকো ন কৰোত্যসৌ ॥ ১৩ ॥

অশাস্ত্রজ্ঞশ্চরন্ পাপুং বুধৈর্ভূয়ো ন নিন্দ্যতে ।

প্রাণশূন্য দেহে লোকরঞ্জনকারী অনঙ্কার মেরুদণ্ড বৃথা, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তিবহীন মানবের জাতি, শাস্ত্র, জ্ঞান, জপ এবং তপস্যা সমস্তই নিষ্ফল ॥ ১১ ॥

সদ্ভক্তি রূপ প্রজ্জ্বলিত অনল দ্বারা যাহার দুর্ভজাতি সংক্রান্ত পাপ তিরোহিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই পবিত্র এবং সেই ব্যক্তি যদি চণ্ডাল হয়, তথাপি সেই ব্যক্তি সকলের আদরণীয়, কিন্তু বেদজ্ঞানসম্পন্ন নাস্তিকও কখন শ্লাঘার পাত্র হইতে পারে না ॥ ১২ ॥

কুপথগামি মানবের শাস্ত্রজ্ঞান কেবল তাহার বিনাশের জন্যই হইয়া থাকে । কারণ, ঐ মূঢ়মতি মানব পাপ-কর্ম জানিতে পারিয়াও নাস্তিকতার সহিত তাহার জুটান করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্র জানে না, সেই ব্যক্তি যদি পাপাচরণ করে, পণ্ডিতগণ তাহাকে অধিকতর নিন্দা করেন না । অন্ধ কূপে পড়িলে যেমন তাহাকে দয়া করিতে হয়, সেইরূপ

অন্ধঃ পতঙ্গিঃ শব্দ্রে কেবলং ত্বনুকম্প্যতে ॥ ১৪ ॥  
 শাস্ত্রবিৎ কুৎস্ততে মর্বেবজ্জ্বা জ্জ্বাচরনঘং ।  
 কর্ণান্তলোচনঃ কূপে পতন্ কৈর্ন বিড়ম্ব্যতে ॥ ১৫ ॥  
 তস্মাদযত্নেন শাস্ত্রাণি পরিগৃহ্য বিমৎসরঃ ।  
 তৎফলং হুভমঃশ্লোকং ভজেদেব দৃঢ়ং বুধঃ ॥ ১৬ ॥  
 আপ্নুত্য সর্ব্বতীর্ণেষু দত্ত্বা হুত্বা চ নো তথা ।  
 আরাধ্য তীর্থশ্রবণং বধা যাতি পরং পদং ॥ ১৭ ॥  
 ইমমর্থং শুকোহপ্যাহ ব্যাসনুভূঃ পরীক্ষিতে ।

অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পাপ করিলে, পণ্ডিতেরা তাহার প্রতি দয়া  
 করিয়াই থাকেন ॥ ১৪ ॥

শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে সকলেই মিন্দা করিয়া থাকে । কারণ,  
 সেই ব্যক্তি জ্ঞানিয়া শুনিয়া পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন ।  
 আকর্ণ-বিশ্রান্তলোচন মানব যদি কূপমধ্যে পতিত হয়, তবে  
 কোন্ ব্যক্তি না তাহাকে উপহাস করিয়া থাকে ? ॥ ১৫ ॥ •

অতএব জ্ঞানবান ব্যক্তি মাৎসর্য্যবিহীন হইয়া, যত্নসহ-  
 কারে শাস্ত্র মর্ম্ম এইরূপ করিয়া, শাস্ত্র জ্ঞানের ফলস্বরূপ  
 পুণ্যশ্লোক ভগবান্ বিষ্ণুকে দৃঢ়ভাবেই ভজনা করিবে ॥ ১৬ ॥

তীর্থপ্রধান ভগবান্ বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া মানব  
 যেমন পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সকল তীর্থজন্মে স্নান  
 করিয়া, দান করিয়া এবং হোম করিয়া, সেইরূপ পরমপদ  
 লাভ করিতে পারা যায় না ॥ ১৭ ॥

ব্যাসতনয় শुकদেবও গঙ্গার পুলিনে, মুনিগণের সভায়,

রাজবর্ষায় গঙ্গায়াঃ পুলিনে মুনিসংসদি ॥ ১৮ ॥  
 স হি প্রায়োপবিক্টোহভুদ্র ক্রশাপো গ্র-তক্ষকাৎ ।  
 ভয়ং বিজ্ঞায় তং দ্রষ্টুমাগতাশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ১৯ ॥  
 তেন তে দেবতাতত্ত্বং পৃষ্ঠা বাদান্ বিতেনিরে ।  
 নানাশাস্ত্রবিদো বিপ্রা মিথঃ সাধনভূষণৈঃ ॥ ২০ ॥  
 হরির্দৈবং শিবো দৈবং ভাস্করো দৈবমিত্যপি ।  
 কাল এব স্বভাবস্ত্ব কশ্মৈবেতি পৃথগ্জগুঃ ॥ ২১ ॥  
 অথ থিন্নঃ স রাজর্ষির্বহুবাদাকুলান্তরঃ ।

নৃপবর পরীক্ষিৎকে এইরূপ অর্থ বলিয়া ছিলেন ॥ ১৮ ॥

সেই রাজা পরীক্ষিৎ অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ব্রহ্মশাপ রূপ ভীষণ তক্ষক সর্প হইতে ভয় জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে দেখিতে মহর্ষিগণ আগমন করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

\* পরীক্ষিৎ যখন মহর্ষিদিগকে দেবতাগণের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করেন, তৎকালে নানাশাস্ত্র মহর্ষিগণ, পরস্পর বাহ্যর যেরূপ সাধনার ফল, তদনুসারে তর্ক-প্রা শাস্ত্রীয় বাদ বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

নারায়ণই দেবতা, মহাদেবই দেবতা, দিবাকরই দেবতা, কালই দেবতা, স্বভাবই দেবতা, অথবা কশ্মই দেবতা, এই-রূপে তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেবত্ব কীর্তন করিলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর সেই রাজর্ষি পরীক্ষিৎ বিবিধ বাদে ব্যাকুলচিত্ত

নিঃস্বপ্নভবতৃষ্ণীং মোক্ষমার্গে সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥

অথাস্ত পুণ্যৈঃ খলু পূর্বসন্ধিতে-

ব্যাসাত্মজো জ্ঞানমহাক্ষিতদ্রুমাঃ ।

তমেব দেশং প্রযযৌ যদৃচ্ছয়া

শুকঃ স ধীমানবধূতবেশভূং ॥ ২৩ ॥

অযত্নসম্বর্দ্ধিতদৃক্শ্চলজ্জটঃ

প্রকীর্ত্তকচ্ছাচলসূত্রমালিকঃ ।

অনার্যতাপস্তৃণপক্ষচর্চিতো

ব্রতঃ স্বনদ্র্যাময়গৈঃ সর্কৌতুটৈকঃ ॥ ২৪ ॥

রজস্বলো বালব্রতো জড়াকৃতিঃ

হইয়া এবং মোক্ষপথে সংশয়ান হইয়া, নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ॥ ২২ ॥

অনন্তর জ্ঞানরূপ মহাসাগরের শশধর স্বরূপ, সেই জ্ঞান-বান্ ব্যাসতনয় শुकদেব, অবধূত বেশ ধারণ পূর্বক, রাজা পরীক্ষিতের পূর্বজন্মার্জিত অসীম পুণ্যবলে যদৃচ্ছাক্রমে, সেই প্রদেশেই আগমন করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

তিনি অসম্পূর্ণক দৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহার জটাকলা স্বলিত হইয়া ছিল। কচ্ছার চঞ্চলসূত্রজাল মাল্য স্বরূপ হইয়া ছিল, দেহ অনার্যত ছিল, তৃণ ও পক্ষদ্বারা দেহ লিপ্ত হইয়া ছিল, কোতুহলাক্রান্ত হইয়া গ্রাম্য যুগ ( কুকুর ) সকল শব্দ করিতে করিতে তাঁহাকে বেঁটন করিয়া ছিল ॥ ২৪ ॥

তাঁহার সর্বান্ধে ধূলি লিপ্ত হইয়াছে, বালকগণ তাঁহাকে

স্থানদগতিব্রহ্ম পরং বিভাবয়ন্ ।  
 অনারুতোদ্যৎপুলকঃ কচিৎ কচিৎ  
 ক্ষণঞ্চ তিষ্ঠন্ ঘনহর্ষনির্ভরঃ ॥ ২৫ ॥  
 বিলোক্য তং যোগিবরং নৃপোত্তমঃ  
 স্বয়ং সমায়ান্তগনন্তবর্চসং ।  
 দ্রুতং সমুখায় সমুদযমৌ সহ  
 দ্বিজৈশ্চ তৈর্হর্ষবিকাসিলোচনঃ ॥ ২৬ ॥  
 প্রণম্য ভূমাবথ দণ্ডবন্মুনিং  
 করে গৃহীত্বা স তমাসনোত্তমে ।  
 নিবেশ্য সंपূজ্য যথোচিতাইনৈ-

বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, দেখিলেই জড়াকৃতি বলিয়া বোধ  
 হয়, মধ্যে মধ্যে পদস্থগ্নন হইতেছে । অথচ তিনি হৃদয়ে  
 পরব্রহ্ম ধ্যান করিতেছেন । কখনও তাঁহার দেহে স্পন্দ  
 রোমাঞ্চ-রাশি উদিত হইতেছে এবং কখনও বা তিনি নিবিড়  
 আনন্দের আতিশয্যে ক্ষণকাল অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

নৃপবর পরীক্ষিৎ অসীম তেজঃসম্পন্ন সেই যোগিবরকে  
 স্বয়ং আগমন করিতে দেখিয়াই দ্রুত সমুখিত হইলেন এবং  
 হর্ষবিকাসিতলোচনে, সেই সকল ব্রাহ্মণগণের সহিত, তাঁহার  
 নিকটে আগমন করিলেন ॥ ২৬ ॥

অনন্তর ভূপতি মহর্ষিকে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া  
 এবং তাঁহার কর গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে উৎকৃষ্ট আসনে  
 উপবেশন করাইলেন । পরে যথাবিধি পূজোপকরণ দ্বারা

কিঁজাপ্য বৃন্তং বিনয়ানতোহব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

ধন্যোহস্মি হৃৎসংশয়রোগনাশনঃ

স্বয়ং প্রসন্নস্তুমিহাগতো যতঃ ।

মুনেহহমজ্ঞানবিষাদ্ধিতেম্যালং

ন তক্ষকাতং স্বপথেহনুশাধি মাং ॥ ২৮ ॥

মমাধুনা কিং পরমং হি দৈবতং

পরায়ণং কেন লভে শুভাং গতিং ।

প্রবক্তুমর্হস্মখিলং যুগানিধে

ত্বনিশ্চিতং সর্বমর্হস্মিধো ॥ ২৯ ॥

অথ নিশম্য মুনির্নৃপতের্বচঃ

তঁহার পূজা করিয়া এবং অভিপ্রায় নিবেদন করিয়া, বিন-  
য়াবনত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

হে মুনিবর ! আপনি যখন প্রসন্ন হইয়া হৃদয়ের সংশয়  
রোগ নিবারণ করিতে স্বয়ং এই স্থানে আগমন করিয়াছেন,  
তখন আমি কৃতার্থ হইয়াছি । আমি অজ্ঞানরূপ বিষ হইতে  
যে রূপ অত্যন্ত ভীত হইতেছি, তক্ষকের নিকট হইতেও সে  
রূপ ভীত নহি। অতএব আপনি আমাকে স্বকীয় পথে অনু-  
শাসন করুন ॥ ২৮ ॥

হে দয়াময় ! এক্ষণে কে আমার পরম দেবতা, কে  
আমার পরম অবলম্বন স্বরূপ এবং কিরূপে আমি শুভ গতি  
পাইতে পারি, আপনি সমস্ত মহর্ষিগণের সম্মিথানে সেই  
সকল বিষয় অত্যন্ত নিশ্চয় করিয়া বলুন ॥ ২৯ ॥

অনন্তর করুণাময় মুনিবর বিষম-বিপদাপন্ন মহীপতির

সকরুণো বিষমাপদি তিষ্ঠতঃ ।  
 ইতি জগাদ হিতং পরমং মুনীন্  
 সমনলোকা চ তান্ শ্রবণার্থিনঃ ॥ ৩০ ॥  
 হরিমনন্তগুণং ভজতা ধ্রুবা  
 সকলসিদ্ধিরিয়ং মুনয়োহুপায়ী ।  
 ন ন বিদন্তি শতশ্রুতিপারগাঃ  
 সকলবেদপরং হৃদবেদনং ॥ ৩১ ॥  
 স হি দদাতি সমীহিতমর্থিতো  
 যদি জ্ঞৈঃ স পদান্মুজসেবিভিঃ ।  
 গুণময়ো যিগুণশ্চ পরঃ পুমা-  
 নথ দদাতি পদং স্বমবাচিতং ॥ ৩২ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং শ্রবণাভিলাষী সেই সমস্ত মুনি-  
 দিগকে দর্শন করিয়া, এইরূপ পরম হিতকর বাক্য বলিতে  
 লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তগুণসম্পন্ন হরিকে ভজনা করিলে, নিশ্চয়ই এই  
 সকল সিদ্ধি হইয়া থাকে । শত শত শ্রুতির পারগানী এই  
 সকল মুনিগণও যাহাকে স্মৃতিতে জানিতে পারেন না, সেই  
 অজ্ঞেয় এবং সকলবেদের ফল স্বরূপ হরিকে জানিতে  
 পারেন ॥ ৩১ ॥

হরিপাদান্মুজসেবী মানবেরা যদি সগুণ ও নিগুণ সেই  
 পরমপুরুষ নারায়ণের নিকট কিছু প্রার্থনা করেন, তাহা  
 হইলে তিনি অতীকৃত বস্তু দান করেন এবং প্রার্থনা না করি-  
 লেও তিনি অকীর্ণ পরমপদ দান করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥



দদদপি স্বজনস্য হি বাঙ্খিতা-  
 ন্থথ নিকৃন্ততি বাঙ্খিতমেব তৎ ।  
 হিতকরঃ স্বয়মেব বিমুক্তয়ে  
 নতু জনাঃ স্বয়মেব বিজানতে ॥ ৩৩ ॥  
 স্বজনবন্ধুমতঃ স্বজনপ্রভুং  
 কথমপীহ ভজেত পরাং পরং ।  
 ন হি ততোহস্য যদেব হিতং ভবে-  
 স্য ন বিধাস্ততি তৎ করুণাস্বকঃ ॥ ৩৪ ॥  
 স খন্ পঞ্চসদীরগরূপধ্বক্  
 তনুহৃতঃ পরিচেষ্যতি প্রভুঃ ।

জীব-হিতৈষী হরি আপনার ভক্তকে অভীষ্ট বস্তু সকল  
 দান করিয়াও, অবশেষে মুক্তির জন্য, স্বয়ংই সেই অভীষ্ট  
 বস্তু ছেদন করিয়া দেন। কিন্তু মানবগণ স্বয়ং তাহা জানিতে  
 পারে না ॥ ৩৩ ॥

অতএব এই জগতে আত্মীয়জনের বন্ধু এবং প্রিয়জনের  
 প্রভু পরাংপন হরিকে কোনরূপে ভজনা করিতে হইবে।  
 এই কারণেই সেই করুণাময় হরি, অনন্তর যাহা মঙ্গলজনক  
 বস্তু তাহা কি তাহাকে দান করেন না ? অর্থাৎ হরিপদসেবি  
 মানবের জন্য স্বয়ং হরি শুভ বিষয় স্বজন করিয়া, অবশেষে  
 তাহাকে সেই বস্তু দান করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

সেই প্রভু নারায়ণ পঞ্চবায়ুরূপ ধারণ করিয়া পদ্মযোনি  
 প্রভৃতি সমস্ত শরীরধারি জীবদিগকে চেষ্টাশীল করিয়া

কমলজাদ্যখিলান্ শিখিরূপধৃক্  
 পচতি ভুক্তমপি স্বয়মেব তৈঃ ॥ ৩৫ ॥  
 ইহ চ কশ্চন কিঞ্চন যৎ সৃজ-  
 ত্যবতি হস্তি চ তদগুণভেদতঃ ।  
 ত্রিবিধমজ্জ-বিষ্ণু হরাঅকং  
 স্মরতি তস্ম হি রূপমিতি স্থিতিঃ ॥ ৩৬ ॥  
 স্ববপুষৈব জগদ্বিরচয়্য তৎ  
 স্বয়মনন্তবপুঃ স বিভর্ত্যধঃ ।  
 উপরি চৌষধিবৃক্ষ্যনিলোড়ুপ-  
 দ্যমণিবহ্নিময়োহবতি নৈকধা ॥ ৩৭ ॥

থাকেন । অবশেষে অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সেই সকল বায়ু  
 দ্বারা স্বয়ংই ভুক্তবস্তুও পরিপাক করিয়া দেন ॥ ৩৫ ॥

এই জগতে যে কেহ নিয়ন্তা যাহা কিছু সৃজন করিতে-  
 ছেন, পালন করিতেছেন এবং সংহার করিতেছেন, এই  
 সমস্তই তাঁহার গুণভেদে সাধিত হইয়া থাকে । কারণ,  
 ইহাই নিয়ম অর্থাৎ ব্যবস্থা আছে যে, কমলক্ষেত্রি ব্রহ্মা, বিষ্ণু  
 এবং মহাদেব, এই ত্রিবিধই তাঁহার রূপ জানিবে ॥ ৩৬ ॥

তিনি স্বকীয় শরীর দ্বারাই এই বিশ্বচ্ছবি অঙ্কিত কা-  
 শ্মেযে অনন্তমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক এই বিশ্ব অথবা অধোভাগে  
 (পাতালে) স্বয়ং ইহা ধারণ করিতেছেন । এবং তিনি  
 উর্দ্ধভাগে ওষধি, বৃষ্টি, পবন, তারাপতি চন্দ্র এবং সূর্য্য এই  
 নানাবিধ রূপে রক্ষা করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

যদৈ তেজশ্চন্দ্রসূর্যাদি দৃশ্যং  
 যচ্চৈতন্যং ভাতি সর্ববাস্তুভূতং ।  
 যদবচ্ছৌর্যং ধৈর্য্যমায়ুঃ প্রভুত্বং  
 তত্তদ্রূপং সর্বসারস্য বিষ্ণোঃ ॥ ৩৮ ॥  
 বেদা ব্রহ্মা শাস্তুররকঃ স্বভাবঃ  
 কালঃ কৰ্ম্মণ্যবেতি ভিন্নং যদাহুঃ ।  
 স্বৰ্গাদীনাং কারণং কারণজ্ঞা  
 দৈবকৈতং সর্বমেবং স বিষ্ণুঃ ॥ ৩৯ ॥

• যদবজ্জাতং জায়মানং জনন্য-

দ্বিযোন্যান্যং স্থাবরং জঙ্গমং বা ।

বস্তুস্ত্যগ্নিন্ সঙ্কমূন্ ব্যাপ্য লোকান্

এই যে চন্দ্র সূর্যাদি দৃশ্যমান তৈজস পদার্থ এবং প্রাণ-  
 ধারি সকল জীব এই যে তৈচন্য দীপ্তি পাইতেছে, এই যে  
 শৌর্য্য, এই যে ধৈর্য্য, এই যে পরমায়ু এবং এই যে ঐশ্বর্য্য,  
 এই সমস্তই সর্বসার হরির রূপ মাত্র ॥ ৩৮ ॥

কারণজ্ঞ পণ্ডিতেরা বেদ, ব্রহ্মা, মহাদেব, সূর্য্য, স্বভাব,  
 কাল, কৰ্ম্ম, দৈব, ইত্যাদি রূপে বিভিন্ন বস্তুদিগকে যে স্থিতি  
 স্থিতি কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেই সমুদায়  
 বস্তুই সেই নারায়ণ ॥ ৩৯ ॥

যে রূপ শব্দ সমস্ত অক্ষর ( অ আ ক খ ইত্যাদি )  
 দিগকে ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ এই জগতে  
 স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যে যে বস্তু জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে এবং  
 জন্মিবে, তত্তং বস্তু বিষ্ণুহইতে পৃথক্ নহে এবং বিষ্ণুই এই

শব্দঃ সৰ্বাণ্যক্ষরাণীব তস্মৌ ॥ ৪০ ॥

আদ্যা। যদযমংস্রকূর্মাঃসংজ্ঞা।

নিমেষাশ্মৃতিঃ পণ্ডিতসংখ্যাবতারা ।

তদ্বদিশং সৰ্বমেতচ্চ তস্মা-

ল্লোকে কিকিমাঃসংজ্ঞেত দীমান্ ॥ ৪১ ॥

ইথং বিষ্ণুঃ সৰ্বমেতন্ম কিকি-

তস্মাদশ্মিন্ ভিদ্যতে হনন্তমূর্তিঃ ।

এতজ্জাহ্না হ্বেবমেবাচরন্তে।

ন স্পৃশ্যন্তে ভূপ সংসারদুঃখৈঃ ॥ ৪২ ॥

সমস্ত লোক ( জগৎ বা মানব ) ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান  
আছেন ॥ ৪০ ॥

যে রূপ পণ্ডিত সংখ্যার অন্তর স্বরূপ, সেইরূপ আদ্য  
মংস্র কূর্মাঃদি যে যে সংজ্ঞা ( নাম ) সেই সেই সংজ্ঞা,  
বিষ্ণুরই মূর্তি । অতএব এই দৃশ্যমান সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড  
তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ~~সংসার~~ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি  
জগতে কোন বস্তুই অবজ্ঞা করিবেন না ॥ ৪১ ॥

এই প্রকারে এই সমস্ত বস্তুই বিষ্ণুরূপ । ~~জগতে~~  
তাঁহা হইতে কোন বস্তুই ভিন্ন নহে । কারণ, ~~বিষ্ণুই~~  
অনন্তমূর্তি ধারণ করিয়া থাকেন । মহারাজ ! ইহা অবগত  
হইয়া এবং এইরূপ কর্ণের অনুষ্ঠান করিয়া, সংসারপথে  
চলিলে সংসারের দুঃখ সকল কখনও ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে  
স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৪২ ॥

তস্মান্নাথং ভক্তকাস্তং বরেন্যং  
 ভীতশেচকং সংস্রতেঃ শ্রদ্ধমানঃ ।  
 শ্রদ্ধাদৃশ্যং নাস্তিকানাং স দূরং  
 নিত্যানন্দং তং স্মরানন্তমাদ্যং ॥ ৪৩ ॥  
 যাবদবাস্মাস্তিকাঃ সংগিরন্তে  
 দৈবং নাস্তীত্যাদরাদবুত্তিলেশৈঃ ।  
 তাবত্তাবদর্দয়ত্যেব তেষাং  
 যুক্তিং তত্রৈবাস্ত সাপ্যস্ত লীলা ॥ ৪৪ ॥  
 তস্মাৎ পাপা হেতুকা দৈবদগ্ধা  
 যদ্বা তদ্বা বদ্যথেষ্টং বদন্ত ।

রাজন্ ! তুমি সংসার হইতে ভীত হইয়াছ । অতএব  
 তুমি এক্ষণে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে সেই অনাথনাথ, ভক্তের অধী-  
 শ্বর, বরণীয়, শ্রদ্ধা সহকারে দর্শনযোগ্য, নাস্তিকদিগের বহু  
 দূরবর্তী ( অপ্রাপ্য ) নিত্যানন্দস্বরূপ, সেই আদি অখচ  
 অনন্ত হরিকে স্মরণ কর ॥ ৪৩ ॥

নাস্তিকগণ যে যে রূপে সমাদর পূর্বক এবং যুক্তিলেশ  
 দ্বারা “দৈবদগ্ধা” এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, হে  
 প্রিয়পুত্র ! সেই স্থানেও ভগবানের লীলা, তদ্রূপে,  
 তাহাদের যুক্তিপথ বর্জিত করিয়া দেন ॥ ৪৪ ॥

অতএব যাহারা পাপিষ্ঠ, যাহারা হেতুবাদ ( তর্ক )  
 করিয়াই ব্যস্ত এবং যাহারা দৈবদুর্কিপাকে দগ্ধ হইয়া থাকে,  
 তাহারা যদৃচ্ছাক্রমে বাহা প্রাণে উদয় হয়, তাহাই বলুক,

হস্ত ক্রীড়া নিশ্চিতাশেষলোকং  
 বিষ্ণুং জিষ্ণুং ভক্তিজেয়ং ভজস্ব ॥ ৪৫ ॥  
 আদৌ ধ্যায়েচ্ছাচক্রাদিচিহ্নৈ-  
 দ্দৌর্ভির্ভাতং চন্দ্রবর্ণং চতুর্ভিঃ ।  
 পুণ্যৈঃ সর্বৈর্লক্ষণৈর্লক্ষিতাঙ্গং  
 দিব্যাকঙ্কং তং প্রসক্তং হৃদজে ॥ ৪৬ ॥  
 যদ্বা লীলাস্বীকৃতাশেষমূর্ত্তে-  
 বিষ্ণোরূপং যৎ স্বচিন্ত্যপ্রিয়ং স্মৃতং ।  
 তত্ত্ব ধ্যায়েৎ সৌমনস্শ্রেব স্বীগান্  
 নো চেচেতশ্চঞ্চলং কো নিযচ্ছেৎ ॥ ৪৭ ॥

তুমি কিন্তু যিনি লীলা প্রকাশ পূর্বক এই অখিল-বিশ্বমণ্ডল  
 নির্মাণ করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং জয়কর্তা হইয়াও ভক্তি দ্বারা  
 পরাজিত হইয়া থাকেন, সেই বিষ্ণুকে ভজন কর ॥ ৪৫ ॥

যাহার চারি হাতে শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন সকল শোভা পাই-  
 তেছে, যিনি চন্দ্রের মত শুভ্রবর্ণ, যাহার অঙ্গে সকল প্রকার  
 পুণ্যচিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে এবং যিনি দিব্য বিভূষণে  
 অলঙ্কৃত, সেই প্রশস্ত বিষ্ণুকে প্রথমে হৃদয়কমলে ধ্যান  
 করিবে ॥ ৪৬ ॥

অথবা যিনি লীলাবশতঃ নানাবিধ মূর্ত্তি স্বীকার করিয়া-  
 ছেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণুর সেইরূপ মূর্ত্তি জ্ঞানবান্ লোক-  
 প্রশস্তমনে ধ্যান করিবেন, যাহাতে মন স্থির হয়। নতুবা  
 পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, চিত্তের চাঞ্চল্য  
 নিরোধ করিতে পারে? ॥ ৪৭ ॥

প্রায়শ্চৈবং ধ্যায়তাং ভূপ বিদ্বা  
 জায়ন্তে হাকস্মিকা ঘোররূপাঃ ।  
 ধ্যেয়ে দোষা ভাস্তি বা নিৰ্বিকারে  
 ধ্যানস্থে বা তত্র যোগী ন মুছেৎ ॥ ৪৮ ॥  
 বিদ্বান্ জিহ্বা তান্তনির্বেদদোষো  
 যোগী ভ্রূশ্চিন্তয়েৎ পূৰ্ব্বেচিন্ত্যং ।  
 ইত্থং নিত্যং ধ্যায়তাং দুঃখবীজং  
 কঙ্কং সৰ্বং মাশয়ত্যাশু বিষ্ণুঃ ॥ ৪৯ ॥  
 পশ্চাদেযোগী সৰ্বভূতেষু বিষ্ণুং  
 কৃপাশ্রানং পশ্চতি জ্ঞানরূপং ।

মহারাজ ! এইরূপে যাহারা ধ্যান করিয়া থাকে, তাহা-  
 দেব হয় ! প্রায়ই এইরূপ আকস্মিক ভীষণস্বরূপ বিদ্ব সকল  
 উপস্থিত হয়। অথবা নিৰ্বিকার ধ্যেয় অর্থাৎ ধ্যানযোগ্যবিষয়  
 যদি ধ্যানাকর্ষ হইবে, তাহাতে নানাবিধ দোষ প্রকাশ পাইয়া  
 থাকে। যোগী তাহাতে মুগ্ধ হইবেন না ॥ ৪৮ ॥

বিদ্বরাশি অতিক্রম করিয়া অমুংসাই বা দুঃখজনিত  
 দোষ সকল পরিত্যাগ করিলে, যোগী পূৰ্ব্বকার পূৰ্ব্বেচিন্ত-  
 নীয় দেবতাকে ধ্যান করিবেন। এইরূপে যাহারা মিত্য  
 ধ্যান করেন, ভগবান্ বিষ্ণু তাহাদের দুঃখের বীজস্বরূপ  
 সকল প্রকার দোষ, আশু বিনাশ করিয়া দেন ॥ ৪৯ ॥

হে রাজন্ ! অনন্তর যোগী সেই জ্ঞানরূপ বিষ্ণুকে  
 সকল জীবের আত্মস্বরূপ বলিয়া দর্শন করিতে পারেন। সেই

জ্ঞান্য চৈবং শাস্তং সর্কদুঃখৈ-  
 রজ্ঞানোঽথৈর্মুচ্যতে দ্রাক্ স্খাত্মা ॥ ৫০ ॥  
 তস্মাৎ স্বস্থস্থিত্বিদানীং দৃঢ়াত্মা  
 হিত্বা রাজ্যং ভাবয়ানন্তমীশং ।  
 গুঢ়ং হেতত্তেন বাবচ্যতে তে  
 তথ্যং পথ্যং বিষ্ণুমীশং ভজস্ব ॥ ৫১ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিস্বধোদয়ে শুকপরী-  
 ক্ষিৎসম্বাদে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ \* ॥ ৩ ॥ \* ॥

সনাতন বিষ্ণুকে এই প্রকারে জানিতে পারিলে সেই স্বখ-  
 স্বরূপ যোগী অজ্ঞানসম্মত সকল প্রকার দুঃখ হইতে শীঘ্র  
 মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

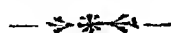
অতএব তুমি এক্ষণে স্বস্থ হইয়া, মনকে দৃঢ় করিয়া  
 এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, সেই অনন্ত ঈশ্বরকে চিন্তা  
 কর । কারণ, এই বিষয় অত্যন্ত গোপনীয় । এই কারণেই  
 আমি তোমাকে বারম্বার বলিতেছি । এক্ষণে তুমি সত্য,  
 মঙ্গলময়, সেই পরমেশ্বর বিষ্ণুকে আরাধনা কর ॥ ৫১ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিস্বধোদয়ে শ্রীরা-  
 মনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে শুকপরীক্ষিৎ সম্বাদে তৃতীয়  
 অধ্যায়ঃ ॥ \* ॥ ৩ ॥ \* ॥



## হরিভক্তিসুধোদয়ঃ ।

চতুর্থোধ্যায়ঃ ।



শ্রীনারদ উবাচ ॥

উক্তেতি তং সম্যগভূচ্চেষমং

নিরীক্ষ্য ভূয়োহথ মুনিঃ কৃপাকুণ্ডলং ।

হৃনির্মলং জ্ঞানগভস্তিগালিনং

করং তদা তচ্ছিরসি স্মার্পয়ং ॥ ১ ॥

অথ ক্ষণান্তস্য বচঃসুধোদিতা ।

হৃদি ক্ষুরজ্জ্ঞানততির্মহীপতেঃ ।

প্রভেব পুংসা নিরবাসয়ন্তুঃ ।

প্রসন্নদেবস্য হি সম্পাদোহচিরাং ॥ ২ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, এইরূপে তাঁহাকে বলিয়াও যখন তাঁহার চিত্ত সম্যক সন্তুষ্ট হইল না, তাহা দেখিয়া পুনর্বার শুকদেব কৃপাপরবশ হইয়া, স্বকীয় বিমল জ্ঞানরূপ দিবাকরের তুল্য, স্বীয় হস্ত তাঁহার মস্তকে অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

সূর্যের প্রভা যেরূপ অন্ধকার দূর করিয়া থাকে, অনন্তর সেইরূপ মহীপতি পরীক্ষিতের হৃদয়ে ক্ষণকালের মধ্যে মহাবীর বাক্যমতে জাগরিত হইয়া বিমল জ্ঞানরাশি প্রকাশ পাইল । কারণ অনুকূল দেবতা প্রসন্ন হইলে অচিরাৎ তাঁহার সর্বমঙ্গল উপস্থিত হয় ॥ ২ ॥

নৃপোত্তমঃ সোহিথ মুনেরনুগ্রহা-  
 দপশ্যদানন্দময়ং নিরাগয়ং ।  
 প্রকাশমর্কেন্দুস্বরত্নতারকা-  
 ক্শাসুখাম্নঃ পরমেকগৈশ্বরং ॥ ৩ ॥  
 অদৃষ্টপূর্বং বটিক্তি প্রবীক্ষ্য তৎ  
 ক্ষণং চকম্পে পুলকাকুরাঙ্কিতঃ ।  
 নিরত্যয়ং ব্রহ্মস্বং মহানিধিৎ  
 যথা দরিদ্রপ্রকৃতির্যদুচ্ছমা ॥ ৪ ॥  
 জগচ্চ তস্মিন্মিহিতং চরাচরং  
 তদাত্মকত্বেহপি বিভিন্নবজ্রনৈঃ ।

অনন্তর মুনিবরের অনুগ্রহে সেই নৃপবর পরীক্ষিত চন্দ্র,  
 সূর্য্য, তারকা, অগ্নি এবং অয়স্কান্ত প্রভৃতি সুন্দর রত্নের  
 জ্যোতি অপেক্ষাও পরম জ্যোতির্ময়, আনন্দস্বরূপ শান্তিময়  
 এক ঐশ্বরিক পরম জ্যোতি দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

যেরূপ দরিদ্রপ্রকৃতি মানব, যদুচ্ছাক্রমে মহানিধি দর্শন  
 করিয়া আহ্লাদে রোমাঙ্কিত এবং ক্রম্পিত হইয়া থাকে,  
 সেইরূপ মহারাজ পরীক্ষিত অদৃষ্টপূর্ব, অবিদ্যাকীর্ণ, স্বরূপ  
 সেই পরব্রহ্ম নিরীক্ষণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ রোমাঙ্কিত-দেহ  
 হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

যেরূপ মহাসাগরে স্থল ফেণজাল সমুদ্র হইতে অভিন্ন  
 হইলেও ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ  
 স্বাবর জগৎসাক্ষক এই বিশ্বগুণ, তাঁহাতেই নিহিত আছে  
 এবং এই জগৎ বিকৃময় হইলে, সাধারণ লোকে বিভিন্ন বস্তু

প্রতীক্ষমানং স বিবেদ তন্ময়ং  
 যথা মহাকৌ পৃথুফেণজালকং ॥ ৫ ॥  
 তদেব লোকাবনজন্মনাশন-  
 ব্যাপারলীলাধ্বতচারুবিগ্রহং ।  
 বিবেদ পঙ্কে রুহ্নাভপঙ্কজ-  
 প্রজাতরুদ্রাদ্যবতারবিস্তারৈঃ । ৬ ॥  
 অশেষদেবেশমপশ্যদচ্যুতং  
 সজ্জ্ঞানদৃক্-কেবলমংস্বরূপিণং ।  
 ভবাদিতানান্ পরমং পরায়ণং  
 ভক্তপ্রিয়ং সর্ববরপ্রদং প্রভুং ॥ ৭ ॥

বলিয়া প্রত্যয় করিয়া থাকে । বস্তুতঃ “এই জগৎ তন্ময়, অর্থাৎ বিষ্ণুময়”, ইহাই জানিতে পারিলেন ॥ ৫ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ সেই ব্রহ্মমূর্তি দেখিয়া জানিতে পারি-  
 লেন যে, এই ব্রহ্মজ্যোতিই, পদ্মনাভ নারায়ণ, পদ্মযোনি  
 ব্রহ্মা এবং মহাদেবাদি বিবিধ অবতার দ্বারা জগতের সৃষ্টি,  
 স্থিতি, লয়, ইত্যাদি ব্যাপারে লীলাপূর্বক মনোহর শরীর  
 ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ অবশেষে নারায়ণকে দর্শন করিলেন ।  
 ভগবান্ বিষ্ণু সকল দেবতার পরমেশ্বর । তিনিই উত্তম জ্ঞান-  
 দৃষ্টিদ্বারা কেবল নিত্যস্বরূপ ধারণ করেন । অধিক কি, বিষ্ণুই  
 ভবযন্ত্রণা পীড়িত মানবগণের একমাত্র পরম অবলম্বন স্বরূপ  
 এবং তিনিই ভক্তগণের প্রিয়, তিনি সকল প্রকার বরদান  
 করেন এবং তিনিই কেবল নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ ॥ ৭ ॥

হৃদি স্বরত্ত্বমবেক্ষ্য তদ্বতঃ  
 স্বহস্তদত্তফটিকোপগং যথা ।  
 মুনীন্দ্রগুহ্যং পুরতঃ স ভূপতি-  
 শ্চিরং তথা মীলিতদৃষ্ট্যচিন্তয়ং ॥ ৮ ॥  
 অহো জগৎকুৎসনমিদং জনার্দনো  
 বিধায় সংরক্ষ্য পুনর্বিদনাশ্চ চ ।  
 নিজেচ্ছয়া ক্রীড়তি সর্বদা প্রভু-  
 র্বালো যথা বালুকখেলনাদৃতঃ ॥ ৯ ॥  
 বিচার্যমাণঞ্চ জগজ্জগন্ময়া-  
 দ্বিভোর্ন কশ্চিৎ পরমস্তি তদ্বতঃ ।

তৎকালে ভূপতি স্বহস্তস্থিত নির্মল ফটিকের তুল্য,  
 হৃদয়বিকসিত পরমতত্ত্ব যথার্থভাবে অবলোকন করিলেন ।  
 দেখিলেন, এই পরমতত্ত্ব মুনীন্দ্রগুহ্যের নিকটেও গোপনীয়  
 আছে । অথচ আপনার সম্মুখে এই তত্ত্ব-পদার্থ প্রকাশ  
 পাইতেছে । ইহা জানিয়া নরনার্থ নিমীলিতলোচনে বহু-  
 ক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

আহা ! বালক সেমন বালুকাক্রীড়ায় (খুলিখেলায়)  
 আদর করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রভু নারায়ণ এই অখিল বিশ্ব  
 ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিপূর্বক পালন এবং অস্তে সংহার করিয়া, যদৃচ্ছা-  
 ক্রমে সর্বদা লীলা করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

যেরূপ বিচার করিয়া দেখিলে স্কুল ও কঠিন সৈক্যবৎ  
 লবণ বিশেষ ) যথার্থই জল হইতে কিছুই ভিন্ন পদার্থ নহে,

বিচার্যমানং পৃথুসৈন্ধবং ঘনং  
 পৃথগ্ কৃষ্ণিং পয়সো যথার্থতঃ ॥ ১০ ॥  
 অমৃৎ কুতর্কোদপতচেতসঃ কথং  
 বিভুং বিজানীমুরনাত্মবেদিনঃ ।  
 অনুগ্রহাদন্ত স্বেযোগিনোহথবা  
 দিবানিশং ভক্তিবলাদ্ধি গম্যতে ॥ ১১ ॥  
 অহো কুতর্কপ্রবণো বৃথা হতো  
 নাস্তীশ ইত্যেদং বদন্তমত্জনঃ ।  
 ধ্রুবং জগন্নাটকসূত্রধারিণা  
 স বঞ্চিতোহনেন বিচিত্রকারিণা ॥ ১২ ॥

সেইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে এই স্থূল জগৎ জগন্ময় বিভূ নারায়ণ হইতে সত্যই অন্য কোন প্রথম পদার্থ বিদ্যমান নাই ॥ ১০ ॥

যাহাদের হৃদয়ে কুতর্ক উদ্ভিত হইয়া থাকে এবং যাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহে, ফিরপে তাহারা এই নারায়ণকে জানিতে পারিবে । এইরূপে তত্ত্বদর্শি যোগির অনুগ্রহে অথবা দিবা নিশি ভক্তি করিলে সেই ভক্তির ক্ষমতার নিশ্চয়ই তাঁহাকে জানিতে পারা যায় ॥ ১১ ॥

আত্মা যে ব্যক্তি কুতর্ক পরায়ণ, সেই ব্যক্তিকে নিষ্ফল বা হতভাগ্য বলিতে হইবে, কারণ সেই অসাধু ব্যক্তিই কেবল ঈশ্বরের নাস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে । কিন্তু বিচিত্র জগৎস্রষ্টা এবং জগদ্রূপ নাটকের সূত্রধার সেই নারায়ণ নিশ্চয় নাস্তিককে প্রতারণা করিয়া থাকেন অর্থাৎ সেই হতভাগ্য নাস্তিক ঈশ্বরকর্তৃক বঞ্চিত ॥ ১২ ॥

অহো ন জানাতি জনঃ সতাং গতিং  
 ভ্রম্মিগং বিষ্ণুগনেনম গোহিতং ।  
 কামার্থকৃত্যে বিফলে মহাবনে  
 যথা বিবিষ্ণুঃ পুরমর্গমুত্তমং ॥ ১৩ ॥  
 বিচক্ষণাঃ কেচন সারবস্তব-  
 চতুর্ভূজাখ্যং প্রতিগৃহ্য কেবলং ।  
 ত্যজন্তি সর্বং জগদান্তমদ্বশং  
 সুনারিকেলস্ত ফলং যথা ক্লমং ॥ ১৪ ॥  
 স্থখেপ্সুরেতৎ পুরতোহমলং স্থখং  
 ব্রাহ্মং ন পশ্যন্তি বিলুপ্তান্ বহিঃ স্থখে ।

যেমন কোন ব্যক্তি মহারণ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা  
 করিলে নগরের উত্তম পথ জানিতে পারে না । হায় ! সেই-  
 রূপ যে ব্যক্তি বিফলকাম ও অর্থকার্য্যে প্রবেশ করিতে  
 বাসনা করে, সেই লোক বিষ্ণুগায়ত্রি বিমোহিত হইয়া ইত-  
 স্ততঃ সঞ্চরণ পূর্বক, সাধুগণের আশ্রয় স্বরূপ, এই তগবান্  
 বিষ্ণুকে জানিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

যেমন উত্তম নারিকেল ফলের সমুদ্র জল ও তাহার  
 (শাঁস) লইয়া তাহাকে, পরিত্যাগ করিতে হয়, সেইরূপ  
 কতিপয় বিচক্ষণগণ চতুর্ভূজ-নামক কেবল সার-বিশিষ্ট  
 গ্রহণ করিয়া এই সমস্ত জগতের উৎকৃষ্ট রসাস্বাদন করিয়া  
 পরে এই অসার জগৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

'যে রূপ পশু হরনদী গঙ্গার নিকটে তৃণাতুর হইয়া,  
 গোপ্পদমাত্র স্থানে জলপানার্থ প্রবেশ করিলে, সকল লোকে

জনঃ স শোচ্যঃ সুরসিকুণমিধৌ  
 পশুস্ত্যক্তঃ প্রপিবংশচ গোপ্পদে ॥ ১৫ ॥  
 জনো বিজানাতু ন বা জগদ্গুরুং  
 ন তত্র ভূয়ো মম বিদ্যাতে ফলং ।  
 অহস্তিতঃ প্রাথিক্রিয়াপরো  
 ব্রথা হতস্তেন মনোহনুতপ্যতে ॥ ১৬ ॥  
 উপাস্মতে সংকবিভির্বিহায় যঃ  
 সমস্তসঙ্গান্ খলু সারবেদিভিঃ ।  
 ব্রথা ভবায়সিকুশেন সর্বদঃ  
 স এন বিমুৰ্বত ন স্মৃতো ময়া ॥ ১৭ ॥

তাহার উপরে শোক ও দুঃখ করিয়া থাকে, সেইরূপ  
 স্ত্রীখার্থী মানব সম্মুখস্থিত এই বিমল ব্রহ্মসুখ দর্শন করিয়া,  
 বাহ্যসুখে লুপ্তিত হইয়া পড়িলে, সকলে তাহার উপরে দুঃখ  
 প্রকাশ করে ॥ ১৫ ॥

লোকে জগদ্গুরু সারায়ণকে জানিতে পারুক, আর না  
 পারুক তাহাতে আমার আর কোন ফল নাই । কিন্তু আমি  
 ইহার পূর্বে বিফল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া যে ব্রথা হত প্রায়  
 হইয়াছি, তাহাতেই আমার মন অনুতপ্ত হইতেছে ॥ ১৬ ॥

সারসঙ্গ সাধু পণ্ডিতগণ সমস্ত বিষয়সঙ্গ বিসর্জন করিয়া  
 ঐহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন, হায় ! আমি ব্রথা ভব-  
 ক্রেশে ক্ষীণ হইয়া, সেই সর্বাভীষটদাতা বিমুকে শরণ করি  
 নাই ॥ ১৭ ॥

যদানুতাপেন নিরর্থকেন মে  
 গতে হি কৃত্যে হিতমুত্তরং ক্রতং ।  
 বিষ্ণুং ভজিষ্যামি তুষা বিনুহতা  
 দৃষ্টেন তেন ব্যবধির্বিষহতে ॥ ১৮ ॥  
 তাপত্রয়ান্তর্জলতঃ স্বেচেতমঃ  
 শাঠ্যে করিষ্যে ক্রতমীশভাবনং ।  
 ক্ষুরং করালজ্বলনজ্বলদগৃহে  
 যতেত শীঘ্রং ননু শান্তিকর্ম্মণি ॥ ১৯ ॥  
 শ্রীনারদ উবাচ ॥  
 ইথং বিচিন্ত্যার্দ্রগনাঃ স ভূপতি-  
 শ্চিরাদখোন্মীলিতদৃষ্টহৌজসং ।

অথবা নিরর্থক অনুতাপ দ্বারা আমার কার্য্য কলাপ গত  
 হইলে, ইহার পর আমি সেই সকল বিষয় বাসনায় মুগ্ধ  
 হইয়া শীঘ্র সেই হিতকারি বিষ্ণুর আরাধনা করিব । পরে  
 তিনি দৃষ্ট হইলে বিশেষ যে অধি ( মীমা ) তাহাও সহ্য  
 হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ  
 তাপের মধ্যে আমার নিজ চিন্ত দৃষ্ট হইতেছে । সেই দৃষ্ট-  
 চিন্তের শান্তির জন্ম আমি অবিলম্বে ঈশ্বর চিন্তা করিব ।  
 হায় । প্রক্ষুরিত ভীষণ অগ্নিদ্বারা গৃহ দৃষ্ট হইলে তাহার  
 শান্তির জন্মই শীঘ্র যত্নবান্ হইবে ॥ ১৯ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, সেই ভূপতি এইরূপে বহুক্ষণ চিন্তা  
 করিয়া, অনন্তর উন্মীলিত লোচনে মহাজ্যোতির্ম্ময় বস্ত্র সম্মুখে



পুরো নিরীক্ষ্য প্রণাম হৃষ্টবী-  
 ত্তুরো কৃতার্থোহহমিতি ক্রবন্মুহুঃ ॥ ২০ ॥  
 কৃতভ্যনুজ্ঞো গুরুণা দ্বিজৈশ্চ স  
 স্থিরং স্মরন্ বিষ্ণুগুণাতিনির্মলঃ ।  
 উৎক্রম্য মূৰ্দ্ধ্না পরমং পদং যযৌ  
 সরোমহর্ষং মিমতাং তপস্বিনাং ॥ ২১ ॥  
 বিষাঘ্নিনাথাস্ত্র দহন্ শরীরং  
 চক্রে ফণী কেবলবন্ধুরূতাং ।  
 যযুশ্চ সর্বৈব-মুনয়ো যথেষ্টং  
 পরীক্ষিতো মোক্ষগতিং স্তবন্তঃ ॥ ২২ ॥

নিরীক্ষণ করিয়া হে গুরো ! আমি চরিতার্থ হইলাম এই  
 কথা বারম্বার বলিতে লাগিলেন এবং হৃষ্ট চিত্তে প্রণাম  
 করিলেন ॥ ২০ ॥

অনন্তর গুরুদেব এবং সেই সকল ব্রাহ্মণগণ অনুজ্ঞা  
 করিলে অতি নির্মলচেতা রাজর্ষি সনাতন বিষ্ণু স্মরণ করিয়া  
 রোমাঞ্চিত-কলেবরে তাপসগণ নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে,  
 তাঁহাদের সম্মুখে মস্তক উত্তোলন পূর্বক পরমপদ প্রাপ্ত  
 হইলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর তক্ষক মর্প, বিষানলদ্বারা পরীক্ষিতের শরীর দগ্ধ  
 করিয়া কেবল বন্ধুর কার্য্যই করিয়াছিল । তৎপরে সমস্ত  
 ঋষিগণ পরীক্ষিতের মোক্ষপদ প্রাপ্তি স্তব করিতে করিতে  
 মদুচ্ছাক্রমে গগন করিলেন ॥ ২২ ॥

ইতং পরীক্ষিচ্চুকশিক্ষিতঃ সন্  
 হরিং স্মরণোক্ষমবাপ সদ্যঃ ।  
 স হি প্রসন্নঃ ক্ষণতঃ ক্ষিপোতি  
 সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ননু স্বতন্ত্রঃ ॥ ২৩ ॥  
 স্মরণং বিষ্ণুদ্রুহিণায় পূৰ্ব্বং  
 জগাদ কৰ্ম্মাণ্যতিদুষ্করাণি ।  
 অবশ্যভোজ্যানি নৃণাং তথাপি  
 তান্মতি সন্তুষ্টিরিতি বিজেদ্ভ্রাঃ ॥ ২৪ ॥  
 শুকবিষ্ণুরাতচরিতং য ইদং  
 মনুজঃ শৃণোতি মুনিবর্য চাসকৃৎ ।  
 স বিধুয় পাপপটলং বিমলঃ

হে মুনিগণ ! এইরূপে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের উপ-  
 দেশে শিক্ষিত হইয়া, হরিকে স্মরণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ মোক্ষ-  
 লাভ করিয়াছিলেন । কারণ, সেই ভগবান্‌হরি প্রসন্ন হইলে,  
 ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত কৰ্ম্ম ক্ষয় করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

হে দ্বিজবরগণ ! পুরাকালে স্মরণং বিষ্ণু ভ্রম্মাকে বলিয়া-  
 ছিলেন যে যদিপি মানবগণ স্ব স্ব অনুরক্তিত, অতি দুষ্কর কৰ্ম্ম  
 সকল অবশ্যই ভোগ করিবে বটে, তথাপি আমার প্রতি ভক্তি  
 ( অর্থাৎ হরিভক্তি ) সেই সকল কৰ্ম্ম ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ  
 নাশ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

হে মুনিবর ! যে ব্যক্তি শুকদেব এবং বিষ্ণুরাত পরী-  
 তের এই চরিত্র শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি পাপরাশি

পুরুষোত্তমোত্তমপদং লভতে ॥ ২৫ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিস্বধোদয়ে শুক পরী-  
ক্ষিৎসম্বাদে পরীক্ষিৎব্রহ্মপ্রাপ্তিচ্চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥\* ॥ ৪ ॥\* ॥ •

পরিত্যাগ করিয়া, বিমল চিত্তে পুরুষোত্তম হরির উৎকৃষ্ট  
পদ ( বিষ্ণুপদ ) লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিস্বধোদয়ে শ্রীরামনারায়ণ  
বিদ্যারত্নানুবাদিতে শুক পরীক্ষিৎ সম্বাদে পরীক্ষিতের ব্রহ্ম  
প্রাপ্তি নামক চতুর্থ অধ্যায়ঃ ॥ \* ॥ ৪ ॥ \* ॥

## হরিভক্তিসুধোদয়ঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।



শ্রীনারদ উবাচ ॥

যথাহ ভগবান্ পূৰ্ব্বং সংপিপ্তে কৰ্ম্মণাং বলং ।

স্বভক্ত্যা তৎপ্রণাশকং তথা শৃণুত সন্তমাঃ ॥ ১ ॥

কল্পান্তে হ্যাগতে বিষ্ণুগ্রাসিত্বদং হরান্ননা ।

যোগনিদ্রাং যবাবেকো মহত্যেকাংগবেহৰ্ভকঃ ॥ ২ ॥

তস্মিন্নেকীকৃতাত্মশেষপ্রপঞ্চেহভান্নহার্গবে ।

তজ্জগদ্ষোগিনিশ্চিত্রং ব্রহ্মণীং মহোজ্জ্বলং ॥ ৩ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ ! পুরাকালে ভগবান্ নারায়ণ আমার পিতাকে ( ব্রহ্মাকে ) যেৰূপে কৰ্ম্মসমূহের মহাত্ম্য বলিয়াছেন, তোমরা স্ব স্ব ভক্তি পূৰ্ব্বক সেই সকল কৰ্ম্মের নাশ শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

বালকরূপী বিষ্ণু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে শঙ্করসরূপে ( তমোগুণেব সাহায্যে ) এই জগৎ সংহার করিয়া, একাকী একমাত্র মহাসমুদ্রে যোগনিদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥

যেৰূপ পরব্রহ্মে এই বিশ্বমণ্ডল মহাত্ম্যতি ধারণ করিয়া বিরাজ করে, সেইরূপ অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একাকার প্রাপ্ত হইলে, সেই মহাসমুদ্রে জগতের কারণ নারায়ণের সেই বিচিত্র মহোজ্জ্বল ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল ॥ ৩ ॥

ধবলে শেখপৰ্য্যন্তে ফণারত্নাংশুপিঞ্জরঃ ।

কৃষ্ণঃ স্ফটিকশৈলস্থঃ সঙ্ক্যাঘননিভো বভৌ ॥ ৪ ॥

অথ কানেন তন্নাভিসরসো মহদম্বুজং ।

উদভূতত্রাচ ব্রহ্মা জগৎ স্ফাক্ষুরাকৃতিঃ ॥ ৫ ॥

স বাল এব বালার্কমহাস্রদৃশঃ প্রিয়া ।

বিক্ষিপান্ পরিতো প্রান্তঃ দিশঃ শূন্য উদৈক্ষত ॥ ৬ ॥

স জগৎস্রষ্টৃ কামোহং সরজো গুণচোদিতঃ ।

এক এব চতুর্কল্লে ননসাহচিন্তয়ন্তদা ॥ ৭ ॥

স্ফটিকময় পর্বতের মধ্যে অবস্থান করিয়া সঙ্ক্যাকালীন  
মেন্ন যেরূপ দীপ্তি পাইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান্ নারায়ণ  
অতি শুভ্র অনন্ত শয্যায় ফণামণ্ডলস্থিত রত্নকিরণদ্বারা পিঙ্গল  
বর্ণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে, নারায়ণের নাভিপদ্ম  
হইতে এক দীর্ঘ পদ্ম উৎপন্ন হইল। সেই পদ্মে জগৎপ  
রুষের অক্ষুরতুল্য চতুর্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন ॥ ৫ ॥

সেই ব্রহ্মা বালক হইয়াও সৌন্দর্য্যে নবোদিত মহত্ব  
দিবাকরের মত প্রভা ধারণ করিলেন । অবশেষে চারিদিকে  
অন্ধকার নিরাস করিয়া, দিগ্গুণ সকল শূন্যময় নিরীক্ষণ  
করিলেন ॥ ৬ ॥

অনন্তর তৎকালে সেই ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা  
করিয়া, স্বকীয় রজোগুণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া, একাকীই  
চতুর্মুখ ধারণ পূর্বক, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

অষ্টব্য হি ময়া লোকা যথৈতৎ পূর্য্যতে নতঃ ।

পিতামহোহহং ভবিতা ততঃ সকলবন্দিতঃ ॥ ৮ ॥

কথং প্রবর্ততাং সৃষ্টিঃ কীদৃশী বা কিমাশ্রয়া ।

কেন সংমন্ত্রয়াম্যত্র সহায়ঃ কো ভবেন্মম ॥ ৯ ॥

কো বায়ং জনধৌ শেতে নাভ্যাং যশ্চৈদমম্বুজং ।

মমৈষ জনকো নূনং জনকস্য তু নেক্ষতে ॥ ১০ ॥

যদ্বা প্রবোধয়াম্যেনং প্রক্টুং সৰ্ব্বং বিধিৎসিতং ।

কণিশায়ী মহাতেজাঃ ক্রুধ্যৈবৈষ প্রবোধিতঃ ॥ ১১ ॥

যেহুপে এই আকাশ মণ্ডল পরিপূর্ণ হয়, সেইরূপে নিশ্চয়ই আমি ব্রহ্মাণ্ড সকল নির্মাণ করিব । জগৎ সৃষ্টির পর আমি সকল লোকের পূজনীয় পিতামহ হইব ॥ ৮ ॥

কি প্রকারেই বা সৃষ্টির প্রবৃত্তি হইতে পারে ? সেই সৃষ্টিই বা কি প্রকার হইবে ? এবং সেই সৃষ্টি কাহাকে অবলম্বন করিবে ? আমি এই বিষয়ে কাহার সহিতই বা মন্ত্রণা করিব ? এবং কেই বা আমার এই বিষয়ে সহায় হইবে ? । কাহার নাভিতে এই পদ্য জন্মিয়াছে এবং যিনি সাগরে শয়ন করিয়া আছেন, ইনিই বা কে ? । নিশ্চয়ই ইনি আমার জনক, কিন্তু ইহঁর জনক, দৃষ্ট হইতেছে না । অথবা আমি যাহা করিতে বাসনা করিয়াছি, তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত ইহঁাকে জাগরিত করি । অথবা অনন্ত-সর্পশায়ী এই মহাতেজঃসম্পন্ন, জগদীশ্বর নারায়ণ জাগরিত হইলে ( ইহঁাকে জাগাইলে ) ক্রুদ্ধ হইবেন ॥ ৯—১১ ॥

ইতি সক্ষিস্তয়ন্ ব্রহ্মা ভীতো বোধয়িতুঞ্চ তং ।  
 তৎপ্রসাদোদিতজ্ঞানস্ততস্তৃকাব ভক্তিমান্ ॥ ১২ ॥  
 ক্রীব্রহ্মোবাচ ॥  
 প্রসীদ দেব নাগেন্দ্রভোগশায়িনম প্রভো ।  
 জাগৰ্মি শুদ্ধসত্ত্বজং সদা নিদ্রা স্থিৎ রুথা ॥ ১৩ ॥  
 গায়রা গুহ্যমানোহপি স্বামিন্ সৰ্ব্বহৃদি স্থিতঃ ।  
 জ্যোতির্শ্যয়ো মহাত্মা ত্বং ব্যক্ত এবস্বমেধসাং ॥ ১৪ ॥  
 বীজং জগত্তরোরাদৌ মধ্যে সম্বন্ধনোদকং ।

এইরূপে ব্রহ্মা চিন্তা করিয়া, ভগবান্ নারায়ণকে জাগ-  
 রিত্ত করিতে ভীত হইলেন । অনন্তর যখন তাঁহার অনু-  
 গ্রহে জ্ঞানোদয় হইল, তখন তিনি ভক্তি সহকারে স্তব  
 করিতে আগিলেন ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব ! হে প্রভো ! তুমি সৰ্পরা-  
 জের ফণামণ্ডলে শয়ন করিয়া থাক, অতএব তোমাকে নম-  
 স্কার । প্রভো ! যখন তুমি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া  
 সেই সত্ত্বগুণে জাগরিত থাক, তখন তোমার এইরূপ যোগ-  
 নিদ্রা নিকল ॥ ১৩ ॥

প্রভো ! তুমি মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও, সকলের  
 হৃদয়ে অবস্থান কর । তুমি জ্যোতির্শ্য এবং তুমিই মহাত্মা,  
 অতএব তুমি জ্ঞানবান্ পণ্ডিতগণের নিকটে প্রকাশিত হইয়া  
 থাক ॥ ১৪ ॥

নাথ ! প্রথমে এই জগদ্রূপ বৃক্ষের তুমি বীজ । এবং

অস্তে চ পরশুর্নাথ স্বেচ্ছাচারস্বমেব হি ॥ ১৫ ॥

স্বজস্বামীলয়ম্নেত্রে জগদ্ধংসি নিমীলয়ন্ ।

‘ ত্বমিমেঘে হহো লোকা ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ১৬ ॥

নমস্তে ত্রিজগদ্ধাত্রে স্বচ্ছধাম্নে পরাত্মনে ।

স্বারামায় নিজানন্দসিন্ধবে সিন্ধুশায়িনে ॥ ১৭ ॥

• শরণায় শরণ্যানাং ভূতানাং প্রভবে নমঃ ।

মধ্যে সেই জগত্তরুর সম্বন্ধক জন তুমি, তথা অবশেষে বদৃচ্ছান-  
সঞ্চারী তুমিই এই জগত্তরুর পরশুস্বরূপ ॥ ১৫ ॥

জগদীশ্বর ! তুমি যখন নেত্রযুগল উন্মীলিত কর, তখন  
এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাক । পরে যখন তুমি নেত্রযুগল  
নিমীলন কর, তখনই বিশ্বমণ্ডল সংহার কর । অহো ! তোমার  
নিমেঘ মাত্রে এই সকল বিশ্বত্রুশাও হইতেছে এবং  
তোমার নিমেঘক্ষয়ে এই সকল অখিল ত্রুশাও লয় পাই-  
তেছে ॥ ১৬ ॥

হে প্রভো ! তুমি ত্রিভুবনের ‘সৃষ্টি করিয়া থাক ।  
তোমার জ্যোতি অত্যন্ত নিশ্চল এবং তুমিই পরমাত্মা ।  
তুমি আপনি আপনাতে আরামস্থ অশ্রুভব কর । তুমি  
নিজ নিত্যানন্দের সিন্ধুস্বরূপ । নাথ ! তুমিই একমাত্র  
প্রকার্ণবে শয়ন করিয়া আছ । অতএব সকলের মূল,  
সকলের আদি এবং সকলের সংহারকর্তা, তোমাকে নম-  
স্কার করি ॥ ১৭ ॥

শরণাগত ব্যক্তিদিগকে তুমিই রক্ষা করিয়া থাক । তুমি  
ব্যতীত আর কেহ শরণাগতদিগের ‘রক্ষাকর্তা নাই ।



\*  
 আত্মনামাদিভূতায় গুরুণাং গুরবে নমঃ ॥ ১৮ ॥  
 প্রাণানাং প্রাণভূতায় চক্ষুযাক্ষুষ্মে নমঃ ।  
 শ্রোত্রাণাং শ্রোত্রভূতায় মনসাং মনসে নমঃ ॥ ১৯ ॥  
 অৰ্কাঙ্ক সন্মৎসরো যস্মাদহোভিঃ পরিবর্ততে ।  
 জ্যোতিষাং জ্যোতিষে তস্মৈ দেবোপাস্মায় তে নমঃ ॥ ২০ ॥  
 যন্ত নিঃশ্বসিতং প্রাহুর্বেদাদ্যখিলবাঙ্ঘরং ।  
 যদ্বাচ্যঞ্চাখিলঞ্চাস্মৈ দেবায়াদ্যায় তে নমঃ ॥ ২১ ॥  
 দেব প্রবোধ-কালোহরং যোগনিদ্রা বিরম্যতাং ।

তুমি ঐভূদিগেরও প্রভু । অতএব তোমাকে নমস্কার করি ।  
 তুমি সমস্ত আত্মারই আদিকারণ । নাথ ! তুমি গুরুগণেরও  
 গুরুদেব, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

প্রভো ! তুমি সমস্ত প্রাণের প্রাণ স্বরূপ এবং তুমি  
 সমস্ত চক্ষুর চক্ষুস্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার । তুমি  
 সমস্ত কর্ণের কর্ণস্বরূপ এবং তুমিই সকল চিত্তের চিত্তস্বরূপ,  
 অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥

সন্মৎসর যঁহা হইতে নিকট হইয়াও দিন দিন পরি-  
 বর্তিত হইয়া থাকে, সমস্ত জ্যোতিষ্কগণুলীর জ্যোতিঃপ্রদান  
 কর্তা, দেবগণের উপাস্য সেই দেবতাকে নমস্কার করি ॥ ২০ ॥

তত্ত্বদর্শি মনীষিগণ বেদপ্রভৃতি অখিল বাঙ্ঘর ( প্রবন্ধ )  
 কে যঁহার নিশ্বাস বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন এবং অখিল  
 বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই যে বাঙ্ঘরের বাচ্য শব্দ, প্রভো ! তুমিই সেই  
 আদিদেব । অতএব আমি তোমাকে প্রণাম করি ॥ ২১ ॥

নাথ ! আপনায় এই জাগরণের কাল উপস্থিত । এক্ষণে

অনুবর্ত্যঃ প্রপঞ্চোহয়ং দেহি লোকাংস্তুয়ি স্থিতান্ ॥২২॥

মুষ্টিত্বৈতজ্জগৎ কৃৎস্নং স্বপত্ত্বং কপটার্ভকং ।

অপি মায়াপটচ্ছন্নং বিদ্যস্তাং নাথ জাগৃহি ॥ ২৩ ॥

অথ প্রবুদ্ধো ভগবান্ সন্মিতং ভক্তবৎসলঃ ।

সংভাষ্য বেধসার্থৈনং সংস্কৃত্যর্থমচোদয়ৎ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মাথ প্রাজ্জলিঃ প্রাহ সংকুণ্ডাপীশ বিস্মৃতা ।

চিরোৎসৃষ্টা ময়া স্থষ্টিরনভ্যাসা শ্রুতির্যথা ॥ ২৫ ॥

শ্রীনারদ উবাচ ॥

যোগনিদ্রা পরিত্যাগ করুন । যে সকল দেহধারী লোক, আপনাতে বিদ্যমান আছে, আপনি সেই সকল লোকদিগকে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে লইয়া যাও ॥ ২২ ॥

প্রভো ! তুমি এই অখিল বিশ্ব সংহার করিয়া কপট বালকরূপে নিদ্রা যাইতেছ এবং আমরা তোমাকে মায়ারূপ বস্ত্র দ্বারা আবৃত বলিয়া জানিতে পারিতেছি । অতএব তুমি জাগরিত হও ॥ ২৩ ॥

অনন্তর ভক্তবৎসল নারায়ণ জাগরিত হইয়া যুহু মধুর হাস্তে বিধাতার সহিত সম্ভাষণ করিয়া, স্থষ্টির জন্য তাঁহাকেই প্রেরণ করিলেন ॥ ২৪ ॥

পরে ব্রহ্মা কৃতাজ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন । জগ-দীশ্বর ! স্থষ্টিকার্য্য আমার অভ্যস্ত হইলেও আমি এক্ষণে তাহা ভুলিয়া গিয়াছি । স্মরণ্য আমার অভ্যাস না থাকাতে বেদের মত, স্থষ্টিকার্য্যও বহুকাল পরিত্যাগ করিয়াছি ॥২৫॥

শ্রীনারদ কহিলেন, আমার পিতার এইরূপ বাক্য শুনিয়া

শ্রুত্বৈতি মংপিতুর্বাধ্যং প্রসন্নঃ প্রাহ কেশবঃ ।  
 স্বচ্ছদন্তুচ্ছবিব্যাজাজ্জ্ঞানং মূর্ত্তিমিবার্পয়ং ॥ ২৬ ॥  
 প্রতিভাস্তু প্রসাদাগ্নে স্মৃতয়ঃ শ্রুতয়শ্চ তে ।  
 সর্বজ্ঞোহসি ন মতোহন্যো জগৎ সংস্রজ্যসীচ্ছয়া ॥ ২৭ ॥  
 ন চান্নোহপি অগস্ত্যেহস্ত সৃষ্টিঃ কৰ্ম্মবশাদবতঃ ।  
 ভবিত্ত্বী সর্বজীবানাং ত্বং প্রেরয় তথৈব তাং ॥ ২৮ ॥  
 যে সাত্ত্বিকাঃ স্কৃতিনস্তান্ সমাহৃত্য সর্বশঃ ।  
 স্বজ্যাঃ সুরাদিস্থিষু পাপিনস্তিৰ্য্যগাদিবু ॥ ২৯ ॥

নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন । এবং তিনি নিশ্চল  
 দন্তক্ষিরণের ছলে যেন মূর্ত্তিমান্ জ্ঞান সমর্পণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

আমার অনুগ্রহে তোমার শ্রুতি এবং স্মৃতি সকল বিকাশ  
 প্রাপ্ত হোক । তুমি সর্বজ্ঞ এবং তুমি আমা হইতে ভিন্ন  
 নহ । এই হেতু তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক জগৎ সৃষ্টি করিতে  
 পারিবে ॥ ২৭ ॥

তোমার ইহাতে যেন অল্পমাত্রও পরিশ্রম না হয় ।  
 কারণ, স্ব স্ব কৰ্ম্মফল বশতঃ সমস্ত জীবের সৃষ্টি হইবে ।  
 অতএব তুমি সেই প্রকারেই সৃষ্টি কর ॥ ২৮ ॥

যে সকল লোক সাত্ত্বিক এবং স্কৃতিশালী, তুমি সর্ব  
 স্থানে সেই সকল লোক আহরণ করিয়া, দেবাদি স্থিগণের  
 মধ্যে পুণ্যশীল ও সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে এবং পশু  
 পক্ষি প্রভৃতি তিৰ্য্যক্ যোনির মধ্যে পাপিষ্ঠদিগকে সৃষ্টি  
 করিবে ॥ ২৯ ॥

যে যেবাং মূলিকাস্তেষাং তে স্যঃ পিত্রাদিপোষকাঃ ।

পোষ্যাশ্চ পূর্বদত্তার্ণাস্তেষাং পুত্রাদিরূপিণঃ ॥ ৩০ ॥

নিধনং যন্ত তৎকালে কল্পিতং পূর্বকৰ্ম্মভিঃ ।

ভবেত্তু কালবৈধব্যযোগ্যায়াঃ স পতিধ্বংসঃ ॥ ৩১ ॥

উপকার্যোপকৰ্ত্ত্বং স্নেহোহন্তোন্মত্তঃ সঙ্কথা ।

দ্বেষ্যদ্বেষ্টুঃ স্বহুর্জন্না অপি ন প্রাগকল্পিতাঃ ॥ ৩২ ॥

স্বখযোগ্যান্ পরে জীবান্ স্বখয়ন্তু তথৈতরান্ ।

দুঃখয়ন্তুত্র বামুত্র স্বয়ং সাক্ষী ত্বমেব নঃ ॥ ৩৩ ॥

যাহারা যাহাদের মূল বা কারণ, তাহারাই তাহাদের পিতা মাতা ইত্যাদি রূপে পোষণ কর্তা হইবে। এবং যাহারা পূর্বে ঋণদান করিয়াছিল এবং যাহারা পালনীয়, তাহারাই তাহাদের পুত্রাদিরূপে উৎপন্ন হইবে ॥ ৩০ ॥

পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলানুসারে যাহার যে কালে নিধন নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং যে কালে যে স্ত্রীর বৈধব্যযোগ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই নারীর সেই মানবই নিশ্চিতপতি হইবে ॥ ৩১ ॥

যাহার প্রতি উপকার করা হইবে এবং যে উপকার করিবে, পরস্পরের স্নেহ ও সম্ভাষণ, যাহার প্রতি দ্বেষ করা যাইবে এবং যে দ্বেষ করিবে এবং পরস্পরের বাদানুবাদ সকল পূর্ব জন্মের কর্মানুসারেই কল্পিত হইবে ॥ ৩২ ॥

অপরে স্বখযোগ্য জীবদিগকে ইহকালে এবং পরকালে সুখী করুক এবং অন্যান্য লোকে দুঃখযোগ্য জীবদিগকে এই জগতে এবং পরজগতে দুঃখী করুক। তুমি স্বয়ংই আমাদের এই বিষয়ে সাক্ষী থাকিবে ॥ ৩৩ ॥

যদা যস্মিন্ যথা যস্মাৎ প্রাপ্যং যদেবন সঞ্চিতং ।  
 তদা তস্মিন্ যথা তস্মাদ্ভোজ্যং তন্তেন নান্যথা ॥ ৩৪ ॥  
 কার্য্যাশ্চতুর্যুগাবস্থাস্তদহি চ পৃথক্ পৃথক্ ।  
 জীবানাং কৰ্ম্মজৈরেনং স্বথদুঃখৈর্বিবলক্ষণাঃ ॥ ৩৫ ॥  
 পুণ্যাগ্নানঃ কৃতে স্বজ্যাত্রেতায়াং পাদপাপিনঃ ।  
 দ্বাপরে চার্কিপাপাশ্চ পাদপুণ্যাঃ কলৌ যুগে ॥ ৩৬ ॥  
 কলেদ্বিব্যসহস্রাক্রমাংশান্ত্যপাদকে ।  
 ক্রমাৎ পাপাগিভিঃ পুণ্যং সৰ্ব্বং নির্ভস্মিতং ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥

যে ব্যক্তি যে কালে, যে স্থানে, যাহা হইতে, যেরূপে  
 পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছে, সেই ব্যক্তি সেই কালে, সেই স্থানে,  
 সেই লোক বা বস্তু হইতে, সেইরূপ পুণ্যের ফল ভোগ  
 করিবে । ইহার অন্যথা হইবে না ॥ ৩৪ ॥

তোমার দিবসে ( ব্রহ্মপরিমাণের দিনে ) জীবগণের  
 এইরূপ কৰ্ম্মজনিত স্বর্থদুঃখ দ্বারা অপূৰ্ব, সত্য ত্রেতা  
 চারি যুগের অবস্থা, পৃথক্ পৃথক্ করিতে হইবে ॥ ৩৫ ॥

সত্যযুগে কেবল পুণ্যাগ্নাদিগকে সৃষ্টি করিতে হইবে,  
 ত্রেতাযুগে একপাদ পাপী ( ত্রিপাদ পুণ্যযুক্ত ) ব্যক্তিদিগকে  
 সৃষ্টি করিবে । দ্বাপরযুগে দ্বিপাদ পাপিদিগকে এবং কলি-  
 যুগে ত্রিপাদ পাপিদিগকে সৃষ্টি করিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

কলিযুগের পরিমাণ, দিব্য সহস্র বৎসর পরিমিত ।  
 তাহার শেষভাগে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুণ্য, পাপানল দ্বারা  
 ভস্মীভূত হইবে ॥ ৩৭ ॥

ততঃ পাপাত্মকে লোকে সংহৃতেহন্যোন্মায়ুধৈঃ ।

শিষ্টে চ কঙ্কিনা নষ্টে কৃতং ভূয়ঃ প্রবর্ততাং ॥ ৩৮ ॥

পৃথক্ চিহ্নপ্রমাণানাং জীবকর্মবশাদিহ ।

চতুষ্টয়গণানাং সাহস্রং কল্পাখ্যমভবত্তব ॥ ৩৯ ॥

সর্বকল্পেষু চাপ্যেবং সৃষ্টিপুষ্টিবিনষ্টয়ঃ ।

নিমিত্তমাত্রস্ত বয়ং ক্রিয়ন্তে জীবকর্মভিঃ ॥ ৪০ ॥

সদা ব্রহ্মাণ্ডবর্ণেহগ্নিন্ জন্তবো যন্তপুঞ্জিকাঃ ।

চেষ্টন্তে কর্মসূত্রস্থাস্ততস্তদীক্ষকা বয়ং ॥ ৪১ ॥

অনন্তর অস্ত্রসমূহদ্বারা পাপপূর্ণ এই অশ্লিল বিশ্ব সংহার  
প্রাপ্ত হইলে এবং কঙ্কি দ্বারা অজ্ঞাস্ত হইয়া বিনষ্ট হইলে,  
পুনর্ব্বার সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৩৮ ॥

এই জগতে জীবগণের কর্মফল বশতঃ সত্য ত্রেতাাদি  
চতুষ্টয়গণের পৃথক্ পৃথক্ চিহ্ন ও ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ সকল  
লক্ষিত হইবে। এইরূপ সহস্রসংখ্যক চতুষ্টয়ে তোমার  
এক কল্প হইবে ॥ ৩৯ ॥

এইরূপে জীবগণের স্ব স্ব কর্মানুসারে প্রত্যেক কল্পেই  
সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে। আমরা কিন্তু  
কেবল উপলক্ষ্য মাত্র ॥ ৪০ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ রঙ্গশালার মধ্যে জীবগণ, যন্ত্রনির্ম্মিত  
পুতলিকার মত, স্ব স্ব কর্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া চেষ্টা  
করিয়া থাকে, আমরা কেবল তাহা দর্শন করিয়া থাকি  
মাত্র ॥ ৪১ ॥

কৰ্মমেধ্যাং দৃঢ়ং বন্ধা বাক্তস্ত্র্যাং নামদামভিঃ ।  
 রাগপ্রযুক্তা ভ্রাম্যন্তে খলেশ্মিন্ পশবো জনাঃ ॥ ৪২ ॥  
 বলাদ্প্ৰীতীঃ ক্রোধেন রাগরাজানুজীবিনা ।  
 অশ্রান্তং কারিতা জীবা রিষ্টিকৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বতে ॥ ৪৩ ॥  
 লোভমৎসরদৰ্পাথৈশ্চিন্তিভিঃ স্পৃষ্টো মহাগ্রহৈঃ ।  
 জনোহয়মস্মৃতানর্থো বিকুৰ্ব্বন্ বহু চেষ্টতে ॥ ৪৪ ॥  
 ভূগৌ কৃত্বৈষ কৰ্ম্মাণি দিবি ভুঙ্ক্তে তথাত্ত চ ।

বাক্তরূপ তন্ত্রী ( ভাঁইত্ ) যুক্ত, কৰ্ম্মরূপ মেধী ( মেই )  
 কাষ্ঠে নামরূপ রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধ হইয়া এবং অনুরাগ  
 দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই সংসাররূপ খলে ( ধান্যাদির  
 খামারে ) মানবগণ পশুর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ॥ ৪২ ॥

অনুরাগরূপ ভূপতির অনুজীবী ভূত্যের মত ইহারা  
 অবিরত কার্য্য করিয়া থাকে । এই ক্রোধ যখন বল পূর্ব্বক  
 জীবদিগকে গ্রহণ করে, তখন তাহারা অশ্রুতকৰ্ম্ম সকল  
 করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

যখন লোভ, মৎসর ও অহঙ্কার এই তিন জন মহাগ্রহ  
 ( উপদেবতা বিশেষ ) মানবকে আক্রমণ করে, তখন ঐ  
 লোক অমঙ্গল স্মরণ করিয়া, বিকৃতভাবে নানাবিধ চেষ্টা  
 করিয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

এই জীব ভূতলে এইরূপ কৰ্ম্ম করিয়া, অবশেষে পরলো-  
 কেও ঐরূপ কৰ্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে । কারণ, যে ব্যক্তি  
 অভীষ্ট বস্তুর কামনা করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদাই এইরূপ

কামকামো হি লভতে সৰ্বদৈবং গতাগতং ॥ ৪৫ ॥  
 তস্মাদলজ্যবৎকৰ্মচক্রমিদং সদা ।  
 ভবিষ্যতি তথা ভাব্যা সৃষ্টিস্তাং ত্বং প্রবর্তয় ॥ ৪৬ ॥  
 ব্রহ্মা চ প্রাহ সকলাং করোম্যাজ্ঞাং তব প্রভো ।  
 কল্পো তু যা ব্যবস্থোক্তা দুষ্করা সা হি ভাতি মে ॥ ৪৭ ॥  
 তস্মাদৌ হি ত্রয়ো ভাগাঃ পাপস্রাতিবল্লীসঃ ।  
 এক এবতু পুণ্যস্ত দুৰ্বলস্ত সচ ক্রমাৎ ॥ ৪৮ ॥  
 বলীয়তে চৈকপাদস্ততশ্চান্দসহস্রকং ।  
 কথং তিষ্ঠেজ্জগদিদং পুণ্যেন হি জগৎস্থিতিঃ ॥ ৪৯ ॥

সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

অতএব এই কৰ্মচক্র অলজ্ঞানীয় এবং সৰ্বদাই বর্ণপূর্ণ ।  
 কৰ্মচক্র ঘেরূপে অবিভূত বা প্রকাশিত হইবে, সৃষ্টিও সেই  
 রূপ হইবে । অতএব তুমি সেইরূপ কৰ্মচক্র নিয়ন্ত্রিত  
 সৃষ্টির প্রবর্তনা কর ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মাও কহিলেন, প্রভো ! আমি আপনার সমস্ত আজ্ঞা  
 প্রতিপালন করিব । কিন্তু আপনি কলিকালে যে ব্যবস্থা  
 বলিয়াছেন, তাহা আমার দুষ্কর বলিয়া প্রকাশ পাই-  
 তেছে ॥ ৪৭ ॥

কলির প্রথমে অতি বলবান্ পাপের তিন ভাগ এবং  
 দুৰ্বল পুণ্যের একটীমাত্র ভাগ থাকিবে, সেই একপদ পুণ্য  
 ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইবে, তাহার পর এক সহস্র বৎসর কি  
 রূপে জগতের স্থিতি হইবে, যেহেতু পুণ্যবলেই জগতের  
 স্থিতি হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥



কলিঞ্চভঙ্গনোজিতো দুর্বারঃ পাপপাবকঃ ।

হতপুণ্যরসং লোকমর্কাগেব দহিষ্যতি ॥ ৫০ ॥

কিং তুলরাশিলগ্নোহগ্নিঃ সময়ং সংপ্রতীক্ষতে ।

দহত্যেব ক্ষণাৎ সর্বং তত্রোপায়ং বদস্ব মে ॥ ৫১ ॥

ততঃ প্রহস্তু প্রাহেশঃ সর্বং সত্যসিদং বিধে ।

অবাদিতং প্রবুদ্ধেহঘে ক্ষণং লোকস্য কা স্থিতিঃ ॥ ৫২ ॥

ইমমেবার্থমুদ্दिष्टं বহুধাবতরাম্যহং ।

পুণ্যবৎস্বান্ননা লোকে পাবনায় যুগে যুগে ॥ ৫৩ ॥

অনিবার্য পাপানল, কলিকালরূপ পবনবেগে উত্তেজিত হইলে, পশ্চাৎ পুণ্যরূপ রসের সংহার করিয়া এই জগৎ দগ্ধ করিবে ॥ ৫০ ॥

একবার যদি অগ্নি তুলরাশির মধ্যে লগ্ন হয় তাহা হইলে সেই অগ্নি কি সময়ের প্রতীক্ষা করে ? অর্থাৎ ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলে । তদ্বিষয়ে আপনি আমাকে উপায় বলিয়া দিউন ॥ ৫১ ॥

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন । হে বিধাতাঃ ! তুমি যাহা বলিলে, এ সমস্তই সত্য । যখন ক্ষণকালের মধ্যে অপ্রতিহত ভাবে পাপ বুদ্ধি পাইবে তখন আর এই জগতের কিরূপে অবস্থান হইতে পারে ? ॥ ৫২ ॥

এই অর্থ উদ্দেশ্য করিয়াই, যুগে যুগে জগৎ পবিত্র করিবার জন্য, আমি পুণ্যবান্ জন সকলে নানাবিধরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ৫৩ ॥

তীর্থান্বথতরবো গাবো বিপ্রাস্তথা ভূবি । \*  
 মদন্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াস্তনবো মম পঞ্চধা ॥ ৫৪ ॥  
 পূজিতাঃ প্রণতা ধাতা দৃঢ়াঃ স্পৃষ্টাঃ স্তুতা অপি ।  
 নৃণাং সৰ্ব্বাঘহন্তারঃ সন্ততং তে হি মনুষ্যাঃ ॥ ৫৫ ॥  
 তেষাং পুণ্যাত্মনাং ভীতো ভৃশং কলিরঘাত্মকঃ ।  
 মন্দীভূতঃ স্ববিভবো নিঃশঙ্কং ন প্রবর্ততে ॥ ৫৬ ॥  
 সিস্যমানো জলেনৈষ যধৈধাংসি দহমপি ।  
 ভস্মীকুর্যাৎ ক্ষণেনাগ্নির্মন্দং জ্বলতি চ ক্রমাৎ ॥ ৫৭ ॥

নানাবিধ তীর্থ, সমস্ত অশ্বথবৃক্ষ, ধেনুগণ, ব্রাহ্মণ সকল  
 এবং আমার ভক্তবৃন্দ, ভূতলে এই পাঁচ প্রকার আমার শরীর  
 বলিয়া জানিবে ॥ ৫৪ ॥

ঐ সকল গো, ব্রাহ্মণ এবং তীর্থাদির পূজা করিলে, উহা-  
 দিগকে প্রণাম করিলে, ধ্যান করিলে, দর্শন ও স্পর্শন করিলে  
 এবং স্তুত করিলে, নিশ্চয়ই উহারা সর্বদা মনুষ্য সকলের  
 সকল প্রকার পাপ মোচন করিয়া থাকেন । কারণ, ঐ সকল  
 আমার স্বরূপ ॥ ৫৫ ॥

সেই সকল পুণ্যশীল গো ব্রাহ্মণাদির নিকট পাপময় কলি  
 ভয় পাইয়া থাকে এবং উহাদের নিকটে কলির নিজ আধি-  
 পত্য হ্রাস হইয়া আসিলে নির্ভীকভাবে প্রবৃত্ত হইতে  
 পারে না ॥ ৫৬ ॥

যেরূপ স্তূপাকার কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করিবার সময়, অনলে  
 জ্বলসেক করিলেও ঐ অগ্নি ক্ষণকালের মধ্যে কাষ্ঠ সকল  
 ভস্মীভূত করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মন্দ মন্দ

এবমেবাং হি সান্নিধ্যাৎ পুণ্যাকীনাং ঘাননঃ ।  
 বার্যমাণাভিবৃদ্ধিঃ সন্ জগন্মার্ক্যাং দহিম্যতি ॥ ৫৮ ॥  
 উপসংহৃতিবাঙ্গাতো যাবত্তাবদঘোষতঃ ।  
 রক্ষন্তঃ সকলান্লোকান্ বিভ্রতো্যেতে গদংশজাঃ ॥ ৫৯ ॥  
 তেনাক্ষ মধ্যৈ সর্কেষাং পবিত্রাণাং শুভাত্মনাং ।  
 মম ভক্তা বিশিষ্যন্তে স্ময়ং মাং বিদ্ধি তান্ বিধে ॥ ৬০ ॥  
 লোকে কেচন মদুক্তাঃ স্বধর্ম্মামৃতবার্হণঃ ।  
 শময়ন্ত্যঘমতু্যগ্রং মেঘা ইব দবানলং ॥ ৬১ ॥

জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ কলিকালরূপ পাপানল, পুণ্যের  
 সঞ্ছদস্বরূপ সকল তীর্থাদি ও গো ব্রাহ্মণাদির সন্নিধানে  
 বৃদ্ধির হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া, পশ্চাৎ জগৎ দগ্ধ করিবে ॥ ৫৭-৫৮ ॥

এই সকল গো ব্রাহ্মণাদি আমার অংশজাত হইয়াছেন  
 এবং তীর্থাদি বস্তু সকল উপসংহার করিবার ইচ্ছায় যে সে-  
 রূপে পাপরাশি হইতে রক্ষা করিয়া এই সকল লোক পালন  
 করিয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥

হে বিধাতঃ ! মঙ্গলময় এবং পবিত্র, ঐ সকল তীর্থাদির  
 অর্থাৎ আমার পাঁচ প্রকার দেহের মধ্যে আমার ভক্তগণ  
 সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অধিক কি, আমার সেই ভক্তদিগকে  
 আমার স্বরূপ বলিয়া জানিও ॥ ৬০ ॥

যে রূপ মেঘ সকল দাবানল নির্ব্বাণ করিয়া থাকে, সেই  
 রূপ জগতে আমার কতিপয় ভক্তগণ স্ব স্ব ধর্ম্মরূপ অধাবর্ষণ  
 করিয়া অতি ভীষণ পাপানল উপশম করিতে পারেন ॥ ৬১ ॥

ইমালোকান্ গিরীনকীন্ সা বিভর্তি ক্রিতির্ন হি ।

কিন্তু সর্বোৎপাদী সা চ ধৃতা ভাগবতৌজসা ॥ ৬২ ॥

কর্মচক্রঞ্চ যৎ প্রোক্তমবিলজ্যৎ সুরাসুরৈঃ ।

মহত্ত্বপ্রবণৈর্মর্ত্যৈর্বিদ্বি লজ্জিতমেব তৎ ॥ ৬৩ ॥

কথং কৰ্ম্মাণি বধন্তি পদ্মগৰ্ভ মদাশ্রয়ান্ ।

সর্ববন্ধহরাস্তে হি মদ্বদ্য। কর্ম্মকারিণঃ ॥ ৬৪ ॥

কর্ম্মরাশিরনন্তোহপি সর্বজন্মার্জিতঃ ক্ষণাৎ ।

পৃথিবী এই সকল লোক, সমস্ত পর্বত এবং সমস্ত সমুদ্র ধারণ করে না, কিন্তু ভগবদ্বক্তা ব্যক্তিগণের তেজোদ্বারা ঐ সকল লোক সমুদ্রাদি এবং সেই ভূতধাত্রী পৃথিবীও ধৃত হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

ইতঃ পূর্বে যে কর্ম্মচক্রের কথা বলিয়াছি এবং দেবতা ও অসুরগণ যে কর্ম্মচক্র লঙ্ঘন করিতে পারে না, কিন্তু হরিভক্তিপরায়ণ মানবগণ সেই কর্ম্মচক্রকেও লঙ্ঘন করিতে পারেন জানিও ॥ ৬৩ ॥

হে পদ্মবোনে ! যাহারা আমাকে অবলম্বন করিয়া থাকে কিরূপে কর্ম্ম সকল তাহাদিগকে বন্ধন করিতে পারিবে ? কারণ, তাহারা যখন “আমিই সর্ববশ” এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া থাকেন তখন তাহারা সকল প্রকার কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়াছে ॥ ৬৪ ॥

সকল প্রকার জন্মে যে সমস্ত অনন্ত কর্ম্মরাশি উপার্জিত হইয়াছে, আমার ভক্তি রূপ অনলশিখা দ্বারা ক্ষণ-

মন্তুস্তিবহ্নিশিখয়া দহতে তুলরাশিবৎ ॥ ৬৫ ॥  
 দাস্তো মন্তুস্তিকান্তানং মদভাঃ সৰ্পসিদ্ধয়ঃ ।  
 তে হি বুয্যুর্বদীচ্ছন্তি জগৎসৰ্গলয়ৌ স্বয়ং ॥ ৬৬ ॥  
 মদা মদগতচিত্তানাং পশ্চতাং মন্যয়ং জগৎ ।  
 বশ্যেস্ত্রিরাণাং ক্ষমিণাং ভক্তানাংস্মি সৰ্ব্বতঃ ॥ ৬৭ ॥  
 তস্মাৎ কলিবলোদ্ভিক্তপাপান্মা ভৈঃ প্রজাপতে ।  
 কৈশ্চিন্মহাত্মভিজ্ঞাতৈস্তাবল্লোকো ধরিষ্যতে ॥ ৬৮ ॥  
 শ্রীনারদ উবাচ ॥

কালের ন্যায় তুলরাশিব ন্যায় দহু হইয়া যায় ॥ ৬৫ ॥  
 আমি যে সকল সিদ্ধি দান করিয়াছি, সেই সকল সিদ্ধি  
 আগার ভক্তিরূপা কান্তাগণের দাসী । যদি তাহারা  
 ইচ্ছা করে, তাহা হইলে স্বয়ং জগতের সৃষ্টি ও নাশ করিতে  
 পারে ॥ ৬৬ ॥

যাঁহারা সৰ্ব্বদা আগার উপরে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন,  
 যে সকল ব্যক্তি জগৎকে আগার স্বরূপ বলিয়া অবলোকন  
 করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা দুর্জয় ইন্দ্রিয়গ্রাম জয় করিয়া-  
 ছেন, আমি সেই সকল ক্ষমাশীল ব্যক্তিগণের সৰ্ব্বতোভাবে  
 অধীন হইয়া থাকি ॥ ৬৭ ॥

অতএব হে প্রজাপতে ! কলির প্রাধান্যে যে পাপ  
 উত্তেজিত হইয়াছে, তুমি সেই প্রবল পাপ হইতে ভীত  
 হইও না । কতিপয় মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া এই জগৎ  
 ধারণ করিবেন ॥ ৬৮ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, ভক্তবৎসল নারায়ণের এইরূপ

শ্রুত্বৈতি ভক্তকাস্তৃশ্চ বাক্যং মানন্দবিস্ময়ঃ ।

প্রণম্য তং গুরুং বেধাঃ স্ফুট্যজ্ঞাং শিরসাবহং ॥ ৬৯ ॥

অথ যজ্ঞবরাহেণ ভূমিঃ শৃঙ্গে প্রকল্লিতা ।

প্রসাধিতং জগৎ সৃজ্যমীদৃশং ব্রহ্মসূত্রিণা ॥ ৭০ ॥

সম্বাদোহয়ং পরংব্রহ্ম ব্রহ্মণোর্বো ময়োদিতঃ ।

যত্র স্বভক্তমাহাত্ম্যং স্বয়মাহ স সর্বদঃ ॥ ৭১ ॥

নচাত্র চিত্রং মুনিবর্ধ্য শৌনক

প্রভোরদেয়ং ন হি তস্য কিঞ্চন ।

শিশোরপি স্বাজি জুযঃ করৌত্যসৌ

বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মা আনন্দিত এবং বিস্ময়া-  
পন্ন হইয়া সেই গুরুকে প্রণাম করিয়া, সৃষ্টির আজ্ঞা  
মস্তকে ধারণ করিলেন ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর নারায়ণ যজ্ঞবরাহ হইয়া শৃঙ্গমধ্যে পৃথিবী স্থাপন  
করিয়াছিলেন । ব্রহ্ম-সূত্রধারী বিধাতা এইরূপে সৃষ্টিযোগ্য  
(যাহা সৃষ্টি করিতে হইবে) জগত্বের সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন  
করিয়াছিলেন ॥ ৭০ ॥

পরব্রহ্ম নারায়ণ এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মার এই যে আমি  
সম্বাদ তোমাদিগকে বলিলাম এই সম্বাদে সর্বভীষ্ট-দাতা  
সেই নারায়ণ স্বয়ং ভক্তগণের মাহাত্ম্য কহিয়াছিলেন ॥ ৭১ ॥

হে মুনিবর শৌনক ! এই বিষয়ে কিছুই আশ্চর্য্য নহে ।  
সেই মহাপ্রভু প্রসন্ন হইলে তাঁহার অদেয় কিছুই নাই ।  
এমনকি ধ্রুবনামে এক শিশু তাঁহার পদসেবা করিয়াছিল

চতুশ্চুখাদপ্যুপরিস্থিতং ক্ষণাৎ ॥ ৭২ ॥

সম্বাদং হরিপরমেষ্ঠিনোরিমং যঃ

শ্রদ্ধাবান্ পঠতি শৃণোতি সংস্মরেদ্বা ।

ছিত্তোগ্রভ্রমিগভিলজ্য কালচক্রং

সংপ্রাপ্নোত্যমৃতপদং যথা স্বপর্ণঃ ॥ ৭৩ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিস্বধোদয়ে হরিপর-  
মেষ্ঠিগম্বাদঃ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ \* ॥ ৫ ॥ \* ॥

বলিয়া, তাহাকেও তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মলোকের উর্দ্ধে স্থাপিত  
করিয়াছিলেন ॥ ৭২ ॥

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে বিষ্ণু এবং ব্রহ্মার এই সম্বাদ পাঠ  
করে, শ্রবণ করে, অথবা স্মরণ করে, সে ব্যক্তি ভীষণ ভ্রম-  
জাল ছেদন করিয়া এবং অলঙ্ঘনীয় কালচক্র লঙ্ঘন করিয়া  
গুরুড়ের ন্যায় অমৃত (মোক্ষপদ) প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৩ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তি স্বধোদয়ে শ্রীরাম-  
নারায়ণ বিদ্যারত্নানুস্মৃতিতে বিষ্ণু ব্রহ্ম সম্বাদ নামক পঞ্চম  
অধ্যায় ॥ \* ॥ ৫ ॥ \* ॥

## হরিভক্তিসুধোদয়ঃ ।



যষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ ॥

শৃণু শৌনক ভূয়োহপি ভক্তকল্পতরোর্ষণঃ ।

বিষ্ণোর্গায়ন্তি যদ্বৃদ্ধাঃ সংস্মরন্তি জপন্তি চ ॥ ১ ॥

বাসুদেবপরং জপ্যং জপ্ত্বা প্রাপ পুরার্ককঃ ।

ঋবঃ কল্পঋবং স্থানং ব্রহ্মাদি দিবিজোপরি ॥ ২ ॥

আসীদুত্তানপাদাখ্যো দত্তাজিঃ শত্রুঘ্নকৃত্ব ।

---

শ্রীনারদ কহিলেন, হে শৌনক ! বৃদ্ধগণ বিষ্ণুর যে যশ  
গান করিয়া থাকেন, স্মরণ করিয়া থাকেন এবং যে যশের  
জপ করিয়া থাকেন, তুমি সেই ভক্তগণের কল্পতরু স্বরূপ  
ভগবান্ নারায়ণের যশ, পুনর্ব্বার শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

পুরাকালে ঋবনামে একটি বালক, উৎকৃষ্ট বিষ্ণুমন্ত্র জপ  
করিয়া এমন একটি স্থান পাইয়াছিলেন, যে স্থান প্রলয়-  
কালেও অবিনশ্বর ( অর্থাৎ প্রলয়কালেও যাহার ধ্বংস হয়  
না ) এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণের উপরে অবস্থিত আছে ।  
বস্তুতঃ ঋবলোক ব্রহ্মলোকেরও উর্দ্ধে আছে ॥ ২ ॥

পুরাকালে উত্তানপাদ নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি  
শত্রুগণের মস্তকে চরণ প্রদান করিতেন অর্থাৎ শত্রুবিজয়ী



রাজা সঙ্গক্ষেণ বিষ্ণুঃ স্বয়ং রুদ্রোহিসতাং ক্রয়ে ॥ ৩ ॥

ধন্যঃ কিং বর্ণ্যতে রাজা স যস্যাসীদ্ধবুধঃ সূতঃ ।

বৈষ্ণবস্বজনত্বং হি মহতস্তপসঃ ফলং ॥ ৪ ॥

তস্য নীতিজ্ঞমোহপ্যাদীং সুনীতির্ন প্রিয়া সতী ।

স্বরুচিস্তু প্রিয়া কো বা নির্দোষো গুণসংশ্রয়ঃ ॥ ৫ ॥

তস্য ধর্মবিদঃ কালাং সুনীত্যাশ্রয়ঃ সূতঃ ।

ছিলেন। তিনি শিষ্টলোকপালনে স্বয়ং বিষ্ণু এবং দুষ্কদমনে সংহারযুঁতিধারী রুদ্ররূপী ছিলেন ॥ ৩ ॥

সেই প্রশংসা পাত্র উত্তানপাদ ভূপতির বিষয় আর কি বর্ণনা করা যাইবে। তাঁহার ধ্রুব নামে এক বৈষ্ণব পুত্র হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবপুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া সামান্য তপস্যার ফল নহে ॥ ৪ ॥

যদিচ ভূপতি নীতিজ্ঞ ছিলেন, তথাপি তাঁহার সুনীতি নামে পতিব্রতা নারী প্রিয়তমা হইতে পারেন নাই। কিন্তু স্বরুচি নামে তাঁহার ঐ অশ্রু এক পত্নী ছিল, সেই স্ত্রী তাঁহার প্রেমমী ছিল। বস্তুতঃ সংসারে কোন ব্যক্তিই নির্দোষ গুণরাশি অবলম্বন করিতে পারে না। এই কারণে মহারাজ উত্তানপাদ সর্বগুণসম্পন্ন হইলেও এই পত্নীসংক্রান্ত দোষের জগু অথ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে সেই ধর্মজ্ঞ উত্তানপাদের ঔরসে, সুনীতির গর্ভে ধ্রুবনামে এক অপ্রিয় পুত্র জন্মিয়াছিলেন। এই পুত্র বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। অবশেষে

আসীক্লুবঃ প্রিয়ো বিম্বোঃ স্কন্ধচ্যামুভয়ঃ প্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥

কদাচিৎ পিতুরুৎসঙ্গে দৃষ্টু। স্কন্ধচিহ্নং ধ্রুবঃ ।

লাল্যমানং শ্রিয়ং বালঃ স্মর্যম্বেচ্ছতথা। স্থিতিং ॥ ৭ ॥

জৈগঃ স নাভ্যনন্দনং প্রিয়ায়াঃ পুরতো ভয়াৎ ।

জ্ঞাত্বাথ তস্ম তং ভাবং স্কন্ধচি গর্কিতভাভ্যাং ॥ ৮ ॥

বৎসাতিক্রমকশ্চেষু তবাত্ম্যৈশ্বর্যনোরথঃ ।

এবঞ্চেৎসুতহায় কিং ন তপ্তং ত্বয়া তপঃ ॥ ৯ ॥

শ্লাঘোহপি মৎসপত্ন্যাস্ত্বং গর্ত্ত্ববাসেন দূষিতঃ ।

স্কন্ধচির গর্ভে উত্তম নামে এক প্রিয়পুত্র জন্ম গ্রহণ করে ॥ ৬ ॥

একদা বালক ধ্রুব দেখিলেন যে, স্কন্ধচির পুত্র উত্তম পিতার ক্রোড়দেশে বসিয়া আছে । পিতা তাহাকে স্নেহভরে লালন করিতেছেন এবং তাহাকে ভাল বাসিতেছেন । তাহা দেখিয়া ধ্রুব স্বয়ং ঐরূপ পিতার উৎসঙ্গে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

মহারাজ উত্তমপাদ অত্যন্ত জৈগ ছিলেন । এই হেতু তিনি ভয়ে স্ত্রীর সমক্ষে স্ত্রীতির পুত্র ধ্রুবকে অভিনন্দন করিতে পারেন নাই । অনন্তর স্কন্ধচি ধ্রুবের ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, গর্কিতভাবে বলিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

বৎস ! তুমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তোমার এইরূপ অত্যাচ্ছ মনোরথ হইল কেন ? যদি এইরূপে উচ্চ অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার পুত্র হইবার জন্ম, কেন তপস্যা কর নাই ? ॥ ৯ ॥

বৎস ! তুমি শ্লাঘার পাত্র হইয়াও আমার সপত্নীর

রাজ্ঞা নাদ্রিয়তে যদ্বৎ ব্রাহ্মণঃ কীকটৌষিতঃ ॥ ১০ ॥

আয়জোহপ্যস্ব নৃপতেস্তস্মাৎ জাতোহসি দুর্ভগঃ ।

স্ববীজান্যপি শস্ত্রানি দুৰ্ম্যয়ুঃ ক্ষেত্রদোষতঃ ॥ ১১ ॥

ইগং হি নৃপতেরক্ষঃ মহোন্নতিপদং ধ্রুব ।

স্বভগোহইতি মৎপুত্রো ভবিতা যো ধরাপতিঃ ॥ ১২ ॥

উক্তস্তয়েত্যনুচিতং সন্মতস্য পিতুঃ পুরঃ ।

বালঃ সামৰ্ষদুঃখাশ্রুতৌদররজা যযৌ ॥ ১৩ ॥

গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া কলুষিত হইয়াছ। যেরূপ কোন ব্রাহ্মণ কীকট (মগধ) দেশে বাস করিলে তাহাকে কেহ আদর করে না, সেইরূপ তুমিও আগার সপত্নীর গর্ভজাত বলিয়া মহারাজ তোমাকে আদর করিতেছেন না ॥ ১০ ॥

যেরূপ স্ববীজ শস্য সকল ক্ষেত্রদোষে দূষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তুমি এই মহারাজের পুত্র হইয়াও স্ত্রীতির গর্ভজাত বলিয়া, তোমার অদুষ্ট অত্যন্ত মন্দ বলিতে হইবে ॥ ১১ ॥

ধ্রুব ! মহারাজের এই ক্রোড়দেশ অত্যন্ত সমুন্নতির আশ্পদস্বরূপ। সৌভাগ্যশালী আমার পুত্রই এই ক্রোড়দেশে আরোহণ করিবাব উপযুক্ত পাত্র। কারণ, ভবিষ্যতে আমার পুত্রই সমাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে ॥ ১২ ॥

সর্বপূজ্য নরনাথের সন্মুখেও যখন স্রুতি এইরূপ অনুচিত বাক্য বলিতে লাগিল, তখন ক্রোধ ও দুঃখে বালক ধ্রুবের অশ্রুপাত হইতে লাগিল এবং সেই অশ্রুজলে তাঁহার উদরের পলিরাশি ধৌত হইলে, ধ্রুব তথা হইতে চলিয়া গেলেন ॥ ১৩ ॥

গন্ধা নাতুর্গৃহং পৃষ্ঠঃ স তয়োদ্বিগয়া ভৃশং ।

প্রবৃদ্ধরোদনঃ প্রাহ চিরাং স্মরুচিহৃৎসবঃ ॥ ১৪ ॥

সপত্নীসন্তদ্বচঃ শ্রদ্ধা লতা প্লুক্ষেব বহিনা ।

ব্যথিতাপি ধৃতিং বদ্ধা স্ননীতিরবদচ্ছনৈঃ ॥ ১৫ ॥

বৎসাম্বসিহি ভদ্রস্তে স্মরুচিঃ প্রাহ যদ্বচঃ ।

সত্যমেতন্নতস্মিথ্যা মন্দভাগোহসি গা খিদ ॥ ১৬ ॥

নাস্মাভিরর্চ্চিতো বিষ্ণুর্বীজং সকলসম্পদাং ।

তস্মাদাত্মাপরাধোহয়ং ক্ষন্তব্যঃ কস্য খিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

ধ্রুব তথা হইতে প্রশ্নান করিয়া, জননী<sup>৬</sup>র ভবনে<sup>৭</sup> গমন করিলেন। জননী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ধ্রুব উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বল্লক্ষণ ব্যাপিয়া স্মরুচির কটু বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

সপত্নীর সেই বাক্য শুনিয়া স্ননীতি যেন অনলদগ্ধ লতার আয় ন্নান হইলেন। তৎপবে অুতি কটে পৈর্য্য ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

বৎস ! তুমি আশস্ত হও, তোমার মঙ্গল হোক। স্মরুচি তোমাকে যে বাক্য বলিয়াছে, ইহা সত্য। ইহার কিছুই মিথ্যা নহে, তোমার ভাগ্য অত্যন্ত মন্দ, তুমি খেদ করিও না ॥ ১৬ ॥

যিনি সমস্ত সম্পদের আদিকারণ, আমরা সেই বিষ্ণুর অর্চ্চনা করি নাই। অতএব এই আত্মকৃত অপরাধ মক্ষ করিতে হইবে। তুমি কাহার উপরে খেদ প্রকাশ করিতেছ ॥ ১৭ ॥

পুরা নার্কিতলক্ষ্মীশৈরনাতৈঃ কৃপণৈরিহ ।  
 অচিকিৎসাপদঃ প্রাপ্তাস্থ্যকীং ভোজ্যাহি ধৈর্য্যতঃ ॥ ১৮ ॥  
 ত্যজ মনুষ্যং গুরুভূপো মাতা চ স্মরুচিস্তব ।  
 বাভূৎ স্ততপমা রাজ্ঞো গোঁরীবেশস্ত বল্লভা ॥ ১৯ ॥  
 নীচৈর্গুরুষু বর্তেথাস্তদেবায়ুক্ষরং তব ।  
 অযোগ্যো মৎস্ততো ভূত্বা নৃপাক্ষং কথমিচ্ছসি ॥ ২০ ॥  
 অথাধিক্যং সপত্তেভ্যোহপীচ্ছস্মর্চয় তং হরিং ।

পুরাকালে আগরা কগলাপতির আরাধনা করি নাই ।  
 এই হেতু আমরা এই জগতে অসহায় ও দুঃখিত হইয়াছি ।  
 অপরিহার্য্য যে সকল বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা মৌন-  
 ভাবে ধৈর্য্যের সহিত ভোগ করিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

এক্ষণে শোক ত্যাগ কর । ভূপতি তোমার গুরুলোক  
 এবং স্মরুচিও তোমার জননী । যেরূপ কঠোর তপস্তা  
 করিয়া পার্বতী মহাদেবের প্রেয়সী হইয়াছিলেন, সেইরূপ  
 স্মরুচি কঠোর তপস্তা করিয়া মহারাজের বল্লভা হই-  
 য়াছে ॥ ১৯ ॥

তুমি গুরুজনের নিকটে নতভাবে অবস্থান করিবে ।  
 তাহাতেই তোমার দীর্ঘ জীবন হইবে । তুমি আমার পুত্র,  
 এই হেতু ভূপতির ক্রোড়দেশে আরোহণ করিবার অনুপ-  
 যুক্ত । অতএব কেন তুমি মহারাজের ক্রোড়দেশ ইচ্ছা  
 করিতেছ ॥ ২০ ॥

অনন্তর শক্রগণেরও অপ্রাপ্য এবং উন্নত স্থান যদি ইচ্ছা  
 করিয়া থাক, তাহা হইলে সেই হরির আরাধনা করা

যৎপ্রসাদফলং প্রাহব্রহ্মাদীনামপি শ্রিয়ং ॥ ২১ ॥  
 অহেতি সহসা হৃষ্টঃ স ধীমান্ প্রাহ গাতরং ।  
 সিদ্ধার্থোহ্যদ্য যদ্যস্তি কশ্চিদাশ্রিতকামধুক্ ॥ ২২ ॥  
 অদৈব সকলারাধ্যং সমারাধ্য জগৎপতিং ।  
 স্থানমিচ্ছং লভে মোহস্থ নৃপাক্ষৌ ভ্রাতুরেব মে ॥ ২৩ ॥  
 সত্যমাখন মৎসূনোন্‌পাক্ষৌ যোগ্য ইত্যদঃ ।  
 স্থানং হি যোগ্যং ত্বংসূনোর্মম সর্বস্বরোপরি ॥ ২৪ ॥  
 যৎ স্থানং মৎসপত্নানামন্তেষাং বা তপস্বিনাং ।  
 মনোরথৈরপ্যলভ্যং তল্লেভে ত্বংসুতস্বহং ॥ ২৫ ॥

পণ্ডিতেরা ব্রহ্মাদি দেবতাগণের ঐশ্বর্য্যও নারায়ণের অনু-  
 গ্রহ জন্ম ফল বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥ --

জননীর এই বাক্য শুনিয়া ধীসম্পন্ন সেই ঋষি, সহসা  
 হৃষ্ট হইয়া জননীকে বলিতে লাগিলেন । আশ্রিতগণের  
 অভীষ্টদাতা যদি কেহ বিদ্যমান থাকেন, তাহা হইলে  
 অদ্যই আমি সফল হইব ॥ ২২ ॥

অজিহ্ন আমি সকলের আরাধ্য জগৎপতি হরির আরা-  
 ধনা করিয়া, অভীষ্টস্থান প্রাপ্ত হইব । আর আমার ভ্রাতা  
 উত্তমের ভূপতির সেই ক্রোড়দেশ বিদ্যমান থাকুক ॥ ২৩ ॥

আমার পুত্রের ভূপতির ক্রোড়দশ অযোগ্য “এই কথা  
 তুমি সত্যই বলিয়াছ । আমি তোমার পুত্র, সুতরাং আমার  
 যোগ্য স্থান সকল দেবতার উপরিভাগে ॥ ২৪ ॥

আমার শত্রুগণ, অথবা তপস্বিগণ কল্পনা কবিয়াও যে  
 স্থান লাভ করিতে পারে না, আমি তোমার পুত্র হইয়া সেই  
 স্থান লাভ করিতে পারিব ॥ ২৫ ॥

শ্রীনারদ উবাচ ॥

ইতুত্ত্বা চরণৌ মাতুঃ প্রণম্য শুভগৌ ধ্রুবঃ ।

প্রযযৌ সৎপতিং দেবমারাধয়িতুমুৎসুকঃ ॥ ২৬ ॥

স্বপুরোপবনে দৃষ্ট্বা সপ্তর্ষীন্ হ্রমহৌজসঃ ।

প্রসাদং ভক্তকান্তস্ত বিষ্ণোর্মেনে তদাত্মনি ॥ ২৭ ॥

নত্বা তেভ্যঃ স্বরূতান্তং নিবেদ্যচ পৃথক্ পৃথক্ ।

হরিমর্চ্যতমং জ্ঞাত্বা প্রাপ্তমন্ত্রো মুদা যযৌ ॥ ২৮ ॥

হিরণ্যগর্ভপুরুষপ্রধানাব্যক্তরূপিণে ।

ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপিণে ॥ ২৯ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, সৌভাগ্যশালী ধ্রুব এই কথা বলিয়া এবং জননীর চরণযুগলে প্রণাম করিয়া, সাধুগণের পতি হরিকে আরাধনা করিবার নিমিত্ত উৎকর্ষিত হইয়া বহির্গত হইল ॥ ২৬ ॥

ধ্রুব স্বকীয় নগরের উপবনে মহাতেজস্বী সপ্তর্ষিদিগকে দেখিয়া, ঐ দর্শনকেই তখন আপনাতে ভক্তবৎসল নারায়ণের অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

সেই সপ্তর্ষিদিগকে নমস্কার করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট পৃথক্ পৃথক্ নিজরূতান্ত নিবেদন করিয়া একমাত্র হরিই আরাধ্য ও উপাস্যদেবতা ইহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া, সহর্ষে তথা হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২৮ ॥

তুমি হিরণ্যগর্ভের জনক এবং মহাপুরুষ । তুমি প্রকৃতি এবং অব্যক্তরূপী । তুমি বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ বাসুদেব, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ২৯ ॥

ইমং সৰ্বার্থদং মন্ত্ৰং জপন্মধুবনে তপঃ ।

স চক্রে যমুনাভীরে মুনিদৃষ্টেন বজ্রনা ॥ ৩০ ॥

শ্রদ্ধাঘ্রিতেন জপত্যাং জপপ্রভাবাৎ

সাক্ষাদিবাঞ্জনয়নো দদৃশে হৃদীশঃ ।

দিব্যাকৃতিঃ সপদি তেন ততঃ স এব

হর্ষাৎ পুনশ্চ জপতা সকলান্নভূতঃ ॥ ৩১ ॥

পশ্যন্ ধ্রুবঃ স বিভূনেকমশেষদেশ-

কালানুপাধিরহিতং ঘনচ্চিত্তপ্রকাশং ।

আজ্ঞানমপ্যথ পৃথগ্ণ বিবেদ তস্মিন্

বিষেধো নিবেশিতমনা ন জজাপ ভূয়ঃ ॥ ৩২ ॥

ধ্রুব এই সৰ্বার্থভীক্টদাতা মন্ত্ৰের জপ করিয়া, মুনিগণের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্বক, যমুনার তীরে মধুবনে তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তর শ্রদ্ধাঘ্রিত হইয়া জপ করিতে করিতে জপের মাহাত্ম্য স্বরূপ সাক্ষাৎ কমললোচন হরিকে মনোমধ্যে দর্শন করিলেন । তৎপরে পুনর্বার তিনি জপ করিতে লাগিলেন । তখন তিনি সহসা সকলের আত্মস্বরূপ, দিব্যাকৃতি মহাপুরুষকে সহর্ষে নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

যিনি বিভু, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, যিনি সকল দিক্ দেশ ও কালাদির উপাধি শূন্য এবং যিনি নিবিড় চিত্তপ্রকাশ তুল্য, সেই হরিকে দর্শন করিয়া, আপনাকেও তাঁহা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিলেন না । অবশেষে সেই পরমাত্মভূত বিষ্ণুতে মনোনিবেশ করিয়া পুনশ্চ আর জপ করিলেন না ॥ ৩২ ॥



ক্ষুভর্ষণা তখনবর্ষমহোষজঞ্চ  
 শারীরদুঃখকুলমস্ত্র ন কিঞ্চনাভুং ।  
 মগ্নে মনস্তনুপমেয়স্থখান্মুরাশৌ  
 রাজ্ঞঃ শিশূর্ন স বিবেদ শরীরবার্তাং ॥ ৩৩ ॥  
 বিশ্বাস্ত তস্ত্র কিল শক্তিতদেবম্ভূট  
 বালস্ত্র তীব্রতপসৌ বিফলা বভূবুঃ ।  
 শীতাতপাদিরিব বিষ্ণুময়ঃ মুনিং হি  
 প্রাদেশিকাম খলু ধর্ময়িতুং ক্ষমন্তে ॥ ৩৪ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে ধ্রুবচরিতে  
 ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ \* ॥ ৬ ॥ \* ॥

তৎকালে তাঁহার ( প্রবের ) ক্ষুধা তৃষ্ণা বায়ু মেঘবর্ষণ  
 এবং মহা উদ্ভাপ জনিত শারীরিক দুঃখ সকল কিছুই হয়  
 নাই । অনুপম স্থানাগরে মন নিগম হওয়াতে রাজকুমার  
 শরীরের কোন সংবাদ জ্ঞানিতে পারেন নাই ॥ ৩৩ ॥

যখন সেই বালক কঠোর তপস্ত্রা করিতে লাগিলেন,  
 তখন বিশ্ব সকল সেই বিষ্ণু হইতে স্রষ্ট হইয়াছে এই ভয়ে  
 সত্যই বিকল হইয়াছিল । শীতাতপাদির ন্যায় তত্তৎ প্রদেশ  
 স্থিত বিশ্ব সকল, নিশ্চয়ই সেই বিষ্ণুময় মুনিকে ( ধ্রুবকে )  
 অভিব্যক্ত করিতে সক্ষম হয় নাই ॥ ৩৪ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরাগ-  
 নারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে ধ্রুবচরিতে ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ॥ \* ॥ ৬ ॥

## হরিভক্তিসুধোদয়ঃ ।



সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ ॥

অথ ভক্তজনপ্রিয়ঃ প্রভুঃ

শিশুনা ধ্যানবলেন তোক্ষিতঃ ।

বরদঃ পতগেন্দ্রবাহনো

হরিরাগাৎ স্বজনং সমীক্ষিতুং ॥ ১ ॥

মণিপিজ্বরমৌলিলালিতো বিলম্বদ্রুঘনাঘনদ্যুতিঃ ।

ম বভাবুদয়াদ্রিমৎসরাদ্ভুতবালার্ক ইবাসিতাচলঃ ॥ ২ ॥

বিলসম্মুখনম্র কুণ্ডলদ্বয়রশ্মিচ্ছুরিতান্তরং দধৌ ।

---

\* শ্রীনারদ কহিলেন, অনন্তর ভক্তবৎসল, বরদাতা, প্রভু নারায়ণ শিশুর ধ্যানযোগে পরিতুষ্ট হইয়া, প্রিয়জনকে দেখিবার জন্য গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ১ ॥

নানাবিধ রত্নের বিবিধবর্ণ দ্বারা তাঁহার মস্তকদেশ দীপ্তি পাইতেছে। তাঁহার সর্বাস্থে নানাবিধ রত্ন বিরাজ করিতেছে। তাঁহার দেহকান্তি বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন উদয়গিরির সহিত মাৎসর্য প্রকাশ করিয়া, নবোদিত দিবাকরধারণ পূর্বক একটা কৃষ্ণবর্ণ পর্বত শোভা পাইতেছে ॥ ২ ॥

তিনি যে বিকসিত মুখ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই মুখের মধ্যস্থান, ইহার দুইটি কুণ্ডলের কিরণদ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছে।

নিকটোদিতবালভাস্করদ্বয়ফুল্পানুজকাস্তিমুভনাং ॥ ৩ ॥

ন ররাজ কৌস্তভমণীন্দ্রবিস্মিতং

সকলং ধ্রুবশ্চ পুরতো জগদধঃ ।

স্বজনপ্রিয়ঃ করুণয়া নিজং বপু-

ধ্বতবিশ্বরূপনিব দর্শয়ন্ বিভূঃ ॥ ৪ ॥

চিত্রেরত্নময়ভূষণৈর্বিভূঃ

পীনবৃত্তবিততাস্তদা ভুজাঃ ।

তশ্চ সেবকসমীহিতপ্রদাঃ

কল্পবৃক্ষবিটপাঃ ফলৈরিব ॥ ৫ ॥

শ্রীমদজি-যুগলং নভৌ বিভোঃ

স্বৈচ্ছয়া নখরুচা নিষেবিতং ।

তাহাতেই উৎপ্রেক্ষা করা যাইতেপারে যেন ( মুখ ) নিকটে সমুদিত নবদীবাকর যুগল দ্বারা প্রফুল্ল কনলের মনোহর কাস্তি ধারণ করিয়াছে ॥ ৩ ॥

ভক্তবৎসল মহাপ্রভু হরি কৃপা করিয়া বিশ্বরূপধারী নিজ দেহ দেখাইবার জন্যই যেন, ধ্রুবের সম্মুখে সমস্ত জগৎ মণি-রাজ কৌস্তভদ্বারা প্রতিবিস্মিত করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

যে রূপ ফলরাশি দ্বারা অভীষ্টপ্রদ কল্পবৃক্ষের শাখা সকল শোভা পাইয়া থাকে, সেইরূপ তৎকালে সেবকগণের অভীষ্ট ফলদাতা, স্থূল বর্ভুল ও দীর্ঘ, তদীয় বাহু সকল, বিচিত্ররত্ন-ময় আভরণসমূহদ্বারা দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥ ৫ ॥

নিত্য প্রণত জনের প্রাপ্তব্য জ্ঞান, পুণ্য এবং যশের শ্রী বা সৌন্দর্য্যের মত নখকাস্তিদ্বারা যদৃচ্ছাক্রমে সেবিত, নারা-

নিত্যমানতজনোপলভ্যয়া

জ্ঞানপুণ্যমশামিব শ্রিয়া ॥ ৬ ॥

স রাজানুঃ তপনিস্থিতং তং

ঋতং ব্রহ্মসিদ্ধিগিভূবাচ ।

দন্তাংশুসংজ্ঞৈরমৃতপ্রবাহৈঃ

প্রফালয়নেধুমিবাস্ত্র গাত্রে ॥ ৭ ॥

বরং বরং বৎস বৃগুধ যন্তে

মনোগতস্তপসাম্মি তুচ্ছঃ ।

ধ্যানাবিতে নেদ্রিয়নিগ্রহেণ

মনোনিরোধেন চ দুষ্করেণ ॥ ৮ ॥

তীত্রাপ্তবস্তীর্থতপোত্রভেজ্য

য়ণের সুন্দর চরণযুগল শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬ ॥

যাঁহার স্নিগ্ধদৃষ্টি ঋত অর্থাৎ স্থির, সেই ভগবান্ হরি, অমৃত প্রবাহের ন্যায় দন্তকিরণ দ্বারা যেন ঋবের শরীরে ধূলি প্রফালন করিয়া, তপোনিষ্ঠ, সেই রাজকুমার ঋতকে নিশ্চয় বলিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

বৎস ! তুমি উত্তম বর প্রার্থনা কর । তোমার যাহা মনোগত ভাব আছে তাহা বল । তুমি ধ্যান করিয়া, ইন্দ্রিয় চাক্ষুশ্য নিরোধ করিয়া, এবং চিত্তরোধ করিয়া যে কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, আমি তোমার সেই তপস্যায় তুচ্ছ হইয়াছি ॥ ৮ ॥

আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তীর্থস্থান, কঠোর তপস্যা,

তোমার মে সত্যময়শ্চ পন্থাঃ ।  
 কিল্লেব দূরে নিগৃহীতচিত্ত-  
 ধ্যানং ক্ষণং বাপি তদেব ভুঞ্জিষ্যে ॥ ৯ ॥  
 যদ্বা একেনাপি নরেন চেতো  
 মন্যপিতং বায়ুবলং নিগৃহ্য ।  
 তং সৰ্ব্বভঃ পাতি মসাজ্জয়েতং  
 স্বদর্শনং প্রাপ্য সदैব ধীর ॥ ১০ ॥  
 জিত্বৈব মায়াম্ নম সাধুবুদ্ধি-  
 বস্তাদৃশো ব্রহ্মণি তিষ্ঠতীহ ।  
 তস্মৈ প্রদাতুং হরতে বরাণ্যে  
 মনস্তপো বৎস বৃণীষ্য কামান্ ॥ ১১ ॥

ব্রত এবং যাগ, সত্যই এই সমস্ত পথ পড়ে । কিন্তু এই পথ অনেক দূরে । চিত্তরোধ পূর্বক যদি কেহ আমাকে ধ্যান করে, তাহাতেই আমি ক্ষণকালের মধ্যে ভুট হইয়া থাকি ॥ ৯

অথবা হে ধীর ! যদি এই জগতে কোন মানব বায়ুর বল রোধ করিয়া আমার উপরে চিত্ত সমর্পণ করে, তাহা হইলে আমার আজ্ঞানুসারে এই স্বদর্শন চক্র, তাহার নিকটে গিয়া সর্বদাই সর্ববতোভাবে তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

বৎস ! তোমার নায় যে ব্যক্তি সধুন্ধি-সম্পন্ন হইয়া, আমার মায়া জয় করিয়া, এই পরব্রহ্মে নিবিক্ত থাকে, তাহাকে বর সকল দান করিতে আমার মন হরাস্থিত হয়, অতএব তুমি অভীষ্ট বস্তুসকল প্রার্থনা কর ॥ ১১ ॥

শৃণু বচন্তং সকলং গভীর-  
 মুন্মীলিতাক্ষঃ সহসা দদর্শ ।  
 স্বচিন্ত্যমানং স্বয়মেব মূর্তং  
 চতুর্ভুজং ব্রহ্ম পুরস্থিতং সঃ ॥ ১২ ॥  
 দৃষ্ট্বা ক্ষণং রাজসুতঃ স্পৃহ্যং  
 পুরস্ত্রয়ীশং কিমহং ব্রবীমি ।  
 কিস্বা করোগীতি সমস্ত্রমঃ স-  
 ম চাত্রবীং কিঞ্চন নো চকার ॥ ১৩ ॥  
 হর্ষাক্ষপূর্ণঃ পুলকাচিতাক্ষঃ  
 প্রসীদ নাথেতি বদমথোচ্চৈঃ ।

সেই সকল গভীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষি উন্মীলিত-  
 লোচনে সহসা দর্শন করিলেন যে, “আমি ঐহাকে চিন্তা  
 করিতেছি, সেই মূর্তিমান্ চতুর্ভুজ ( হরি ) পরব্রহ্ম স্বয়ংই  
 সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন” ॥ ১২ ॥

রাজকুমার ঋষি আপনার পূজা, ত্রয়ী, ( ঋক, যজু ও  
 সাম ) ময়, সেই নারায়ণকে ক্ষণমাত্র সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া,  
 “আমি এখন এই বিষয়ে কি বলিব এবং কিই বা  
 করিব” এইরূপে তিনি সমস্ত্রমে কিছুই বলেন নাই এবং  
 কিছুই করেন নাই ॥ ১৩ ॥

অনন্তর তৎকালে ঋষির আনন্দাক্ষ পড়িতে লাগিল ।  
 তাঁহার সর্বশরীরে রোগাক্ষ হইল । “হে নাথ । তুমি প্রসন্ন  
 হও” এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া, ত্রিভুবনেশ্বর নারায়ণের

দণ্ডপ্রণামায় পপাত ভূমৌ  
 স বেপমানস্ত্রিজগদ্বিধাতুঃ ॥ ১৪ ॥  
 তং ভক্তকাস্তুঃ প্রণতং ধরণ্যা-  
 মায়াসিতোহসীতি বদন্ করাজৈঃ ।  
 উত্থাপয়ামাস ভূজৌ গৃহীত্বা  
 সংস্পর্শহর্ষোপচিতৌ ক্রণেন ॥ ১৫ ॥  
 ততো বরং রাজশিশুর্ষষাচে  
 বিষ্ণুং পরং তৎসু বশস্তিসেব ।  
 তং মূর্ত্তবিজ্ঞাননিভেন দেবঃ  
 পস্পর্শ শব্দেন মুখেহমলেন ॥ ১৬ ॥  
 অথ মুনিবরদত্তজ্ঞানচন্দ্রেণ সমাগ্-

সম্মুখে কম্পান্বিতকলেবরে দ্রুতবৎ প্রণাম করিবার জন্য  
 ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১৪ ॥

ভক্তবৎসল হরি ভূতলে প্রণত সেই ক্ষবকে “ভূমি অনেক  
 ক্লেশ পাইয়াছ” এই কথা বলিয়া করপদ্ম দ্বারা স্পর্শজনিত  
 আনন্দে পরিপূর্ণ বাহুযুগল গ্রহণ করিয়া, ক্রণকালের মধ্যে  
 তাঁহাকে উত্থাপিত করিলেন ॥ ১৫ ॥

অনন্তর রাজকুমার ক্ষব, যে বর দ্বারা ভগবানের স্তব  
 করিতে পারেন, ভগবান্ নারায়ণের নিকটে সেই উৎকৃষ্ট  
 বর দাখিল করিলেন। অবশেষে বিষ্ণু মূর্ত্তিমান্ বিজ্ঞানের তুল্য,  
 বিমল শব্দদ্বারা ক্ষবের মুখে স্পর্শ করিলেন ॥ ১৬ ॥

তৎপরে মুনিবরগণ যে জ্ঞানরূপ চন্দ্র দান করিয়াছিলেন,

বিমলিতমপি চিত্তং পূর্বমেব ধ্রুবস্ত ।

ত্রিভুবনগুরুশঙ্খস্পর্শজজ্ঞানভানু-

বিমলয়তিতরাং তং সাধু তুষ্টাব হৃদ্যঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধ্রুব উবাচ ॥

জয় জয় বরশঙ্খ শ্রীগদাচক্রধারিন্

জয় জয় নিজদাসপ্রাপ্যদুর্লভ্যকাম ।

ত্রিভুবনময় সর্বপ্রাণিভাবজ্ঞ বিষ্ণো

শরণমুপগতোহহং স্থাং শরণ্যং বরেন্যং ॥ ১৮ ॥

প্রকৃতিপুরুষকালব্যাক্তরূপস্বমেক-

তাহা দ্বারা পূর্বেরই ধ্রুবের অন্তঃকরণ সম্যকরূপে প্রীদীপ্ত হইয়াছিল । এক্ষণে ত্রিভুবনের ঈশ্বর নারায়ণের শঙ্খস্পর্শ-জনিত জ্ঞানরূপ সূর্য্য, তাঁহাকে নিরতিশয় নিশ্চল করিলে, ধ্রুব হৃদচিহ্নে সম্যকরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

ধ্রুব কহিলেন, হে প্রভো ! আপনি চারিহস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং বর (অভয়) ধারণ করিয়া আছেন । অতএব আপনার জয় হোক, জয় হোক । নাথ ! নিজ দাসগণ আপনারই নিকট হইতে দুর্লভ অতীর্ক বস্তু লাভ করিয়া থাকে, অতএব আপনার জয় হোক, জয় হোক । আপনি বিশ্বময়, আপনি সকল জীবের অভিপ্রায় অবগত আছেন । হে নারায়ণ ! আপনি শরণাগত-পালক এবং আপনি বরণীয় । আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ১৮ ॥

প্রভো ! প্রকৃতি, পুরুষ ও কালদ্বারা একমাত্র আপনা-



ত্রিজগদুদয়রক্ষানিশহেতুস্তমেব ।  
 বিসদৃশতরভূতব্যাক্তরূপস্তমেক-  
 স্তত ইদমিতি তত্ত্বং জ্ঞায়তে কেন সূক্ষ্মং ॥ ১৯ ॥  
 অবিকৃতনিজশুদ্ধজ্ঞানরূপশ্চ যস্ত্বং  
 বিকৃতসকলমূর্ত্তিশ্চেতনাত্মা শ্রুতশ্চ ।  
 ক্ষুরতি তব নিরোধো বৈদিকস্তেন নাথ  
 ভ্রমতি বুধজনোহয়ং স্বং প্রসাদং বিনাত্র ॥ ২০ ॥  
 অবিকৃতনিজরূপস্ত্বং তথাপীশ নায়ং  
 অবিকৃতবিবিধভাবো মায়ায়া তে বিরুদ্ধঃ ।

রই রূপ ব্যাক্ত হইয়াছে । ত্রিভুবনের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের  
 আপনাই একমাত্র হেতু । যে যে বস্তু পরস্পর বিসদৃশ,  
 অর্থাৎ বিরোধী, সেই সকল পদার্থেও আপনার একমাত্র রূপ  
 পরিষ্কৃত রহিয়াছে অর্থাৎ আপনি চেতন অথচ জড়পদার্থেও  
 আপনার রূপ প্রকাশ পাইতেছে । অতএব কোন্ ব্যক্তি  
 এই প্রকার সূক্ষ্মতত্ত্ব জ্ঞানিতে পারে ? ॥ ১৯ ॥

নাথ! তুমি নিজে বিশুদ্ধজ্ঞানরূপী এবং তোমার ঐ জ্ঞান-  
 রূপ সর্বদাই অবিকৃত, অথচ তুমি চৈতন্যময় হইয়া সমস্ত  
 বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া থাক । এইরূপে তুমি বিকৃত এবং  
 অবিকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ । এবং এই কারণেই তোমার সম্বন্ধে  
 বৈদিক বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে । নাথ! তাহাতেই  
 জ্ঞানিলোকে তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত এই সংসার পথে  
 ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

জগদীশ্বর ! যদিচ তোমার নিজের রূপ বিকৃত হইয়াছে  
 সত্য, তথাপি মায়াদ্বারা তোমার এই প্রকার বিবিধ, বিকৃত-

দিনকর-করজালং হু স্বরস্থানসঙ্গা-  
 দবিকৃতমপি ধন্তে নীরূপং বিকারং ॥ ২১ ॥  
 শ্রুতমিহ তব রূপং বৈকৃতং কারণকে-  
 ত্যখিলমপি জগদৈ বৈকৃতং তদ্বিকারি ।  
 সদিতি সমুপলভ্যং ব্রহ্ম যৎ কারণং ত-  
 ত্তদুভয়মপি বন্দে দেববন্দ্যং মুনীন্দ্রেঃ ॥ ২২ ॥  
 দশশতমুখমীশ ত্বাং সহস্রাক্ষিপাদং  
 বদতি বরদ বেদস্বং যতো বিশ্বমূর্তিঃ ।  
 বিমলমমুখপাদাঙ্কিবাহুরুহীনং

ভাব, কখন বিরুদ্ধ নহে । দেখুন, ঊষর ভূমিব সম্পর্কে সূর্য্যের  
 কিরণজাল অবিকৃত হইলেও জলময় বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া  
 থাকে ॥ ২১ ॥

প্রভো ! এই জগতে তোমার কারণরূপ বিকৃত বলিয়া  
 শ্রবণ করিয়াছি । এই হেতু এই অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেই  
 কারণরূপের বিকার বলিয়া বিকৃত হইয়াছে । হে দেব !  
 তোমার যেরূপ সংস্বরূপ পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দিষ্ট এবং  
 তোমার কারণরূপ, মুনীন্দ্রগণের বন্দিত এই দুই প্রকার  
 রূপেরই আমি বন্দনা করি ॥ ২২ ॥

হে বরদ ! তুমি বিশ্বমূর্তি ধারণ কর বলিয়া, বেদে তোমাকে  
 ঈশ্বর বলিয়াছে এবং তোমার সহস্র (অনন্ত) মুখ, সহস্র  
 চক্ষু এবং সহস্র চরণ নির্দিষ্ট হইয়াছে । এবং যখন তুমি ব্রহ্ম-  
 মূর্তি ধারণ কর, তখন তুমি নির্মল, তোমার মুখ নাই, চক্ষু

বিততমপৃথুদীর্ঘং ব্রহ্মভূতো যতন্বং ॥ ২৩ ॥ .

বিততবিমলরূপে ত্বয়্যাদো নাথ বিশ্বং

পৃথগিব পরিদৃষ্টং স্বাশ্রয়াভিন্নমেব ।

জলময়মিব ফেণং বারিধৌ দৃশ্যতেহথো

লয়সমুচিতকালে ত্বন্ময়ং স্ম্যৎ পৃথঙ্গুঃ ॥ ২৪ ॥

ত্বমিহ বিবিধরূপৈশ্বর্যমায়ান্ পাসি লোকা-

নগণিতপৃথুশক্তির্নাশয়ন্নুপথস্থান্ ।

প্রণতজনমনস্তজ্ঞানদানেন রক্ষন্

নাই, বাহু নাই, ঊরু নাই এবং চরণ নাই । অথচ তুমি  
বিস্তৃত, তুমি স্কুলও নও এবং তুমি দীর্ঘও নও ॥ ২৩ ॥

নাথ । যে রূপ ফেণ বুদ্ধাদি জলময় হইলেও আপা-  
ততঃ সমুদ্রের মধ্যে পৃথক্ বস্তু বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ  
তোমার বিস্তারিত বিমলরূপের মধ্যে এই অখিলবিশ্ব আপা-  
ততঃ পৃথক্ বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে । অথচ এই  
বিশ্ব, ইহার আধার যে তুমি তোমা হইতে অভিন্ন বা একই  
বস্তু । অথচ লয়ের সমুচিত কাল উপস্থিত হইলে তোমার  
রূপাত্মক অর্থাৎ ত্বন্ময় এই বিশ্ব তোমাতেই লীন হইয়া  
যাইবে । তখন সমস্তই এক, কিছুই ভিন্ন নহে ॥ ২৪ ॥

তুমি এই সংসারে নানাবিধরূপ ধারণ পূর্বক তোমার  
স্বরূপ প্রাপ্ত ( ত্বন্ময় ) লোকদিগকে পালন করিয়া থাক ।  
তোমার শক্তির ইয়তা নাই এবং সেই শক্তি অতি দীর্ঘ ।  
তুমি সেই শক্তি অবলম্বন পূর্বক কুপথগামী লোকদিগকে  
বিনাশ করিয়া থাক । তুমি জ্ঞানদান করিয়া প্রণত, ব্যক্তি-

ধনতময়বধূতিশ্রোহয়ংস্ব্যরক্তান্ ॥ ২৫ ॥

ত্রিজগদুদয়নাশাবিচ্ছয়া যন্ত তন্ত

স্বজনসকলকামোৎপাদনং নঃ স্তবায় ।

খলজনহননং বা শ্রীপতে তে ততস্তা-

নগণিতগুণসিদ্ধুং স্তোমি নো কিন্তু বন্দে ॥ ২৬ ॥

কুন্দনিভশঙ্খধরগিন্দুনিভবদ্রং

\* সুন্দরকরসুদর্শনমুদারহারং ।

বন্দ্যজনবন্দিতমিদন্ত তব রূপং

দিগকে রক্ষাকর এবং যে সকল লোক তোমার প্রতি অনু-  
রক্ত নহে তুমি সেই সকল লোকদিগকে শ্রী পুত্র এবং ধন  
দ্বারা মোহিত করিয়া থাক ॥ ২৫ ॥

হে কমলাপতে ! ঠাঁহার ইচ্ছাক্রমে এই ত্রিভুবনের উৎ-  
পত্তি এবং বিনাশ হইতেছে, তিনি যদি নিজভক্ত লোকের  
সমস্ত কামনা পূরণ করেন, অথবা সমস্ত নৃশংসদিগকে নিধন  
করেন, সেই কার্য তোমার স্তুতি যোগ্য নহে । এই কারণে  
আমি সকল গুণের সিদ্ধুস্বরূপ, তোমাকে স্তব করিতে পারি  
না । কিন্তু আমি তোমাকে বন্দনা করিতেছি ॥ ২৬ ॥

হে ত্রিভুবনেশ্বর ! তুমি কুন্দপুষ্পতুল্য শুভবর্ণ পাঞ্চজন্য  
শঙ্খধারণ করিয়া আছ । তোমার মুখ, চন্দ্রের তুল্য নির্মল ।  
তোমার সুন্দর হস্তে সুদর্শন চক্ৰ শোভা পাইতেছে ।  
ধনদৈশে উদার হার বিরাজ করিতেছে । যে সকল লোক  
বন্দনীয়, সেই সকল লোকেও যেন তোমার স্বর্গীয় এবং

\* “সুন্দরসুদর্শনমুদারহারঃ ।” ইতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ ।

দিব্যমতিহৃদ্যমখিলেশ্বর নতোহস্মি ॥ ২৭ ॥

স্থানাতিকামস্তপসি স্থিতোহহং

ত্বাং দৃষ্টবান্ সাধুমুনীন্দ্রগণঃ ।

কাচং বিচিন্ত্যমিব দিব্যরত্নং

স্বামিন্ কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে ॥ ২৮ ॥

অপূর্বদৃশ্যে তব পাদপদ্মে

দৃষ্ট্ৱা দৃঢ়ং নাথ ন হি ত্যজামি ।

কামাম যাচে স হি কোহপি মূঢ়ো ।

যঃ কল্পবৃক্ষান্ত্রিমাত্রগিচ্ছেৎ ॥ ২৯ ॥

অত্যন্ত মনোহর রূপের শরণাপন্ন হইলাম ॥ ২৭ ॥

প্রভো ! উৎকৃষ্ট স্বর্গাদি স্থান কামনা পূর্বক তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া ছিলাম । তৎপরে তত্ত্বদর্শী সাধু মুনীন্দ্রগণও যাহা দেখিতে পান না, আমি আপনার সেই মূর্তি দর্শন করিয়াছি । কাচ অশ্বেষণ করিতে করিতে যে রূপ দিব্য রত্ন লাভ করা যায়, সেইরূপ স্থানের জন্য তপস্যা করিতে করিতে আপনার দর্শন পাইয়াছি । আপনাকে দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম । আর আমি এক্ষণে স্থানরূপ বর প্রার্থনা করিতে চাহি না ॥ ২৮ ॥

নাথ ! আপনার পাদপদ্মযুগল এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে । এই চরণযুগল অতিশয় দর্শন করিয়া আমি আর কখন পরিত্যাগ করিব না । অথচ আমি কোন অভীষ্ট বস্তুও বাঞ্ছা করিব না । কারণ, যে ব্যক্তি কল্পবৃক্ষের নিকট হইতে কেবল মাত্র তুষ (ধান্যের খোষা) প্রার্থনা করে, সেই ব্যক্তি কোন এক অপূর্ব মূঢ় ॥ ২৯ ॥

ত্বাং মোক্ষবীজং শরণং প্রাপন্নঃ

শক্নোমি ভোক্তুং ন বহিঃ স্মৃথানি ।

রত্নাকরে দেব সতি স্মনাথে

বিভূষণং কাচময়ং ন যুক্তং ॥ ৩০ ॥

অতো ন যাচে বরমীশ যুগ্মৎ-

পাদাজ্জভক্তিঃ সততং মমাস্তু ।

ইমং বরং দেববর প্রযচ্ছ

পুনঃ পুনস্ত্বাগিদমেব যাচে ॥ ৩১ ॥

ইত্যাত্মসন্দর্শনলব্ধদিব্য-

জ্ঞানং ধ্রুবং তং ভগবান্ জগাদ ।

প্রলোভয়ন্বাজস্বতং তদুক্তং

প্রভো ! আপনিই মোক্ষের আদিকারণ । আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম । বাহু স্মৃথ সকল ভোগ করিতে আর আমার ইচ্ছা নাই । হে দেব ! নিজ প্রভু রত্নাকর বিদ্যমান থাকিতে কাচের অলঙ্কার উপযুক্ত নহে ॥ ৩০ ॥

হে ঈশ্বর ! এই কারণে আমি বর প্রার্থনা করিতে চাহি না । আপনার চরণকমলে আমার সর্বদাই ভক্তি থাকুক । হে অমরনাথ ! আপনি আমাকে কেবল এই বরই দান করুন । আপনার কাছে আমি বারম্বার কেবল এই বরই প্রার্থনা করি ॥ ৩১ ॥

এইরূপ আত্মদর্শনে ধ্রুবের যখন দিব্য-জ্ঞান উপস্থিত হইল, তখন ভগবান্ নারায়ণ সেই রাজকুমারকে প্রলোভন দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন । বৎস ! মিথ্যা নহে । তুমি

মিথ্যা ন কিঞ্চিৎ শৃণু বৎস গুহ্যং ॥ ৩২ ॥

আরাধ্য বিষ্ণুঃ কিমনেন লব্ধং

মা ভুঞ্জনেষ্বিথমসাদ্বিবাদঃ ।

স্থানং পরং প্রাপ্নুহি যন্মতং তে

কালেন মাং প্রাপ্যসি শুদ্ধভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

আধারভূতঃ সকলগ্রহাণাং

কল্পধ্রুবঃ সর্বজ্ঞৈশ্চ বন্দ্যঃ ।

মম প্রসাদাত্তব মাচ মাভা

“তবাস্তিকস্বাস্ত্ব স্ত্রীতীরার্থ্যা ॥ ৩৪ ॥

তং সান্ত্বয়িত্বৈতি বরৈর্মুকুন্দঃ

স্বমালয়ং দৃশ্বাবপুস্ততোহগাং ।

কিছু গুপ্ত বিষয় শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥

“এই ব্যক্তি বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া কি লাভ করিয়াছে” ? এই প্রকার অস্বাধুবাদ বা নিন্দা যেন লোক সমাজে প্রচারিত না হয়, এই কারণে তুমি যে স্থান পাইতে ইচ্ছা করিয়াছ, সেই স্থান প্রাপ্ত হও, অবশেষে সময়ে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আগাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৩ ॥

তুমি সকল গ্রহের আধার স্বরূপ হইয়া থাকিবে । প্রলয়-কালেও তুমি অবিদগ্ধ হইবে । সকল লোকেই তোমার বন্দনা করিবে । দ্বিতীয়তঃ আগার প্রসাদে তোমার জননী আৰ্য্যা স্ত্রীতি তোমার নিকটে অবস্থান করুন ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর নারায়ণ এইরূপে বরদান পূর্বক ধ্রুবকে সান্ত্বনা করিয়া এবং নিজভক্ত ধ্রুবকে স্নিগ্ধচক্ষে প্রত্যাভর্তন পূর্বক

ত্যক্তা শনৈঃ স্নিগ্ধদৃশা স্বভক্তং  
 যুতঃ পরাবৃত্য সগীকমাণঃ ॥ ৩৫ ॥  
 তাবচ্ তস্মৈঃ স্মরসিদ্ধমজ্ঞঃ  
 শ্রীবিষ্ণুসদৃক্তসমাগতং তং ।  
 দৃষ্টাভ্যবর্ষচ্ছূভপুষ্পরুষ্টিং  
 তুস্তাব হর্ষাদ্ধ্রুবমব্যয়ঞ্চ ॥ ৩৬ ॥  
 শ্রিয়া পুনঃ মোহপি স্তনীতিসূক্ষ্ম-  
 বিভাতি দেবৈরভিবন্দ্যমানঃ ।  
 মোহয়ং নৃণাং দর্শনকীর্তনাভ্যা-  
 নায়ুর্ঘশো বর্দ্ধয়তি শ্রিয়ঞ্চ ॥ ৩৭ ॥  
 ইত্থং ধ্রুবঃ প্রাপ পদং ছুরাপং  
 হরেঃ প্রসাদান্ন চ চিত্রমেতৎ ।

স্বাস্থ্যার নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাকে ত্যাগ করত দৃশ্যমুষ্টি  
 ধরিয়া ধীরে ধীরে নিজ নৈকুঠধামে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

তৎকালে দেবতা এবং সিদ্ধগণ আকাশপথে উপস্থিত  
 হইয়া এবং নারায়ণের উৎকৃষ্ট তত্ত্ব ধ্রুবের নিকট হইতে  
 তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া, শুভ পুষ্পরুষ্টি বর্ষণ করিতে লাগি-  
 লেন এবং সহর্ষে অবিনশ্বর ধ্রুবকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

অনন্তর স্তনীতির পুত্র ধ্রুব দেবতাগণ কর্তৃক বন্দিত  
 হইয়া পুনর্ব্বার শোভা ধারণ পূর্ব্বক দীপ্তি পাইতে লাগি-  
 লেন । দর্শন ও কীর্তনদ্বারা এই ধ্রুব মানবগণের আয়ু, যশ  
 এবং সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

• এইরূপে ধ্রুব হরির আরাধনা করিয়া যে ছল্লভপদ প্রাপ্ত  
 হইয়াছিলেন, ইহা বিচিত্র নহে । হে দ্বিজ ! অদ্বুতশক্তি-



তস্মিন্ প্রসম্নে দ্বিজ চিত্রশক্তৌ  
 কিং দুর্লভং দুর্লভবাগনর্থী ॥ ৩৮ ॥  
 আরাধনং দুষ্করমশ্রু কিস্তু  
 প্রসন্নমূর্তেরপি ভুরি বিঘ্নঃ ।  
 নিদ্রাশ্মরানশ্চভয়াদ্যবিঘ্নাঃ  
 প্রায়েণ বিঘ্নুঃ ভজতাং ভবন্তি ॥ ৩৯ ॥  
 অতিপ্রসন্নোহপি দুঃসাদোহসৌ  
 জনৈর্বতাজেয়সুহৃৎসবিশ্লেঃ ।  
 কণীন্দ্রচূড়ামণিবন্মহার্হঃ  
 সংপ্রাপ্যতেহস্মিন্ কৃতিভিস্ত মিত্রৈঃ ॥ ৪০ ॥  
 ক্রোধাদয়ঃ শ্রীহরিকল্পবৃক্ষং  
 রক্ষন্ত্যজেয়াঃ সকলার্ভবক্ষুং ।

সম্পন্ন সেই ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইলে কোন্ বস্তু দুর্লভ থাকে । অতএব হরির প্রসন্নতা হইলে “দুর্লভ” এইরূপ বাক্যই নিরর্থক জানিবে ॥ ৩৮ ॥

যদিচ ভগবান্ সৌম্যমূর্তি, তথাপি তাঁহার আরাধনা কার্য্য অত্যন্ত দুষ্কর এবং তাহাতে বহু বিঘ্ন আছে । যে সকল ব্যক্তি বিঘ্নের আরাধনা করে, প্রায়ই তাহাদের নিদ্রা, কাম, আলস্য এবং ভয়াদি বিঘ্ন সকল উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

হায় ! যদিচ তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন, তথাপি সাধারণ লোকগণ অনিবার্য্য সহস্র সহস্র বিঘ্নজালের আগমনে তাঁহাকে পাইতে পারে না । তিনি কণীন্দ্রের মস্তকস্থিত মণির ন্যায় অত্যন্ত দুর্লভ এবং অমূল্য । কিন্তু ইহলোকে যোগসিদ্ধ কৃতী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

কাম ক্রোধাদি অজেয় রিপুগণ, সকল আৰ্ত্তগণের বিপদ-

তদ্বন্ধুখান্ বিপ্রতিষেধয়ন্ত-

স্তান্ বঞ্চয়িত্বা লভতে তমেকঃ ॥ ৪১ ॥

প্রৌঢ়াহিষড়্ বর্গমহাহিঙপুং

দুরাসদং বিষ্ণুনিধিং মহাস্তং ।

যঃ সাধয়েৎ সাধু মহোৎসবায়

বিদ্যাবলাত্তং প্রণতোহস্মি নিত্যং ॥ ৪২

আরাধনং দুষ্করমিত্যুদাস্তে

যঃ ক্ষীণচিত্তঃ স বিনষ্ট এব ।

অবিস্মসিক্যৈ শরণং তমেব

গহ্বার্চয়েদয়ঃ স বিমুক্ত এব ॥ ৪৩ ॥

ভঞ্জন বন্ধু সেই হরিকল্পতরুরূপে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই ক্রোধাদি শত্রুগণ হরিতত্ত্ব সাধুদিগের ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া দেয়। কোন কোন মহাত্মা ব্যক্তি কেবল ঐ ক্রোধাদি বিপক্ষদিগকে বঞ্চনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন ॥ ৪১ ॥

সেই দুর্লভ বিষ্ণুরূপ মহানিধি, অতিপ্রবল কাম ক্রোধাদি ছয়জন রিপুরূপ মহাভীষণ সর্পদ্বারা রক্ষিত হইয়া আছে। যে ব্যক্তি সাধু মহোৎসবের জন্য জ্ঞানবলে সেই মহানিধির সাধনা করেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি ॥ ৪২ ॥

“বিষ্ণুর আরাধনা অত্যন্ত দুষ্কর” এইরূপ ভাবিয়া যে লঘু-চেতাঃ ব্যক্তি উদাসীন থাকে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয় কিন্তু যিনি নির্বিঘ্নে সিদ্ধির জন্য, নিকটে গিয়া সেই শরণাগতপালক হরির অর্চনা করেন, নিশ্চয়ই তিনি মুক্ত-পুরুষ ॥ ৪৩ ॥

যঃ শ্রদ্ধাবান্ শুদ্ধভাবেন বিষ্ণুং  
 চেতঃ সেব্যং সেব্যতে বীতরাগঃ ।  
 নাসৌ বিত্নৈঃ স্পৃশ্যতে দোষমূলৈ-  
 র্বদ্বক্কাটৈরুজ্জলান্না প্রদীপঃ ॥ ৪৪ ॥  
 যন্তেতদ্ধুবচরিতং শৃণোতি ধীমান্  
 ন ভ্রশেৎ স নিজপদাদ্ধুবো যথেন্তি ।  
 নিত্য শ্রীর্বিজয়তি চাপদঃ সমস্তাঃ  
 প্রহ্লাদানুরবদজে চ ভক্তিমান্ স্মৃতাং ॥ ৪৫ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে ধ্রুবচরিতং  
 সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ \* ॥ ৭ ॥ \* ॥

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত এবং বীতরাগ হইয়া হৃদয়দ্বারা আরা-  
 ধনীয় বিষ্ণুকে বিশুদ্ধভাবে আরাধনা করেন, দোষের মূনীভূত  
 বিশ্ব সকল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । যে রূপ সমু-  
 জ্জল প্রদীপ অন্ধকার দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না, সেইরূপ যাহার  
 আত্মরূপ প্রদীপ উজ্জ্বল হইয়াছে, অজ্ঞানরূপ তিমিরে  
 তাহার কি করিতে পারে ? ॥ ৪৪ ॥

যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই ধ্রুব চরিত শ্রবণ করেন, ধ্রুকের  
 ন্যায় তিনি নিজপদ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন না এবং নিত্য  
 সম্পত্তিসমস্ত বিপত্তিজাল অতিক্রম করিয়া থাকেন । অতএব  
 ঐ ব্যক্তি প্রহ্লাদ নামক অহুরের ন্যায় নারায়ণের প্রতি  
 ভক্তি যুক্ত হইবেন ॥ ৪৫ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারা-  
 যণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে ধ্রুবচরিত নাম সপ্তম অধ্যায়ঃ ॥ \* ॥ ৭ ॥ \* ॥

## হরিভক্তিসুধোদয়ঃ ।



অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ ॥

ততঃ প্রহ্লাদচরিতং স তৈঃ পৃষ্ঠোহবদম্মদা ।

যশাঃ শৃণুত বিপ্রেন্দ্রাঃ শ্রাব্যং ভাগবতং যশঃ ॥ ১ ॥

বারাহকল্পে যদ্ভং প্রহ্লাদস্ত মহাত্মনঃ ।

শ্রীমান্ পরাশরঃ প্রাহ সন্যগেব মহামতিঃ ॥ ২ ॥

পাদ্মকল্পেতু চরিতং তস্মৈতদ্বর্ণ্যতে ময়া ।

ভবন্তি প্রতিকল্পং হি বিষ্ণোলীলাধিকারিণঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, অনন্তর সেই সকল ব্রাহ্মণেরা  
জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সহর্ষে প্রহ্লাদচরিত বলিতে লাগি-  
লেন । হে প্রশস্ত বিপ্রবরগণ ! তোমরা শ্রাব্য নারায়ণের  
যশ শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

বারাহকল্পে মহাত্মা প্রহ্লাদের যেরূপ চরিত্র ঘটিয়াছিল,  
মহামতি শ্রীমান্ পরাশর মুনি ঐ চরিত্র সম্যকরূপেই বর্ণনা  
করিয়া ছিলেন ॥ ২ ॥

আমি পাদ্মকল্পে তাঁহার এই চরিত্র বর্ণন করিতেছি ।  
প্রতিকল্পেই বিকারপ্রাপ্ত ভগবান্ নারায়ণের লীলার অধি-  
কারি পুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

নমঃ পুণ্যবিশেষায় তস্মৈ যেন সমাশ্রয়ঃ ।

প্রাপ্য মে স্থখিতা জিহ্বা হরিকীর্তনলম্পট। ॥ ৪ ॥

জিহ্বাং লব্ধ্বাপি যো বিষ্ণুং কীর্তনীয়ং ন কীর্তয়েৎ ।

লব্ধ্বাপি মোক্ষনিঃশ্রেণীঃ স নারোহতি দুৰ্ম্মতিঃ ॥ ৫ ॥

তস্মাদ্যোগোবিন্দমাহাত্ম্যমানন্দরসসুন্দরং ।

শৃণুয়াৎ কীর্তয়েন্নিত্যং স কৃতার্থো ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥

ভক্তস্য বৈষ্ণবং শ্রদ্ধা যদঙ্গং পুলকাক্ষিতং ।

ভক্তস্য দিব্যকবচং ছুরিতান্ননিবারণং ॥ ৭ ॥

শৃণুন্ হরিকথাং হরীদ্যদশ্রুণি বিমুঞ্চতি ।

যে পুণ্যবিশেষ আমার আশ্রয় পাইয়া হরিগুণ-গান-  
পরায়ণ আমার রসনাকে স্থখী করিয়াছে, সেই পুণ্য বিশে-  
ষকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি জিহ্বা পাইয়াও কীর্তনীয় হরি নাম গান করে  
না, সেই দুৰ্ম্মতি মানব, মোক্ষের সোপান সকল লাভ করি-  
য়াও তাহাতে আরোহণ করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

অতএব যে ব্যক্তি আনন্দরসে মনোহর হরিমাহাত্ম্য নিত্য  
শ্রবণ এবং নিত্য কীর্তন করেন, তিনি যে মোক্ষ লাভ করিয়া  
কৃতার্থ হন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

বিষ্ণুর গুণকীর্তন শুনিয়া ভক্তের যে সর্বদা রোমাঞ্চিত  
হয়, তাহাই তাঁহার দিব্য কবচ তুল্য এবং তাহা দ্বারা পাপ-  
রূপ অন্ত্র নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

হরিকথা শুনিয়া আনন্দভরে যে অশ্রু মোচন করা হয়,  
সেই অশ্রুজল দ্বারা নিজের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক

তন্নির্বাপয়তি স্বস্ত তাপত্রয়মহানলং ॥ ৮ ॥

তস্মাদিমাং কথাং দিব্যাং প্রহ্লাদচরিতাঙ্কিতাং ।

অনন্তমাহাত্ম্যপরাং শৃণুধ্বমুষিসত্তমাঃ ॥ ৯ ॥

হিরণ্যকশিপুর্নাম পুরাভূদ্বিতিজেশ্বরঃ ।

যন্মায়াদ্যাপি সংশ্রুত্য নুনং বিভ্যতি দেবতাঃ ॥ ১০ ॥

যদাজ্জয়া মুনিগণাস্ত্যক্তবেদপরিগ্রহাঃ ।

ধ্যানযজ্ঞজপৈর্কিষ্ণুং নার্কয়ন্ যদ্বশে স্থিতাঃ ॥ ১১ ॥

হুঙ্কৃতৈর্নির্জিতঃ শক্ৰো যস্য নানৈশ্বর্য নির্জিতঃ ।

পশশংসু গুৰুগণৈঃ সুরা বিদ্রুত্য নির্জনে ॥ ১২ ॥

এবং আদিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপরূপ অগ্নি নির্বাপন হইয়া যায় ॥ ৮ ॥

অতএব হে ধামিগণ! তোমরা অনন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ-প্রহ্লাদ-চরিত সংক্রান্ত এই দিব্য কথা শ্রবণ করুন ॥ ৯ ॥

পুরাকালে হিরণ্যকশিপু নামে এক দৈত্যরাজ হইয়াছিল । অদ্যাপি যাহার নাম শ্রবণ করিয়া দেবতাগণ নিশ্চয়ই ভীত হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

যাহার আজ্ঞাক্রমে মুনিগণ বেদপরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । এবং যাহার বশবর্তী হইয়া ধ্যান যজ্ঞ এবং জপদ্বারা হরিপূজা করিতে পারেন নাই ॥ ১১ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র যাহার হুঙ্কারেই পরাজিত হইয়া ছিলেন, অন্যান্য দেবতাগণ তাহার নামমাত্র শ্রবণ করিয়াই পরাস্ত হইয়েন । অবশেষে অগরখণ্ড নির্জন স্থানে পলায়ন করিয়া মহাগুপ্ত গমূহ দ্বারা তাহার প্রশংসা করিয়া ছিলেন ॥ ১২ ॥

সুদূর্বতোহপি বিপ্রার্ধে জ্ঞানিভির্ন হি দৃশ্যতে ।  
 নৃসিংহকরজৈঃ পুণ্যৈর্যঃ সাক্ষাৎকবান্ গতিং ॥ ১৩ ॥  
 তস্য সূনুরভ্যুদয়ঃ প্রহ্লাদো নাম বৈষ্ণবঃ ।  
 হিরণ্যকশিপৌমুক্তির্ঘতো জন্মদ্বয়াস্তরা ॥ ১৪ ॥  
 তং বিষ্ণুভক্তিঃ স্বীচক্রে প্রহ্লাদং জন্মনঃ পুরা ।  
 জন্মান্তরকৃতৈঃ পুণ্যৈর্যথা যাতি স্বমাশ্রয়ং ॥ ১৫ ॥  
 মোহবর্দ্ধিতাস্বরকূলে নির্মলো মলিনাশ্রয়ে ।  
 মহতি গ্রাহহৃষ্টেহকৌ বিষোর্ব্বক্ষোমণির্যথা ॥ ১৬ ॥  
 স বর্দ্ধমানো বিররাজ বালঃ

হে বিপ্রবর ! যদিচ হিরণ্যকশিপু এইরূপ দুর্বৃত্ত ছিল, তথাপি জ্ঞানিগণ তাহাকে দেখিতে পান না । কারণ, দুর্ন্যতি পবিত্র নৃসিংহদেবের করজ অর্থাৎ নখরদ্বারা সাক্ষাৎ পরম-গতি (মোক্ষ) লাভ করিয়াছিল ॥ ১৩ ॥

বিষ্ণুভক্ত ও মুক্তপুরুষ প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মিয়া ছিলেন । ঐ পুত্র হইতে হিরণ্যকশিপুর ইহার পর দুই জন্মের পর মুক্তি হইয়াছিল ॥ ১৪ ॥

জন্মবার পূর্বেই বিষ্ণুভক্তি আসিয়া, সেই প্রহ্লাদকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । পূর্বজন্মার্জিত যেরূপ পুণ্যসমূহ থাকে তদনুসারে সেইরূপ আশ্রয় হয় ॥ ১৫ ॥

ভীষণ-গ্রাহকলুপিত মহাসমুদ্রে বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলের মণি যে রূপ বুদ্ধি পাইয়া থাকে, সেইরূপ মলিন স্বভাবসম্পন্ন দৈত্য-কূলে ঐ নির্মলচেতাঃ প্রহ্লাদ বুদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

সেই বালক প্রহ্লাদ ত্রয়োনাথ শ্রীকৃষ্ণের পাদপঙ্ক-

সহ ত্রয়ীনাথপদাজ্জভক্ত্যা ।  
 পরিশ্রু রম্ভ্যা স্বপুরুঃ পুরোথঃ  
 কলং দদত্যাগ্রত এব তত্ত্বং ॥ ১৭ ॥  
 বালোহরদেহো মহতীং মহাত্মা  
 বিস্তারয়ন্ ভাতি স বিষ্ণুভক্তিং ।  
 সিদ্ধিং মহিষ্ঠামিব মন্তরাজো  
 মহালতাং বীজমিবাণুগাত্রং ॥ ১৮ ॥  
 স বিষ্ণুপাদাজ্জরসেন ভক্তিং  
 এবর্দ্ধয়ানান ফলেন সা চ ।  
 সমীহিতে নৈনমজ্জস্মিথং  
 তয়োঃ প্রবৃদ্ধিঃ প্রণুগী বভূব ॥ ১৯ ॥

সেবিতা ও শোভমানা ভক্তিদেবীর সহিত দিন দিন বৃদ্ধি  
 পাইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন । এবং আপনার সম্মুখে  
 পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যরূপ তত্ত্বও প্রকাশ করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ১৭ ॥

যেরূপ মন্তরাজ মহাসিদ্ধি বিস্তার করেন এবং যেরূপ  
 অণুমাত্র ( অতিসূক্ষ্ম ) বীজ মহালতা বিস্তার করে, সেইরূপ  
 ক্ষুদ্রকায় সেই মহামতি বালক মহতী বিষ্ণুভক্তি বিস্তার  
 করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

সেই প্রহ্লাদ হরিপাদপদ্মের রসস্বারা ভক্তিকে বর্দ্ধিত  
 করিয়াছিলেন এবং সেই হরিভক্তি ও অতীক্ট ফলস্বারা  
 প্রহ্লাদকেও বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন । এইরূপে উভয়ের বৃদ্ধি  
 অবিরত সজ্জিত হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥



অমুকতী কেমকরীচ নিত্যং  
 প্রবৃদ্ধমানা চরিতেন তন্ত্ৰ ।  
 জ্ঞানামৃতস্তম্ভরসেন বাগঃ  
 পুষ্পোষ মাতেব তমীশভক্তিঃ ॥ ২০ ॥  
 অবর্জিতা কল্পলতেব ভক্তিঃ  
 শ্রীকৃষ্ণকল্পদ্রুমসংশ্রয়ান্মৈ ।  
 অকুণ্ঠিতাগ্রাহরহনবানি  
 জ্ঞানানি দিব্যানি দদৌ ফলানি ॥ ২১ ॥  
 স বাললীলা সুরহান্ভাভৈঃ  
 প্রহেলিকাক্রীড়নকেষু নিত্যং ।  
 কথাপ্রসঙ্গেষু চ কৃষ্ণমুক্তং

হরিভক্তি প্রহ্লাদকে ছাড়িতেন না, নিতাই উঁহার মঙ্গল  
 করিতেন এবং তাঁহার হরিচরিত্রদ্বারা ঐ হরিভক্তি বৃদ্ধি  
 পাইতেন । এইরূপে হরিভক্তি জননীৰ ন্যায় জ্ঞানামৃতরূপ  
 স্তন্যরস দ্বারা সেই বালকের পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

হরিভক্তি কল্পলতার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণরূপ কল্পতরু অবলম্বন  
 করিয়া থাকেন এবং ইঁহার অগ্রভাগ কখন কুণ্ঠিত হয় না ।  
 এইরূপে হরিভক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া, নব নব দিব্য জ্ঞান  
 রূপ ফল মঙ্গল প্রহ্লাদকে দান করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

সেই বালক প্রহ্লাদ বাল্যলীলার সহচর মনোহর  
 অন্যান্য বালকদিগের সহিত, প্রহেলিকা (হৈরাণী) ও  
 নানাবিধ ক্রীড়া কার্য্যে এবং সর্বদাই কথা প্রসঙ্গে কৃষ্ণ

নোবাচ কিঞ্চিৎ স হি তৎ স্বভাবঃ ॥ ২২ ॥

ইত্থং শিশুদ্বৈতং বিচিত্রকারী

ব্যবর্ত্তেশ-স্মরণামৃতার্জঃ ।

স কল্পবৃক্ষাকুরবদ্ভবিষ্য-

ম্মাহাঅ্যাসংসূচকর-ম্যমূর্ত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

তং পদ্মবন্ধুং দৈত্যেন্দ্রঃ কদাচিল্ললনারুতঃ ।

বালং গুরুগৃহায়াতং লালয়ন্ প্রাহ সস্মিতং ॥ ২৪ ॥

স্বধীস্বমিতি তে মাতা নিত্যং প্রহ্লাদ ভূষ্যতি ।

সেয়ং তথা বয়ং কিঞ্চিৎ পশ্যামো গুরুশিক্ষিতং ॥ ২৫ ॥

অথাহ পিতরং হর্ষাৎ প্রহ্লাদো জন্মবৈকবঃ ।

ব্যতীত অন্য কিছুই বলিতেন না । কারণ, বালকের এইরূপ স্বভাব ছিল ॥ ২২ ॥

এইরূপে বাল্যকালেও সেই বৈচিত্রীকারক বালক, হরি স্মরণরূপ অমৃতদ্বারা আর্জ হইয়া কল্পতরুর অঙ্কুরের আয় বুদ্ধি পাইয়াছিলেন । বালকের মনোহর মূর্ত্তি, ভাবী মহিমার বিষয় সূচনা করিয়া দিত ॥ ২৩ ॥

একদা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু জ্রীগণে পরিবৃত হইয়া, গুরুগৃহ হইতে সমাগত, সেই কল্লবদন বালককে সমাদর পূর্ব্বক মুগ্ধহাস্তে বলিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

প্রহ্লাদ । তুমি পণ্ডিত হইয়াছ বলিয়া তোমার এই জননী সর্ব্বদাই তুচ্ছ হইয়া থাকেন । অতএব আগরা সকলে তোমার গুরু হইতে শিক্ষিত বিষয় কিঞ্চিৎ দেখিব ॥ ২৫ ॥

অনন্তর জন্মাবধি বিকুপরায়ণ প্রহ্লাদ সহর্ষে পিতাকে

গোবিন্দং ত্রিজগদ্বন্দ্যং গুরুং নহা ব্রবীমি তে ॥ ২৩ ॥

ইতি শত্রুস্তবং শ্রুত্বা পুত্রোক্তং স্ত্রীরূতঃ খলঃ ।

খিমোহপি তং বধ্যিতুং জহাসোচ্চৈঃ প্রহৃষ্টবৎ ॥ ২৭ ॥

আলিঙ্গ্য চ স তং প্রাহ সাধু কিং কিং পুনর্ব্বদ ।

হাস্তং গোবিন্দ কৃষ্ণেতি সাধুদ্বিজবিড়ম্বনা ॥ ২৮ ॥

এবং বদন্তি সত্যং তে মম রাজ্যাং পুরা খলাঃ ।

শাসিতা স্তে ময়েদানীং ত্রয়েদং ক শ্রুতং বচঃ ॥ ২৯ ॥

বলিতে লাগিলেন আমি ত্রিভুবনের বন্দনীয়, মৰ্ব্বগুরু  
গোবিন্দকে নমস্কার করিয়া আপনাকে বলিতেছি ॥ ২৬ ॥

জ্ঞানপরিবেষ্টিত দুরাহ্মা হিরণ্যকশিপু, এইরূপে পুত্রের  
মুখোচ্চারিত শত্রুর ( হরির ) স্তুতিবান্ধুনিয়া, খেদাশ্রিত  
হইলেও তাঁহাকে বধনা করিবার জন্য অত্যন্ত অহ্লাদিত  
ব্যক্তির ন্যায় উচ্চস্বরে হাস্য করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু অহ্লাদকে আলিঙ্গন করিয়া  
বলিলেন “তুমি কি কি ভাল শিক্ষা করিয়াছ, পুনর্ব্বার বল ।”  
অহ্লাদ কেবল হাস্য করিয়া “গোবিন্দ কৃষ্ণ” এই নাম  
বলিতে লাগিলেন । বস্তুতঃ ইহাতে কেবল শিক্ষক ব্রাহ্মণ-  
দিগকে প্রতারণাই করা হইল ॥ ২৮ ॥

আমার রাজ্যের পূর্বে সেই সকল নৃশংস ব্রাহ্মণগণ,  
সত্যই এইরূপ হরিকৃষ্ণ নাম বলিত । আমি এক্ষণে তাহা-  
দিগকে শাসন করিয়া দিয়াছি । তুমি এই বাক্য কোথায়  
শুনিলে ॥ ২৯ ॥

পিতৃদুষ্কটবচঃ শ্রুত্বা শ্রীমান্ সভয়সম্ভবঃ ।

প্রহ্লাদঃ প্রাহ হা হার্য্য নৈবং ক্রয়াঃ কদাচন ॥ ৩০ ॥

সর্বৈশ্বর্য্যপ্রদং মন্ত্রং ভবাগ্নেঃ স্তম্ভনং তথা ।

হাস্তং কৃষ্ণেতি কো ক্রয়াদাদ্যো মন্ত্রো যতোহভয়ং ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণনিন্দাকৃতং পাপং গঙ্গয়াপি ন পূয়তে ।

কৃষ্ণেতি শতকৃৎস্বং জপ ভক্ত্যাগ্নিশুদ্ধয়ে ॥ ৩২ ॥

অহো অবিদ্যাপ্রাবল্যং স্বয়ং যেনৈব লীলয়া ।

দারুদারা যথোৎসৃষ্টো জনোহুজ্জাতনিজস্থিতিঃ ॥ ৩৩ ॥

ধীশক্তিসম্পন্ন প্রহ্লাদ পিতার এইরূপ দুষ্কটকথা শ্রবণ পূর্বক ভয়চকিত হইয়া বলিতে লাগিলেন । হায় ! হায় ! হে পূজ্য ! আপনি কখন এরূপ কথা বলিবেন না ॥ ৩০-৩১

যে মন্ত্র সকলপ্রকার ঐশ্বর্য্য দান করে এবং যে মন্ত্রের প্রভাবে ভববহি স্তম্ভিত বা নির্বাপন হইয়া যায়, কোন্ ব্যক্তি সেই কৃষ্ণমন্ত্র, হাস্ত জনক বলিতে পারে । ইহাই আদি মন্ত্র এবং ইহা হইতেই অভয় পাওয়া যায় ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণনিন্দা করিলে যে পাপ হয়, গঙ্গাস্রোতেও সেই পাপের ক্ষয় হয় না । অতএব আপনি নিজ শুদ্ধির নিমিত্ত ভক্তিসহকারে একশতবার কৃষ্ণমন্ত্রের জপ করুন ॥ ৩২ ॥

অহো ! আপনার অবিদ্যার কি প্রবলতা ! এই অজ্ঞানের প্রভাবে নিজেরই মানব কাষ্ঠনির্ম্মিত রমণীর স্মৃতি, অজ্ঞান ভিমিরাচ্ছন্ন আপনাকেও অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করে । অবিদ্যাবশতঃ লোকে আপনার মর্য্যাদা জানিতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

বিনা যচ্ছক্তিমুন্মেষনিমেষেহ্যপ্রভুঃ স্বতঃ ।

বিষ্ণুঃ তমেব হসতি স্ময়ং হ্যাস্তস্ত বস্ততঃ ॥ ৩৪ ॥

শরবেহপি ত্রবীম্যোতদযতো হিতকরং পরং ।

শরণং ত্রজ্ঞ সর্বেষাং পুরা যদ্যপি পাপকৃৎ ॥ ৩৫ ॥

অথাহ একটেক্রোধঃ স্মরারিভংসয়ন্ স্মৃতং ।

ধিক্ ধিক্ চপল তে নীলং মমাপ্যগ্রে প্রগল্ভসে ॥ ৩৬ ॥

উক্তেহুতি পরিতো বীক্ষ্য পুনরাহ শিশোগুরুঃ ।

বধ্যতাগেষ দৈতেয়া ন শুভং হি দ্বিজেশ্বনৃতে ॥ ৩৭ ॥

যাঁহার শক্তিব্যতিরেকে মানব স্বতঃ নিমেষ এবং উন্মেষ কার্য্যেও সক্ষম নহে, সেই বিষ্ণুকেও যে ব্যক্তি উপহাস করে, ক্রান্তিবিধি সেই ব্যক্তি নিজেই উপহাসের যোগ্য ॥ ৩৪ ॥

আপনি গুরু, আপনাকেও বলিতেছি, যেহেতু ইহা অতিশয় হিতজনক যদিচ আপনি পূর্বে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তথাপি আপনি সেই পরম মঙ্গলময়, সর্বপ্রভু হরির শরণাপন্ন হউন ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর দেবরিপু হিরণ্যকশিপু উৎকট ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক পুত্রকে তিরস্কার করিতে করিতে বলিল, রে চপল ! তোর এইরূপ স্বভাবকে ধিক্, ধিক্ তুই আমার সম্মুখেও প্রগল্ভতা প্রকাশ করিতেছিস্ ॥ ৩৬ ॥

দৈত্যপতি এই কথা বলিয়া, চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল । হে দৈত্যগণ ! তোমরা এই বালকের গুরুকে বধ কর । মিথ্যাবাদি ব্রাহ্মণের কাছে মঙ্গল হইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

অথ দৈত্যৈর্দ্রুতা নীতো নিবধ্য কুশলো বিজঃ ।  
 ধীমানুচে খলং দেব দেবাস্তকপরীকৃতাং ॥ ৩৮ ॥  
 লীলয়ৈব জিতং দেব ত্রৈলোক্যং নিখিলং ত্বয়া ।  
 অসকৃৎ হি রোষণে কিং ক্রুধ্যস্তল্লকে ময়ি ॥ ৩৯ ॥  
 কৃশক্রোধোহথ দেবারিস্তচ্ছ্রোত্বোবাচ ধিক্ বিজান্ ।  
 বিমোহোঃ স্তবং মৎস্মতং ত্বং বালপাঠমপীপঠঃ ॥ ৪০ ॥  
 ইত্যাশ্রিত্যনাথ গুরুণা প্রহ্লাদঃ পার্শ্বতঃ স্থিতঃ ।  
 মথেনং বীকৃতঃ প্রাহ তাত বাচ্যো ন মে গুরুঃ ॥ ৪১ ॥

অনন্তর দৈত্যগণ সেই নিপুণ ব্রাহ্মণকে বাঁধিয়া দ্রুত  
 আনয়ন করিল। জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ছুরাচার দৈত্যরাজকে  
 বলিতে লাগিলেন। হে দেবমর্দন ! হে মহারাজ ! আপনি  
 পরীক্ষা করুন ॥ ৩৮ ॥

প্রভো ! অবলীলাক্রমে বারম্বার এই 'নিখিলা' ভ্রমগুল  
 জয় করিয়াছেন, কিন্তু কোপ প্রকাশ করিয়া নহে। অতএব  
 আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপরে কেঁন কোপ প্রকাশ করি-  
 তেছেন ॥ ৩৯ ॥

তাহা শুনিয়া দৈত্যপতির কোপ ক্ষীণ হইয়া আসিল।  
 এবং তিনি বলিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণদিগকে ধিক্ ! হে  
 পাপিষ্ঠ ! তুমি আগার বাণক পুত্রকে বিষ্ণুর স্তব পাঠ করা-  
 ইয়াছ ॥ ৪০ ॥

দৈত্যরাজ এই কথা বলিলে, গুরু খেদের সহিত পার্শ্ব-  
 বর্ত্তি প্রহ্লাদকে দেখিতে লাগিলেন। তখন প্রহ্লাদ বলি-  
 লেন, পিতঃ ! আপনি আমার গুরুকে তিরস্কার করি-  
 বেন না ॥ ৪১ ॥

ত্রিজগদগুরুণৈবেৎ কারুণ্যচ্ছিক্ষিতোহস্মাহং ।

অমাধু ভাষসে নাথ ত্বং তেনৈব শিক্ষিতঃ ॥ ৪২ ॥

ন সৌহৃদ্বি তনুভুল্লোকে যোহনস্তাৎ প্রেরিতঃ স্বয়ং ।

ত্রনীতি ভুঙ্তে পিবতি চেষ্টতে চ শ্বসিত্যপি ॥ ৪৩ ॥

উক্তমেব বদাম্যেতন্ত্যজমাং তানসীং ধিয়ং ।

পূর্বং হুয়ার্চিতো বিযুর্ভক্ত্যশ্বর্থেয়ককারণং ॥ ৪৪ ॥

ত্রৈলোক্যশ্বর্য়মেতন্তে যৎপ্রসাদাদিহাভবৎ ।

প্রভো! ত্রিভুবনের অধীশ্বর হরি, অনুকম্পা করিয়া এইরূপেই আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আপনি ইহা অযোগ্য কথা বলিতেছেন। অধিক কি আপনাকেও তিনি (হরি) শিক্ষা দিয়াছেন, ॥ ৪২ ॥

জগতে এমন কোন শরীরধারী জীব নাই, যে ব্যক্তি অনন্ত বিশ্বময় হরি কর্তৃক প্রেরিত না হইয়া স্বয়ং বলিতে পারে, ভোজন করিতে পারে, পান করিতে পারে, শারীরিক কোন প্রকার চেষ্টা করিতে পারে বা নিশ্বাস পর্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারে ॥ ৪৩ ॥

শাস্ত্রে যে কথা উক্ত হইয়াছে, আমি সেই কথাই বলিতেছি। আপনি এইরূপ তামসিক জ্ঞান পরিত্যাগ করুন। আপনি পুরাকালে ভক্তিযোগে আপনার একমাত্র ঐশ্বর্যের হেতু বিষ্ণুর অর্চনা করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

পিতঃ! ষাঁহার প্রসাদে এই জগতে আপনার ত্রিভুবনের আধিপত্য হইয়াছে, সেই বিষ্ণুকে যদি আপনি অর্চনা

তন্ননর্চয়তো বিষ্ণুং ব্যক্তা তাত কৃতঘ্নতা ॥ ৪৫ ॥

যদ্ব্যভাবং ন জনন্ত্যক্তুং শকোতি সর্বথা ।

সর্বেশকল্পিতং তস্মাদিতোহন্যত্র ভবে গুরো ॥ ৪৬ ॥

গুরুরপ্যঙ্গুলিং মোহাদিহি দংষ্ট্রাস্তরেহর্পয়ন্ ।

নিমেধ্য ইতি মহোক্তং মৎকিকিভুং ক্ষমস্ব মে ॥ ৪৭ ॥

উক্তেতি পাদাবনতং রাজা সান্নামলং সূতং ।

তদুগ্ধং মৌচয়িহাহ বৎস কিং ত্বং ভ্রমশূলং ॥ ৪৮ ॥

গম্যাজস্ব কিং জাভ্যং তব শক্ত্বি জাতিবৎ ।

না করেন, তাহা হইলে আপনার কৃতঘ্নতা প্রকাশ পাইবে ॥ ৪৫

অথবা সর্বময় হরি যাহার যেরূপ স্বভাব সৃষ্টি করিয়াছেন, মানব সর্ব প্রকারে সেই নিজস্বভাব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে । অতএব তুমি গুরো ! তাঁহার নাম ব্যতীত আর আমি অন্য কিছুই বলিতে পারি না ॥ ৪৬ ॥

গুরুও যদি অজ্ঞানবশতঃ সর্পের দন্তের মধ্যে অঙ্গুলি সমর্পণ করেন, তাঁহাকে নিবারণ করা কর্তব্য । এই ভাবিয়া আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, আপনি আমার সেই সমস্ত দোষ মার্জনা করুন ॥ ৪৭ ॥

এই কথা বলিয়া প্রহ্লাদ চরণতলে নিপতিত হইলেন । নামগুণে পুত্র অতিশয় বিমলচিত্ত হইয়াছে দেখিয়া রাজা তদীয় গুরুর বন্ধনমোচন করত বলিতে লাগিলেন । বৎস ! তুমি কেন নিতান্ত ভ্রমজালে পতিত হইতেছ ? ॥ ৪৮ ॥

তুমি আমার পুত্র । অক্ষম ব্রাহ্মণের স্থায় তোমার কি এইরূপ জড়তা শোভা পায় ? । বিদূষকীয় প্রবন্ধক মানব-



বিষ্ণুপক্ষৈঃ ক্রবৎ ধূর্তৈর্গুণং নিত্যং প্রত্যাশ্যসে ॥ ৪৯ ॥

তাজ দ্বিজপ্রসঙ্গং ত্বং জড়নঙ্গো হৃশোভনঃ ।

অস্মৎকুলোচিতং তেজস্তুব যেন তিরোহিতং ॥ ৫০ ॥

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাত্ স তদ্ব্যুগ্ধঃ ।

স্বকুলর্কৈস্ততো ধীমান্ স্ববৃথ্যানিব সংশ্রয়েৎ ॥ ৫১ ॥

মৎস্বতছোচিতং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুপক্ষীয়নাশনং ।

স্বয়মেব ভজন্ বিষ্ণুং মন্দ কিং ত্বং ন লুজ্জসে ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথস্য মে স্নুভূত্বান্মাং নাথমিচ্ছসি ।

গণ নিশ্চয়ই গুণভাবে নিত্যই তোমাকে প্রবঞ্চনা করিতেছে ॥ ৪৯ ॥

তুমি জড় ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ কর । কারণ জড় সংসর্গ কখন মনোহর নহে । দেখ এই জড়সঙ্গ করিয়া আমাদের বংশসমুচিত তেজ তোমার সম্বন্ধে অন্তর্হিত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

যে মানবের যাহার সহিত সঙ্গ হইবে, মণির ন্যায় সেই সংসর্গ জনিত গুণ উপস্থিত হইয়া থাকে । অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজকুলের বুদ্ধি মিমিত্ত স্বজাতীয় লোকদিগের সহিত সংসর্গ করিবে ॥ ৫১ ॥

হে যুত ! তুমি যখন আমার পুত্র, তখন তোমার উচিত বিষ্ণুপক্ষীয় ব্যক্তিদিগকে বিনাশ কর । তুমি তাহা পরিত্যাগ করিয়া, স্বয়ংই বিষ্ণুকে ভজনা করিতেছ, ইহাতে কি লজ্জিত হইতেছ না ? ॥ ৫২ ॥

আগি বিশ্বের অধীশ্বর । তুমি আমার পুত্র হইয়া অপ-  
রকে অধীশ্বর বলিতে ইচ্ছা করিতেছ ? । কারণ, যে ব্যক্তি,

আরুচ্য যতো হস্তী হৃষ ইত্যস্তি লোকবাক্ ॥ ৫৩ ॥

শিশুর্বা ত্বং ন জানীমে বর্তমানঃ পরোক্তিভিঃ ।

শৃণু বৎস জগত্ত্বং নাত্র কশ্চিজ্জগৎপ্রভুঃ ॥ ৫৪ ॥

যঃ শূরঃ স শ্রিয়ং ভুঙক্তে যঃ প্রভুঃ স মহেশ্বরঃ ।

স দেবঃ সকলারাধ্যঃ সচাৎ ত্রিজগজ্জয়ী ॥ ৫৫ ॥

বিষ্ণুনাশ্চি দেবেষু সত্যং দেবোত্তমশ্চ সঃ ।

মায়ী শম্বরবৎ, কিন্তু সোহসকৃন্নির্জিতো ময়া ॥ ৫৬ ॥

বালস্ত্বং তান্ দ্বিজানিথমুপদেষ্টু মিহানয় ।

হস্তির পৃষ্ঠে আরোহণ করে, তাহার কাছে হস্তী ক্ষুদ্র হইয়া থাকে, এইরূপ লৌকিক বাক্য আছে ॥ ৫৩ ॥

অথবা তুমি বালক । তুমি পরের কথায় প্রকৃত্ত্ব মিসয় জানিতে পার মাই । বৎস ! তুমি জগতের তত্ত্ব অবগণ কর । এই জগতে জগতের কেহ প্রভু নাই ॥ ৫৪ ॥

যে ব্যক্তি বীর, সেই ঐশ্বর্য্য ভোগ করে । যে ব্যক্তি অনুগ্রহ এবং নিগ্রহ করিতে সমর্থ, সেই ব্যক্তিই মহেশ্বর, সেই ব্যক্তিই সকলের আরাধ্য দেবতা, এবং সেই ব্যক্তিই আমি, হুতরাং আমি ত্রিভুবনের জয় কর্তা ॥ ৫৫ ॥

দেবতাদিগের মধ্যে সত্যই বিষ্ণু নামে একজন দেবতা আছে । সেই বিষ্ণু দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠও বটেই এবং শম্বর নামক অশ্বরের মত বিষ্ণু অত্যন্ত মায়াবী । কিন্তু আমি তাহাকে বারম্বার জয় করিয়াছি ॥ ৫৬ ॥

তুমি বালক । তুমি এই প্রকার উপদেশ দিবার জন্য সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে এই স্থানে আনয়ন কর । আমি যে

তেষামহং প্রবক্ষ্যামি যথা বিষ্ণোরহং পরঃ ॥ ৫৭ ॥

তাজ জাড্যমতঃ শৌর্য্যং ভজস্ব স্বকুলোদ্ভবং ।

উত্তীর্ণ কেশরিশিশো জহি দেবমৃগভ্রজং ॥ ৫৮ ॥

ইত্যাকর্ণ্য স্ত্রীঃ প্রাহ পিতরং রচিতাঞ্জলিঃ ।

তাতৈবমেতচ্ছুরশ্চ বিশ্বনাথশ্চ নানুথা ॥ ৫৯ ॥

ত্বাং নাহং প্রাকৃতং মন্যে ত্রিজগজ্জয়িনং পরং ।

ধ্রুবং ত্বং ত্রিজগদ্বর্তুর্বিষ্ণোরৈবাংশমস্তব্যঃ ॥ ৬০ ॥

ইদং শৌর্য্যমিয়ং শক্তিরীদৃশ্যঃ সম্পদঃ প্রভোঃ ।

বিষ্ণু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহা আমি সেই সকল ব্রাহ্মণদের  
সম্মুখে বর্ণন করিব ॥ ৫৭ ॥

অতএব তুমি জড়তা পরিত্যাগ কর এবং স্বকীয় বংশের  
সমুচিত বীরত্ব অবলম্বন কর । হে সিংহশাবক ! তুমি গাজো-  
থান কর এবং দেবতারূপ হরিণকুল বিনষ্ট কর ॥ ৫৮ ॥

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞানবান্ প্রহ্লাদ কৃতাজলি  
হইয়া পিতাকে বলিতে লাগিলেন । পিতঃ ! আপনি যাহা  
বলিলেন, তাহা এইরূপই বটে । আপনি যে বীর এবং  
আপনি বিশ্বের অধীশ্বর, ইহাতে আর অন্যথা নাই ॥ ৫৯ ॥

আপনি ত্রিভুবনের জেতা এবং আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, অতঃ-  
এব আমি আপনাকে সাধারণ লোক বলিয়া বিবেচনা করি  
না । আপনি নিশ্চয়ই ত্রিভুবনের অধীশ্বর, বিষ্ণুর অংশে  
সমুৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ৬০ ॥

প্রভো ! এই প্রকার বীরত্ব, এই প্রকার শক্তি এবং এই

অনন্তশক্তিরংশাৎ সূচয়ন্ত্যন্তদুন্নভাঃ ॥ ৬১ ॥

কিস্ত্যদবিচার্যোক্তং দ্বিজসঙ্গং ত্যজেতি যৎ ।

প্রসীদার্য্য তমন্ত্যন্ধে ভ্রমন্ দীপং ত্যজেৎ কথং ॥ ৬২ ॥

অজ্ঞানধ্বাস্তদুন্নকবিষয়াবটসঙ্কটে ।

ভ্রজন্ ভববিলে দীপং দ্বিজসঙ্গং ভজেৎ সুধীঃ ॥ ৬৩ ॥

মাৎসর্য্যাদ্বা বৃথা দ্বেষাদ্ভিজসঙ্গং হি যন্ত্যাজেৎ ।

সন্ন্যাসদর্শনং নৃতং স হন্ত্যৎ স্বে চ চক্ষুযী ॥ ৬৪ ॥

দ্বিজসঙ্গং কথং জহাদমৃতাস্বাদসংফলং ।

রূপ সম্পত্তি সকল, অনন্তশক্তিসম্পন্ন বিষ্ণুর অংশসম্ভূত বলিয়া, অপরের দুর্লভরূপে পরিচিত হইতেছে ॥ ৬১ ॥

কিন্তু “তুমি ব্রাহ্মণসঙ্গ পরিত্যাগ কর” এই বিষয় আপনি অবিচার পূর্ব্বক নির্দেশ করিয়াছেন। হে পূজ্য! আপনি এসম্ম হউন। যে ব্যক্তি গাঢ় তিমিরে পতিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, সে ব্যক্তি কি প্রকারে প্রদীপ পরিত্যাগ করিবে? ॥ ৬২ ॥

অজ্ঞানরূপ তিমির দ্বারা আবৃত, এবং বিষয় রূপ গর্তময় স্থান দ্বারা এই সংসার-বিল অত্যন্ত সঙ্কট হইয়াছে। ইহাতে ভ্রমণশীল সুধী ব্যক্তি দ্বিজ-সংসর্গ রূপ প্রদীপ আশ্রয় করিবেন ॥ ৬৩ ॥

যে ব্যক্তি মাৎসর্য্য বশতঃ অথবা বৃথা দ্বেষ করিয়া সংসারের পরিদর্শক দ্বিজসঙ্গ পরিত্যাগ করে, নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি স্বকীয় নেত্রযুগল ক্ষয় করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

পণ্ডিত লোকের অমৃতের মত আশ্বাদযুক্ত উৎকৃষ্ট ফল

খলসঙ্গঃ কথং কুর্যাদ্ভবায়ুদ্দীপনানিলং ॥ ৬৫ ॥  
 বিষ্ণোঃ সৰ্বমরস্থাপি প্রধানাস্তনবো দ্বিজাঃ ।  
 কথং জন্ম বৃথা কুর্যাৎ তাত্ত্বা তৈঃ সঙ্গতিং গুরো ॥ ৬৬ ॥  
 গোব্রাহ্মণাঃ পরং দৈবং হবির্মজ্জাত্বকা যতঃ ।  
 বিষ্ণুশক্তিস্তদাধারা সমস্তজগদাত্ময়া ॥ ৬৭ ॥  
 সৰ্বদৈবোপজীবন্তি যানকৌ দেবযোনয়ঃ ।  
 দেবানামপি দেবেভ্যস্তেভ্যঃ কো ন নমমবুধঃ ॥ ৬৮ ॥

স্বরূপ দ্বিজসঙ্গ কি রূপে পরিত্যাগ করিরেন ? এবং কি  
 প্রকারেই বা সংসাররূপ অনলের উত্তেজক বায়ু স্বরূপ,  
 খলজনের সংসর্গ করিতে পারিবেন ? ॥ ৬৫ ॥

হৈরো ! যদিচ বিষ্ণু সৰ্বমর তথাপি তাঁহার প্রধান  
 শরীর ব্রাহ্মণগণ । আমি সেই ব্রাহ্মণদিগের সহিত সংসর্গ  
 পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে জন্ম নিরর্থক করিতে  
 পারি ? ॥ ৬৬ ॥

গো হইতে স্মৃত হয় । এই স্মৃতদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ  
 করিতে হয় । ব্রাহ্মণগণ গম্ভ পাঠ করিয়া বিষ্ণুযজ্ঞ সমাপ্ত  
 করিয়া থাকেন । অতএব স্মৃত এবং মজ্জাত্বক গো ব্রাহ্মণ  
 সকল পরম দেবতা । সমস্ত জগতের অবলম্বন স্বরূপ বিষ্ণু-  
 শক্তি, সেই গো ব্রাহ্মণের আধার ॥ ৬৭ ॥

বিদ্যাধর প্রভৃতি আট প্রকার দেবযোনি বিশেষ, সৰ্ব-  
 দাই যে সকল ব্রাহ্মণদের সাহায্য অবলম্বন করিয়া জীবিত  
 থাকে, দেৱগণ অপেক্ষাও পরম দেবতা, সেই সকল ব্রাহ্মণ-  
 দিগকে কোন্ জ্ঞানী না প্রণাম করিয়া থাকেন ? ॥ ৬৮ ॥

জগদ্রথশ্রাক্ষভূতা ধৃত্যে গোত্রাক্ষণা ধ্রুবং ।

পূজিতাঃ প্রণতা ধাতা যে রক্ষন্তি সদা জনান্ ॥ ৬৯ ॥

গোবিশ্রামদৃশং নাশ্বদৃষ্টাদৃষ্টং হিতং নৃণাং ।

যন্তু যদর্শনস্পর্শকীর্তনৈঃ কল্মষাপহং ॥ ৭০ ॥

নিত্যোগচীয়মানশ্চ পাপাঘ্নিরবশৈর্জনৈঃ ।

সদ্যো গিলেদিমৌলোকান্ গোবিশৈপ্রক্কারিতো নচেৎ ॥ ৭১ ॥

বিপ্রা এব ভবব্যাদিঃ ক্লিষ্টং অশরণাগতং ।

দিব্যজ্ঞানৌষধং দত্ত্বা রক্ষন্ত্যৌষধবেদিনঃ ॥ ৭২ ॥

বিপ্রা এব বিজানন্তি তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং ।

গো ব্রাহ্মণগণ জগৎরূপ রথ ধারণ করিবার জন্য নিশ্চ-  
য়ই চক্র স্বরূপ । গো ব্রাহ্মণদিগকে পূজা, ঐশ্বর্য এবং ধ্যান  
করিলে তাঁহারা লোকদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৬৯ ॥

গোব্রাহ্মণের তুল্য মানবদিগের দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ে এমন  
কোন হিতকর বস্তু নাই । গো ব্রাহ্মণগণের দর্শন, স্পর্শন  
এবং কীর্তন দ্বারা পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

যদি গোব্রাহ্মণগণ নিবারণ না করিতেন, তাহা হইলে  
অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদ্বারা নিত্য বর্ধিত হইয়া পাপরূপ বহি  
তৎক্ষণাৎ এই ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে পারিত ॥ ৭১ ॥

ভবব্যাদি হইতে রক্ষণ পাইয়া যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণের  
শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে ঔষধবেত্তা ব্রাহ্মণেরাই দিব্য  
জ্ঞানরূপ ঔষধ দিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥

প্রভো । ব্রাহ্মণেরাই কেবল বিমুक्त সেই পরমপদ দর্শন

কিমসিক্তা বিজানন্তি নিধিঃ গূঢ়তমং প্রভো ॥ ৭৩ ॥  
 তস্মাদ্বিজ্ঞা জনৈঃ পূজ্যা জ্ঞানসিদ্ধৌ বিশেষতঃ ।  
 দেব বুদ্ধা! যদজ্ঞানী ন নির্বিঘ্নঃ পরঃ পশুঃ ॥ ৭৪ ॥  
 ইতি পুত্রবচঃ শ্রদ্ধা হিরণ্যকশিপুঃ ক্রুধা ।  
 মিথ্যা বিহস্য প্রাহেদমহোহিছুতমিদং মহৎ ॥ ৭৫ ॥  
 অহরোহয়ং দ্বিজান্ স্তোতি মার্জার ইব মূষিকান্ ।  
 দ্বেষ্যান্ শিপীব কণিনো দুৰ্ম্মিগিভমিদং ব্রবৎ ॥ ৭৬ ॥  
 লব্ধ্বাপি মহদৈশ্বর্যং লাঘবং যাস্ত্যবুদ্ধাঃ ।

করিয়া থাকেন । যাহারা সিক্ত পুত্র নহে, অথবা যাহাদের  
 যোগসিদ্ধি হয় নাই, তাহারা কি নিধি ( অমূল্য রত্ন বিশেষ )  
 জানিতে পারে ? ॥ ৭৩ ॥

অতএব ব্রাহ্মণদিগকে, বিশেষতঃ জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত  
 পূজা করিতে হইবে । দেব ! বুদ্ধি থাকিয়াও যে ব্যক্তি  
 বিয়ুগ্ধে জানিতে পারে না এবং না জানিয়াও দুঃখিত হয়  
 না, সেই ব্যক্তি পরম পশু ॥ ৭৪ ॥

পুত্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধে  
 অধীর হইয়া মিথ্যা হাঙ্গ পূর্বক এইরূপ বলিতে লাগিল ।  
 অহো ! ইহা অতীব আশ্চর্য্য ? ॥ ৭৫ ॥

বিড়াল যেরূপ মূষিকদিগকে স্তব করে এবং ময়ূর যেরূপ  
 নিজের শত্রু ভুজঙ্গদিগকে স্তব করিয়া থাকে, সেইরূপ  
 আমার পুত্র এই অশ্রু, ব্রাহ্মণদিগকে স্তব করিতেছে । এই  
 সকল কিন্তু নিশ্চয়ই অশুভের চিহ্ন, সন্দেহ নাই ॥ ৭৬ ॥

মূৰ্খগণ মহৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও লঘুতা প্রাপ্ত হইয়া

যদয়ং মংস্তুতঃ স্তুত্যাঃ স্তাবকান্ স্তোতি নীচবৎ ॥ ৭৭ ॥

রে মূঢ় দৃষ্টদাপৈশ্বর্য্যং মম ক্রমে হরিং মুহুঃ ।

কাকঃ স্মরতি বা নিম্বফলং চূতবনে স্থিতঃ ॥ ৭৮ ॥

কস্তে বহুগতো বিমূৰ্খং জানন্তি দ্বিজা বদ ।

অস্মাদৃশস্ত তু হরেঃ স্তুতিরেষা বিড়ম্বনা ॥ ৭৯ ॥

অবিদ্যমানং ত্বং বিমূঃ বর্ণয়ন্ বহুধা মুদা ।

তন্তুন্ বিনাম্বরং চিত্রং বয়ম্মত ইবেক্ষ্যসে ॥ ৮০ ॥

থাকে, কারণ, আমার পুত্র সকলের স্তুতিযোগ্য। আজ যাহারা আমার পুত্রকে স্তব করিবে, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার পুত্র ইতর লোকের মত সেই স্তবকারক ব্যক্তিদিগকেই স্তব করিতেছে ॥ ৭৭ ॥

অরে মুখ্য ! তুই আমার মহৎ ঐশ্বর্য্য স্বচক্ষে দেখিয়াও বারম্বার হরির কথা বলিতেছিস্। যেমন কাক আত্মবনে থাকি যাও নিম্বফল স্মরণ করিয়া থাকে ইহাও তদ্রূপ ॥ ৭৮ ॥

ব্রাহ্মণেরা যাহার স্তব করে, সেই বিমূঃ কে, বল দেখি ? যাহাকে তুই এত আদর করিয়া স্তব করিতেছিস্, আমাদের স্থায় লোকের এইরূপ হরির স্তুতি করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র ॥ ৭৯ ॥

বিমূঃ বিদ্যমান নাই। অথচ তুই সহর্ষে বারম্বার সেই বিমূঃ বিষয় বর্ণনা করিতেছিস্। এখন দেখিতেছি, তন্তু (সূত্র) রাশি ব্যতীত বস্ত্র বয়ন করিতে ইচ্ছা করাতে তোকে উন্মত্তের স্থায় লক্ষিত হইতেছে ॥ ৮০ ॥



অভিত্তি-চিত্রকর্ষেব খপ্প্পশ্চেব সৌরভং ।

মূঢ় নির্বিষময়ং গিমেণাঃ কিং ন জানাসি সংস্রবং ॥ ৮১ ॥

ত্বং পশ্যসি শিশুর্বিষ্ণুমপি সূক্ষ্মদৃশো বয়ং ।

বীক্ষমাণা ন পশ্যামো মন্তঃ পশ্যতি কোহপরঃ ॥ ৮২ ॥

নিন্দন্তমিথং তমুবাচ বালো

জ্ঞানার্ণবঃ স্বং পিতরং সরোমঃ ।

অভীরথিনঃ স পিধায় কর্ণে

গুরুশ্চ বাচ্যঃ পরগুরুর্বিমিত্রঃ ॥ ৮৩ ॥

অরে মূর্খ! ভিত্তিশূন্য স্থানে তুই চিত্রকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তুই আকাশকুন্তলের আশ্রয় লইতে বাসনা করিয়াছি। তুই কি জানিস্ না যে, বিষ্ণুর স্তব বা পরিচয়ের কোন মূল নাই, তাহা কেবল অলীকমাত্র ॥ ৮১ ॥

তুই বালক বলিয়া বিষ্ণুকে দেখিতেছি। কিন্তু আগরা সূক্ষ্মদর্শী হইয়া এবং তাহাকে দেখিতে চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পাইতেছি না, বস্তুতঃ আমি ভিন্ন আর অন্য কোন সূক্ষ্মদর্শী তাহাকে দেখিতে পাইবে ? ॥ ৮২ ॥

হিরণ্যকশিপু যখন এইরূপ বিষ্ণুনিন্দা করিতে লাগিল, তখন সেই জ্ঞানসিন্ধু বালক প্রহ্লাদ, কুপিত হইয়া আপনার পিতাকে বলিতে লাগিলেন। বলিবার কালে বালকের কোন ভয়, অথবা খেদ উপস্থিত হইল না। কিন্তু পিতার কথা শুনিয়া অঙ্গুলিদিয়া কর্ণযুগল আচ্ছাদন করিল। প্রহ্লাদ নির্ভীক চিত্তে বলিলেন, “যিনি পরমগুরু নারায়ণের শত্রু, তিনি পিতা হউন, তথাপি তাঁহাকে তিরস্কার করা কর্তব্য” ॥ ৮৩ ॥

সত্যং ন জানাসি মুনীন্দ্রগুহ্যং  
 জড়স্বভাবোহ্য জড়স্বভাবঃ ।  
 অকম্পনং তং বহুকম্পনম্ভুং  
 নিগূঢ়তম্ভুং প্রকটার্থদর্শী ॥ ৮৪ ॥  
 জ্ঞানেন মেমাং বিদধে বিধাতা  
 পরায়ণং কেবলচক্ষুরাদি ।  
 কারুণ্যপাত্রং বত দেহিনস্তে  
 কথং বিজানীষুরতীন্দ্রিয়ং তং ॥ ৮৫ ॥  
 মনস্তত্ত্বেন্দ্রিয়কমস্তি লবং

পিতঃ ! আপনি জড়প্রকৃতির লোক, এই সংসারে  
 আপনি নানাবিধ তরঙ্গ পড়িয়া অনেকবার কম্পিত হইয়া-  
 ছেন । আপনি কেবল এই প্রকাশ্য বাহ্য বিষয় সকল দর্শন  
 করিয়া থাকেন । আপনার সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাই । হস্তাং যঁহার  
 স্বভাব চৈতন্যস্বরূপ, তিনি কিছুতেই কম্পনান নহেন, মুনীন্দ্র-  
 গণ ধ্যান করিয়া যঁহার নহিমা অবগত হইতে পারেন না  
 এবং যঁহার তত্ত্ব অত্যন্ত নিগূঢ়, সত্যই আপনি তাঁহাকে  
 ( হরিকে ) জ্ঞানেন না ॥ ৮৪ ॥

সেই জগদীশ্বর হরি, জ্ঞান দ্বারা যে সকল মানবের,  
 কেবল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দিগকে পরম অবলম্বন স্বরূপ করিয়া-  
 ছেন, হায় ! সেই সমস্ত দেহধারী জীবগণ কিরূপে সেই দয়া-  
 সিদ্ধ এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর হরিকে জানিতে পারিবে ? ॥ ৮৫

সাধারণ মানবের এক মন আছে সত্য । অথচ এই মনই  
 কেবল বিষ্মকে জানিতে পারে । ঈশ্বরের বিষয় এই, মানব-

মাংসর্ষ্যদন্তশ্বরপঙ্কলিপ্তং ।  
 পুংসাং মনস্তং সমলং বিশুদ্ধং  
 বিষ্ণুং কথং বেদয়িতুং প্রভু স্মৃতং ॥ ৮৬ ॥  
 বিচক্ষণাস্তস্মাৎ মনানি সমাগ-  
 বিধুয় বৈরাগ্যজলেন কেচিৎ ।  
 শুদ্ধেন তেনাথ বিদন্তি শুদ্ধং  
 স গোচরঃ স্মৃতং কথমস্মদাদেঃ ॥ ৮৭ ॥  
 মাংসর্ষ্যালোভশ্বরোমশিস্যাঃ  
 পশ্চেন বিষ্ণুং যদি তং বয়ং ।

গণেশ মন, মাংসর্ষ্য, কাম ও অহঙ্কাররূপ পঙ্কে লিপ্ত হই-  
 যাচ্ছে। স্ততরাং মানবদিগের এইরূপ মন নিতান্ত মলিন।  
 এইরূপ মলিন ও অপবিত্র মন কিরূপে পবিত্র এবং বিমল  
 বিষ্ণুকে জানিতে সক্ষম হইবে ? ॥ ৮৬ ॥

বিচক্ষণ জ্ঞানিগণ কোন এক অপূর্ব অগচ পবিত্র, বৈরাগ্য  
 রূপ জল দ্বারা সম্যকরূপে সেই মনের মলরাশি প্রক্ষালন  
 করিয়া, পরে সেই পবিত্র মনোদ্বারা বিশুদ্ধ বিষ্ণুকে জানিতে  
 পারেন। তখন বিষ্ণু সেই পবিত্রচেতাঃ মানবের নেত্রপথে  
 আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অতএব তিনি আগাদের ন্যায়  
 পাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকটে আবির্ভূত হইবেন কেন ? ॥ ৮৭ ॥

আমরাও যদি কাম, ক্রোধ, লোভ ও মাংসর্ষ্যের অধীন  
 বা দাস হইয়া, সেই বিষ্ণুকে দেখিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে  
 শ্রেষ্ঠমুনিগণ গলিতপত্র ভোজন করিয়া কেনই বা অতীক্ষ

তং কিং বৃথাটান্সকযোগতন্মৈঃ  
 ক্লিষ্টত্যাগং পৰ্ণভূজো মুনীন্দ্রাঃ ॥ ৮৮ ॥  
 অহং তং তাত ন বেদ্বি সম্যক্  
 জ্ঞাতঃ স চেৎ সৰ্ব্বময়ঃ স্বথাত্মা ।  
 পুনৰ্ন ভেদপ্রবণেন পুংসাং  
 ভাব্যং বিভূস্তুর্হি বিমুক্তিরেষা ॥ ৮৯ ॥  
 বয়স্ত তাদৃক্স্থিতিকাজ্জিগীষ্যপি  
 বৃথা হতাশাস্তমজং ন বিদ্যঃ ।  
 কিকিৎ কদাচিদ্যদি তাত্ত বিদ্য-  
 স্ত্যৈব মায়া পুনরাবৃণোতি ॥ ৯০ ॥

তত্তাবদাস্তাং ভূয়োহপি কারণং বিষ্ণুদর্শনে ।

ক্লেশ পাইবেন এবং কেনই বা বৃথা অটান্সযোগের অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ৮৮ ॥

পিতঃ ! আমিও সেই বিষ্ণুকে সম্যকরূপে জানি নু। সেই সৰ্ব্বময়, স্বখস্বরূপ, মহাপ্রভু হরিকে জানিতে পারিলে আর মানবের পুনর্ব্বার ভেদজ্ঞান থাকে না, এবং তাহা হইলেই মুক্তি হইল ॥ ৮৯ ॥

আমরাও সেইরূপে থাকিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছুক আছি সত্য, কিন্তু বৃথা নিরাশ হইয়া সেই বিষ্ণুকে জানিতে পারি-  
 লাম না । পিতঃ ! যদি কখন কিছু জানিতে পারি, আবার  
 তাঁহার মায়া আসিয়া আবরণ করে, অর্থাৎ তদ্বস্ত জ্ঞানিতে  
 দেয় না ॥ ৯০ ॥

বিষ্ণুকে না দেখিবার যে সকল কারণ আছে, এক্ষণে

শৃণু মাৎসর্য্যবস্ত্রং হি জ্ঞানান্ধাবরণং দৃঢ়ং ॥ ৯১ ॥

মাৎসর্য্যাদীক্ষ্যাসে বিষ্ণুং তত এনং ন পশ্যসি ।

লোচনে হৃদৃঢ়ং বন্ধা দিদ্মস্তুঃ কিমিহেক্ষতে ॥ ৯২ ॥

ভক্তিপূতো দিদ্মিস্তুতং তদ্ভ্যক্ষ্যসি জগন্ময়ং ।

দিব্যাঞ্জনাত্তনয়নঃ সিদ্ধোহৃদৃশ্চমিবৌষধং ॥ ৯৩ ॥

স্বমায়য়া জগৎ কৃৎস্নং বশীকুর্ব্বন্নপীশ্বরঃ ।

বিষ্ণু ভক্তৈক্যকয়া চিত্রং বশো ভবতি দেহিনাং ॥ ৯৪ ॥

তমনিচ্ছন্ সুখাত্মানং সর্ব্বদুঃখাশ্রয়ঃ স্বয়ং ।

পুনর্ব্বার তত্ত্বং কারণ থাকুক । যাহা দ্বারা জ্ঞানের অঙ্গ দৃঢ়-  
রূপে আবরণ করা যায়, সেই মাৎসর্য্যরূপ আবরণ বস্ত্রের  
বিশেষ আবরণ করুন ॥ ৯১ ॥

আপনি মাৎসর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বিষ্ণুকে দেখিতেছেন  
তাহাতেই দেখিতে পাইতেছেন না । দেখুন দর্শনাভিলাষী  
ব্যক্তি দৃঢ়রূপে বস্ত্র দ্বারা নেত্রযুগল বাঁধিয়া কি এই জগতে  
কিছু দেখিতে পায় ? ॥ ৯২ ॥

যে রূপ দিব্য অঞ্জন (°কাজল) চক্ষে মাখাইলে সিদ্ধ-  
পুরুষ অদৃশ্য ঔষধ দর্শন করিতে পারেন, সেইরূপ আপনি  
ভক্তিপূত হইয়া যদি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা  
হইলে সেই বিশ্বময় বিষ্ণুকে দেখিতে পাইবেন ॥ ৯৩ ॥

যদিচ তিনি আপনার মায়াদ্বারা এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড বশী-  
ভূত করিয়া থাকেন সত্য, তথাপি এই আশ্চর্য্য 'যে, তিনি  
দেহিদিগের একমাত্র ভক্তিদ্বারা বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ৯৪ ॥

যে ব্যক্তি সুখস্বরূপ এবং সুসেব্য বিষ্ণুকে স্বয়ং ইচ্ছা

জনঃ স্তম্বেব্যং মূঢ়াত্মা শোচ্য এব কিমুচ্যতে ॥ ৯৫ ॥

ইতি প্রহ্লাদবচনং নিশম্য সুরকণ্ঠে হঃ ।

১৬. অকুটীবিকটাতোপঃ ক্ষুটক্রোধোদ্ভটাননঃ ॥ ৯৬ ॥

ববর্ষ বৈষ্ণবে সুনৌ ভৎসনাশনিসঙ্কয়ং ।

তমেব ভাবং নূহরৌ সূচয়ন্নখিলাত্মনি ॥ ৯৭ ॥

মুঢ়ঃ স্বশরণাচ্চৈনং গোবিন্দশরণং দ্বিজাঃ ।

নির্বাসয়ামাস ভট্টেরায়ুঃশেষমিবাত্মনঃ ॥ ৯৮ ॥

জিহ্বাং নিরীক্ষ্য চ প্রাহ চাধরং কম্পয়নুনা ।

না করে, সেই ব্যক্তি সকল দুঃখের আধার হইয়া থাকে এবং সেই মূঢ়মতি যে সকলের শোচনীয় হইবে, তাহা কি আর বলিতে হয় ? ॥ ৯৫ ॥

দেবশত্রু হিরণ্যকুশিপু প্রহ্লাদের এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহার মুখে স্পষ্ট ক্রোধচিহ্ন লক্ষিত হইল এবং অকুটী দ্বারা তাঁহার মুখের বিকট ভঙ্গী প্রকাশ পাইল ॥ ৯৬ ॥

তখন দৈত্যপতি বিষ্ণুপরায়া পুত্রের উপরে তিরস্কার-রূপ বজ্র সকল বর্ষণ করিতে লাগিল । তাহাতে বোধ হইল যেন, দৈত্যরাজ বিশ্বময় বিষ্ণুর প্রতিই সেই ভাব সূচনা করিয়া দিতেছে ॥ ৯৭ ॥

মূঢ়মতি দৈত্যরাজ গৈলু দ্বারা বিষ্ণুশরণাগত প্রহ্লাদকে নিজ গৃহ হইতে নির্বাসিত করিয়া দিল, ইহাতে বোধ হইল যেন বিষ্ণুর শরণাগত প্রহ্লাদকে বহির্গত করাতে নিজের পরমায়ুরই অবশিষ্টাংশ বহির্গত করিয়া দেওয়া হইল ॥ ৯৮ ॥

তখন তিনি ক্রোধে অধর কম্পিত করিয়া এবং সেই

বাহি বাহি দ্বিজপশো মাধু শাধি শিশুং মম ॥ ৯৯ ॥

প্রসাদ ইত্যেব বদন্ স বিপ্রো

জগাম গেহং খলরাজসেবী ।

বিষ্ণুং বিষ্ণুজ্যায়চরচ্চ দৈত্যং

কিং বা ন কুৰ্যুর্ভরণায় লুকাঃ ॥ ১০০ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে প্রহ্লাদ-  
চরিতেহষ্টমোহধ্যায়ঃ । \* ॥ ৮ ॥ \* ॥

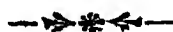
কুটিলাভাবে ( অথবা কুটিল ব্রাহ্মণকে ) নিরীক্ষণ করিয়া  
বশিতে লাগিলেন । অরে ব্রাহ্মণপশো ! যাও যাও, আমার  
পুত্রকে ভাল করিয়া শাসন কর ॥ ৯৯ ॥

“ইহা আপনার অনুগ্রহ” এই কথা বলিয়া, নৃশংসরাজ-  
সেবী ব্রাহ্মণ গৃহে গমন করিলেন । তিনি বিষ্ণুকে পরি-  
ভ্রমণ করিয়া, সেই দৈত্যেরই সেবা ও অর্চনা দি করিতে  
লাগিলেন । লুকা ব্যক্তিগণ ভরণ পোষণ হইবে বলিয়া, কি  
অকার্য্যই না করিয়া থাকে ? ॥ ১০০ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারায়ণ-  
বিদ্যারত্নানুবাদিতে প্রহ্লাদচরিতে অষ্টম অধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥ \* ॥

## হরিভক্তিসুধোদয়ঃ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।



শ্রীনারদ উবাচ ॥

মোহপ্যাশু নীতো গুরুবেশ্য দৈতৈ-

দৈত্যৈশ্চসূনুগুরুভক্তিভূষঃ ।

অশেষবিদ্যানিবহেন মাকং

কালেন কৌমারমবাপ যোগী ॥ ১ ॥

প্রায়েণ কৌমারমবাপ্য লোকঃ

পুষ্যাতি নাস্তিক্যমসদ্রতিঞ্চ ।

তস্মিন্ বয়স্শুশ্রু বহির্বিরক্তিঃ

কৃষ্ণে তুচ্ছিত্রমজে চ ভক্তিঃ ॥ ২ ॥

বদ। কলাভিঃ সকলাভিরেম

শ্রীনারদ কহিলেন, দৈত্যগণ যখন শীঘ্র দৈত্যপতির পুত্র সেই প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে লইয়াগেল, তখন প্রহ্লাদের গুরুভক্তি অলঙ্কার হইয়াছিল। অবশেষে যোগনিষ্ঠ প্রহ্লাদ, যথাকালে নানাবিধ বিদ্যার সহিত কৌমার অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১ ॥

প্রায়ই সাধারণ লোকে কৌমার দশা প্রাপ্ত হইয়া নাস্তিকতা অবলম্বন করে এবং অসং বিষয়ে অনুরক্তি দেখাইয়া থাকে। কিন্তু সেই কৌমার বয়সে এই বালকের বাহ্যপদার্থে বৈরাগ্য এবং সেই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি জন্মিয়াছিল, ইহাই আশ্চর্য্য ॥ ২ ॥

যে সময়ে নিজের সকল প্রকার (চতুষষ্টি প্রকার নৃত্য গীতাদি) কলাদ্বারা এই বালক, সম্যকরূপে পরিপূর্ণ হইল



পূর্ণো ভবেন্নৈব তদাশ্চ সম্যক্ ।

প্রকাশিতানন্তপদঃ সমস্তাঃ

প্রজ্ঞানচন্দ্রস্ত কলাঃ পুপোন ॥ ৩ ॥

ক্ষয়িষু তারাহ্ ভয়ব্যতীতং

প্রজ্ঞানসংজ্ঞং বিভূমস্তদোমং ।

সদোদিতং প্রাপ্য নবং স চন্দ্রঃ

রেজেহকলঙ্কং হৃতসর্ব্বতাপং ॥ ৪ ॥

দৈত্যেন্দ্রভীত্যা গুরুণাপ্যনুভূতং

নাই, তখন বালকের অনন্তপদ প্রকাশিত হইয়াছিল । অবশেষে সেই জ্ঞানরূপ শশধর ( প্রহ্লাদ ) সমস্ত কলা ধারণ করিলেন ॥ ৩ ॥

তখন প্রহ্লাদ সেনুতন চন্দ্র পাইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন । সেই চন্দ্র স্বর্গীয় চন্দ্র অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন । আকাশস্থ চন্দ্রের রাহুভয় ও কলাক্ষয় আছে, কিন্তু এই চন্দ্রের ক্ষয়রূপ রাহুভয় অতীত হইয়াছে । এই চন্দ্রের নাম প্রজ্ঞান, ইহা বিভূ তুল্য এবং ইহার সকল দোষ অপগত হইয়াছে । আকাশে শশী সর্বদা উদিত হন না এবং তাঁহার কলঙ্ক আছে, এই প্রজ্ঞান চন্দ্র সর্বদাই সমুদিত এবং নিরুলঙ্ক । আকাশের চন্দ্রদ্বারা কেবল বায়ু তাপ দূরীভূত হয়, কিন্তু এই চন্দ্রদ্বারা হৃদয়ের সকল প্রকার তাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

দৈত্যরাজের ভয়ে প্রহ্লাদের গুরু, পরব্রহ্মের কথা

ব্রহ্মাশ্রম সাক্ষাদপরোক্ষমাসীৎ ।

হরেঃ প্রসাদেন মহাস্বরশো

স্থিতে হি দীপেন ন দৃশ্যদৃষ্টিঃ ॥ ৫ ॥

গুরুপাদেশাংশ্চ বৃথৈব গন্ত্যে

মহামতেমূঢ়মতেভৃশঞ্চ ।

নিরাময়স্তেহ কিমৌষধেন

পুংসস্তথৈবোৎকটবক্ষভাজঃ ॥ ৬ ॥

অথ সম্পূর্ণবিদ্যং তং কদাচিদ্বিত্তিজেশ্বরঃ ।

আনান্য প্রণতং গ্রাহ প্রহ্লাদং দৈত্যপুঙ্গবঃ ॥ ৭ ॥

বলেন নাই, তথাপি সেই হরির অনুগ্রহে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। কারণ দিবাকর বিদ্যমান থাকিতে, নিশ্চয়ই দীপদ্বারা দৃশ্যবস্তু দেখিতে হয় না ॥ ৫ ॥

মহাজ্ঞানি এবং অত্যন্ত মূঢ়গতি ব্যক্তিকে অতিশয় গুরুপদেশ প্রদান করা আমার গতে কেবল বৃথাযাত্র। দেখ, যে ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত নহে, এই জগতে তাহাকে ঔষধ প্রদান করা অনর্থক। অথচ যে ব্যক্তি অসাম্য যক্ষ্মরোগে অভিভূত, তাহাকেও ঔষধ দান করিলে কোন ফলোদয় হয় না ॥ ৬ ॥

অনন্তর একদা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে আনিইলেন। তখন প্রহ্লাদ গুরুগৃহে থাকিয়া, বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া হরির প্রসাদে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। প্রহ্লাদ যখন দৈত্যরাজের নিকটে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন ঐ দৈত্যরাজ তাহাকে বলিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

জ্ঞাতং দ্বিজোক্তং তৎকৃৎস্নমসদিত্যদ্য কিং ত্বয়া ।.

যেনাৰ্বাক্ ছাদিতো হ্যসীৰ্ভগ্নন্তোবাগ্নিরপ্রভঃ ॥ ৮ ॥

সাক্ষজ্ঞাননিধেৰ্বাল্যান্মুক্তোহসি স্তরসূদন ।

ইদানীং ভ্রাজসে ভাস্বামীহারাদিব নির্গতঃ ॥ ৯ ॥

বাল্যে বয়স্ক ত্বগিব দ্বিজৈর্জাড্যায় মোহিতাঃ ।

বয়সা বর্দ্ধমানেন পুত্রকৈবং স্তশিক্ষিতাঃ ॥ ১০ ॥

তদদ্য ত্বয়ি ধূর্যোহহং সর্বকণ্টকতাধুরঃ ।

বিগ্নস্ত স্মাং চিরধ্বতাং স্তথী পশ্যন্ শ্রিয়ং তব ॥ ১১ ॥

তুমি অদ্য যে সকল ব্রাহ্মণের বাক্য জানিয়াছ, তাহা কি মিথ্যা ? । কারণ, ভাস্বদ্বারা যেরূপ অগ্নি আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তুমি ব্রাহ্মণের কথা জানিয়া পশ্চাৎ আচ্ছাদিত হইয়াছ ॥ ৮ ॥

হে দৈতকুলের বংশধর ! হে দেবনীশন প্রহ্লাদ ! অজ্ঞানের আম্পদস্বরূপ বাল্যকাল হইতে যে উত্তীর্ণ হইয়াছ, ইহা ভাস্বই হইয়াছে । এক্ষণে তুমি হিগনির্মুক্ত দিবাকরের মত দীপ্তি পাইতেছ ॥ ৯ ॥

হে পুত্র ! বাল্যকালে তোমার মত ব্রাহ্মণগণ আমাদিগকেও জড়তায় মোহিত করিয়াছিল । পরে যখন বয়স বাড়িতে লাগিল, সেই সময়ে আমরাও এইরূপে স্তশিক্ষিত হইয়াছি ॥ ১০ ॥

এক্ষণে তুমি ভারবহন ক্ষম হইয়াছ । অতএব অদ্য তোমার উপরে সমস্ত কণ্টকময় রাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া এবং যখন ই রাজলক্ষ্মী তুমি বহুকাল বহন করিতে থাকিবে, ন তোমার সেই শ্রী দেখিয়া আমি স্তথী হইব ॥ ১১ ॥

গুরুশ্চ নীতিনৈপুণ্যং সমাগ্রেহবর্ণয়ন্তব ।

ন চিত্রং পুত্র তচ্ছোক্তং বিচিত্রং বাঙ্কতঃ ক্রতীঃ ॥ ১২ ॥

নেত্রয়োঃ শত্রুদারিদ্ৰ্যং শ্রোত্রয়োঃ স্ততসূক্তয়ঃ ।

যুদ্ধত্রণঞ্চ গাত্রাণাং মানিনাং হি মহোৎসবঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রুত্বৈতি নিকৃতিপ্রজ্ঞ-রক্ষঃপতিবচস্ততঃ ।

জগাদ যোগী নিঃশঙ্কং প্রহ্লাদঃ প্রণতো গুরুং ॥ ১৪ ॥

সূক্তয়ঃ শ্রোত্রয়োঃ সত্যং মহারাজমহোৎসবঃ ।

কিন্তু তা বৈষ্ণবীবাচো মুক্তা নান্যা বিচারয় ॥ ১৫ ॥

নীতিঃ সূক্তিকথাশ্রাব্যা শ্রাব্যং কাব্যঞ্চ তদ্বতঃ ।

বৎস ! পূর্বে তোমার গুরুও “তোমার যে নীতি শাস্ত্রে নৈপুণ্য হইয়াছে” তাহা বলিয়াছিল । তুমি যখন নার্মাবিশ্ব ক্রতি জানিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তখন তোমার পক্ষে নীতি শাস্ত্রের দক্ষতা বিচিত্র নহে ॥ ১২ ॥

তুমি চক্ষে শত্রুগণের দরিদ্রতা দর্শন, দুইকর্ণে পুঞ্জিত নীতিশাস্ত্রসম্বন্ধে বাণী সকল শ্রবণ এবং শরীরে যুদ্ধকৃত অস্ত্র-ক্ষত এই গুলি মানিলোকের মহোৎসব জানিবে ॥ ১৩ ॥

অনন্তর শঠবুদ্ধিসম্পন্ন দৈত্যরাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগপরায়ণ প্রহ্লাদ, প্রণত হইয়া নির্ভীক-চিত্তে পিতাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

মহারাজ ! সত্যই পুঞ্জিত-সুন্দর উক্তি সকল কণযুগলের মহোৎসব । কিন্তু আপনি সেই সকল বিষয়সংক্রান্ত বাক্য পরিত্যাগ করিয়া, অন্যান্য বাক্যের বিচার করিবেন না ॥ ১৫ ॥

সূক্তিকথা শ্রবণ করিতে হইবে, ইহাই নীতি ।

যত্র সংসৃতি দুঃখোঘরুক্ষাগ্নির্গীয়তে হরিঃ ॥ ১৬ ॥ .

দুর্বন্ধং বা সুবন্ধং বা বচস্তং সন্তিরীড়্যতে ।

অচিন্ত্যঃ শ্রুয়তে যত্র ভক্ত্যা ভক্তেপ্সিতপ্রদঃ ॥ ১৭ ॥

অর্থশাস্ত্রেণ কিং তাত যৎ স্বসংসৃতিবর্দ্ধনং ।

শাস্ত্রশ্রমেণ কিং তেন সেনাতৈশ্চ বিহিংস্রতে ॥ ১৮ ॥

নীতিভিঃ সম্পদস্তাভির্বহ্ম্যঃ স্মার্মগতা দৃঢ়াঃ ।

তাভির্বন্ধো ভবান্তোধো নিগজ্জতেষ্য দুশ্মতিঃ ॥ ১৯ ॥

যে কাব্যে সংসার জনিত দুঃখরাশির ভীষণ অগ্নি সদৃশ হরিকথা কীর্তিত হইয়াছে, সেই কাব্যই যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে হইবে ॥ ১৬ ॥

অচিন্তনীয় মহিমা সম্পন্ন এবং ভক্তজনের অভীষ্টদাতা হরির কথা, যে কাব্যে ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করা যায়, সেই কাব্যের বাক্য ভালরূপে রচিত হোক, অথবা মন্দভাবে , পণ্ডিতেরা সেই বাক্যের প্রশংসা করিয়া থাকে:

পিতঃ । যাহা দ্বারা নিজের সংসারপথ বুদ্ধি পাইয়া থাকে, সেই অর্থশাস্ত্রে প্রয়োজন কি ? এবং যাহা দ্বারা আত্মহিংসা উপস্থিত হয়, তাদৃশ শাস্ত্র পাঠে পরিশ্রম করিয়া কি হইবে ? ॥ ১৭ ॥

এ প্রকার নীতিশাস্ত্র দ্বারা মমতার আশ্রয় স্বরূপ সম্পত্তি সকল বন্ধ হইয়া আছে । দুরাচার মানব মমতার আশ্রয় স্বরূপে সেই সমস্ত সম্পত্তি দ্বারা বন্ধ হইয়া ভবমাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

দরিদ্রাণাং ত্বং ভূয়াংসি মমতাবন্ধনানি হি ।

কদাচিৎস্তুরেয়ুস্তে বিরক্তা ভববারিধেঃ ॥ ২০ ॥

স্বস্থেন সম্পদস্তত্ত্বান্ন কাংক্ষ্য নীতিশাস্ত্রতঃ ।

ব্যাধয়ঃ প্রার্থনীয়াঃ কিং ব্রথা তুচ্ছৌষধাদনাং ॥ ২১ ॥

তিং স্বীকুর্বন্তি বিদ্বাংসঃ শাস্ত্রং যেন ভবাভিধঃ ।

অনাদিহৃদতে শত্রুর্গহাস্ত্রং স্তভটা যথা ॥ ২২ ॥

কিঞ্চ সাধনভূতা হি নীতয়ঃ সম্পদঃ ফলং ।

ফলসাধনভেদাদি লোকে বিষ্ণুগুণে কৃতঃ ॥ ২৩ ॥

দরিদ্রগণ কখন মমতাবন্ধনে বদ্ধ হয় না । কারণ, ঐরূপ মমতাবন্ধনে অধিকপরিমাণে আত্মতত্ত্ব বিবৃত হয় নাই । সেই সকল দরিদ্রেরা কখন বিরক্ত হইয়া ভবমাগর হইতে উদ্ধীর্ণ হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

অতএব নীতিশাস্ত্র পড়িয়া স্বচ্ছচিত্তে ঐশ্বর্য্য কামনা করিবে না, আপনিস্ব স্ব স্ব ব্যক্তি হইয়া ব্রথা তুচ্ছ ঔষধ ভক্ষণ করিয়া কেন আরব্যাদি ঔষধ গ্রহণ করিবেন ॥ ২১ ॥

যে রূপ স্বযোদ্ধগণ মহাস্ত্র অবলম্বন করিয়া স্বীকার করেন, সেইরূপ বাহাদুরা ভবনাগর এই এই অনাদি শত্রু বিনষ্ট হইতে পারে, পণ্ডিতেরা তাহাকে শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

অপিচ, সাধনরূপ নীতি সমুদায়ই সম্পদের ফল জানিবেন । এই বিষ্ণুগুণ জগতে ফলভেদ এবং সাধনভেদ কি রূপে হইতে পারে ? ॥ ২৩ ॥

চেতনাচেতনং কৃৎস্নং জগদ্বিষ্ণুন্নয়ং যদা ।

কর্ত্ত্বুঃ সাধনসাধ্যা হি ভেদাস্তে তে তদা বৃথা ॥ ২৪ ॥

সমু বা সম্পদঃ সাধ্যাস্তাহ কিং সংফলং ভবেৎ ।

ভ্যক্ত্বা তদর্জ্জনে ক্লেশং ক্লেশক তদপায়জং ॥ ২৫ ॥

ধনবদ্ধময়ী লক্ষ্মীক্লিষ্ট্যালোগা ন চেত্ততঃ ।

যুজ্যেতাপ্যর্জনং তস্তা দৃষ্টগারা চ সা তদা ॥ ২৬ ॥

যদি বা দুর্ম্মতিঃ কশ্চিদ্ধাহলক্ষ্মীগবেক্ষতে ।

তথাপি নীতিভিঃ কিং স্ত্রাং সেবাঃ শ্রীশো হি সর্ব্বদঃ ॥ ২৭ ॥

যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই নিখিল বিশ্বমণ্ডল বিষ্ণুময়, তখন যে সকল ভেদ কর্ত্তার সাধনদ্বারা সাধ্য হইয়া থাকে, সেই সকল ভেদরাশি নিশ্চয়ই বৃথা জানিবেন ॥ ২৪ ॥

অথবা সম্পত্তি সকল সাধনায়ত্ত্ব হইলে তাহার উপার্জন ও তাহার ক্ষয় হইলে যে ক্লেশ হয়, তদ্ব্যতীতকে ঐ সকল সম্পত্তিতে কি সং ফল হইতে পারে ? ॥ ২৫ ॥

যদি শ্রী পুত্রাদি পরিভ্রমরূপ ধন এবং সম্পত্তি বিদ্যুতের গত চঞ্চল ( অস্থায়ী ) হইত, তাহা হইলে এক দিন ইহার উপার্জন যুক্তি সম্মত বিবেচনা করিতাম এবং যদি তাহার সারভাগ দেখিতাম, তাহা হইলেও সম্পত্তি অবলম্বন করা উপযুক্ত ভারিতাম, ॥ ২৬ ॥

অথবা যদি কোন মুঢ়মতি মানব বাহ্য সম্পত্তি দেখিতে পায়, তাহা হইলেও নীতিদ্বারা তাহার কি হইতে পারে। স্বরূপ সম্পত্তি নারায়ণের সর্ব্বদা সেবা করা তাহার উচিত ॥ ২৭ ॥

দদাত্যভ্যাস্তরাং লক্ষ্মীং বাহ্যং বা স্থিয়ার্চিত্তং ।

ভক্তিচিন্তানুগারেণ প্রভুঃ কারুণ্যমাগরঃ ॥ ২৮ ॥

কুব্জং মনসা সেব্যং লীলাস্বষ্টজগজ্জয়ং ।

অক্ষোভ্যং করুণাসিন্ধুং কৃষ্ণং কস্তাত নাশ্রয়েৎ ॥ ২৯ ॥

দৈবক্যং বাহ্যং তস্মাৎ সেব্যং শ্রাব্যঞ্চ সর্বদা ।

মুখুভির্ভবক্ৰেশান্মোচেমৈব স্থখং কচিৎ ॥ ৩০ ॥

যদি কোন হুমতি মানব ভক্তি পূর্বক বিষ্ণুপূজা করেন, তাহা হইলে দয়ার সাগর সেই মহাপ্রভু ভক্তজনের চিন্তানুসারে ( অর্থাৎ ভক্ত যেরূপ চিন্তা করিয়াছে, সেই প্রকারে ) দাস, দাসী, যান, প্রাসাদ প্রভৃতি বাহ্য সম্পত্তি এবং যম "ও নিম্নাদি ধ্যান সমাধি তুলা জ্ঞানোন্নতি প্রভৃতি আন্তরিক ঐশ্বর্যরাশি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

.. পিতঃ ! যিনি কুব্জ, বাঁহাকে হৃদয় দ্বারা উপাসনা করিতে হয়, যিনি অবলীল্য ক্রমে এই ত্রিভুবনের স্থিতি রাখেন, কেহই বাঁহাকে কোনস্থলকারে ক্ষেপণ করিতে পারে না, সেই দয়ার সাগর বিষ্ণুকে কেমন ব্যক্তি না অবলম্বন করে ? ॥ ২৯ ॥

অতএব যে সকল ব্যক্তি সংসারযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভের কামনা করিয়া থাকেন, তাহঁদের সকল ব্যক্তি সর্বদাই হরিকথা সংক্রান্ত কাব্য শ্রবণ করিবেন এবং সেই সকল প্রবন্ধ অবলম্বন করিবেন। নচেৎ আর কোথাও স্থখ হইতে পারে না ॥ ৩০ ॥



ইতি তস্মৈ বচঃ শৃণু সন্নোহনতসন্নিভং ।

জঙ্ঘাল দৈত্যঃ সন্তপ্তঃ সর্পিরস্তিরিবাধিকং ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদস্য গিরং পুণ্যাং জনসন্মোহনাশিনীং ।

নামশ্রুতাস্থরঃ অহোলুকো ভানুপ্রভামিব ॥ ৩২ ॥

পরিতো বীক্ষ্য স গ্রাহ ক্রুদ্ধো দৈত্যভটানিদং

হন্ত্যতামেষ কুটিলঃ শস্ত্রঘাতৈঃ স্তম্ভীমণৈঃ ।

উৎকৃত্যোৎকৃত্য মর্শ্মাণি রক্ষত্বেনমতো হবিঃ ॥ ৩৩

পশুভিদানীমেবৈষ হরিসংস্তবজং ফলং ।

কাকোল-গৃধ্র-কঙ্কেভ্যো হস্তাস্তং সংবিতজাতাং ॥

যেরূপ উত্তপ্ত হত জলসংযোগে অত্যন্ত অধিব

উক্ত, সেইরূপ দৈত্যরাজ হিবণ্যকশিপু পুত্রের

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপানলে জ্বলিয়া

পেটক যেরূপ দিবাচবের আলোক সহ

না, সেইরূপ অস্ত্রবপতি লোকদিগের

দেহ এইরূপ পবিত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া হউক, সকল কার্যেই

না ॥ ৩২ ॥

এ অস্ত্ররাজ চিত্রাঙ্গদ দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । এ

দৈত্যযোদ্ধৃগণকে ক

ঘাতদ্বারা ইহার

প্রাণ সংহার করিতে পারে ? নারায়ণ যেরূপে মানব-

এই বাহনদ্বারা চালিত করিতেছেন, তাহার

এখনই

বিত্ত

সি পিতা এবং পূজ্য । যাহাতে আপনার

কর্তব্য, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আমার কিছুতেই

মা ভূয়ঃ কর্ণপদবীং জলয়ন্তী মনো মম ।

যথা গচ্ছেদ্ধারিকথা তথৈনং নয়ত ক্ষরং ॥ ৩৫ ॥

অথোদ্যাতান্না দৈতেয়াস্তর্জয়ন্তঃ স্বগর্জিতৈঃ ।

মূঢ়্যতাদৃঢ়্যতং ধীরং তং জল্পঃ পতিচোদিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রোফ্লাদোহথ প্রভুং নত্বা ধ্যানবজ্রং সমাদদে ।

মহরচিত্তস্ত দেবেশপ্রসাদাৎ পূততাং গতঃ ॥ ৩৭ ॥

স সর্পিশাক্তেরীশস্য প্রসন্নস্য ঘৃণানিধেঃ ।

করাসুজেন শ্লেক্ষেন সর্বদ্বৈষু প্রমার্জিতঃ ॥ ৩৮ ॥

হঃ

হরির কথায় আমার হৃদয় দক্ক হইতেছে । অতএব

এই হরিকথা পুনরায় আমার কর্ণগোচর না হুয়,

তোমরা ইহাকে মারিয়া ফেল ॥ ৩৫ ॥

ভ্যগণ প্রভুর আদেশে প্রেরিত হইয়া অস্ত্র

সুর্জন গর্জন করিতে করিতে প্রফ্লাদের

প্রফ্লাদ কিন্তু নারায়ণের প্রায়শ্চিত্ত

পুনঃ হুয়া দৈব্যা দ্বৈষা মেই ধীর-

বৈষ্ণো ॥ ৩৬ ॥

দ্রিয়া ধ্যানরূপ বজ্র

দ্বৈষণের অনুগ্রহে

হ্যা, আপ-

সমার্জন

হরির

দধৌ চ তং প্রসাদেন বজ্রীকৃতং নিজং বপুঃ ।

অভেদ্যং হৃদৃঢ়ং বিকোন্মহিহ্নৈব ঘনীকৃতং ॥ ৩৯ ॥

অকৃত্রিমরসং ভক্তং তগিথং ধ্যাননিশ্চলং ।

ররক্ষ ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রহ্লাদং পরমেশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥

অথালরূপদাতৃশ্চ গাত্রে শস্ত্রাণি রক্ষমাং ।

লীলাঙ্গমকলানীব পেতুচ্ছিন্নাত্মনেকধা ॥ ৪১ ॥

কিং প্রাকৃতানি শস্ত্রাণি করিষ্যন্তি হরিপ্রিয়ং ।

১ তাপত্রয়-মহাস্ত্রৌষঃ সর্বৌষ্যস্মাদ্বিভেতি হি ॥ ৪২ ॥

তাঁহার প্রসাদে তিনি বজ্রের আয় নিজের শরীর  
করিলেন । বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বশতঃ প্রহ্লাদের দেহ  
অত্যন্ত দৃঢ় এবং ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৯ ॥

হরিভক্ত প্রহ্লাদের হরির প্রতি অকৃত্রি

মরস এখন তিনি এইরূপে ধ্যানগগ্ন হইলেন—  
ভগবান্ বিষ্ণু প্রহ্লাদকে রক্ষা ব

অনন্তর দৈত্যগণ প্রহ্লাদের  
করিল, সেই সকল

লীলা-কমলের দলর  
পতিত হইল ॥ ৪১ ॥

হরিভক্ত  
ভৌতিক

হিমময়িং তমঃ সূর্য্যং পদ্মগাঃ পতগেশ্ববং ।  
 নাসাদয়ন্ত্যেব যথা তথাত্মানি হরিপ্রিয়ং ॥ ৪৩ ॥  
 অন্তকাং কালকূটাক্ষ কালবাত্ম্যো লয়ালয়াং ।  
 বৈষ্ণবানাং ভয়ং নাস্তি রক্ষাক্তিশ্চৈবৈকৈশ্চ কিং ॥ ৪৪ ॥  
 পীড়য়ন্তি জনান্তাবদ্বাদ্যমো রাক্ষসাঃ গ্রহাঃ ।  
 যাবদগৃহাশয়ং দিষ্ণুং সূক্ষ্মং চেতো ন বিন্দতি ॥ ৪৫ ॥  
 তস্মিন্ পরানরে দৃষ্টে নৃণাং কিং দুর্জয়ং দ্বিজ ।

যে রূপ হিম অগ্নির কাছে থাকিতে পাবে না, যে রূপ  
 ঐ সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং যে রূপ  
 পতঙ্গরাজ গরুড়কে প্রাপ্ত হইতে পারে না, সেই রূপ  
 হরিভক্তিপরাষণ মানবের কাছে মাইতেও সমর্থ

য হইতে, কালকূট বিম হইতে, — ১১-  
 ১৩° প্রলম্বেব আনয় হস্ত ১৩ বৈষ্ণব-  
 ১৩এব ১৩ কের তুল্য দৈত্যগণ

দিষ্ণুকে মানবগণের  
 নাবৎকাল নানা-  
 মানবদিগকে

-রিতে

স সর্বজিদসর্বেশো যো জানাতি জগন্ময়ং ॥ ৪৬ ॥

নৈব চালয়িতুং শেকুঃ প্রহ্লাদং লঘবোহসুহৃদাঃ ।

• অন্তঃসারং স্মৃতহরিং স্মেরুগনিলা ইব ॥ ৪৭ ॥

তেহথ ভগ্নাস্রসকলৈঃ প্রতীপোথৈরিতস্ততঃ ।

হৃদমানা স্তবভক্ত সদ্যঃ ফলদবৈরিব ॥ ৪৮ ॥

ন চিত্রং বিবুধানাং তদজ্ঞানাং বিশ্বয়াবহং ।

বৈষ্ণবং বগ্নালোক্য রাজা নৃনং ভয়ং দধে ॥ ৪৯ ॥

আজ্ঞা তাবভদ্রেহে নৈব লঙ্কাস্তরং ভয়ং ।

তখন সেই মনুষ্য সমুদায়কে জয় করে এবং সেই ব্যক্তি  
সকলের ঈশ্বর হয়, যে ব্যক্তি বিশ্বময় বিষ্ণুকে জা  
পারে ॥ ৪৬ ॥

যে রূপ সগম্য পবন দ্বারা স্মেরু পর্বত

না, সেইরূপ অন্তঃসার সম্পন্ন এবং হরিধ্যান

তুচ্ছ অসুখ কল্পিত করিতে পারে না

অনন্তর সেই দৈত্য

বিরোধসম্মত ভয় অস্রথ

হইয়া তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত

দৈত্যগণ ফিরিয়া

বিশ্বরূপ হইয়া

শক্তি অবলোক

ছিল ॥ ৪৯ ॥

জন্ম

৩য়

তদাবিশজ্জাতকলং শ্রীভাগবতপীড়য়া ॥ ৫০ ॥

স সম্ভ্রান্তো দৈত্যরাজঃ কিমেতদिति বিস্মিতঃ ।

তসৌ তুষ্ণীং ক্ষণং ভীতঃ পন্নগেনেব বেষ্টিতঃ ॥ ৫১ ॥

পুনস্তস্মৈ বধোপায়ং চিন্তয়ত্যেব দুর্শ্মতিঃ ।

স্বকর্ম্মপ্রের্যমাণো বা কিং কুর্য্যাদবশো জনঃ ॥ ৫২ ॥

সমাদিশং সমাহুয় দন্দশূকান্ স্তত্খুর্বিমান্ ।

অশস্ত্রবধযোগ্যোহয়মনাধ্যচরিতোহমকং ॥ ৫৩ ॥

তস্মাদ্ভবদ্ভিন্নচিরাদ্ধন্যতাং পরনায়ুধাঃ ।

কিন্তু তদন্ত শ্রীপ্রহ্লাদের গীড়ন করাতে তদীয়  
বলবেগে ভয়সঞ্চার হইয়াছিল ॥ ৫০ ॥

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু সম্ভ্রমের সহিত “ইহা কি  
হাঁ + আশঙ্কা করিয়া, মর্পবেষ্টিত মানবের ন্যায়  
ন গোণাবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিও

৭৮

প্রহ্লাদে বধোপায় চিন্তা

৭ পরিচালিত হইয়া

কিহু ? ॥ ৫২ ॥

৮ নাকিয়া আদেশ

৯ শস্ত্রদ্বারা বধ

শস্ত্র দ্বারা

১০

১১

দক্ষং স্বভূজমপ্যাশু ছিন্দ্যাদেব কুলদ্রুহং ॥ ৫৪ ॥

ধাতয়িয্যাম্যমুং পুত্রং সদা কৃতপরস্তবং ।

হিরণ্যকশিপোঃ শ্রেষ্ঠা বচনং তদ্বুজঙ্গমাঃ ॥

তত্শাজ্ঞাং জগৃহ্মর্কু। প্রহর্ষাদ্ধনবর্তিনঃ ॥ ৫৫ ॥

অথ জুলদগরলকরালদংশিণঃ

ক্ষুটক্ষুরদদশনসহস্রভীষণাঃ ।

অকর্ণকা হরিগহিমস্বকর্ণকা

হরিপ্রিয়ং দ্রুততরমাপতন্ ত্রুধা ॥ ৫৬ ॥

সমীক্ষ্য তান্ পরিপততঃ ফণীশ্বরা

পাপিষ্ঠকে বধ কর। সর্পদন্ডে নিজবাহুকেও শীঘ্র  
করা কর্তব্য। অতএব এই বংশনাশক ছুরায়া-  
করা উচিত ॥ ৫৪ ॥

যে সর্বদাই আমার শত্রুর স্তব করিঙ্গ  
এই কুলঙ্গার পুত্রকে বধ করাইব।  
ভুজঙ্গগণ হিরণ্যকশিপুর সেই বাঙ্ক-  
মস্তক দ্বারা তাহার ~~শ্রেষ্ঠা~~ ॥

তৎপরে প্রজ্জলিত

ভীষণ হইয়া উঠিল

মকল দীপ্তি পাই

কর্ণ ছিল না

হইয়াছিল

হরিভ

১৪

১৪৭

ন সম্ভ্রমঃ ফণিরিপুকেতনং ধিয়া ।  
 যযৌ স্ততোদিতিজপতেঃ সচ স্মৃতঃ  
 স্থিতোহভবদ্ধৃদি সহ সর্পশত্রুণা ॥ ৫৭ ॥  
 অথাদশান্ গরলধরাঃ সহস্রশো  
 বিধায় তং বিষশিখিধুমধুমরং ।  
 ন তেহবিদন্ হৃদি গরুড়ধ্বজং ধৃতং  
 ধৃতত্রতং দ্বিজ নিজভক্তরক্ষণে ॥ ৫৮ ॥  
 স চাস্মরদ্ধরিধৃতশঙ্খানিঃসরং-  
 স্তধারসপ্পুতমখিলং নিজং বপুঃ ।  
 অথাত্যতস্মরণস্থখামুতার্ণব-  
 স্থিতো বহির্ন চ স বিবেদ কিঞ্চন ॥ ৫৯ ॥

---

'ভাবে মনে মনে গরুড়বাহন নারায়ণের শরণাপন্ন  
 হান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি গরু-  
 ছদয়ে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৫৭ ॥  
 ৯৯ বিষধরগণ! বিষানলের ধ-  
 দংশান করিতে



তদা বভৌ ফণিনিকরৈবু'থাশ্রমৈ-  
 বৃতঃ সখী দ্বিজ ন হি বিস্মুরদ্বৈষৈঃ ।  
 যমস্বর্জলপটলে যদুদ্বহঃ  
 সলীলয়াবৃত ইব কালিয়ানুগৈঃ ॥ ৬০ ॥  
 গরায়ুধাসুচমপি ভেত্তু মল্লিকাং  
 বপুন্যজস্মৃতিবলভূর্ভীদীকৃতে ।  
 অলং ন তে হরিপুরুষস্য কেবলং  
 বিদশ্য তং নিজদশনৈর্বিনা কৃতাঃ ॥ ৬১ ॥  
 ততঃ স্ফুটং স্ফুটমগ্নিরহ্নমস্তক-  
 স্রবণ্মহারুধিরভূশাদ্রগূর্তয়ঃ ।

এতৎকালে সর্পগণের পরিশ্রম ব্যথা হইয়া গেল  
 বিমধরগণ প্রহ্লাদকে বেষ্টিত করিয়া রহিল ।

তখন প্রহ্লাদ পরমস্বখে দীপ্তি পাইতে লাগিল

স্বাধ হইতে লাগিল যেন, যমুনার জ

স্বাধ হইতে লাগিল যেন, যমুনার জ

স্বাধ হইতে লাগিল যেন, যমুনার জ

অলক্ষিতৈর্গরুড়শৈশ্চ খণ্ডিতাঃ  
 প্রহুদ্রবুদ্রতমনিলাশনা ভয়াং ॥ ৬২ ॥  
 ররক্ষ তং নিজপদভক্তমচ্যুতঃ  
 ফণিব্রজাদ্বিজ ন চ তত্র বিষ্ময়ঃ ।  
 মুকণ্ডুজং সকললয়ে স্থপালয়-  
 ভতোহপি কিং ত্রিজগদভূদযদৃচ্ছয়া ॥ ৬৩ ॥  
 ততঃ শ্রবৎক্ষতজবিমলমূর্তয়ো  
 দ্বিধা কৃতোদগতদশনা ভুজঙ্গমাঃ ।  
 সনৈত্য তে দনুজপতিং ব্যাজিঙ্গপন্

তৎকালে অলক্ষিত ভাবে শত শত গরুড় অসিয়া  
 'মর্প) দিগকে খণ্ড খণ্ড করিলে, অবশিষ্ট মর্পগণ  
 করিল ॥ ৬২ ॥

বায়ণ যে আপনার পাদপদ্মসেবি গ্রহণ  
 করিয়াছিলেন, সেই নি

—————

বিনিঃস্বসং প্রচলফণাঃ সুবিহ্বলাঃ ॥ ৬৪ ॥

তবান্নজং ন চ বয়মর্দিতুং ক্ষমাঃ

কথং প্রভো জিতহররাজকেশরী ।

স্বজেং স্ততং পরমুগবাধ্যমীদৃশং

মহদ্বলং তবচ স্ততশ্চ নাদ্বুতং ॥ ৬৫ ॥

অস্মাংস্ত জিজ্ঞাসামি চেং সমুদ্রান্

দৃষ্ট্যেব কুর্শ্মো বিমবহিদঙ্কান্ ।

প্রভো মহাদ্রীনপি ভস্মশেষাং-

স্তশ্মিন্নশক্তাস্ত তৈব বধ্যাঃ ॥ ৬৬ ॥

মহানুভাবশ্চ তবান্নজশ্চ

দৈত্যরাজের নিকটে আসিয়া এই কথা নিবেদন কৰি

প্রভো ! তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় ক

কিন্তু আমরা কিছুতেই আপনার পুত্রকে গীড়

নহি। হে মৃগেন্দ্র ! এই প্রকার পুত্র

বাধ্য করিতে পারিবেন ।

ইরূপে জ

ব্যাখ

বধে প্রযুক্তা গরুড়ৈর্হতাঃ স্মঃ ।  
 কাপ্যাগতৈস্তত্তনুবজ্রঘাতাং  
 স্বানিদ্রহাং নো দশনাশ্চ ভিন্নাঃ ॥ ৬৭ ॥  
 তদদ্রুতং দেব তদীয়গঙ্গ-  
 নক্ষোর্মণালং মুহুরদ্বিভাতি ।  
 বিদশ্যমানং প্রথরৈস্ত্ব দংষ্ট্রে-  
 দ্দন্তোদ্রিসারাজিগুণং কঠোরং ॥ ৬৮ ॥  
 ইথং দ্বিজিহ্বাঃ কৃতিনো নিবেদ্য  
 যমুর্বিষ্মক্টাঃ প্রভুনা কৃতার্থিাঃ ।  
 বিচিন্তয়ন্তঃ পদি বিস্ময়েন

যা নিযুক্ত হইয়া গরুড়গণ কর্তৃক নিহত হইয়াছি ।  
 তল কোন স্থান হইতে যে কোথায় আসিল,  
 রিলাগ না । তাঁহার শরীরে বজ্রাঘাত  
 অনিষ্ট করিয়াছি । তাহা

প্রহ্লাদসামর্থ্যনিদানমেব ॥ ৬৯ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিহৃদোদয়ে প্রহ্লাদ-  
চরিতে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ \* ॥ ৯ ॥ \* ॥

সামর্থ্য কি প্রকারে হইল, তাহার কারণ চিন্তা করি  
করিতে দৈত্যরাজ বিদায় দিলে, তাহার ভগ্ন-মনোরথ হই  
প্রস্থান করিল ॥ ৬৯ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিহৃদোদয়ে শ্রীরামনারা  
বিদ্যারত্নানুবাদিতে প্রহ্লাদচরিতে নবম অধ্যায় ॥ \* ॥ ৯ ॥

## हरिभक्तिमूढोदयः ।

दशमोऽध्यायः ।

—••••—

श्रीनारद उवाच ॥

अथाश्मरेशः सचिवैर्विचार्य  
निश्चित्य मूढं तमदण्डसाधुम् ।

आहूय माम्ना प्रणतं जगद्  
वाक्यं सदा निर्मलपुण्यचित्तम् ॥ १ ॥

प्रह्लाद हृष्टोऽपि निजान्नजातो  
बध्ना ईतव्यं कृपां ममादृतम् ।

हृष्टं सर्पान्मूढांश्च पश्चा-

दं स्थितोऽस्त्वयोऽद्य ॥ २ ॥

आन

॥ १ ॥

সামিচ্ছ্যানুগ্রহনিগ্রহাণাং  
 কর্তারমিথং নহি বেৎসি পূর্বং ।  
 যতস্বমস্মান্ পরিমুচ্য বাল্যাদ-  
 নামরূপং হরিমাজ্জিতোহসি ॥ ৩ ॥  
 ইতঃ পরং ত্বং ত্যজ পুত্র শত্রুং  
 দয়া হি রাজাং ন সদাস্ত্যবুদ্ধে ।  
 নাকার্য্যকার্য্যে বিষয়ন্তি রোমে  
 হনিষ্যমে শত্রুরতো বৃথা ত্বং ॥ ৪ ॥  
 কিস্মা ফলং তে পরসংশ্রয়েণ  
 কিস্মা ন সাধ্যং সত্যএব পুত্র ।

---

আমি ইচ্ছা করিলেই লোকেও অনুগ্রহ  
 করিয়া থাকি । তুমি আগাকে এইরূপে ক্র-  
 দ্ধের জানিতে পার নাই । কারণ, তু-  
 ণি আগাকেও পরিত্যাগ ক-  
 রিয়াছ ॥

স্বাধীনমেবাস্ত বলং বিচার্য্য  
 বিমূঢ়্য মৌখ্যং ত্যজ শত্রুপক্ষং ॥ ৫ ॥  
 পিতুর্বচস্তং পরিভাব্য দুষ্টং  
 মুকুন্দদাসঃ স স্তধীর্জগাদ ।  
 এতং করিষ্যামি সহস্রকুহ-  
 স্ত্রয়োদিতং শ্লক্ষতরং হি পশ্চাৎ ॥ ৬ ॥  
 পরাশ্রয়ৈঃ কিং স্ববলং বিচার্য্য  
 ত্যজারিপক্ষানিতিকৃত্যমেতং ।  
 সতাং হি বিত্নৈঃ সদনিচ্ছতাপ  
 বচঃ সদৈবাপ্যবশাহুদেতি ॥ ৭ ॥  
 বিচার্য্যতামার্য্য স চারিপক্ষঃ  
 প্রাচীরিষড়্‌বর্গহুতে ন কশ্চিৎ ।

তার নিজের আয়ত্ত দৈহিক-বল বিচার করিয়া

ক শত্রুপক্ষ পরিত্যাগ কর ॥ ৫ ॥

মুকুন্দদাস প্রহ্লাদ পিতামহ

ইরূপ



স্বাধীনমানন্দমমৌ হি পাপো-  
 রুণক্ষাভোগায় জনস্ত নিত্যং ॥ ৮ ॥  
 কামাদিভির্বঞ্চিত এষ লোক-  
 স্তাজত্যন্নন্তং প্রকৃতিপ্রযুক্তৈঃ ।  
 কুস্ত্রীপ্রযুক্তৈরিব দুৰ্ব্বোদগৈঃ  
 ভ্রান্তঃ পুমান্ স্বং পিতৃমাতৃপক্ষং ॥ ৯ ॥  
 একঃ সহস্রেষু ভবাদ্বিরক্ত-  
 স্ত্রিতাপখিনৌ বদি বিশ্বমেতি ।  
 হৃদং যথা গোস্তুমিতস্তত্ত্বং  
 নিবারয়ন্ত্যশ্বহরয়ঃ স্মরাদ্যাঃ ॥ ১০ ॥

প্রবল ছয়টি শত্রু ব্যতীত আর কেহই শত্রুপক্ষ না  
 ঐ পাপিষ্ঠ শত্রু সকল লোকের সাহায্যে  
 তাহার জন্য নিত্যই স্বাধীন আনন্দ রুদ্ধ  
 যেরূপ দুই স্ত্রীপ্রকৃত দুই কার্ণ  
 হইয়া নিজের

ত্যজ্যামি চৈনং রিপুপক্ষমার্য্য  
 শূণ্ণ চাত্মীয়বলং যদুত্তমং ।  
 বিক্ষোৰ্বলং সহহৃথিলাভূত-  
 স্তদন্ত এবাপরসংশয়শ্চ ॥ ১১ ॥  
 ইয়ঞ্চ মে তাত সদা প্রতিজ্ঞা  
 ত্যজ্যামি শত্রুপক্ষপক্ষান্ ভজিষ্যে ।  
 বলং ভজিষ্যে নিজমৈশম্যেব  
 সত্যশিষ্যো মে ভবতঃ প্রসাদাৎ ॥ ১২ ॥  
 যদৌষবচোক্তমনাগুরুপং  
 হরিং শ্রিতোহসীতি গুণঃ পরোহয়ং ।

আমি এই শত্রুপক্ষ পরিত্যাগ করিলাম ।  
 বলের কথা বলিয়াছেন; সেই বিষয়ে  
 নিজেই আত্মীয়বল । কারণ, তিনিই এক-  
 প । বিষ্ণু মাতীত আর যাঁহানই  
 তিনিই শত্রু বা অন্য-  
 বদ ।

সনামরূপেণ সনামরূপঃ সেব্যঃ  
 কথং স্ত্রাং স্বসমানরূপঃ ॥ ১৩ ॥  
 অবৈকুণ্ঠৈঃ সেব্যমানামরূপং  
 সনামরূপশ্চ বিকারযুক্তৈঃ ।  
 কার্পণ্যযুক্তৈঃ কৃপণো ন সেব্যঃ  
 কার্পণ্যহীনো ধনবান্ হি নাত্যঃ ॥ ১৪ ॥  
 অস্বল্পমহুস্মনম্বদীর্ঘ-  
 সনামরূপং যদনন্তবন্তু ।  
 তদেব সেব্যং ভবভীকরণার্য্য  
 তদ্রূপা বিষ্ণুঃ স তমেব কাঙ্ক্ষ ॥ ১৫ ॥

---

পদার্থের নামরূপ থাকাতে তিনিও নামরূপবিশি  
 তাঁহারই ভজনা করা কর্তব্য । এই সংসারে হরির  
 নিশিষ্ট আর কে হইতে পারে ? অতএব এক  
 কর্তব্য এবং অপরের সেবা অকর্তব্য ॥ ১

বিকৃত নহেন, তাঁহার

ন । হাঁ

যদ্বাহতি গুহ্য। স্থিরযোগিযোগ্যা।

অন্যথেষ্যমাস্তাং পরতত্ত্বনিষ্ঠা ।

ভাত স্ববক্তাদধিকপ্রমাণং

ভক্ষ্যং গ্রহীতুং নহি শক্যমতুং ॥ ১৬ ॥

অনামরাপো ন স মঞ্জুকেশী-

মহাঘভিঃ পুণ্যমহম্প্রনাগা ।

লীলাধ্বত শ্রীমদনন্তরূপো

ছুটান্তকঃ শিষ্টজনেষু দাতা ॥ ১৭ ॥

।, সেই অনন্ত বস্তুই পরব্রহ্ম এবং সেই পরব্রহ্মই বিষ্ণু ।

সেই বিষ্ণুকেই ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১৫ ॥

হঃ ! অথবা আমাদের এখন যে কথা হইতেছে,

অত্যন্ত প্রাপনীয়, ধ্যানমগ্ন যোগিগণ স্থিরভাবে

এর আলোচনা করিয়া থাকেন । দ্বিতীয়তঃ

দ্বারা পরিপূর্ণ । সুতরাং এই কথার

। আপনি নিজের -

কথা -

নান্নাং সহস্ৰেষু চতুর্ভূজস্য  
 যঃ কীর্তয়েদেকমপি স্মরেৎবা ।  
 বাচাং ফলং যে তুলয়ন্তি তস্য  
 দ্বিসন্তি দেবাঃ কিল তদ্বিদস্তান্ ॥ ১৮ ॥  
 তথা হৃদি ব্রহ্মপরে স্বরূপং  
 হৌতাশনং বৈষ্ণবমৈশ্বরং বা ।  
 ভিন্নোপদেশা মুনয়ঃ স্মরন্তঃ  
 সহস্রমূর্তেরমৃতদ্রুমাণুঃ ॥ ১৯ ॥  
 তৈশ্চৈব রূপাণ্যপরে স্মরন্তো  
 বিধানতঃ কালমৃতীর্জিগ্ধ্যাঃ ।  
 কিঞ্চাত্র বা নি স্থিরজঙ্গমাণাং  
 নানানি রূপানি পৃথগ্বিধানি ॥ ২০ ॥

যে ব্যক্তি নারায়ণের সহস্র নামের মধ্যে  
 উচ্চারণ করেন, অথবা স্মরণ করেন এ-

-স্মরণের ফল তুলনা করে, -

'গণ নিশ্চ'

তত্শৈব বিশেষাঃ সকলানি তানি  
 -সমস্তভূতো হি বিরাট্ সএব ।  
 অবিশ্রয়ত্বাদিদমপ্রশমাং  
 বদন্ত্যধ্বষাঃ ফণিভিশ্চ দৈতৈঃ ॥ ২১ ॥  
 বিশেষার্থি মায়াচরিতো জনোহয়ং  
 তত্শৈব শক্তিং কথমাক্রমেত ।  
 নহীন্দ্রজালজ্ঞনরেণ সৃষ্টা-  
 স্তদ্বীতয়েহনং ফণিনোহ্যভীমাঃ ॥ ২২ ॥  
 তস্মিন্মিষ্টপ্রদনামরূপং  
 ১। স্বথা দ্বিষন্তঃ শরণং ভবাক্রেঃ ।

---

কল রূপ আছে, সেই সমস্ত নাগ এবং রূপ-সেই  
 হু জানিবেন । কারণ, তিনিই বিষ্ণু প্রপঞ্চের অধি-  
 পু হু বিরাট্ মূর্ত্তিধারী । অতএব আমি ইহাতে  
 ১।, বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে, আপনার  
 এবং দৈত্যসমূহ, আমাকে  
 -হু মায়া

আত্মহস্তাত ভবন্তি শোচ্যঃ  
 অজ্ঞাঃ খগাঃ পকবনং বৃথৈব ॥ ২৩  
 যদ্বা প্রভুপ্রেরণ্যৈব সর্কে  
 প্রবর্তমানাঃ সতি গর্হিতে বা ।  
 বিচিত্রকর্মানুগবুদ্ধিবদ্ধাঃ  
 কুসুম্যঃ স্বয়ং কিং সত্যাস্বতন্ত্রাঃ ॥ ২৪ ॥  
 গুরোস্তব ক্ৰোভকরং ন বাচ্যং .  
 নয়্যা কথঞ্চিদদলং বচোভিঃ ।  
 কুরুষ মেহুগ্রহমার্য্য যদ্বা  
 তদ্বা কেরামি স্বকৃতঞ্চ ভোক্ষ্যে ॥ ২৫ ॥

করিয়া কেবল উপহাসাম্পদ হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্ম-  
 হিংসাপরায়ণ মানবগণ এইরূপে অজ্ঞীতপ্রদ নামরূপধারী  
 এবং ভবসিদ্ধির উদ্ধারকর্তা সেই হরির উপরে অকারণ  
 ঘেষ করিয়া কেবল শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

অথবা জ্ঞানই হউক, আর মন্দই হউক, সকল কার্য্যই  
 সকলেই নারায়ণের প্রেরণ দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । এ  
 সকল লোকে বিভিন্ন কার্য্যের অনুসারিণী বুদ্ধি দ্বারা বদ্ধ  
 হইয়া থাকে । তাহারা সর্বদাই পরাধীন, স্তব্ধতাং স্বয়ং  
 তাহারা কি ক'র করিতে পারে ? নারায়ণ যেরূপে মানব-  
 দিগকে কৰ্ম্মমুখারে চালিত করিতেছেন, তাহারা সেইরূপ  
 কৰ্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতেছে । মানবের স্বাধীনতা  
 কেমন ? ॥ ২৪ ॥

আপন পিতা এবং পুত্র । বাহাতে আপনাই মনের  
 কাত হয়, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আমার কিছুতেই

উক্তেতি গৌরবাঞ্ছায়াং স্থিতে ধর্মপরে স্থতে ।

যেদ্যৎ সারতো বীক্ষ্য মায়া খেদাদিবাত্রবীৎ ॥ ২৬ ॥

অহো পশ্যত পুত্রস্ত বদ্ধিতস্ত ক্রিয়াফলং ।

মমৈব প্রতিকূলানি খেদায় বদতি চ্ছলাৎ ॥ ২৭ ॥

হে মস্ত্রিসত্তমা ক্রত ভবন্তির্বা বিচার্যাতাং ।

যদ্যেতদ্ব্যক্তে বাগ্জালে কিঞ্চিৎ সারং ছলং বিনা ॥ ২৮ ॥

রে মূঢ় পুত্রকাকথাং ভাষসে হৃমনর্গলং ।

মত্তো নস্ত্রিযরেভ্যশ্চ কয়া যুক্ত্যাসি বুদ্ধিমান্ ॥ ২৯ ॥

উচিত নয় । অতএব এই সকল বাক্যে কোন ফল নাই । হে  
আর্য্য ! আপনি আমার উপরে অনুগ্রহ করুন । অথবা আমি  
তাহাই করিব এবং নিজকৃত কর্মফল ভোগ করিব ॥ ২৫ ॥

ধর্মপরায়ণ পুত্র প্রহ্লাদ গৌরব হেতু শ্রীতি পূর্বক এই  
কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, মায়াবী দৈত্যপতি চারি-  
দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া, যেন মথেন্দ্রে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

হায় ! এই পুত্রকে এত বড় করিলাম, এক্ষণে তোমরা  
এই পুত্রের কার্য্যফল দর্শন কর । আমাকে কষ্ট দিবার জন্য  
ছল পূর্বক আমারই প্রতিকূল বিষয় সকল বলিতেছে ॥ ২৭ ॥

হে অমাত্য প্রবরগণ ! তোমরা বলা এবং বিচার করিয়া  
দেখ, যদি ইহার কথিত বাক্য সমূহের মধ্যে ছল ব্যতীত  
কোন সার আছে কি না ॥ ২৮ ॥

অরে ! মূঢ় পুত্র ! তুমি অনর্গল অবাচ্য বলিতেছ ।  
তুমি কোন্ যুক্তি দ্বারা আমা অপেক্ষা এবং মস্ত্রিয়ার অপেক্ষা  
বুদ্ধিমান্ হইতেছ ॥ ২৯ ॥



জরয়া নৈব জীর্ণাগ্নৌ ব্যাধিভিনৈব কষিতঃ ।  
 সর্বদ্রোহুপযোগী বা ন ত্বং যেন ভজন্ত্যং ...  
 দুর্লভং মৎস্বতত্ত্বঞ্চ যৌবনক্ষেদৃশীং শ্রিয়ং ।  
 লক্ষ্যপি ভোক্তুং নেশস্ত্বং জাভ্যাং ক্লীব ইবোর্বশীং ॥  
 মন্দ ধর্ম্যজ্ঞমাত্মানং মনুষ্যে সততং ছলাং ।  
 বদসি প্রতিকূলং মে তবৈব হিতবাদিনঃ ॥ ৩২ ॥  
 ভজন্ত্ব বিযয়ানুমান্ কান্তাকেলিরসোজ্জ্বলান্ ।

জরা বা বার্দ্ধক্য দ্বারা তোমার অঙ্গ জীর্ণ হয় না এবং  
 ব্যাধিসমূহ দ্বারা তুমি ক্লেশতা প্রাপ্তও হও নাহি । অথবা  
 তুমি সকল বিষয়ে কি অনুপযুক্ত, যেহেতু বিষ্ণুর ভজনা  
 করিতেছ ? ॥ ৩০ ॥

ক্লীণ যেরূপ উর্বশীকে উপভোগ করিতে পারে না ।  
 সেইরূপ তুমি অতিদুর্লভ আমার পুত্রপদে অধিরুদ্ধ-হইয়া,  
 এইরূপ যৌবন এবং এইরূপ অসামান্য ঐশ্বর্য লাভ করিয়াও  
 কেবল নিজের জড়তা অর্থাৎ মূর্থতা বশতঃ এই সকল সুখ-  
 সেন্য বিষয় ভোগ করিতে সমর্থ হইলা না । ইহা অপেক্ষা  
 আর তোমার কষ্টের বিষয় কি হইতে পারে ॥ ৩১ ॥

অরে মূর্থ ! তুমি কেবল ছল করিয়া সর্বদাই আপনাকে  
 ধার্মিক বলিয়া বিবেচনা করিতেছ । আমি তোমারই হিত-  
 বাদী, অথচ আমারই তুমি প্রতিকূল বিষয় বলিতেছ ॥ ৩২ ॥

যে সকল বিষয় রমণীগণের কেলিরসে সমুজ্জ্বল, তুমি  
 সেই সকল মনোহর বিষয় সেবা কর । তুমি বিষয়শূন্য ব্রহ্ম-  
 চার্ত্ত শুদ্ধ বা নীরস বাক্য সকল পরিত্যাগ কর । তুমি যে

তাজ্জ নির্বিঘ্নয়া বাচস্তুমায়ুর্গা বৃথা কৃথাঃ ॥ ৩৩ ॥

নাভ্যধিদৃশঃ ক্রীবাঃ কামিনীরিচ্ছয়া ভজন্ ।

পুনর্রক্ষ স্তথং স্নাধ্যমিতি নৈব বদিষ্যসি ॥ ৩৪ ॥

মৃগয়াদ্যুতগীতেষু রসমাশ্বাদয়ন্নয়ং ।

বিবেকশিক্ষাগুরুষু পূর্ববমৈব বক্ষ্যসি ॥ ৩৫ ॥

ভুঙ্কু ভোগাংশ্চ দিব্যাংস্ত্বং বিযয়ান্ মদনাকৃতান্ ।

মৃত সেবধিমারুহ্য পৈত্রং ত্যজসি কিং বৃথা ॥ ৩৬ ॥

ময়া দত্তং স্তথং হিত্বা ত্রমুপৈন্দ্রাদ্ধু খেচ্ছসি ।

পরমা পাইয়াছ, তাহা বৃথা ব্যয় করিও না, ভোগ করিয়া  
সেই জীবনের মার্থকতা কর ॥ ৩৩ ॥

যে সকল কামিনী মহৎ নয়নে তোমার উপরে দৃষ্টি-  
পাত করিতেছে, সেই সমস্ত মদমত্তা কামিনীদিগকে ইচ্ছা  
কর । ঐ সমস্ত কামিনীদিগকে ভজনা করিলে, “ব্রহ্ম মে  
প্রশংসনীয়” এই কথা আর তুমি কখন বলিবে না ॥ ৩৪ ॥

মৃগয়াকার্য্যে, পাশক্রীড়ায় এবং সঙ্গীতবিদ্যে, তুমি যদি  
নূতন রস আশ্বাদন কর, তাহা হইলে আর তুমি বিবেক-  
শিক্ষার গুরুগণের উপরে কখনও পূর্বের মত অনুরক্ত হই-  
বেনা ॥ ৩৫ ॥

আমি নিজের ক্ষমতায় যে সকল বিদ্যায় উপার্জন করি-  
য়াছি, তুমি সেই সকল দিব্য ভোগ্যবস্তু উপভোগ কর । অরে  
মূর্খ ! তুমি পৈতৃক নিধি আরোহণ করিয়া, কেন বৃথা ভ্রমা-  
ন্ধকারে পতিত হইতেছ ॥ ৩৬ ॥

আগি যে স্ত্রী দান করিয়াছি, তুমি সেই স্ত্রী পরিত্যাগ  
করিয়া, বিষ্ণুর নিকট হইতে কি বৃথা স্ত্রী কামনা করিতেছ

কিং ন পশ্যসি দেবেন্দ্রং মদাজ্জালাভূতোষণং ॥ ৩৭ ॥

ইত্থান্তে দানবেন্দ্রেণ জগদুদৈত্যমস্মিণঃ ।

প্রসাদং রাজরাজস্য রাজপুত্রাভিনন্দয় ॥ ৩৮ ॥

সহস্রং দীপ্যमानেষু প্রসাদং যস্য দেবতাঃ ।

আশীর্বাদেষু যাচন্তে সদা দুর্লভমীপ্সিতং ॥ ৩৯ ॥

ভূম্যাকালে চ যস্য দ্রাক্ চন্দ্রো দর্পণতাং গতঃ ।

হৃদতে স্বেচ্ছয়াগচ্ছন্ যদি কিঞ্চিদ্বিলম্বতে ॥ ৪০ ॥

যস্য যোগ্যং প্রযত্নেন জলেশঃ কলমে ধতং ।

পানীয়মানয়েমিত্যং মন্যতেহনুগ্রহং পরং ॥ ৪১ ॥

তুমি কি দেখিতেছ না, দেবরাজ ইন্দ্র আমার আজ্ঞা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে, অতএব অবিলম্বে তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর ॥ ৩৭ ॥

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু এই কথা বলিলে পর, দৈত্য-মন্ত্ৰীগণ বলিতে লাগিল । রাজকুমার । তুমি রাজাধিরাজের প্রসাদ অভিনন্দন কর ॥ ৩৮ ॥

দৈত্যরাজ সহস্রে যক্ষ আশীর্বাদ সকল দান করেন, তখন দেবতাগণ যাঁহার প্রসাদ সর্বদা দুর্লভ অতীক বস্তু বোধ করত প্রার্থনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

যাঁহার অলঙ্কার বারণের কাল উপস্থিত হইলে, চন্দ্রমা-নীত্র দর্পণভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যদি শশধর আপনার ইচ্ছাক্রমে আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করে, তবে তাহাকে বধ করা হয় ॥ ৪০ ॥

জলেশ্বর বরুণ যাঁহার কলমে স্থিত উপযুক্ত জল যত্ন সহ-রে নিত্য আনয়ন করিয়া দেন এবং তাহাই পরম অনুগ্রহ-হইয়া বোধ করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

যন্ত দূরস্থকৃত্যেযু দূতো গচ্ছন্ সদাহনিঃ ।

নানীতীতি কণং তেন সত্যাখ্যোহভূৎ সদাগতিঃ ॥ ৪২ ॥

ঈদৃশশ্রৌকবীরস্য প্রিয়ঃ পুত্রোহসি ভাগ্যবান্ ।

তাজ তেষে দেবেষু ক্ষীণেষেকতমং হরিং ॥ ৪৩ ॥

ইখং বিশৃঙ্খলধিয়াং গিরঃ শৃণুহ্যমতিঃ ।

প্রহ্লাদো গুরুবাক্যানি মেনে তদ্বিস্ময়াস্তনঃ ॥ ৪৪ ॥

নারদ উবাচ ॥

অথাত্রবীৎ স তাম্বহা প্রতিবক্তুঃ ন মেহস্তি ধীঃ ।

নানাদরকোভভয়াভু যতীং স্বাতুং নচ ক্ষমঃ ॥ ৪৫ ॥

যাঁহার দূরবর্তী কার্যে পবন দূতের ন্যায় সর্বদা গমন  
করিয়া থাকেন, অথচ সেই স্থানে ক্ষণকালও বিলম্ব করেন  
না। এই কারণে পবন “সদাগতি” এই গুণের নাম ধারণ  
করিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

যিনি জগতে এইরূপ শক্তিশালী এবং একমাত্র বীর,  
তুমি তাঁহার প্রিয়পুত্র, সুতরাং অত্যন্ত ভাগ্যবান্ । এই সমস্ত  
ক্ষীণশক্তিসম্পন্ন দেবতাদিগের মধ্যে একজন সামান্য দেবতা  
হরিকে পরিত্যাগ কর ॥ ৪৩ ॥

মহামতি প্রহ্লাদ বিশৃঙ্খলমতি (দুর্মতি) মন্ত্রিগণের  
এইরূপ বাক্য শুনিয়া, গুরুবাক্যকে আপনার বিষয় বলিয়া  
মনে করিলেন ॥ ৪৪ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, অনন্তর প্রহ্লাদ তাঁহাদিগকে নম-  
স্কার করিয়া কহিলেন । ইহার প্রত্যুত্তর দিতে আমার বুদ্ধি  
আসিতেছে না । দ্বিতীয়তঃ অবজ্ঞা জনিত ক্রোধের ভয়ে  
আমি মৌনাবসন্ন করিয়া থাকিতেও সক্ষম নহি ॥ ৪৫ ॥

আরাধনে সৰ্বদস্ত বিদ্যা দৈবকৃতান্তগী ।

তদ্ব্যবহৃতং পুরুষং গুরবো বারয়ন্তি যৎ ॥ ৪৬ ॥

বৃত্তানি বিদ্যৈঃ শ্রেয়াংসি প্রভো সৰ্বাণি সৰ্বদা ।

শ্রেয়স্তথা কথং সিদ্ধোন্মিৰ্বিদ্যা হরিভাবনা ॥ ৪৭ ॥

কদাচিত্ কস্তচিদ্ধিক্ষৌ রমতে চঞ্চলং মনঃ ।

দ্রাবয়ন্ত্যথ তদ্বিদ্যাঃ শাদ্দূল্য হরিণং যথা ॥ ৪৮ ॥

সৰ্বেশভাবনানিষ্ঠং লোভয়ন্তীঋদাঃ স্তরাঃ ।

রক্ষাংনি বা ভীষয়ন্তি গুরবো বারয়ন্তি বা ॥ ৪৯ ॥

সৰ্বাভীষ্টদাতা নারায়ণের আরাধনা কার্য্যে এই সকল দৈবকৃত নিম্ন বলিতে হইবে । যেহেতু গুরুলোক সকল হরির আরাধনায় প্রবৃত্ত দেখিয়া আগাকে নিবারণ করিতে ছেন ॥ ৪৬ ॥

হে প্রভো ! সমস্ত মঙ্গল কার্য্য, সৰ্বদাই বিশ্বজালে পরিবৃত্ত । সত্যই মঙ্গল কার্য্যের বহু বিষয় ঘটিয়া থাকে । অতএব সাতিশয় শুভদায়িনী হরিচিন্তা কি প্রকারে নির্বিশেষে সিদ্ধ হইবে ॥ ৪৭ ॥

কখন কোন লোকের চঞ্চল চিত্ত নারায়ণের প্রতি আগ্রহ হয় । অনন্তর শাদ্দূলগণ যেরূপ হরিণকে তাড়াইয়া দিয়া থাকে, সেইরূপ হরিচিন্তার বিষয় সকল সেই মানবকে সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে ॥ ৪৮ ॥

যে ব্যক্তি সৰ্বেশ্বর নারায়ণের ভাবনায় নিমগ্ন হইয়াছেন, অভীষ্টদাতা অমরগণ তাহাকে লোভ দেখাইয়া থাকেন, অথবা রাক্ষসগণ তাহাকে ভয় দেখাইয়া থাকে, কিম্বা গুরুলোকেরা তাহাকে নিবারণ করেন ॥ ৪৯ ॥

ছলজ্ঞানীদুশান্ বিদ্বান্ ধিয়া নির্জিত্য যঃ স্বধীঃ ।

তমেব ভাবয়মাখং স তস্য পদমশ্নুতে ॥ ৫০ ॥

ত্বয়া মন্ত্রিণৈরশ্চোক্তমবিচার্যৈব কেবলং ।

স্বাকৈশ্চাচারতরাভাসৈস্তদৈ বিদ্বায় নাশ্বথা ॥ ৫১ ॥

বিচার্য্য বদতো বক্তাং কথং বাগিয়মুচ্চরেৎ ।

বিদ্ব্যান্ ভুঙ্কু পুত্রোতি পিতুঃ স্বতহিতার্থিনঃ ॥ ৫২ ॥

এই সকল বিষয়জাল অনিবার্য্য এবং অবশ্যম্ভাবী । যে জ্ঞানী ব্যক্তি বিবেক সম্পন্ন হুবুন্ধি প্রয়োগে এই সকল বিষয় বিপত্তি জয় করিয়া, সেই আরাধ্য দেবতা হরিরই ধ্যান করেন, সেই ব্যক্তি তাঁহার পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

আপনি এবং অমাত্যগণ বিচার না করিয়াই কেবল এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । আপনারা যে সকল বাক্য বলিয়াছেন, তাহা অতিশয় অসার এবং অবিচার পূর্ণ । কিন্তু আপাততঃ ঐ সকল বাক্য মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । এই সকল বাক্য দ্বারা যে আমার বিশ্ব ঘটিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৫১ ॥

যে ব্যক্তি বিচার করিয়া বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহার মুখ হইতে কেন এইরূপ বাক্য উচ্চারিত হইবে । পিতা যদি পুত্রের হিতৈষী হন এবং পুত্রের হিত সাধন করাই পিতার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে “হে পুত্র ! তুমি বিষয় সকল উপভোগ কর” এই প্রকার বাক্য কি মুখ দিয়া উচ্চারণ করা কর্তব্য ? না এইরূপ অন্তঃসারশূন্য বাক্য পুত্রের নিকটে উচ্চারণ করিতে আছে ? ॥ ৫২ ॥

স্বতএব দহত্যাগ্রে জনৌষং বিষয়ানলে ।

কথঞ্চিদ্ধিত্রুতং তাত কথং মাং ক্ষেপ্তুং ॥ ৫৩ ॥

স্বয়মেব জনাঃ সর্বে পতন্তি বিষয়াবটে ।

অন্ধা ইব পুরঃ কূপে পঠৈরপ্রেরিতা অপি ॥ ৫৪ ॥

যস্ত তানুশ্রুতি ক্লিক্টান্ জ্ঞানমার্গোপদেশতঃ ।

স লোকস্ত পিতা জ্ঞেয়ো মাতা বন্ধুগুরুশ্চ সঃ ॥ ৫৫ ॥

বিষয়াননুধাবন্তি তর্ঘাং স্তথধিয়ো জনাঃ ।

অতৃপ্তাশ্চ নিবর্তন্তে যুগতৃষ্ণাং যুগা ইব ॥ ৫৬ ॥

পিতঃ ! ভীষণ বিষয়ানল স্বতই লোকদিগকে ক্রুদ্ধ করিতেছে, আমি তাহা দেখিয়া দূরে পলায়ন করিতে-  
ছিলাম্ । আপনি কেন আনাকে সেই বিষয়ানলে নিক্ষেপ  
করিতেছেন ॥ ৫৩ ॥

অন্য ব্যক্তি প্রেরণ না করিলেও যেমন অন্ধলোকগণ  
সম্মুখস্থিত কূপमध्ये পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ যমস্ত  
লোক স্বয়ংই বিষয়রূপ গর্তে নিপতিত হইতেছে ॥ ৫৪ ॥

যে ব্যক্তি জ্ঞানপথের উপদেশ দিয়া বিষয়গর্তপতিত  
এবং ক্লেশযুক্ত সেই সকল মনুষ্যদিগকে রক্ষণ করেন, তাঁহা-  
কেই লোকের পিতা, মাতা, বন্ধু এবং গুরু বলিয়া জানিতে  
হইবে ॥ ৫৫ ॥

যেরূপ যুগকুল জল পাইবার আশায় যুগতৃষ্ণার অনু-  
সরণ করে এবং পরে জল না পাইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন  
করে, সেইরূপ মনুষ্যগণ স্তথ হইবে বোধ করিয়া লোভে  
বিষয়পদার্থের অনুগমন করে এবং অবশেষে পরিতৃপ্ত না  
হইয়া তথা হইতে ফিরিয়া আইসে ॥ ৫৬ ॥

ভবাকৌ বিষয়গাহভয়াদ্বিযুক্তশাস্তিতং ।

১০. ~~ভবাকৌ বিষয়গাহভয়াদ্বিযুক্তশাস্তিতং~~ তে তাত পুনর্মাং ক্ষেপুগিচ্ছসি ॥ ৫৭ ॥

স্বভাবাদ্বিযয়াগন্তং প্রোৎসাহয়তি যো জনঃ ।

১১. ~~স্বভাবাদ্বিযয়াগন্তং প্রোৎসাহয়তি যো জনঃ~~ মাজ্যগমিঞ্জিযুক্তন্তং বালং তত্র ম পাতয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

১২. ~~মাজ্যগমিঞ্জিযুক্তন্তং বালং তত্র ম পাতয়েৎ~~ চান্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু চালয়মবুধো জনঃ ।

১৩. ~~চান্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু চালয়মবুধো জনঃ~~ অশিক্ষিতৈর্হি তৈরেব কুপুঞ্জৈরিব গীড়্যতে ॥ ৫৯ ॥

১৪. ~~অশিক্ষিতৈর্হি তৈরেব কুপুঞ্জৈরিব গীড়্যতে~~ বিষয়ার্থী পরানুভূতিঃ প্রত্যাগাজ্ঞানমীশ্বরং ।

ভবমাগরে বিষয়রূপ ভীষণ জন্মদ্রাদি জন্তুর ভয়ে আমি বিকুঁপ প্লব ( ভেলা ) অবলম্বন করিয়াছি, পিতঃ ! আপ-  
নার করুণা নাই। আপনি পুনর্ব্বার সেই ভবমাগরে  
আমাকে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

যে ব্যক্তি স্বভাবিক বিষয়গন্ত মনুষ্যকে বিষয়ের উৎকর্ষ  
ও প্রলোভন দেখাইয়া সংগমিক উৎসাহিত করে, সেই  
১৫. ~~অশিক্ষিতৈর্হি তৈরেব কুপুঞ্জৈরিব গীড়্যতে~~ যুতযুক্ত-অগ্নিগ্রহণেচ্ছ-বালককে সেই অনলে নিক্ষেপ  
করে ॥ ৫৮ ॥

যে অজ্ঞ ব্যক্তি রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পাঁচ  
প্রকার ইন্দ্রিয়বেদ্য বিষয়ের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাগা, জিহ্বা  
এবং ত্বক্ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে চালিত করে, আর কর্মেন্দ্রি-  
য়ের বিষয় সমূহের মধ্যে বাক্য, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ  
এই পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়কে প্রেরণ করে, সেই ব্যক্তি অশিক্ষিত  
কুমন্তান দ্বারা পিতার মত অনিয়ন্ত্রিত, ঐ সকল ইন্দ্রিয় সমূহ  
দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

১৬. ~~অশিক্ষিতৈর্হি তৈরেব কুপুঞ্জৈরিব গীড়্যতে~~ যেরূপ উত্তরদিখর্তি স্বপ্নেরূপকর্তের নিকটে গমন  
করিলে লোকে দক্ষিণদিব্ দেখিতে পায় না, সেইরূপ



নৈব পশ্চেদ্দিশং বামাং গচ্ছন্মেকগিরিং যথা ॥ ৬০ ॥

বিষয়-ব্রহ্মণোর্মার্গো বিশুদ্ধো হি

অত্রান্তমার্গনিরতো যাতি নান্তং পরং নরঃ ॥ ৬১ ॥

তস্মাদ্বিন্যাসজনানাং তাত দুঃখপরম্পরা ।

ন কদাচিদ্ভবেচ্ছান্তিঃ স্মৈবৈকং হি শান্তিদং ॥ ৬২ ॥

প্রশংসিতং ত্রয়া যত্নু স্তুং বিষয়সম্ভবং ।

বহুদুঃখবিমিশ্রবাদস্যদুঃখমেব তৎ ॥ ৬৩ ॥

। নাশদাহাপহরণশঙ্কানিপ্রিতমল্লকং ।

ব্যক্তি বিষয়াভিলাষী এবং পরব্রহ্মে অনাসক্ত, সেই ব্যক্তি  
এতৈক জীবনিষ্ঠ আশ্রয়রূপ নারায়ণকে দেখিতে পা-  
না ॥ ৬০ ॥

বিষয় এবং ব্রহ্ম এই উভয়ের পথ পরস্পর অত্যন্ত  
বিরুদ্ধ, তন্মধ্যে যে মনুষ্য এক পথে যাইতে উদ্যত বা  
আসক্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি অণু কোন পথে যাইতে পারে  
না । বিষয়াভিলাষী ব্রহ্মপথে এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বিষয়-  
পথে গমন করেন না ॥ ৬১ ॥

অতএব হে পিতঃ । যে সকল ব্যক্তি বিষয়াসক্ত তাহা-  
দের নিরপচ্ছিন্ন কেবল দুঃখই ঘটিয়া থাকে, ঐ দুঃখের  
কদাচ অবসান হয় না । একমাত্র পরব্রহ্মই কেবল শান্তি-  
দাতা ॥ ৬২ ॥

এবং আপনি যে বিষয়সম্ভূত স্তুত্বের এত প্রশংসা করিয়া-  
ছেন, সেই স্তুত্বও অদীম দুঃখমিশ্রিত বলিয়া এবং অল্প বলিয়া  
কেবল দুঃখেই পরিণত হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

দৈবমিক স্তুত্ব নিশ্চয়ই নাশ, অপহরণ এবং দাহ, আশঙ্ক

বহুপ্রয়াসনংসাধ্যং দিক্ স্তখং বিষয়ৌস্তবং ॥ ৬৪ ॥

~~নিম্নচূর্ণ~~ পিণ্ডমন্তঃস্বল্পগুড়ং নরঃ ।

ভক্ষয়ন্ কো লভেৎ প্রীতিং তাদৃবৈষয়িকং স্তখং ॥ ৬৫ ॥

পৰ্বতং পৰ্বতঃ খাত্বা চিরং শ্রান্তঃ কৃশোজনঃ ।

বৈষম্যে কাচমণিৎ যদ্বৎ তদ্বৎ কামী বহিঃ স্তখং ॥ ৬৬ ॥

সিতাবদ্রাহস্তুখং শ্লাঘ্যং মন্যতে কৃপণো জনঃ ।

যাবদ্বদাস্তবাক্যেষু বাধিৰ্যং ন নিবর্ততে ॥ ৬৭ ॥

তাদৃশস্ত মহারাজ যৎ স্তখং দ্বিপদামমৌ ।

আনন্দঃ পরমঃ সোহয়ং গুণিষ্ঠো বহুকটিভিঃ ॥ ৬৮ ॥

মিশ্রিতও অল্প । দ্বিতীয়তঃ এই স্তখের উপার্জন করিতে বহু প্রয়াস পাইতে হয় । অতএব বিষয়সম্বৃত স্তখকে দিক্ ॥ ৬৪ ॥

নিম্ন চূর্ণ ( গুড়া ) করিয়া যদি তাঁহার পিণ্ড ( গোলা-  
কার বস্ত্র ) করা যায় এবং তাহার মধ্যে অল্পগাত্র গুড় দেওয়া  
হয়, তাহা ভক্ষণ করিয়া কোন্ মনুষ্য প্রীতি লাভ করিয়া  
থাকে । বৈষয়িক স্তখও সেইরূপ জানিবেন ॥ ৬৫ ॥

যে রূপ পৰ্বতের সকল পার্শ্ব খনন করিয়া মনুষ্য চির  
পরিশ্রান্ত এবং কৃশ হইয়া কাচমণি লাভ করে, সেইরূপ  
বিষয়াভিলাষী ব্যক্তি বাহ্যস্তখ প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৬ ॥

যে পর্য্যন্ত বেদ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বাক্য শুনিতে  
লোকের বধিরতা না নিবৃত্ত হয়, তাৎকাল দুঃখিত মনুষ্য  
বাহ্য-বৈষয়িক স্তখ প্রশস্ত বলিয়া বিবেচনা করে ॥ ৬৭ ॥

মহারাজ ! দ্বিপদ মনুষ্যদিগের মধ্যে আপনার মত  
মহোদয় মনুষ্যের যে প্রকার স্তখ, সেই পরমানন্দ ইহা বহু  
কোটিগুণে অধিক ॥ ৬৮ ॥

প্রাজাপত্যঃ শ্রী ৩ঃ মোহয়ং ব্রহ্মানন্দমহানুধেঃ ।

উদ্ধৃতককণার্কাকোটিভাগেন গোবিন্দস্য ২ ॥

অনন্তমজরং সত্যমসং তদমিশ্রিতং ।

স্বখমাবির্ভবেদ্রাক্ষ্যমচ্যুতস্মৃতিমাত্রতঃ ॥ ৭০ ॥

গোবিন্দস্মৃতিমাত্রেন সংপ্রাপেহত্যন্তমে স্বখে ।

স্বথেনাল্লেন কস্তম্ব্যেৎ কীণচিত্তং বিনা নরং ॥ ৭১ ॥

দ্বিপাত্তং জ্ঞানলেশক জনোল্লাসিতদুর্লভং ।

। আশ্রয়েদ্বিযুগ্মাশ্বর্বাঙ্ক জরারোগাত্যুপদ্রবাৎ ॥ ৭২ ॥

প্রাজাপতি ব্রহ্মার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির যে আনন্দ শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা অতিসামান্য এবং তুচ্ছ বিষয় । ব্রহ্মানন্দ-রূপ মহাসমুদ্র হইতে যে এক কণা আনন্দ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার এক চতুর্থাংশকে কোটিভাগে বিভক্ত করিলে যে সূক্ষ্মভাগ হয়, তাহারও সমান প্রাজাপত্যপদের আনন্দ নহে ॥ ৬৯ ॥

নারায়ণকে স্মরণ করিবামাত্র যে ব্রহ্মস্বখের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেই স্বখ অনন্ত, অজর, সত্য, অতুল্য এবং অবিমিশ্রিত ॥ ৭০ ॥

গোবিন্দকে স্মরণ করিবামাত্র যে অত্যন্তম স্বখ উপস্থিত হয়, লঘুচেতা ব্যক্তি ব্যতীত কোন্ মনুষ্য অল্প স্বখে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

দ্বিপাত্ত মনুষ্য জন্ম পাইয়া এবং অতিদুর্লভ জ্ঞানকণা লাভ করিয়া জরা এবং ব্যাধি প্রভৃতি উপদ্রব নিবারণের জন্য মনুষ্য অবিলম্বে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইবে ॥ ৭২ ॥

স্বস্থো যো ন স্নবেদ্বিষ্ণুং কথং দেহে স তং ভজেৎ ।

আদিতো যদ্যন্তং তৎকালে ক ইহাচরেৎ ॥ ৭৩ ॥

পূর্বিং রক্ষামনাদৃত্য মন্দঃ কান্তারগাবিশন্ ।

সহসা দম্যভির্ব্যাপ্তো বিহ্বলঃ কেন রক্ষ্যতে ॥ ৭৪ ॥

দৈত্যাং স্বস্থো ভজেদ্বিষ্ণুং ভাবি দুস্থিতিহানয়ে ।

ভক্তকান্তং পদ্মানেত্রং সততং মানসোৎসবং ॥ ৭৫ ॥

কিং বাত্র বহুনোক্তেন মন্যনদ্বীদৃশং প্রভো ।

প্রসীদার্থ্য বিচার্যৈতৎ প্রসীদন্তু চ মন্ত্রিণঃ ॥ ৭৬ ॥

ইতি রমাং বচঃ শৃণু বাধুনোদ্ধবঃ শিবঃ ।

যে ব্যক্তি স্তম্ভ থাকিয়া বিষ্ণুকে স্মরণ করিল না, সে ব্যক্তির দুর্গতি উপস্থিত হইলে কি প্রকারে তাহাকে দ্বন্দ্বনা করিলে । প্রথমে যে বিষয় অনুভব হইল, এই জগতে কোন্ ব্যক্তি সেই সময়ে তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিবে ॥ ৭৩ ॥

মূঢ়মতি মনুষ্য পূর্বে রক্ষাব বিষয় অজ্ঞা করিয়া কান্তারপ্রদেশে গমন করিয়া থাকে, পবে যখন দম্যগণ আসিয়া সহসা তাহাকে আক্রমণ করে, তখন সেই ব্যক্তি ব্যাকুল হইলেও কে তাহাকে রক্ষা করিলে ॥ ৭৪ ॥

অতএব ভাবী দুর্গতি বা দুঃখের বিনাশের নিমিত্ত স্তম্ভ-চিত্তে ভক্তবৎসল কমলপত্রাঙ্ক এবং মনের উৎসব স্বরূপ বিষ্ণুকে সর্বদাই অবলম্বন করিবে ॥ ৭৫ ॥

হে প্রভো ! অথবা এই বিষয়ে আর অধিক বলিয়া কি হইবে, আমার মন কিন্তু এইরূপ । এতএব হে আর্ধ্য ! আপনি প্রসন্ন হউন এবং মন্ত্রিগণও প্রসন্ন হউন ॥ ৭৬ ॥

যে রূপ উষ্ট্র নিজের অপ্রিয় আত্মরস ভোজন করিয়া

অমৃম্যমাণো দাসিরো জঙ্ঘেবাত্রমসংপ্রিয়ঃ ॥ ৭৭ ॥  
 পূর্বাপন্নপন্নামর্ষশূন্যঃ ক্রোধানলাকুলঃ ।  
 দিগ্গজান্ স সগাহুয় ব্যাদিদেহাতিদুর্গদান্ ॥ ৭৮ ॥  
 বালোপ্যয়ং দিগ্গজেন্দ্রাঃ স্বকুলং দন্ধু মিচ্ছতি ।  
 ভবদ্বিহ্নতাং ধূর্তঃ প্রবুদ্ধঃ কোহপ্রমোক্ষ্যতে ॥ ৭৯ ॥  
 অস্মচ্ছত্রং হরিং পূর্বমাপ্তিতা যে ময়া হতাঃ ।  
 তানৈব পশ্যতু হতো ভবদ্বিবৈষম্যপ্রিয়ান্ ॥ ৮০ ॥  
 নিযুক্তাঃ স্মোহন্নকে কৃত্যে ইতি কার্য্য্য নচ ত্রপা ।

মস্তক কাঁপাইয়া থাকে, মেটরূপ পুত্রের এইরূপ মনোহর  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অম্বর-  
 রাজ মস্তক কাঁপাইতে লাগিলেন ॥ ৭৭ ॥

তখন তাহার পূর্বাপন্ন পন্নামর্ষশূন্য হইল । তিনি  
 কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া অত্যন্ত মদাম্বিত দিক্‌হস্তীদিগকে  
 ডাকিয়া আদেশ করিলেন ॥ ৭৮ ॥

হে দিগ্গজসকল ! এই প্রহ্লাদ বালক হইলেও নিজের  
 কুল দন্ধ করিতে ইচ্ছাকরিতেছে, তোমরা এই ধূর্তকে  
 বিনাশ কর । প্রবল কোন্ ব্যক্তিকে ক্ষমা করিতে আছে ?  
 পুত্র হইলেও প্রহ্লাদ প্রবল শত্রু, ইহাকে ক্ষমা করিতে  
 নাই ॥ ৭৯ ॥

পূর্বে যাহারা আমার শত্রু বিষ্ণুকে অবলম্বন করিয়াছিল  
 এবং আমি যাহাদিগকে বধ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমরা  
 প্রহ্লাদকে বধ করিলে প্রহ্লাদও হত হইয়া সেই সকল  
 বৈষম্যপ্রিয় ব্যক্তিদিগকে দর্শন করুক ॥ ৮০ ॥

আমরা অতিসাগাঢ় কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছি বলিয়া

ভুবন্ত এব নিপুণাশ্চিত্রে শত্রুবধে যতঃ ॥ ৮১ ॥

~~কল্যানময়শ্চক্ৰালা মহেভাস্তৎ প্রিয়েচ্ছবঃ ।~~

অহংপূর্ব্বিকয়া জগুর্ইন্তং দৈত্যোদ্ভ্রসেবকাঃ ॥ ৮২ ॥

মদাক্রো জগৃহঃ সর্ব্বে প্রাপ্য বিশ্বস্তরপ্রিয়ং ।

বাঐহ্লাদং তং কিলোৎক্ষেপ্তং ফুংকারমুখরৈঃ করৈঃ ॥ ৮৩ ॥

অথ ত্রৈলোক্যভর্তারং বিভ্রাণো হৃদ্যধোকজং ।

প্রহ্লাদঃ সকলশাস্ত্র গুরুং গুরুতরোহভবৎ ॥ ৮৪ ॥

যেষাং কন্দুকলীলায়ৈ ন পর্যাপ্তাঃ কুলাচলাঃ ।

তেষাং চালয়িতুং নালং দিগ্গজী বিশ্বধৃক্প্রিয়ং ॥ ৮৫ ॥

লজ্জা করিও না । কারণ, বিচিত্র শত্রুবধকার্য্যে তোমরাই নিপুণ ॥ ৮১ ॥

দৈত্যরাজের হিতাকাজী এবং দৈত্যপতির সেবক সেই সকল মহাগজ, সেই বীক্য শূনিয়া শুণাদও উত্তোলন পূর্ব্বক “আমি অগ্রে যাইব, আমি অগ্রে যাইব” এইরূপে সবেগে প্রহ্লাদকে বধ করিতে গমন করিল ॥ ৮২ ॥

মদমত্ত দিক্‌মাতঙ্গ সকল হরিপ্রিয় প্রহ্লাদকে পাইয়া ফুংকারশব্দযুক্ত শুণাদও দ্বারা তাঁহাকে তুলিয়া লইতে অহণ করিল ॥ ৮৩ ॥

অনন্তর প্রহ্লাদ ত্রিভুবনের ঈশ্বর এবং এই সকল হস্তী প্রভৃতি অপেক্ষাও গুরু নারায়ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া গুরুতর হইলেন ॥ ৮৪ ॥

যে সকল দিক্‌হস্তিদিগের কাছে মহেন্দ্র প্রভৃতি কুল-পূর্ব্বতগণও কন্দুকলীলার মধ্যেও পরিগণিত নহে, সেই সকল মহাগজ বিশ্বস্তরপ্রিয় প্রহ্লাদকে কম্পিত করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৮৫ ॥

যঃ সত্ত্বাসিদ্ধপতিভিদিগিভৈর্বৈশ্চ  
 সর্বৈধ্বংসং যকৃতমেতদজাতিমী  
 লীলাফলঃ শিশুরিবামলকং বিভর্তি  
 তস্মিন্ স্থিতে হৃদি কথং দিগিভৈঃ স ধূম্যাঃ ॥ ৮৬ ॥  
 তমিথ্যুৎক্ষেপু মশরু বন্তঃ  
 প্রবুদ্ধরোষাঃ পৃথুদন্তশূলৈঃ ।  
 দিকুঞ্জরাস্তে নতপূর্বকায়।  
 মত্তা নিজঘ্নুঃ সকলেশরক্ষ্যং ॥ ৮৭ ॥  
 অথ ক্ষণাদ্দিগ্গজদন্তমালা-  
 শ্চিহ্নাঃ সমূলং ন্যপতন্ ধরণ্যাং ।

বালক যেরূপ অনায়াসে নিজ করে আমলকীকল ধারণ  
 করে, সেইরূপ যে পরমেশ্বর হরি গুপ্ত সমুদ্রের পতি এবং  
 প্রধান ২ দিগ্গজ সকল কর্তৃক ধৃত, নিজের রচিত এই ত্রিমা-  
 শুকে লীলাফলের স্থায়ী ধারণ করিয়া থাকেন, সেই বিশ্বময় হরি  
 প্রহ্লাদের হৃদয়কমন্ডে অধিষ্ঠিত হইলে কিরূপে দিক্‌হন্তী  
 সকল প্রহ্লাদকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৮৬ ॥

এইরূপে দিক্‌হন্তী সকল তাহাকে উদ্ধে তুলিয়া লইতে  
 অসমর্থ হইলে তাহাদের কোপানল প্রবলবেগে জ্বলিয়া  
 উঠিল, তখন তাহারা শরীরের পূর্বভাগ নত করিয়া মত্ত-  
 ভাবে স্কুল দন্তরূপ শূলান্ত্র দ্বারা বিশ্বনাথের রক্ষিত বালককে  
 আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৮৭ ॥

অনন্তর ক্ষণকালের মধ্যে দিক্‌হস্তিদিগের দন্তপঙ্ক্তি  
 সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন তাহা-

মদোরুধারাঃ সহসা নিবৃত্তা-

~~অবলধারাঃ~~ কতজোরুধারাঃ ॥ ৮৮ ॥

অর্ভাঃ স্বনৈর্দ্যাং পরিপূবয়ন্তো

দিশো বিভেজুর্দিগিতাস্ততস্তে ।

দৈত্যেশচিত্তঞ্চ ভুবঞ্চ পাটৈঃ

প্রকম্পয়ন্তো ভয়ভুরি বেগৈঃ ॥ ৮৯ ॥

ইথং দ্বিজেন্দ্রাচ্যুতভক্তিনিষ্ঠ-

মাশা গজাস্তে দদৃশুর্ন ধীরং ।

দংশা ইবাদ্রিং শলভা ইবায়িং

শোকা ইবায়ুজ্জমজা ইবেভং ॥ ৯০ ॥

দেব মদজলের প্রবলধারা নিবৃত্ত হইল এবং সহসা রক্তের  
প্রবলধারা বহির্গত হইল ॥ ৮৮ ॥

অনন্তর সেই সকল দিগ্বাতঙ্গগণ কাতর হইয়া বৃংহন  
ধ্বনি দ্বারা স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়া এবং ভয়হেতু প্রবলবেগযুক্ত  
পাদ দ্বারা দৈত্যপতির হৃদয় ও ভূতল কম্পিত করিয়া নানা-  
দিকে পলায়ন করিল ॥ ৮৯ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! দংশ (ডাঁশ) সকল যেরূপ পর্জ্বিত  
দেখিতে পায় না, পতঙ্গকুল যেরূপ অগ্নি দর্শন করিতে  
পায় না। শোক যেরূপ আক্রান্তব্যক্তি ব্যক্তিকে দেখিতে  
পায় না এবং মেঘ সকল যেরূপ হস্তিকে দর্শন করিতে পায়  
না, সেইরূপ সেই সকল দিক্‌হন্তী এই প্রকারে অচ্যুত-  
ভক্তিপরায়ণ প্রহ্লাদকে দর্শন করিতে পারিল না ॥ ৯০ ॥



ততো হিরণ্যকশিপুঃ পুত্রং দৃষ্ট । তমব্রণং ।  
 অচ্যুতাদচ্যুতং যুতো দধুং দৈত্যানচোদয়ৎ ~~কৃত্বা~~  
 চোদিতাশ্চাস্মরা বহ্নৌ সমীরণসমেধিতে ।  
 সাধুং নিক্ষিপ্য কার্ঠৌষৈচ্ছানয়াক্রিরে ভৃশং ॥ ৯২ ॥  
 অথ জ্বালামহাজিহ্বঃ প্রচণ্ডঃ সর্পিষানলঃ ।  
 দেবান্ ব্যাদ্রাবয়ৎ স্বর্গাদযুগাস্থোপ ইবোন্নয়নং ॥ ৯৩ ॥  
 তাদৃশস্ত মহাবহ্নেঃ প্রহ্লাদঃ সোহন্তরে স্থিতঃ ।  
 অনক্ষিতস্তদা ধীরঃ সস্মার জলশায়িনং ॥ ৯৪ ॥  
 মহাকৌ শেঘপর্ষ্যক্কে শয়ানং যন্ত্রগন্ধিরে ।  
 অন্তর্জ্বলে জগন্নাথং সোহহমস্মীত্যচিস্তয়ৎ ॥ ৯৫ ॥

তাহার পর যুতমতি হিরণ্যকশিপু সেই পুত্রকে অক্ষত  
 এবং নারায়ণের একান্ত পরায়ণ দেখিয়া তাঁহাকে দধু করি-  
 বার জন্য দৈত্যদিগকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৯১ ॥

অস্বরগণ তাহার আদেশে পবন দ্বারা প্রবর্তিত অনল  
 মধ্যে সাধু প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ করিয়া কার্ঠরাশি দ্বারা  
 সর্বতোভাবে আচ্ছাদন করিল ॥ ৯২ ॥

অনন্তর সেই অগ্নি শিখারূপ ভীষণ রমনা বিস্তার করিল,  
 যুত দ্বারা অধিক ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল । প্রলয়কালীন অন-  
 লের মত উত্তাপ দ্বারা স্বর্গ হইতে অমরদিগকেও তাড়াইয়া  
 দিল ॥ ৯৩ ॥

তখন সেই প্রহ্লাদ ঐরূপ ভীষণ অনলের মধ্যে অবস্থান  
 করিলে লোকে যখন তাঁহাকে দেখিতে না পাইল, তখন  
 জ্ঞানবান্ প্রহ্লাদ জলশায়ী নারায়ণকে স্মরণ করিলেন ॥ ৯৪ ॥

মহামুদ্রের মধ্যে অনন্তশয্যায় যন্ত্ররূপ মন্দিরে জলের

ইথং ধ্যানাচলে তস্মিন্ শশাং সহগানলঃ ।

মহাজলপ্রবাহেণ সংপ্রাবিত ইবাতিতঃ ॥ ১৬ ॥

নিঃশেষমগ্নরাবহৌ হঠাচ্ছান্তে সবিস্ময়াঃ ।

পুনশ্চ জ্বালামায়া নৈবাচেষ্ঠত হব্যভূক্ ॥ ১৭ ॥

গুরুং দৃষ্টে ব সচ্ছিষ্যঃ সর্পো বাগদধারিণঃ ।

ধ্যানাধিগুণয়ং জ্ঞাত্বা তং নৈবোচ্চৈরভুচ্ছিখী ॥ ১৮ ॥

যেষাং ভবমহাবহ্নির্নাশং তাপায় দুর্জয়ঃ ।

কথন্তে বৈষ্ণবাস্তাত তপ্যন্তে প্রাকৃত্যগ্নিনা ॥ ১৯ ॥

যথো নারায়ণ শয়ন করিয়া আছেন, আমিই সেই নারায়ণ ।

তখন প্রহ্লাদ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

এইরূপে প্রহ্লাদ-ধ্যানযোগে নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিলে যেন চারিদিকে মহাজলপ্রবাহ দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া

সহসা সেই অনল উপশম প্রাপ্ত হইল ॥ ১৬ ॥

অগ্নরগণ হঠাৎ অগ্নি নির্বাণ হইলে সেই নিঃশেষিত অনলকে পুনর্বার প্রদীপ্ত করিল, কিন্তু অগ্নির আর কোন চেষ্টা হইল না ॥ ১৭ ॥

গুরুকে দেখিয়া সাধুশিষ্য যেরূপ নত হয়, অথবা ঔষধ-ধারী সন্মুখকে দেখিয়া সর্প যেরূপ ফণা উত্তোলন করে না, সেইরূপ ধ্যানযোগে প্রহ্লাদকে বিষ্ণুগয় জানিতে পারিয়া অগ্নির শিখা আর উর্দ্ধে উঠিল না ॥ ১৮ ॥

যাহা! ভবরূপ ভীষণ মহাবহ্নি যে সকল বৈষ্ণবদিগকে অতিশয় সম্ভাপ দান করিতে পারে না, সেই সমস্ত বৈষ্ণব-গণ কিরূপে সাধারণ লৌকিক অগ্নিদ্বারা সম্ভপ্ত হইতেন ॥ ১৯ ॥

অথ শান্তে মহাবলৌ নির্বিকারং নিরীক্য তং ।

দৈত্যেন্দ্রঃ ক্রোধতাত্ত্বিকঃ স্বয়ং খড়্গমুদৈকত ॥ ১০০ ॥

ততস্তূর্ণং সমুখায় দৈত্যরাজপুরোহিতাঃ ।

মূৰ্খং প্রাজ্ঞলয়ঃ প্রাহুর্বিজ্ঞাঃ শাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ১০১ ॥

ত্রৈলোক্যং কম্পতে দেব ভূশং ভব্যসিকাজ্জিনি ।

প্রহ্লাদস্তাং ন জানাতি ক্রুদ্ধং স্বল্পো মহাবলং ॥ ১০২ ॥

তদলং দেব রোযেণ ন নিহস্তং শশং হরিঃ ।

বিদধাতি স্বয়ং যত্নং বুয়ং তত্র যতামহে ॥ ১০৩ ॥

নাশক্যো হস্তমস্মাভিরিতরোহত্যনুকম্পিতঃ ।

বতৈষ করুণাপাত্রং ত্বংস্বতোহপ্যস্বধীর্জড়ঃ ॥ ১০৪ ॥

অনন্তর অনন্ত মহাবল্লির মধ্যে সেই প্রহ্লাদকে নির্বিকার দেখিয়া তৎকালে দৈত্যপতি ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া স্বয়ং খড়্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০০ ॥

অনন্তর শাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণ দৈত্যপতি পুরোহিতগণ শীত্র উঠিয়া কৃতাজলি হইয়া মুঢ়মতি দৈত্যপতিকে বলিতে লাগিল ॥ ১০১ ॥

মহারাজ ! আপনি খড়্গ আকাজ্জল করিলে ত্রিভুবন অত্যন্ত কাঁপিতে থাকে । ক্ষুদ্রাশয় প্রহ্লাদ মহাবলশালী আপনার ক্রোধ অবগত নহে ॥ ১০২ ॥

অতএব হে মহারাজ ! আর ক্রোধের প্রয়োজন নাই, সিংহ শশককে বধ করিলার জন্ম স্বয়ং কখনও যত্ন করে না । অতএব সেই বিষয়ে আমরাই যত্নবান হইতেছি ॥ ১০৩ ॥

এই প্রহ্লাদ ইতর এবং অত্যন্ত দয়ার পাত্র, এই কারণে আমরা ইহাকে বধ করিতে পারিব না । হায় ! এই বালক

• তদিতঃ পরমপৌৰুষং বুদ্ধ্যা বুদ্ধিমতাং প্রভো ।

উপায়ৈষৌজস্বিয়ামো বয়ং যশ্চ হিতেরতাঃ ॥ ১০৫ ॥

যদ্যস্মদ্বচনং পথাং ন শ্রোষ্যতি তবাত্মজঃ ।

নির্বিচারং হনিষ্যামস্ততস্বং ভূপ মাক্রুধ ॥ ১০৬ ॥

শস্ত্রান্ধৈর্ঘদবধোহসৌ নতু তত্রাস্তি বিশ্বয়ঃ ।

বলং হ্যশ্চ বিজানীমঃ কৃৎস্নং তত্র চ ভৈষজং ॥ ১০৭ ॥

অলং বহুভুত্যা পশ্যাস্মদ্বলং ক্রোধং ত্যজ প্রভো ।

স্বংক্রোধশ্চ ন যোগ্যোহয়ং দেব ত্রৈলোক্যভীষণ ॥ ১০৮ ॥

দয়ার পাত্র সত্য, কিন্তু আপনার পুত্র হইয়াও প্রহ্লাদ মূৰ্খ  
এবং জড়প্রকৃতি ॥ ১০৪ ॥

‘হে জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য!’ অতএব ইহার পরও আমরা  
বুদ্ধিবলে নানাবিধ উপায়ে ইহাকে নিমুক্ত করিয়া রাখিব ।  
‘কারণ, আমরা আপনার হিতানুরোধে অনুরক্ত ॥ ১০৫ ॥

আপনার পুত্র যদি আমাদের হিতকর বচন না শ্রবণ  
করে, তাহার পর আমরা নির্বিচারে ইহাকে বধ করিব ।  
মহারাজ । আপনি কিন্তু তাহাতে কুপিত হইবেন না ॥ ১০৬

যদিচ প্রহ্লাদ অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা বধ্য হয় নাই, সেই  
বিষয়ে কিন্তু কিছুই আশ্চর্য্যের কারণ নাই । আমরাও  
ইহার সমস্ত বল অবগত হইব, তাহার ঔষধও আছে ॥ ১০৭ ॥

প্রভো ! অধিক বলিয়া আর কি হইবে । আপনি  
আমাদের বল দেখুন, ক্রোধ পরিত্যাগ করুন । নাথ !  
আপনি ত্রিভুনের ভগদাতা, এই বালক আপনার ক্রোধের  
যোগ্যপাত্র নহে ॥ ১০৮ ॥

উক্তেতি কুটিলপ্রজ্ঞা দৈত্যং দৈতাপুরোধসঃ ।

আদায় তদনুজ্ঞাতাঃ প্রহ্লাদং ধীধনং যযুঃ ॥ ১০৯ ॥

ব্যচিন্তয়ন্মহাত্মানো বশীকর্তৃস্থ তে নিশং ॥ ১১০ ॥

বিপৎ প্রনাশন হরিং বিচিন্তয়ন্ বিমৎসরঃ ।

সচাপি বিষ্ণু তৎপরো গুরোরুণাসমন্দিরে ॥ ১১১ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিহ্রদোদয়ে প্রহ্লাদ-

চরিত দশমোহধ্যায়ঃ ॥ \* ॥

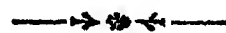
কুটিলমতি দৈতাপুরোহিতগণ তাঁহাকে এই কথা বলিয়া অবশেষে দৈত্যপতির অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক জ্ঞান-ধনসম্পন্ন প্রহ্লাদকে লইয়া প্রস্থান করিল ॥ ১০৯ ॥

মহামতি পুরোহিতগণ প্রহ্লাদকে বশীভূত করিবার জন্য অবিরত চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ১১০ ॥

বিষ্ণুপরায়ণ এবং মাৎস্যর্যাবিহীন সেই প্রহ্লাদও বিপত্তিভঞ্জন হরিকে চিন্তা করিয়া গুরুগৃহে বাস করিয়া রহিলেন ॥ ১১১ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিহ্রদোদয়ে শ্রীরাগনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে প্রহ্লাদচরিতে দশম অধ্যায়ঃ ॥ \* ॥ ১০ ॥ \* ॥

## হরিভক্তিসুধোদয়ঃ ।



একাদশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ॥

অথ গুরুগৃহেহপি বর্তমানঃ

সকলবিদ্যুতরক্তপুণ্যচেতাঃ ।

জড় ইব বিচচার বাহুক্ষেতো

সততমনস্তময়ং জগৎ প্রপশ্যন্ ॥ ১ ॥

শ্রুতি বিহরণ পান ভোজনাদৌ

সমমনসং সততং বিবিভ্রভাজং ।

সহ গুরুকুলবাসিনঃ কদাচি-

চ্ছ্রুতিবিরতাবদন্ সমেত্য বালাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, অনন্তর সর্বজ্ঞ প্রহ্লাদ গুরুগৃহে থাকিয়াও নারায়ণের প্রতি তাঁহার পবিত্র চিত্ত অনুরক্ত হইল এবং এই বিশ্বমংসার সর্বদা বিমুগ্ধ দর্শন করিয়া বাহ্যিক সকল কার্যে জড়ের মত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

শ্রবণ, বিহার, পান এবং ভোজন ইত্যাদি সকল কার্যে প্রহ্লাদের মন একরূপই ছিল, তিনি সর্বদাই লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে থাকিতে ভাল বাসিতেন। কোন এক দিবস প্রহ্লাদ যখন শ্রবণ হইতে বিরত হইলেন, যে সকল বালক প্রহ্লাদের সহিত একসঙ্গে গুরুগৃহে বাস করিত, তাহারা একত্র মিলিত হইয়া প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিল ॥ ২ ॥

তব চরিতমহো বিচিত্রমেতৎ  
 ক্ষিতিপতিপুত্র যতোহশ্বভোগিলুপ্তঃ  
 হৃদি কিমপি বিচিন্ত্য হৃদরোমা  
 ভবসি যদাচ বদাস্ত যদ্যগুহং ॥ ৩ ॥  
 প্রতিভয়ভটনাগভোগিবহ্নীন্  
 দিতিজপতিপ্রহিতান্ বিজিত্য স্বস্থঃ ।  
 কথমসি বলবানপীদৃশস্বং  
 স্বখবিমুখঃ পরমত্র কোতুকং নঃ ॥ ৪ ॥  
 ইতি গদিতবতঃ সমস্ত্রিপুত্রা-  
 নবদদিতি দ্বিজ সর্ববৎসলদ্বাৎ ।

হে রাজকুমার ! তোমার চরিত্র পরম আশ্চর্য্যজনক, কারণ, তুমি রাজপুত্র হইয়াও ~~কিন্তু~~ বীতরাগ হইতেছ। তোমার হৃদয়ের মধ্যে যেন কোন এক অপূর্ব বস্তু আছে, সেই বস্তু ধ্যান করিয়া তোমার দেহ সর্বদা রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। অতএব এই বস্তু যদি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে বল ॥ ৩ ॥

তোমাকে বধ করিবার জন্ত দৈত্যপতি সৈন্য, হস্তী, সর্প এবং অগ্নি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তুমি অনায়াসে সেই সকল জয় করিয়া স্বস্থচিন্তে বাস করিতেছ। তুমি কি করিয়া এইরূপ বলবান হইলে, অথচ দেখিতে পাই, তোমার স্বখ-ভোগে একেবারেই লালসা নাই। এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমাদের পরম কোতূহল জন্মিয়াছে ॥ ৪ ॥

হে ব্রাহ্মণ ! মস্ত্রিপুত্রগণ এই কথা বলিলে পর প্রহ্লাদ ষড়কলের প্রতি বাৎসল্য হেতুক তাহাদিগকে বলিতে

শৃণুত স্বগনমঃ সুরারিপুত্রা  
~~সংসার~~ নরীতিবদামি পৃষ্ঠে ॥ ৫ ॥  
 ধনজনতরুণী বিলাসরম্যো  
 ভববিত্তবঃ কিল ভাতি যন্তগেনং ।  
 বিমুশত স্ববুধৈরুতৈষ সেব্যো  
 দ্রুতমথবা পরিবর্জ্য এষ দূরাং ॥ ৬ ॥  
 প্রথমগিহ বিচার্যতাং যদদ্য-  
 জঠরগতৈরনুভূয়তে স্নঃখং ।  
 কুটিলিততনুভিঃ সদাশ্রিতৈশ্চ-  
 বিবিধপুরা জননানি সংস্মরতিঃ ॥ ৭ ॥

লাগিলেন, হে দৈত্যকুমারগণ! ~~সংসার~~ স্বপ্নের কথা আমাকে  
 জিজ্ঞাসা করিয়াছ । আমি একমনে সেই কথা বলিতেছি,  
 তোমরাও স্বপ্নচিন্তে তাহা শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥

এই যে ধন, দাসদাসী, আত্মীয় স্বজন এবং স্ত্রী প্রভৃতি  
 বিলাস দ্বারা মনোহর হইয়া সংসারের বৈভব শোভা পাই-  
 তেছে, তোমরা পণ্ডিতগণের সহিত সেই ভববৈভবের বিষয়  
 পরামর্শ করিয়া দেখ । প্রথমতঃ এই সকল বৈভবের সেবা  
 করা কর্তব্য অথবা কি শীঘ্র দূর হইতেই ইহা পরিত্যাগ  
 করিতে হইবে ॥ ৬ ॥

প্রথমে এই স্থানে বিচার করিয়া দেখ, যে নিমিত্ত জীব-  
 গণ জঠরস্থিত হইয়া অতিশয় কুটিলদেহে সর্বদাই জঠরানলে  
 সন্তপ্ত হইয়া এবং নানাবিধ পূর্ব-জন্মরত্নাত্ম স্মরণ করিয়া  
 স্মৃতিশয় দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥



অহমিহ-নিবস্যাগ্যমেদ্যপক্ষে .  
 জঠরগৃহে বত পূর্বমস্মুতেশঃ ।  
 বহুবিধ-বহুজন্মভিশ্চ খিমো  
 ন নিজহিতং কৃতবানহোহতিমূঢ়ঃ ॥ ৮ ॥  
 বপূরিহ পরিতপ্যতে যদুগ্রৈঃ  
 কটুলবণান্নরসৈশ্চ মাতৃভুতৈঃ ।  
 অচলমনবকাশতঃ স্নখদুঃখং  
 ফলমিদগচ্ছ্যতিবিস্মৃতেঃ হৃষোরং ॥ ৯ ॥  
 করাগৃহে দগ্ধ্যন্নিবাস্মি বন্ধো  
 জরায়ুনা বিট্ কৃমিমূত্রপূয়ে ।

হায় ! আমি অপবিত্র কর্দসগয় জননীৰ এই জঠররূপ  
 গৃহে বাস করিতেছি, পূর্বের জগদীশ্বর নারায়ণকে স্মরণ  
 করিতে পারি নাই । বহুবার বহু জন্ম হইয়াছিল, তাহাতেও  
 আমি বিশেষ খেদান্বিত হইয়াছিলাম । অহো ! আমি  
 অতিশয় মূঢ় বলিয়া নিজের হিত চিন্তা করিতে পারি নাই ॥ ৮

এই সংসারে জননীৰ ভুক্ত অতিভীষণ কটু, লবণ ও অন্ন-  
 রস দ্বারা শরীর যে সম্ভাপিত হইতেছে এবং অবকাশ না  
 পাকাতে স্নখ দুঃখ স্থিরভাবে বিদ্যমান আছে, তাহা নারা-  
 যণকে বিস্মরণ হইবার ইহাই নিদারুণ ফল ॥ ৯ ॥

দহ্য যেরূপ কাঁরাগার মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া ক্লেশানুভব  
 করে, আমিও সেইরূপ বিষ্ঠা, মূত্র এবং কৃমিপূয়াদি দ্বারা  
 ভূতিলুর্গদগয় ও অপবিত্র মাতৃগর্ভে জরায়ু দ্বারা বদ্ধ হইয়া

ক্রিশ্চামি গর্ভেহপ্যসকৃন্মুকুন্দ-  
 পদং যৌরিস্মরণেন কৰ্ত্তং ॥ ১০ ॥  
 ইতঃ পরং স্বচ্যুতমেব যত্নাৎ  
 সদা ভজিষ্যে বিগতান্নতৃষ্ণঃ ।  
 স্মান্নিগমো মে জঠরাৎ কদাসু-  
 ন পূৰ্ব্ববন্মোঢ্যমহং ভজিষ্যে ॥ ১১ ॥  
 ইথং মহোগ্রোদরতশ্চ জন্তু-  
 র্বিনিগমং বাঞ্ছতি পথ্যকৃত্যৈ ।  
 বন্ধঃ পশুর্বা নিজবন্ধমুক্তিঃ  
 পশ্যমদূরাভূষিতস্তড়াগং ॥ ১২ ॥  
 তস্মাৎ স্বখং গৰ্ভশয়স্থ নাস্তি  
 গৰ্ভাততো নিষ্পতিতশ্চ সত্যং ॥

ক্রেশ পাইতেছি । নারায়ণের পাদপদ্ম দুইটী স্মরণ না  
 করাতে বারম্বার কৰ্ত্ত ভোগ করিতেছি ॥ ১০ ॥

ইহার পর অন্য বিষয়ের বন্দনা পরিত্যাগ করিয়া  
 সৰ্বদাই আমি যত্নসহকারে নারায়ণেরই আরাধনা করিব ।  
 হায় ! কবে আমার জঠর হইতে নিঃসরণ হইবে ? আর  
 আমি পূর্বের মত মুঢ়তা অবলম্বন করিব না ॥ ১১ ॥

এইরূপে জীব অতিভীষণ জঠর হইতে আপনার হিতের  
 জন্তু নির্গমন ইচ্ছা করিয়া থাকে । যেমন বন্ধ-ভৃগাতুর পশু  
 অদূরে তড়াগ দেখিয়া নিজের বন্ধন হইতে মুক্তি কামনা  
 করে তদ্রূপ ॥ ১২ ॥

অতএব গৰ্ভশায়ী জীবের স্বখ নাই । অনন্তর গৰ্ভ হইতে

বাহ্যাদিনীস্পর্শমাপ্য মুচ্ছাং  
 প্রাপ্নোতি মাত্রা সহ ভূরিদুঃখং ॥ ১৩ ॥  
 বিচেষ্টমানোহথ চিরেণ জন্তু-  
 গর্ভে যথা বেত্তি ন কিঞ্চিদত্র ।  
 আশাশ্চ তাস্তা বিফলা ভবন্তি  
 পুরস্কৃত্যোরিব ভোগবাঞ্ছাঃ ॥ ১৪ ॥  
 যুক্তো মুনির্বেত্তি যথা স সর্বং .  
 গর্ভং গতৌ ব্যুখিতবান বেত্তি ।  
 জাগ্রদবস্থা বেত্তি হিতং স গর্ভে  
 সুষুপ্তবচ্ছাত্র গতৌ ন বেত্তি ॥ ১৫ ॥

---

নির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ বায়ু-পবনের স্পর্শ পাইয়া জননীর  
 সহিত অতিশয় দুঃখে মুচ্ছা পাইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

অনন্তর জীব বহুকাল পরে চেষ্টা করিয়া থাকে, জননীর  
 জঠরে যেমন জানিতে পারে, তেমন এখানে আর কিছুই  
 জানিতে পারে না। আসন্নমৃত্যু মনুষ্যের ভোগাভিলাষ  
 যেরূপ বৃথা, সেইরূপ তখন জীবের তত্তৎ সমস্তই আশা বৃথা  
 হইয়া যায় ॥ ১৪ ॥

যোগযুক্ত মুনি যেরূপ সমস্ত বিষয় জানিতে পারেন,  
 সেইরূপ জীব গর্ভগৃহে সকল বিষয় জানিতে পারে। যোগ  
 হইতে উখিত হইলে অর্থাৎ সমাধিভঙ্গ হইলে যেমন মুনি  
 কিছুই জানিতে পারেন না, সেইরূপ গর্ভ-নিঃসৃত জীব  
 কিছুই অবগত হয় না। জাগ্রদবস্থায় যেমন মনুষ্য সকল  
 বিষয় বুঝিতে পারে, গর্ভাবস্থায় জীব সেইরূপ সমস্তই  
 জানিতে পারে। সুষুপ্তিদশায় যেমন কিছুই জানা যায় না,

অথাস্ত বাহানিলখণ্ডগচ্ছিম-  
 জানো<sup>১</sup>বুদ্ধি<sup>২</sup>পুনরঙ্কুরাভং ।  
 অকল্পনং জ্ঞানমুদেতি বালো  
 তদ্বর্জতে তদ্বপুৈব সার্কং ॥ ১৬ ॥  
 জ্ঞানাকুরন্তংপরিবর্দ্ধয়ন্তি মে  
 সচ্ছাস্ত্রসংস্পত্তিতোয়মেকৈঃ ।  
 তেহতিপ্রাবৃদ্ধাং ফলসাপ্নুবন্তি  
 মোক্ষাভিধং জ্ঞানতরোহু<sup>৩</sup>রাপং ॥ ১৭ ॥  
 যেত্বর্থকামান্নুযান্তি তেষাং  
 তর্বাগ্নিতপ্তং নহি বুদ্ধিমতি ।

সেইরূপ এই স্থানে<sup>১</sup> কিছু জ্ঞান<sup>২</sup> যাইতে পারে  
 না ॥ ১৫ ॥

অনন্তর এই জীবের বাহু-পবনরূপ খণ্ডগ<sup>৩</sup> দ্বারা জ্ঞানরূপ  
 মহাবৃক্ষ ছিন্ন হইয়া যায়, সেই ছিন্নবৃক্ষ হইতে পুনর্ব্বার  
 অঙ্কুরাকৃতি যৎসামান্য জ্ঞান বার্ষ্যকালে উদিত হয় এবং  
 তাহার শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বুদ্ধি পাইতে থাকে ॥ ১৬ ॥

যে সকল ব্যক্তি সাধুশাস্ত্র এবং সাধুসঙ্গরূপ জলসেক  
 দ্বারা সেই জ্ঞানাকুর পরিবর্দ্ধিত করেন, তাহারাই শেষে  
 বুদ্ধিপ্রাপ্ত জ্ঞানবৃক্ষের অতিদুর্লভ মোক্ষ নামক ফল লাভ  
 করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

কিন্তু যে সকল মনুষ্য অর্থ ও কামের অনুসরণ করে,  
 তাহাদের জ্ঞানাকুর বাসনারূপ অনল দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া  
 বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় না । সুতরাং সেই জ্ঞানাকুর ফলোৎপাদন

ଜ୍ଞାନାନ୍ତରଂ ତେନ କଳାୟ ନାଳଂ  
 ତଚ୍ଛିଦ୍ୟତେହଂଥାମରଗାମିପାତୀଂ ॥ ୧୮ ॥  
 ପୁନଃ ଗର୍ଭେ ଭବତି ଶ୍ରବକ୍-  
 ମୋଂ ହନନ୍ତାଜନିୟତ୍ୟମାଳା ।  
 ଜନ୍ମଞ୍ଚ ତସ୍ୟାଂ ପରିବର୍ଦ୍ଧୟେତ୍ତ-  
 ଜ୍ଞାନାନ୍ତରଂ ତଂଫଳମୀଶଭକ୍ତିଃ ॥ ୧୯ ॥

ଦୁଃଖଂ ସ୍ତ୍ରୀକୃନ୍ନିମନ୍ଧ୍ୟେ ପ୍ରଥମଗିହ ଭବେଦ୍ଗର୍ଭବାମେ ନରାଗାଂ ।  
 ବାଳସ୍ତେଷାତିଦୁଃଖମଳଲୁଲିତତନ୍ମୁସ୍ତ୍ରୀପୟଃପାନମିଶ୍ରଂ ॥  
 ତାରୁଣ୍ୟେଷାତିଦୁଃଖଂ ଭବତି ବିରହଜଂ ବୁଦ୍ଧଭାବୋହପ୍ୟସାରଃ ।  
 ସଂସାରେ ବା ମନୁଷ୍ୟା ଯଦି ବଦତ ସୁଖଂ ସ୍ବପ୍ନମପ୍ୟସ୍ତି କିଞ୍ଚିତ୍ ॥ ୨୦ ॥

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମର୍ଥ, ଅବିଶେଷେଣ ହୁଏତ୍ତେଣ ଧର୍ମାଦିଗାଘାତେ ସେହି ଜ୍ଞାନା-  
 ନ୍ତର ଛିନ୍ନ ହୁଏନା ଯାଏ ॥ ୧୮ ॥

ପୁନର୍ବାର ସେହି ଜୀବ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏହିରୂପେ  
 ଆବାର ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ପାହିନା ଥାକେ । ସ୍ବତରାଂ ଜୀବର ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ  
 ଅନନ୍ତ, ଅତଏବ ସେହି ଜ୍ଞାନାନ୍ତର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ । ନାରୀ-  
 ଯୁଗ୍ମେର ଶ୍ରୀତି ଭକ୍ତିହି ତାହାର ଫଳ ॥ ୧୯ ॥

ପ୍ରଥମେ ଏହି ଜଗତେ ମନୁଷ୍ୟଗଣେର ନାରୀଜଠର ମନ୍ଧ୍ୟେ ଦୁଃଖ  
 ହୁଏନା ଥାକେ, ତତ୍ପରେ ଗର୍ଭବାସ ଦୁଃଖ ଘଟିନା ଥାକେ । ବାଲ୍ୟ-  
 କାଳେ ମଳମୁତ୍ର ଦ୍ବାରା ଶରୀର ଲିପ୍ତ ଥାକେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକେର  
 ସ୍ବଚ୍ଛଦୁଦ୍ଧ ପାନେ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ଯୌବନକାଳେଓ  
 ବିରହଜନିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଘଟେ । ବୁଦ୍ଧାବସ୍ଥାଓ ମର୍କାପେକ୍ଷା  
 ଅସାର, ଅତଏବ ହେ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ! ବଳ ଦେଖି, ଏହି ସଂସାରେ ଅନ୍ୟ-  
 ଗାତ୍ରଓ କି ସୁଖ ଥାଏ ? ॥ ୨୦ ॥

উক্তং প্রসঙ্গাদিদমার্থ্যপূজাঃ  
 শৃণুস্ত বাল্যেহপি জনস্ত দুঃখং ।  
 অপ্যাধিব্যাধিভিরদ্যমানো  
 নাখ্যাত্তীক্ষণঃ সহি বেদনার্ত্তঃ ॥ ২১ ॥  
 পরেচ্ছয়া ভোজনমজ্জনাদৌ  
 ক্লিশ্যত্যথ ক্রীড়নকেষু সক্তঃ ।  
 করোতি হাস্তং পুরুষার্থবুদ্ধ্যা  
 যৎকিঞ্চিদনৈঃ স বৃথাশ্রমার্ভঃ ॥ ২২ ॥  
 বাল্যেহজ্ঞতা সা হি স্মৃৎসুখহেতু-  
 য়নশ্চ শৃণুস্তস্মৎ ভবন্তঃ ।  
 স বাধ্যতে পঞ্চশরেন নিত্যং  
 পঞ্চেন্দ্রিয়ৈশ্চাধিসহস্রবৎ ॥ ২৩ ॥

হে গুরুপুত্রগণ । আমি প্রসঙ্গ ক্রমে যে কথা বলিয়াছি, তাহা তোমরা শ্রবণ কর । বাল্যকালেও যে মনুষ্যের দুঃখ হয়, তাহা আমি বলিয়াছি । বাল্যকালে মনুষ্য নানাবিধ আধি (মনোব্যথা) এবং বিবিধ ব্যাধিদ্বারা ক্লেশ পাইয়া থাকে । তখন সে কিছুই বলিতে পারে না । অধিকন্তু সে কেবল যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া পরে ॥ ২১ ॥

তাহার পর ঐ বালক পরের ইচ্ছায় স্নান ভোজনাদি কার্যে অনেক ক্লেশ প্রাপ্ত হয় । যখন সে নানাবিধ খেলায় আশ্রিত থাকিয়া পুরুষার্থ বোধে হাস্ত করিয়া থাকে, তখন সে অপরের সহিত যৎকিঞ্চিৎ কার্য্য করিয়াও বৃথা পরিশ্রমে কাতর হয় ॥ ২২ ॥

এইরূপে বাল্যকালে মূর্খতার পূর্ণবিকাশ দেখা যায় এবং

পরং পরং দুর্লভমেব বাঞ্ছ  
 মদৈব সীদত্যবিনীতচিত্তঃ ॥  
 শৈশ্বর্যদারৈর্নহি তোষমেতি  
 প্রায়ঃ স্বভাবোহয়সেব যুনাং ॥ ২৪ ॥  
 যেহপি স্বকৈর্দারধনৈঃ স্তুত্বা-  
 স্তেষাঞ্চ নাস্ত্যেব স্ত্বং ভবেহস্মিন্ ।  
 মর্কেহনিত্যা বিভবাস্তদেষাং  
 নাশে স্ত্বাং কোটিগুণং হি দুঃখং ॥ ২৫ ॥

সেই অজ্ঞতাই অত্যন্ত দুঃখের কারণ । এক্ষণে তোমরা  
 যুবার স্ত্বং অর্থাৎ অতিশয় ক্লেশ শ্রবণ কর । যুবা পুরুষ  
 মর্কদাই কামশরে এবং পঞ্চ প্রবল ইন্দ্রিয়ের প্রাদুর্ভাব  
 পীড়িত হইয়া থাকে । তখন তাহার সহস্র ২ মানসিক পীড়া  
 আবির্ভূত হইয়া তাহাকেই ক্লেশ দিতে প্রবৃত্ত হয় ॥ ২৩ ॥

যুবা পুরুষের চিত্ত কখন বিনীত হয় না । ঐ পুরুষ  
 কেবল পরে পরে দুর্লভ বস্তুরই বাঞ্ছা করিয়া অবসন্ন হইতে  
 থাকে, তাহার মনের স্ত্ব আন পূর্ণ হয় না । যুবা পুরুষ  
 আপনার স্ত্রী এবং আপনার অর্থে মস্তক হইতে পারে না ।  
 প্রায়ই যুবা পুরুষদের এইরূপ স্বভাব হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

যদিচ কোন কোন যুবা পুরুষ স্বকীয় স্ত্রী এবং অর্থে  
 মস্তকচিত্ত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহাদেরও এই সংসারে  
 স্ত্ব নাই জানিবা । কারণ, সমস্ত বিভবই অনিত্য । স্তুরাং  
 স্ত্বাপেক্ষা স্ত্রী এবং অর্থাদির বিনাশে কোটিগুণ দুঃখই  
 উপস্থিত হয় ॥ ২৫ ॥

জনোহত যঃ ক্ৰমিহতি দারপুত্র-  
 ধনেযু তদুৎখমহাতরুণাং ।  
 বীজানি ধন্তে হৃদি তে চ কালে  
 বিদারয়ন্তুস্তনুমুদ্রিত্তি ॥ ২৬ ॥  
 পর্য্যন্তদুঃখান্ ধনদারপুত্রা-  
 ননাত্তবান্ ক্রীড়তি যৎ প্রগৃহ ।  
 অমন্ত্রবিঘ্ন্যাংশিশুং প্রগৃহ  
 মৌচ্যেন যৎক্রীড়তি দৈতপুত্রাঃ ॥ ২৭ ॥  
 নাবৎ শ্রয়েদ্বা জরতীং মহাকৌ  
 শাখাং মহোচ্চাসপি ছিদ্যমানাং ।  
 ধ্রুবং প্রণাশান্ বিঘয়ান্ ছুরাপান্  
 বিশ্বস্ত যঃ ~~কেন্দ্রকমপারামিচ্ছেৎ~~ ॥ ২৮ ॥

যে ব্যক্তি এই সংসারে স্ত্রী পুত্র ও ধনের প্রতি আসক্ত  
 হয়, সে ব্যক্তি আপনার হৃদয়ের মধ্যে সেই দুঃখরূপ মহা-  
 বৃক্ষের বীজ সকল ধারণ করে । ঐ সকল দুঃখরূপ মহাবৃক্ষ,  
 কালে শরীর বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত  
 হয় ॥ ২৬ ॥

হে দৈত্যপুত্রগণ ! যে ব্যক্তি মন্ত্র জানে না এরূপ মনুষ্য  
 মুখ্যতাবশতঃ ভুজঙ্গশিশুকে গ্রহণ করিয়া যেরূপ ক্রীড়া করে,  
 সেইরূপ অনাত্তবান্ মনুষ্য পরিণামবিরম স্ত্রী পুত্র ধন গ্রহণ  
 করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

যে ব্যক্তি অপার দুঃখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করে, সে  
 ব্যক্তি মহাসাগরে জীর্ণতরী অবলম্বন করিবে, অথবা অত্যন্ত  
 উচ্চ হইলেও যে শাখা ছেদন করা হইতেছে, সেই শাখা



তস্মিন্ন যুগং সুখমস্তি দৈতম  
 বৃদ্ধস্ত শোকাস্ত ন বর্ণনীয়ঃ ।  
 মহাধিরুদ্রদুঃখমহানদীনাং  
 মহার্ঘবত্রে বিধিনা প্রযুক্তাঃ ॥ ২৯ ॥  
 কিঙ্কাহত্র জন্তোঃ সুখকারণং হি  
 সর্বাস্ববাস্থ্যপি নাশদস্তি ।  
 পরস্ত য়েহগী বিষয়ান্ ছুরাপান্  
 হিহৈব তং বাস্তি চ তত্র ধীরাঃ ॥ ৩০ ॥  
 অপুত্রতা দুঃখমতীবদুঃখং  
 কুপুত্রতাদুঃখতরং ততোহপি ।

অবলম্বন কবিধি, কিম্বা বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিত কণ্ঠস্থ  
 বিষয় সকল অবলম্বন করিবে ॥ ২৮ ॥

অতএব হে দৈত্যগণন যুগা পুরুষদিগের একেবারেই  
 সুখ নাই। বৃদ্ধলোকের যে সকল শোক আছে, তাহা বর্ণনা  
 করিতে পারা যায় না। বিধাতা অধিব্যাধি-জনিত দুঃখরূপ  
 মহানদীর মহাসমুদ্ররূপে বৃদ্ধদিগকে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

অপিচ, এই সংসারে সকল অবস্থাতেই জীবের অশু  
 কোন সুখের কারণ নাই, কিন্তু যে সকল মনুষ্য দুর্লভ বিষয়-  
 রাশি বিসর্জন দিয়া কেবল সেই নারায়ণেরই শরণাপন্ন হয়,  
 এই সংসারে তাহারাই জ্ঞানী ॥ ৩০ ॥

প্রথমতঃ পুত্র না হইলে মনুষ্যের যে দুঃখ হয়, সেই  
 দুঃখ অসীম। তৎপরে পুত্র হইলে সেই পুত্র যদি কুসন্তান  
 হয়, তাহা আবার অধিকতর কষ্টদায়ক। এইরূপে পুত্র

লক্কেষু পুঞ্জৈঃপি সংস্ক কাল-  
 ধর্মং গতেষ্যতিজ্ঞাং শ্রিয়া কিং ॥ ৩১ ॥  
 নক্টে স্ততাদৌ হি নৃণাং স্মরণা  
 দাক্ষীরপি প্রভূত দুঃখহেতুঃ ।  
 বসন্তমন্দানিলচন্দ্রিকাদি  
 পশ্যন্ হি তপ্তো বিরহী স্ততপ্তঃ ॥ ৩২ ॥  
 জনশ্চ কিঞ্চাত্র সমক্ষদৃষ্টা  
 সর্কাস্বনশ্বাশপি মৃত্যুভীরিঃ ।  
 কথং ক বা কেন কদা গমেতি  
 বিভূষতাং কিং নিষথৈঃ স্তথং স্তাৎ ॥ ৩৩ ॥

সকল গাইলেও পরে যদি তুল্যতা মৃত্যুগুণে পতিত হয়,  
 তখন মনুষ্যগণ অদীর্ঘ ক্রেশ-ভোগ করিয়া থাকে । অতএব  
 এইরূপ ক্রেশ প্রাপ্ত মনুষ্যগণের বৈভবে প্রয়োজন কি ৩১ ॥

যে রূপ কোন নিয়োগী ব্যক্তি অদৃষ্টেব দোষে বসন্ত-  
 কালের মিলনসমীরণ এবং স্রধাময়ী কৌমুদী প্রভৃতি স্তম্ভকর  
 বস্তু দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ  
 স্ত্রীপুত্রাদি বিনষ্ট হইলে মনুষ্যগণের অতিশয় মনোবগ  
 ঐশ্বর্য্যও ( স্তম্ভের কথা দূবে থাকুক ) প্রভূত কেবল দুঃখের  
 কারণ হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

অপিচ, এই জগতে প্রত্যক্ষ অবলোকন কর, মনুষ্যের  
 সকল অবস্থাতেই মৃত্যুভয় উপস্থিত হয় । অতএব কোন্  
 ব্যক্তি, কোন্ কালে, কোন্ স্থানে, কি প্রকারে, আমার  
 বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে ? এবং ভাবিয়া দেখ, তবে  
 বৈষয়িক পদার্থ দ্বারা কি স্তম্ভ হইতে পারে ? ॥ ৩৩ ॥

নদ্যমুপানাম যুগাহিপক্ষি-  
 গম্বাদিভিষ্ঠাত্র যুতির্হি দৃষ্টা ।  
 কিং সংখ্যায়া বা ন তদন্তি বস্ত  
 জনস্ত যেনাত্রি ন নাশশঙ্কা ॥ ৩৪ ॥  
 দেশশ্চ কালশ্চ ন মোহস্তি দৈত্য  
 জনস্ত যেনাত্রি ন নাশশঙ্কা ।  
 বিচারয়ংশ্চ তদিহার্থদারৈঃ  
 কো বা স্থখী জর্জরিতান্তরঃ স্মাৎ ॥ ৩৫ ॥  
 বাধির্ধ্যমাক্ষাং বিকলান্ভাবা  
 রোগাঃ স্থঘোরা যদি বা হঠাৎ স্ম্যঃ ।  
 তদা নৃণাং জীবনমপ্যনিষ্টং  
 বতাক্টিদূরে বিমর্শয়েধু নানি ॥ ৩৬ ॥

দেখ, এই সংসারে পশু, পক্ষী, যুগ ও সর্প প্রভৃতি  
 জীবগণ কেবলমাত্র নদীর জলপান করিয়া কি যুতাপথ দর্শন  
 করে না ? অথবা ইহাদের বিষয় গণনা করিয়া কি হইবে ।  
 কারণ, এই জগতে এরূপ বস্তুই নাই যে, যাহা দ্বারা মনুষ্যের  
 মরণশঙ্কা নিবৃত্তি হইতে পারে ॥ ৩৪ ॥

হে অম্বরগণ ! জগতে এরূপ দেশ এবং এরূপ কাল  
 নাই, যাহা দ্বারা মনুষ্যের যুতুভয় হয় না । এই জগতে  
 কোন্ ব্যক্তিই বা স্ত্রী এবং বৈবয়িক পদার্থে স্থখী হইয়াছে,  
 এইরূপ চিন্তা করিলেই তাহার অন্তঃকরণ জর্জরিত হইয়া  
 থাকে ॥ ৩৫ ॥

যদি সহসা বধিরতা, অন্ধতা, অগ্নের নুনাধিক্যরূপ  
 বিকলতা এবং অসাড় কঠোর গীড়া সকল আসিয়া উপস্থিত

দৃষ্টং ভবন্তি যদুক্তমেতৎ  
 যে তত্র সত্তা বিষয়ে রমন্তে ।  
 অজ্ঞানিনস্তে ন বিচারয়ন্তি  
 কাগাদিবস্থা ন চ তে প্রমাণং ॥ ৩৭ ॥  
 এবং ভবো দুঃখময়ঃ সদৈব  
 সেন্যঃ কথং দৈত্যস্বতাঃ প্রবৃদ্ধৈঃ ।  
 কিন্তু দ্বিপাদেহপ্যধিকেয়গার্ভিঃ  
 স্বপ্রাপমেতচ্চ ন কৰ্ম্মিণৌহস্ম ॥ ৩৮ ॥  
 গন্ত্যামেবং হবশৌ যোনী-  
 নানাবিধাঃ কৰ্ম্মনিপাকভেদাৎ ।

হয়, তাহা হইলে গমুখ্যদিগের জীবন পর্য্যন্তও অনিষ্ট বলিয়া  
 বোধ হইয়া থাকে । হেদেয়গণ তখন বৈষয়িক পদার্থে অনুবাগ  
 প্রকাশ কৰা অনেক দূরের কথা ॥ ৩৬ ॥

আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাও তোমরা দেখিয়াছ ।  
 তন্মধ্যে যাহারা অনুবক্ত হইয়া বৈষয়িক পদার্থে আসক্ত  
 হইয়া থাকে, তাহারা অজ্ঞানী এবং কামক্রোধাদির বলীভূত  
 হইয়া তাহারা বিচার করিতে পারে না । সুতরাং তাহা-  
 দের বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

হে দৈত্যকুমারগণ । এইরূপে সংসার সৰ্ব্বদাই দুঃখ-  
 ময় । জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ কেন সেই দুঃখপূর্ণ সংসারে  
 আসক্ত হইবে, কিন্তু দ্বিপদ জন্তুদিগের ইহা অধিক দুঃখের  
 বিষয় । যে ব্যক্তি কৰ্ম্মী, তাহার পক্ষে ইহা স্মরণ্য নহে ॥ ৩৮ ॥

কৰ্ম্মফলের পরিণামহেতু জীব অবশ হইয়া নানাবিধ  
 যোনি প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে গমন করিবে । তন্মধ্যে আশা-

জীবেন তত্রাপিচ নঃ সগন্ধঃ  
 দৃষ্টাঃ স্বেঘোরা বিবিধাহংস্থাঃ ॥ ৩৯ ॥  
 ভূহা যুগাঃ কৰ্মবশেন জীবা  
 বনে চরন্তো বত নিত্যভীতাঃ ।  
 ব্যাত্রৈশ্চ সিংহৈশ্চ ঋশৈরপাপাঃ  
 ক্রোশন্তি ভক্ষ্যাঃ কুন্টপৈশ্চ বধ্যাঃ ॥ ৪০ ॥  
 নিকারণং হস্তিশুকৌ চ বন্ধৌ  
 স্মৃতা বলং পশুশ্চ শোকতপ্তৌ ।  
 ভারং পশুভূরি বিভর্তি দুঃখা-  
 ভেনাপরাধঃ কিমকারিভূরি ॥ ৪১ ॥

দেবঃ সম্মুখেই নানাপ্রকার ভীষণ অবস্থা সকল দৃষ্ট হই-  
 য়াছে ॥ ৩৯ ॥

হায় ! জীবগণ কৰ্মবশতঃ যুগযোনি প্রাপ্ত হইয়া বনে  
 নিচরণ করিয়া থাকে । যুগকুল সর্বদাই ভীত, নৃশংস সিংহ  
 ব্যাত্র হিংস্রজন্তুগণ এই সকল পাপরহিতদিগকে ভক্ষণ করে;  
 তাহারা তখন ব্যাত্রাদি কর্তৃক ভক্ষ্য হইয়া চীৎকার করিতে  
 থাকে । যুগরা বিহার কুৎসিত রাজগণ আবার তাহাদিগকে  
 বধ করে ॥ ৪০ ॥

তোমরা পরাক্রম স্মরণ করিয়া দেখ, হস্তী এবং শূক-  
 পক্ষিকে অকারণে বন্ধন করে এবং তাহারা শোকে সমুত্তপ্ত  
 হইয়া থাকে । দেখ, পশু দুঃখে অধিক ভার বহন করে,  
 অথচ এই পশু এমন কি অধিক অপরাধ করিয়াছে যে, যাহার  
 জন্ত তাহাকে এত কষ্ট পাইতে হয় ॥ ৪১ ॥

মেঘাশ্চ যুদ্ধে বত কুকুটাস্ত  
 দৃষ্টা হতান্তে পরধেননার্থঃ ।  
 ইত্যাদিকৰ্ম্মানুগয়োনিভাজাঃ  
 দুঃখেষ্মিয়ন্তাস্তি ন দৈত্যপুত্রাঃ ॥ ৪২ ॥  
 কিকৈতদুত্তং খলু জঙ্গমহে  
 স্প্রাপ্যমেতচ্চ ন কৰ্ম্মিণোহস্র ।  
 ব্রজন্তি হি স্থাবরতামবশ্যং  
 জীবাস্ততঃ কষ্টতরং নু স্মিমা ॥ ৪৩ ॥  
 এবং ভবেহস্মিন্ পরিমার্গমাণা  
 বীক্ষ্যমহে নৈব স্থাংশালেশং ।  
 যথা যথা মাধু বিচারয়াম-  
 স্তথা তথা দুঃখময়ং হি বিদ্যঃ ॥ ৪৪ ॥

হায় ! এইরূপ দেখাগিয়াছে যে, পরের গেলা এবং  
 কৌতুকের জন্য মেঘ ও কুকুটগণ যুদ্ধে হত হইয়া থাকে ।  
 হে দৈত্যকুমারগণ ! এইরূপে কৰ্ম্মানুসারে নানাবিধ যোনি  
 প্রাপ্ত জীবগণের দুঃখের ইয়ত্তা নাই ॥ ৪২ ॥

অপিচ, হে দৈত্যগণ ! ইহাও কথিত হইয়াছে যে,  
 জঙ্গমযোনি প্রাপ্ত হইলে কৰ্ম্মিষ্ঠ জীবের ইহা স্থলভ নহে,  
 অবশেষে জীবগণ অবশ্যই স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।  
 হায় ! ইহা অপেক্ষা অধিকতর কষ্ট আর কি আছে ॥ ৪৩ ॥

এইরূপে এই সংসারে আমরা জন্মসংকলন করিয়া দেখিতে-  
 দ্বিগুন, ত্রুণতে সুখভোগের একমাত্র কথাও বিদ্যমান নাই,  
 স্মার্মা-যে যে রূপে ভাল করিয়া বিচার করি না কেন  
 সেইরূপে কেবল জগৎ দুঃখময় বলিয়া জানিতে পারি ॥ ৪৪ ॥

তস্মাদ্বেহস্মিন্ কিল চাক্ষুশে  
 ছঃখাকরে নৈব পতন্তি সন্তঃ ।  
 পতন্তি তেহ তত্ত্ববিদঃ স্মৃঢ়া  
 বহৌ পতন্তা ইব দর্শনীয়ে ॥ ৪৫ ॥  
 যুজ্যেত বাস্মিন্ পতনং স্খাভে  
 যদ্যস্তি নানুচ্ছরণং স্খায় ।  
 অবিন্দতাসন্নমহো কৃশানাং  
 যুক্তং হি পিণ্ড্যাকতুলাদিখাদনং ॥ ৪৬ ॥  
 অস্ত দ্বিদং শ্রীপতিপাদপদ্ম-  
 দ্বন্দ্বার্চনং প্রাপ্যন্নস্তাদ্যং ।  
 ব্রাহ্ম্যং স্খং সত্যমতাপমিশ্রং  
 সাধাবণং সর্বজনস্ত চ স্বং ॥ ৪৭ ॥

অতএব আপাততঃ স্তম্ভর বলিয়া প্রতীয়মান, কিন্তু বাস্ত-  
 বিক ছঃখের আকরস্বরূপ, এই সংসারে পণ্ডিতগণ পতিত  
 হয়েন না । যেরূপ পতঙ্গগণ আপাততঃ দর্শনযোগ্য অনশের  
 মধ্যে পতিত হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, মুঢ়মতি সেই সকল  
 গনুষ্য সংসারে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

অথবা যদি স্তম্ভের নিমিত্ত অন্য কোন অবলম্বন না থাকে,  
 তাহা হইলে বরং স্খমদৃশ এই সংসারে পতন উপযুক্ত হয় ।  
 হায় ! দেখ, যে ব্যক্তি অন্নলাভ না করিতে পারে, তাহাদে-  
 রই পিণ্ড্যাক (খৈল) এবং তুষ প্রভৃতি বস্তুর ভক্ষণ করা  
 উপযুক্ত কার্য্য ॥ ৪৬ ॥

যাহা বলিতেছি, এই কথা থাকুক । কমলাপতির  
 পাদপদ্মযুগলের অর্চনা কর্তব্য কর্ম্ম, ইহাই অনন্ত এবং

তচ্চার্য্যতে ক্রীতিপাদপদ্মং  
 দ্বন্দ্বং ন বজ্রৈর্ন ধনৈঃ শ্রমৈ নঃ ।  
 অনন্তচিত্তেন নরেন কিস্ত  
 ধিয়ার্য্যতে মোক্ষস্বথপ্রদায়ি ॥ ৪৮ ॥  
 অক্লেশতঃ প্রাপ্যমিদং বিশ্বজ্য  
 মহাস্বথং যোহন্নস্বথানি বাঞ্ছেৎ ।  
 রাজ্যং করস্বং স্বমমৌ বিশ্বজ্য  
 ভিক্ষামটেদীনমনাঃ স্মৃঢ়ঃ ॥ ৪৯ ॥  
 যে ত্বত্র সত্তা বিষয়ে রমন্তে  
 স্নসাদনে ব্রহ্মস্বথে হি তেহক্ষাঃ ।

আদ্য । এই ব্রহ্মস্বথই সত্যস্বথ এবং ইহা তাপনিশ্চিত  
 নহে । এই ধন সকল লোকেরই নাধারণ ॥ ৩৭ ॥

ধন দিয়া, বস্ত্র দিয়া এবং বৃথা পরিশ্রম করিয়া কল্যা-  
 পতি নারায়ণের সেই পাদারবিন্দযুগলের পূজা করা কর্তব্য  
 নহে । কিন্তু মনুষ্য অনন্য মনে স্মৃদ্ধির সহিত নারায়ণের  
 পাদপদ্ম পূজা করিবে, এইরূপে অর্চনা করিলে মোক্ষস্বথ  
 প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৪৮ ॥

যাহা অক্লেশে পাওয়া যায়, সেই মহাস্বথ পরিত্যাগ  
 করিয়া যে ব্যক্তি অন্নস্বথ ইচ্ছা করে, সেই মুঢ়মতি মনুষ্য  
 করতলস্থিত স্বকীয় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিত চিত্তে  
 ভিক্ষার জাল দ্বারে দ্বারে পর্যটন করিতে থাকে ॥ ৪৯ ॥

কিন্তু যে সকল ব্যক্তি এই সংসারে আসক্ত হইয়া বৈষ-  
 ম্যিক পদার্থে রত থাকে, সেই সকল ব্যক্তি নিশ্চয়ই স্বথ-  
 সাধ্য ব্রহ্মস্বথে অন্ধ জানিবে । যে সকল ব্যক্তি সেই পরাৎ-



বুধৈঃ স্তোচ্যো অপি ভোক্তাঃ তস্মিৎ-  
 স্ত্যাস্তি যে দৃষ্টপরাবরহাৎ ॥ ৫০ ॥  
 এবং ভবং দুঃখময়ং বিদিত্বা  
 দৈত্যায়ুজাঃ সাধু হরিং ভজধ্বং ।  
 ততো ভবন্তোহ্যপ্যপরোকমেব  
 দ্রক্ষ্যন্তি সংসারফলকং বঃ স্মৃৎ ॥ ৫১ ॥  
 অসারসংসারতরোরপীদং  
 কৃষ্ণার্চনং সৎফলমেকমস্তি ।  
 ভবং বিনা চেশ্বরপূজনেহলং  
 লয়ে হি জীবাশ্রিতলিপ্সদেহাঃ ॥ ৫২ ॥

পর পরমেশ্বরকে দেখিতে পায় না, পণ্ডিতগণ তাহাদের  
 প্রতি শোক প্রকাশ করিলেও, তাহার সেই পরমেশ্বর বিষ্ণুর  
 প্রতি সন্তুষ্ট নহে ॥ ৫০ ॥

হে দৈত্যবালকগণ !, এইরূপে সংসার দুঃখপূর্ণ অবগত  
 হইয়া, তোমরা সম্যকরূপে নারায়ণের সেবা কর । তাহার  
 পর তোমরাও সেই হরিকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে এবং  
 তোমাদের সংসারের ফল তখন পরিপূর্ণ হইবে ॥ ৫১ ॥

এই সংসাররূপ বৃক্ষ অসার হইলেও একমাত্র হরিপূজাই  
 ইহার উৎকৃষ্ট ফল আছে জানিবে । কারণ, সংসার ব্যতীত,  
 ঈশ্বরারাধনা হইতেই পারে না । তাৎপর্য্য এই, সংসার  
 থাকিলেই জীবের উৎপত্তি এবং জীবই ঈশ্বর আরাধনার  
 অধিকারী । যখন লয় হইয়া যাইবে, তখন জীবগণ লিপ্সদেহ  
 অবলম্বন করিয়া থাকিবে । সেই সময়ে পূজ্য পূজক সম্বন্ধ  
 কিছুই থাকে না ॥ ৫২ ॥

তস্মাদ্ভবং প্র/জগন্নিবাস-  
 গারাদিয়েদেব বিশ্বজ্য রাজ্যং ।  
 এবং জনো জন্মফলং লভেত  
 নো চেদ্বাকৌ প্রপতেদমোখঃ ॥ ৫৩ ॥  
 সংসারসংস্থা হরিমর্চ্য়িত্বা  
 তমেব সংসারমধোনয়ন্তু ।  
 এতাবতা বোহন্তু কৃতদ্ব্যতাপি  
 মা বঃ পদং সংসৃতিরাক্রমেত ॥ ৫৪ ॥  
 তস্মাদ্ভবন্তো হৃদি শঙ্খচক্র-  
 গদাধরং দেবমনস্তভাসং ।

অতএব সংসারে, আমিরা মনুষ্যজন্ম লভ করত, সেই  
 জগতের আধারস্বরূপ নারায়ণের আরাধনা করী কর্তব্য ।  
 তাহাতে যদি রাজহ পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও মহত  
 গুণে উৎকৃষ্ট । এইরূপ করিলেই মনুষ্যের জন্মগ্রহণ করি-  
 বার ফল সার্থক হইয়া থাকে । নচেৎ উত্তরোত্তর কেবল ভব  
 সাগরেই পতিত হইতে হয় ॥ ৫৩ ॥

সংসারে অবস্থিত মানবগণ হরির অর্চনা করিয়া শেষে  
 সেই সংসারকেই অধঃ পাতিত করুক । যদি তোমরা এই  
 রূপ কার্গ্যের অনুষ্ঠান করিয়া, তোমাদের কৃতদ্ব্যতা প্রকাশ  
 পায়, তাহাও তোমাদের ভাল । এইরূপ করিলে আর  
 সংসার তোমাদের পদাক্রমণ করিতে পারিবে না ॥ ৫৪ ॥

অতএব তোমরাও উৎকৃষ্ট ভক্তিসহকারে বাসনার মুখে  
 জলাঞ্জলি দিয়া মনোমধ্যে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, অনন্ত

স্মরন্ত্যনন্ত্যং বরদং মুকুটঃ  
 সন্তুষ্টিযোগেন নিবৃত্তকামাঃ ॥ ৫৫ ॥  
 সর্বেষু ভূতেষু চ মিত্রভাবং  
 ভজন্তুয়ং সর্বগতো হি বিষ্ণুঃ ।  
 কুর্বন্তু রোষণং নিজ এব রোষে  
 কামে চ তাবেব হি সর্বশত্রু ॥ ৫৬ ॥  
 অপ্যর্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং  
 ক্রুপ্যন্ জনে সর্বময়ং তমেব ।  
 অভ্যর্চ্য পাদে দ্বিজমশ্রু শিষ্য  
 ক্রহ্মনিবাজ্ঞো নরকং প্রযাতি ॥ ৫৭ ॥  
 অনাস্তিকহ্মাং কৃপয়া ভবন্ত্যো  
 বদামি গুহ্যং ভবসিকুসংস্থাঃ ।

জ্ঞেয়প্রতিঃসম্পন্ন, নিত্য বরদাতা, সেই দেব নারায়ণের ধ্যান  
 কর ॥ ৫৫ ॥

তোমরা সকল জীব মিত্রভাব ভজনা কর । কারণ,  
 সেই বিষ্ণু সর্বব্যাপী এবং সর্বময় । পরে তোমরা নিজের  
 ক্রোধ এবং বাসনার প্রতি কোপ প্রকাশ কর । যেহেতু  
 ক্রাম ও ক্রোধ, এই দুইটী সকলেরই শত্রু ॥ ৫৬ ॥

যে ব্যক্তি লোকের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, অথচ  
 যুক্তিকা এবং প্রস্তরাদি নির্মিত প্রতিমাতে সর্বময় সেই  
 বিষ্ণুরই অর্চনা করে এবং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের চরণে পূজা  
 করে, অথচ তাঁহার মস্তকে আঘাত করিয়া থাকে, সেই মুঢ়-  
 নতি মনুষ্য নিশ্চয়ই নরকে গমন করিবে ॥ ৫৭ ॥

হে ভবনাগরস্থিত দৈত্যকুমারগণ ! তোমাদের হৃদয়ে

আশ্বেয়মেতন্নিবৃন্দজুটং

জ্ঞানং ত্রেয়ীনিদ্ধমনন্তভাবৈঃ ॥ ৫৮ ॥

যদ্যগ্ননো দর্শয়তীহ নানা

তত্তৎপ্রযত্নাদবশেষমেকং ।

ব্রহ্মাত্মতৎকার্য্যতয়া তদেত-

ন্মবিস্মরেদৈত্যসুতাঃ কদাচিৎ ॥ ৫৯ ॥

আত্মানন্মতন্ধি মনো মলাঢ্যং

প্রতারয়ত্যত্র পৃথক্ প্রদশ্য ।

তেনাপ্রমত্তো মনসঃ স্বভাবং

জাহ্নাচরেত্তৎপ্রতিকূলমেবং ॥ ৬০ ॥

নাস্তিকতা নাই বলিয়া, আমি দয়া পূর্বক তোমাদিগকে অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় বর্ণন করিব । ঋক্, যজু, সাম এই ত্রিবেদী প্রসিদ্ধ এবং মুনিগণের আরাধিত, এই জ্ঞানের প্রতি তোমরা এক মনে আস্থা প্রকাশ করিবে ॥ ৫৮ ॥

হে দৈত্যকুমারগণ ! এই জগতে মন যে যে নানা প্রকার বস্তু দেখাইয়া থাকে, যত পূর্বক সেই সেই বস্তু একমাত্র বস্তুতেই পরিণত করিবে । মনে মনে বুঝিতে হইবে যে, এই সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপ এবং জগৎ সম্বন্ধীয় পদার্থনিচয় পরব্রহ্মেরই কার্য্য, কোন ব্যক্তি কখন যেন ইহা বিস্মরণ না হয় ॥ ৫৯ ॥

এই সংসারে এই মলপূর্ণ মনই পৃথক্ পৃথক্ বস্তু দেখাইয়া আত্মাকে বঞ্চনা করিয়া থাকে । অতএব সাবধানে মনের স্বভাব জানিয়া মনের প্রতিকূল বিষয়েরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে ॥ ৬০ ॥

প্রেক্ষণায়ৈদমস্ত মনো, ক্রমাৎ

প্রদর্শয়েদমস্ত বিভিন্নমেব ।

স বাসনাখ্যং নিদধাতি তস্মিন্

ভূয়ো মলং ভেদবিতানমূলং ॥ ৬১ ॥

ততঃ পুনস্তং সমলং তথৈব

প্রকাশয়েদমস্ত মনো বিরুদ্ধং ।

অভেদদৃক্ স্থাৎ প্রযতঃ ক্রমাৎ স.

ভূয়ো মলস্তানুদয়াৎ স্মৃখী স্থাৎ ॥ ৬২ ॥

পূর্ববস্থিতে চাপি মলে প্রণক্ষে

দৃঢ়ং মনঃ স্থাৎ প্রভু শুদ্ধবোধে ।

তস্ম প্রণাশশ্চ নিরোধমাধ্য-

স্তস্মাস্মিরোধে মনসো যতেত ॥ ৬৩ ॥

যে ব্যক্তি মলপূর্ণ মনকে উৎসাহিত করে, সেই ব্যক্তিই বিভিন্ন বস্তু দেখাইয়া থাকে । অধিকন্তু সেই ব্যক্তি অধিক-  
তর মলযুক্ত এবং ভেদবিস্তারের মূলস্বরূপ বাসনাকে মনো-  
মধ্যে স্থাপিত করিয়া রাখে ॥ ৬১ ॥

যে ব্যক্তি ঈশ্বর এবং জগতের অভেদ জ্ঞান অবগত  
হইয়া, সংঘতচিত্তে চিন্তরোধ করিয়া অবশেষে মলপূর্ণ  
চিত্তকে পুনর্বার সেইরূপেই প্রকাশিত করে, ক্রমে পুনর্বার  
মনোমালিন্যের আবির্ভাব না হওয়াতে, সেই ব্যক্তি তখন  
স্মৃখী হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

পূর্বে যে মনের মালিন্য ছিল, তাহা বিনষ্ট হইয়া গেলে,  
মন তখন বিশুদ্ধ জ্ঞানে দৃঢ় এবং সক্ষম হইয়া থাকে । যোগ  
দ্বারাই মনের নাশ করিতে হইবে । চিত্তবৃত্তি রোধ না

আছনিরোধে মনোবধীরা  
 যচ্ছেতসো নির্বিষয়ত্বমশ্রু ।  
 অতীতকৃতদিহাশুপায়ৈ-  
 স্তস্মাদুপায়ান্ প্রবদন্তি সন্তঃ ॥ ৬৪ ॥  
 পঞ্চপ্রকারং সত্ত্বগং বদন্তি  
 ধ্যানং নিরোধে মনসোহভ্যুপায়ং ।  
 বায়ৌশ্চ বন্ধে হৃদি নাদসেবা  
 নিবৃত্তচিন্তাশ্চ বহিঃ প্রপঞ্চাং ॥ ৬৫ ॥

দৈত্যাঃ প্রপঞ্চো দ্বিবিধো বাহ্যশ্চাত্তান্তরন্তথা ।

ধনদারাদিকো বাহ্যো গোঁণো ধ্যানাদিরান্তরঃ ॥ ৬৬ ॥

হইলে মনের স্থিতিরতা সম্পাদন হইতে পারে না । অতএব চিত্তরোধ বিষয়ে যত্নসম্পন্ন হইবে ॥ ৬৩ ॥

বিষয় পদার্থ হইতে মনকে নির্বিষয় করাই পণ্ডিতেরা এই চিত্তের রোধ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন । এই জগতে যাহাদের কোন উপায় নাই, তাহাদের পক্ষে চিত্তরোধ করা অতীব দুষ্কর কর্ম । অতএব পণ্ডিতগণ চিত্তরোধের নানাবিধ উপায় বলিয়াছেন ॥ ৬৪ ॥

পণ্ডিতেরা চিত্তরোধ বিষয়ে পাঁচ প্রকার সত্ত্বগ ধ্যানই উপায়স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । বায়ুর বন্ধ হইলে, হৃদয়ের মধ্যে বাহ্য প্রপঞ্চ হইতে নাদসেবা করিয়া যখন চিত্ত নিবৃত্ত হয়, তাহাই উপায় ॥ ৬৫ ॥

হে দৈতাগণ ! বাহ্য এবং আন্তরিক ভেদে এই বিধ প্রপঞ্চ দুই প্রকার । স্ত্রী পুত্র ধনাদি বাহ্য প্রপঞ্চ, ইহাকে গোঁণ বলে । ধ্যানধারণা প্রাণায়ামাদি আন্তরিক প্রপঞ্চ ॥ ৬৬

তত্রাস্তরং পশ্যাশ্রিত্য তানবাহুঃ ত্যজেৎ হৃদীঃ ।  
 নহি কিঞ্চিদনাশস্য বাহুত্যাগি মনো ভবেৎ ॥ ৬৭ ॥  
 যথা ব্রহ্মানীয়মানঃ পশুরেকো বলাজ্জনৈঃ ।  
 ন ত্যজেদ্ভুজমভ্যস্তং ভূয়ো ভূয়োহনুধাবতি ॥ ৬৮ ॥  
 অথ বদ্ধা মহান্যে ন পশুনা নীয়তে শনৈঃ ।  
 ব্রহ্মবিশ্রুতিপর্য্যস্তং তেনৈব সহ তিষ্ঠতি ॥ ৬৯ ॥  
 অপ বিশ্রুতগোবিন্দস্তেহাপি স বিশ্বজ্ঞতে ।  
 বিজ্ঞেয়া মনসো রীতিরেবমেব বিচক্ষণৈঃ ॥ ৭০ ॥  
 গোপধ্যানাদিবোগেন মনো বাহ্যং সমানয়েৎ ।

তাহার মধ্যে ধীশক্তি সম্পন্ন মনুষ্য আস্তরিক বস্ত্র অব-  
 লম্বন করিয়া বাহু বস্ত্র পরিত্যাগ করিবে । কোন বস্ত্র অব-  
 লম্বন না করিয়া মন কখনও বাহু বস্ত্র ত্যাগ করিতে সমর্থ  
 হয় না ॥ ৬৭ ॥

দেখ, যেরূপ একটী পশুকে বল পূর্বক মনুষ্যগণ গোষ্ঠ  
 হইতে আনিয়ন করিলে, সেই পশু অভ্যস্ত গোষ্ঠ ছাড়িতে  
 পারে না এবং বারম্বার সেই গোষ্ঠের অনুসরণ করিয়া  
 থাকে ॥ ৬৮ ॥

তৎপরে তাহাকে বাঁধিয়া অন্য পশুর সহিত ক্রমে ক্রমে  
 গোষ্ঠের বিস্মরণ পর্য্যন্ত তাহাকে লইয়া যাইতে হয় । তখন  
 সে তাহারই সহিত অবস্থান করে ॥ ৬৯ ॥

তৎপরে ঐ পশু গোসমূহের বিষয় ভুলিয়া যায় । সেই  
 সকল পশুদের সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে । পশু-  
 তেরা মনের রীতিও এইরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৭০ ॥

যে পর্য্যন্ত বাহু বস্ত্র বিস্মরণ না ঘটে, তাৎ কাল,

বাহুবিম্বতিপর্যাস্তং হৃদেইব ত্যাজয়েচ্চ তৎ ॥ ৭১ ॥

এবং নির্বিষয়ং চেতঃ ক্রমাদ্ভবতি নান্যথা ।

ক্রমং বিসৃজ্য রভসাদারুণক্ষুঃ পতত্যাধঃ ॥ ৭২ ॥

তৎকর্ম্য কুর্ক্বন্ ধ্যায়ংচ্চ শঙ্খচক্রগদাধরং ।

যমাদিগুণসম্পন্নঃ ক্রমাদগচ্ছেৎ পরং পদং ॥ ৭৩ ॥

সখায়ো বহুনোক্তেন কিং বঃ সারতরং ব্রুবে ।

কুরুধ্বং সঙ্গতিং সদ্ভিঃ শৃণুধ্বং বৈষ্ণবীঃ কথাঃ ॥ ৭৪ ॥

মৈত্রীং ভজধ্বং সর্বত্র জ্ঞাত্বা বিষ্ণুসয়ং জগৎ ।

সদৈব বিষ্ণুং স্মরত সর্বক্লেশবিনাশনং ॥ ৭৫ ॥

গৌণ ( গুণ ) ধ্যান ধারণাদির অনুষ্ঠানে বাহু বস্তু হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হইবে । এইরূপে কিছুক্ষণ থাকিয়াই মনকে বাহ্য বস্তু হইতে বিয়োজিত করিবে ॥ ৭১ ॥

এইরূপে চিত্ত নির্বিষয় অর্থাৎ বিষয় পদার্থ হইতে দূত হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা নাই । যে ব্যক্তি ক্রম পাত্র-ত্যাগ করিয়া সবেগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই নিম্নে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

অতএব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম-ধারি বিষ্ণুকে ধ্যান করিলে এবং যম নিয়মাদি গুণসম্পন্ন হইলে মনুষ্য ক্রমে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

হে বন্ধুগণ ! অধিক বলিয়া কি হইবে । আমি তোমা-দিগকে অতিশয় সার কথা বলিতেছি । তোমরা সর্বদাই সাধুসঙ্গ কর এবং হরিকথা সকল শ্রবণ কর ॥ ৭৪ ॥

এই জগৎ বিষ্ণুসয় জানিয়া, সকল পদার্থে মৈত্রী ভজনা কর, তোমরা সর্বদাই বিষ্ণুর স্মরণ কর, তাহা হইলে তোমা-দের সমস্ত ক্লেশ বিনষ্ট হইবে ॥ ৭৫ ॥



মৎসঙ্গভিঙ্গনকাচোদেক এব মূৰ্খ বসেং ।

নালপেদ্বিষুবিমুখৈর্ন চ তান্ পারভুষয়েং ॥ ৭৬ ॥

দ্বিজেষু গোষু গুরুষু গুণদৃষ্টিঃ সদা ভবেং ।

বিষয়েষু চ সর্বেষু দোষদৃষ্টিঃ সদা ভবেং ।

ইন্দ্ৰপ্রাপ্তিবিপত্ত্যোশ্চ মনঃ সাম্যেন ধারয়েং ॥ ৭৭ ॥

মঙ্কল্লয়েন যৎকিঞ্চিজ্জিজ্ঞাসেদ্রূক্ষ সর্বদা ।

সদাচাহপররাত্রেষু সৌচিত্তেন বিভাবয়েং ॥ ৭৮ ॥

ক আত্মা কিং ময়ো দেহঃ কিং মনঃ কে দশানিলাঃ ।

কীদৃধু ভীণি চাক্ষাণি ভেদঃ কঃ পরজীবয়োঃ ॥ ৭৯ ॥

কেনৈতং সৃজ্যতে বিশ্বং কিময়ং কেন ধার্যতে ।

যদি মাধুসঙ্গ দুর্লভ হয়, তাহা হইলে সর্বদাই একাকী বাস করিবে । তথাপি বিষ্ণুপরাধ্মখ-বাক্তিগণের সহিত আলাপ করিবে না এবং তাহাদিগকে বিভূষিতও করিবে না ॥ ৭৬ ॥

গো, ব্রাহ্মণ ও গুরুগণের প্রতি সর্বদা গুণদর্শী হইবে, এবং সমস্ত বৈষয়িক পদার্থে সর্বদা দোষ দর্শন করিবে, ইন্দ্ৰলাভ এবং বিপদে মনের সাম্য রাখিতে হইবে ॥ ৭৭ ॥

কোন বিষয়ের কিছু মাত্র মঙ্কল করিবে না, সর্বদাই ব্রহ্মজানিবার জন্য ইচ্ছা করিতে হইবে । রাত্রির শেনভাগে (অর্থাৎ ব্রাহ্ম্য মুহুর্তে) সর্বদাই বিশুদ্ধ মনে ঈশ্বরচিন্তা করিতে হইবে ॥ ৭৮ ॥

কে আত্মা, দেহ কি প্রকার, মন কিরূপ, দশ প্রকার বায়ুই বা কি, ইন্দ্রিয় সমষ্টির কিরূপ বৃত্তি, ঈশ্বর এবং জীবের প্রভেদ কিরূপ, কে এই বিশ্ব নির্মাণ করেন, এই জগৎ কি আকার, কে এই বিশ্ব ধারণ করে, সমস্ত বেদের

বেদানাং ক চ তাৎপৰ্য্যং বন্ধো মোক্ষশ্চ কীর্ত্তনঃ ॥ ৮০ ॥

শ্রোতা মন্তা তথা দ্রষ্টা কৰ্ত্তা রসয়িতাত্ত্ব কঃ ।

আনন্দঃ সৰ্ব্বগো নিত্যঃ স্বতঃ কস্মিন্ন দৃশ্যতে ॥ ৮১ ॥

ইত্যাদি ব্রহ্মগহনগাত্মনৈব বিভাবয়েৎ ।

উপগম্য চ সমৃদ্ধান্ ভক্ত্যা পৃচ্ছেৎ পুনঃ পুনঃ ॥ ৮২ ॥

স ততং হরিসম্বর্চয়েত্তথা স্তবনাকৈঃ প্রযতোযতাত্মতঃ ।

অবশাচ্চ তমেব কীর্ত্তয়েন্মদমানাদি দশাশ্বপি স্বয়ং ॥ ৮৩ ॥

সততঞ্চ তমেব ভাবয়েৎ স যথা চিত্তধরশ্চতুর্ভুজঃ ।

তাৎপর্য্য কোণায়, বন্ধ কাহাকে বলে, যুক্তিই বা কি প্রকার  
এই সংসারে কে শ্রবণ করে, কে মনন করে, কে দর্শন করে,  
কে কথা কয় এবং কেই বা রসাস্বাদ করে, যিনি স্বত আনন্দ-  
ময়, সৰ্ব্বব্যাপী এবং ত্রিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, কেন তাঁহাতে  
দেখা যায় না, ইত্যাদি নিবিড় অর্থাৎ কঠিন ব্রহ্মতত্ত্বের বিষয়  
স্বাপনার মনে মনেই পর্যালোচনা করিতে হইবে । ধর্ম্মশীল  
প্রাচীন ব্যক্তিদিগের নিকটে গমন করিয়া, ভক্তিযোগে  
বারম্বার এই সকল বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতে  
হইবে ॥ ৭৯—৮২ ॥

সংযতচিত্ত মনুষ্যগণের নিকট হইতে যথাবিধি শিক্ষা  
করিয়া, সংযতচিত্তে নানাবিধ স্তুতিগায়ক দ্বারা সর্বদা কেবল  
নারায়ণেরই অর্চনা করিতে হইবে । চিত্ত বশীভূত না হই-  
লেও, দর্প মত্ততা প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই স্বয়ং সেই হরি-  
রই গুণানুকীৰ্ত্তন করিতে হইবে ॥ ৮৩ ॥

তিনি যে সকল শঙ্খ চক্রাদি চিত্ত ধারণ করিয়া থাকেন  
এবং তিনি যেরূপ চতুর্ভুজ, সর্বদা তাঁহাকেই চিন্তা

পরিতঃ কিল দৃশ্যতে প্রভুঃ প্রকটঃ স্বপদশাসপি প্রিয়ঃ ॥৮৪  
 রময়েচ্চ মনস্তথা হরৌ সততং কাম্বতমে যথৈব তৎ ।  
 স্বয়মেব তমঞ্জসাম্বিয়াৎ পশুরভ্যাস্তমিবালয়ং স্বকং ॥৮৫॥  
 ইতি সংপথবর্তিনাং হরিং কৃপয়া মস্ত্রিস্বতাঃ প্রসীদতি ।  
 স্বপদঞ্চ দদাতি তুল্লভং বিমলজ্ঞানপুরঃসরং ক্রমাৎ ॥৮৬॥  
 অথ ভূর্গমায়োগতস্ত্রকে চরতাং রতিঃ ক্রমাদ্ভবেৎ ।  
 পরদেশপু্রে যথা ততো নহি নির্বিঘ্নমিয়াৎ ফলং মহৎ ॥৮৭  
 ত্বনা কিমহো ভবাম্বুধৌ হরিরেবাত্ত পরায়ণং পরং ।

করিবে । সেই মৌম্যদর্শন মহাপ্রভুকে স্বপ্নাবস্থাতেও নিশ্চয়  
 চারিণিকে দেখিতে পাওয়া যায় . ৮৪ ॥

দৈত্যন্ত মনোহর হরির প্রতি সেইরূপে মন সর্বদা  
 আসক্ত করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে হরি স্বয়ংই (পশু  
 বেক্রাণ অভ্যাস্ত স্বকীয় আলয়ে আসিয়া থাকে) সেইরূপ  
 তাহার কাছে আগমন করেন ॥ ৮৫ ॥

হে মস্ত্রিপুত্রগণ ! এইরূপে হরি স্বপথগামী মনুষ্যগণের  
 প্রতি কৃপা করিয়া প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং ক্রমে বিমল  
 জ্ঞানের সহিত স্বকীয় তুল্লভপদ সমর্পণ করেন ॥ ৮৬ ॥

অনন্তর এই সংসারে যাহারা যোগশাস্ত্রোক্ত পথে বিচ-  
 রণ করে, ক্রমে তাহাদের নারায়ণের প্রতি অনুরক্তি জন্মে ।  
 দেখ, যাহারা পরের দেশে এবং পরের নগরে বিচরণ করে,  
 সেই স্থানে তাহারা নির্বিঘ্নে মহাফল কয় জন লোকে লাভ  
 করিতে পারিয়াছে ? ॥ ৮৭ ॥

দৈত্যবালকগণ ! অধিক বলিয়া আর কি হইবে ।  
 আহা ! এই ভবমাগরে হরিই একমাত্র পরম অবলম্বন-

শতশোহং বদামি হৈ হরিঃ হরিরেবাত্ম পরায়ণঃ পরং ॥ ৮৮

হরিঃ পরায়ণঃ পরং হরিঃ পরায়ণঃ পরং ।

হরিঃ পরায়ণঃ পরং পুনঃ পুনর্বদাম্যহং ॥ ৮৯ ॥

গদিতঞ্চ ভবদ্বিতাদরাং কথংস্বাদিজিতং হয়েতি যং ।

তদবিস্ময়নীয়মীশ্বরস্মৃতিবিন্ধা হুণিমাতিসিক্রয়ঃ ॥ ৯০ ॥

জনস্ব বিমুগ্ধসেবনে বিমুক্তিরেব সংফলং ।

তদন্তরায়তান্ধিম্না ব্রজন্তি সর্বসিক্রয়ঃ ॥ ৯১ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিহরদোদয়ে প্রথমো  
চরিতে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ \* ॥

স্বরূপ । আমি তোমাদিগকে আবার শত শতবার বলিতেছি,  
এই সংসারে হরি পরম আশ্রয়স্বরূপ ॥ ৮৮ ॥

হরিই পবন উৎকৃষ্ট অবলম্বন, হরিই পরম উৎকৃষ্ট অব-  
লম্বন এবং হরিই পরম উৎকৃষ্ট অবলম্বন, এই কথা আমি  
তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি ॥ ৮৯ ॥

ইতি পূর্বে তোমরাও যে আদর পূর্বক আগাকে  
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তুমি কি করিয়া অস্ত্র মর্প অনলাদি  
জয় করিলে । হে দৈত্যবালকগণ ! ইহা কিছুই আশ্চর্যের  
বিষয় নহে । কারণ, অগ্নি, লঘিমা প্রভৃতি যোগসিদ্ধি সকল  
ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার বিদ্বজ্ঞান বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৯০ ॥

যে ব্যক্তি বিমুগ্ধসেবা করে, নির্বাপন মুক্তিই তাহার উৎ-  
কৃষ্টফল । কিন্তু অগ্নিাদি যোগসিদ্ধি সকল কেবল হরি  
আরাধনার বিদ্ব উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ৯১ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিহরদোদয়ে শ্রীনারদা-  
রণ্যবিদ্যারত্নকুতানুবাদে প্রহ্লাদচরিতে একাদশ অধ্যায়ঃ ॥ \* ॥

## হরিভক্তিমুখেরঃ ।

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।



শ্রীনারদ উবাচ ॥

ইতি যোগীশ্বরেণোক্তং প্রহ্লাদেন দয়াক্ষিণা ।

নিশম্য ধন্যতাং যাতাঃ কেচিত্তৎসহচারিণঃ ॥ ১ ॥

সিংহেভু রক্ষঃপতয়ে শশংহদারকা ভিয়া ।

অধ্যাপয়তি যৎকিঞ্চিদেবাস্মানপি তে স্তুতঃ ॥ ২ ॥

ধ্যানং ধ্যেয়ো হরির্মোক্ষ ইত্যাদি বহুজ্ঞতি ।

ত্বংসম্মিধাবেব ততো ভীতাস্থাঃ বয়নাগতাঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, এইরূপে দয়ারসাগর এবং যোগি-  
গণের ঈশ্বর প্রহ্লাদ যাহা বলিয়াছিলেন, কতিপয় তাঁহার  
সহচর, সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া  
বোধ করিল ॥ ১ ॥

অন্যান্য বালকগণ ভয় পাইয়া দৈত্যপতিকে গিয়া বলিল ।  
মহারাজ ! আপনার পুত্র আগাদিগকেও কিছু কিছু অধ্যয়ন  
করাইয়াছে ॥ ২ ॥

হরির ধ্যান কর, হরিই পেয়ে বস্তু এবং তিনিই মোক্ষ-  
দাতা, প্রহ্লাদ ইত্যাদি নানা কথা আমাদের কাছে বলি-  
য়াছে । তাহার পরে আগরা ভয় পাইয়া আপনার নিকটে  
আসিয়া উপস্থিত হইলগ ॥ ৩ ॥

অখাতিরোষাদৈতেভ্যস্তস্মৈ বিষমদাপয়ৎ ৷ ১০ ৷  
 অনঘায় ন বেদাগৌ তদেব হ্যজ্ঞানো বিযং ॥ ৪ ॥  
 অবিজ্ঞাতং দহুঃ সূদাঃ প্রহ্লাদায় মহাজ্ঞানে ।  
 মহাবিষং সৰ্বভক্ষ্যে ভূরি দৈত্যেশ্বরাজ্ঞয়া ॥ ৫ ॥  
 অথ বিষ্ণুঃ স্বভাবেন প্রহ্লাদেন সদা স্মৃতঃ ।  
 অজ্ঞাতদত্তমজ্ঞাতং জারয়ামাস তদ্বিষং ॥ ৬ ॥  
 ররক্ষ ভগবান্ ভক্তমজ্ঞাতাদ্বিজ ছুৰ্বিষাং ।  
 মাতা রক্ষতি বালং হি তদজ্ঞাতভয়াদপি ॥ ৭ ॥  
 বিষং সূদাং বা ভুঞ্জানো ভোক্তারং বিষ্ণুমেব মঃ ।

অনন্তর দৈত্যরাজ অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেই নিষ্পাপ  
 প্রহ্লাদকে পাঁচক দ্বক্লব বিষ প্রদান করিলেন । তাহা হইলে যে  
 আপনার বিষ, তিনি তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই ॥ ৪ ॥

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুৰ অজ্ঞাতক্রমে পাঁচক ব্রাহ্মণগণ  
 মহাগতি প্রহ্লাদকে সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্যের মধ্যে অজ্ঞাতসারে  
 প্রচুর পরিমাণে ভীষণ বিষদান করিয়াছিল ॥ ৫ ॥

প্রহ্লাদ স্বভাবতঃ সৰ্বদাই বিষ্ণুর স্মরণ করিয়া থাকেন ।  
 তাহাতে বিষ্ণু অজ্ঞাতসারে যে বিষ দান করা হইয়াছিল,  
 সেই বিষ, অজ্ঞাতসারে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬ ॥

হে মহর্ষে শৌনক ! ভগবান্ হরি ভীষণ বিষ হইতে  
 ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন । কারণ, জননী অজ্ঞাত  
 পক্ষা হইতেও শিশু সন্তানকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

বিষই হউক, আর অমৃতই হউক, সকল বস্তুই ভোজন  
 করিতে করিতে যে ব্যক্তি কেবল সৰ্বদা বিষ্ণুকেই ধ্যান

সদা ধ্যানেনাশ্রিত্যনং বিষং তং কুরুতি কিং ॥ ৮ ॥  
 তৎকৃতং ভুতং বিষং দৃষ্ট্বা নির্বিকারং ভিন্নাহরঃ ।  
 স্বয়ং বিকারমগমং সত্যং তদ্ব্যক্তনো বিষং ॥ ৯ ॥  
 অবিজ্ঞাতে বিষে জীর্ণে বিস্ময়ং পরমং যযৌ ।  
 প্রহ্লাদরক্ষকং দেবং সর্বজ্ঞং ন স বেদ যং ॥ ১০ ॥  
 আহাহুয়াথ দৈত্যেন্দ্রঃ ক্রোধাক্রঃ স্বপুরোহিতানু ।  
 র রে ক্ষুদ্র দ্বিজা বৃয়ং মংখড়্গবলিতাপ্ততাঃ ॥ ১১ ॥  
 কামানো ময়া মূর্খে ভবন্তিঃ পরিরক্ষিতঃ ।

কামায়া থাকেন, অথচ আত্মচিন্তা করেন না, বিষ তাহার কি  
 করিতে পারে ॥ ৮ ॥

অহরপতি দেখিলেন প্রহ্লাদ বিষপান করিয়াছে, অথচ  
 বিষপান করিয়া তাহার কোন প্রক্লুর বিকৃতি ঘটে নাই,  
 তখন নিজেই ভীত হইয়া সেই বিকার প্রাপ্ত হইলেন ।  
 কারণ, তাহাই নিজের বিষতুল্য হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

প্রহ্লাদের অজ্ঞাতমারে যে বিষ দেওয়া হইয়াছিল,  
 তাহাও জীর্ণ হইয়াগিয়াছে, ইহা দেখিয়া দৈত্যরাজ অতিশয়  
 বিস্ময়াপন্ন হইলেন । বিস্ময়াপন্ন হইবার কারণ এই, হিরণ্য-  
 কশিপু জানিতেন না যে, প্রহ্লাদের রক্ষাকর্তা দেব  
 সর্বজ্ঞ ॥ ১০ ॥

অনন্তর দৈত্যরাজ ক্রোধে অন্ধ হইয়া আপনার পুরো-  
 হিতদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, অরে ! অরে ! নীচাশয়  
 ব্রাহ্মণবালকগণ ! তোরা আজ আমার খড়্গের বশবর্তী  
 হইলি ! ॥ ১১ ॥

আগি প্রহ্লাদকে খড়্গ দ্বারা বধ করিতে যাইতেছিলাম,

যত্নবস্ত্রিষ্মালাপৈষ্যুঃ হস্তা নিহন্তি তং ॥ ১১ ॥

অথ রক্ষঃপতিং ক্রুদ্ধং জগন্তে সভয়ং দ্বিজাঃ ।

দ্রাগিমেহভিচরিষ্যামো রাজরাজ তবাত্মজং ॥ ১৩ ॥

ক্রুদ্ধৈর্বিধিবদস্মাভিস্তপিতোহদ্য হতাশনঃ ।

কৃত্যাং দাস্ততি নোঘোরাং পশ্য মস্ত্রবলং প্রভো ॥ ১৪ ॥

উক্তেতি বুদ্ধিম্পন্নাস্তদ্বিস্মৃতাঃ পুরোহিতাঃ ।

উচুঃ প্রহ্লাদমেকান্তে বহুপায়ৈর্মহাবলং ॥ ১৫ ॥

রাজপুত্র মহাভাগ দৃষ্টান্তে বলসম্পদঃ ।

তোরা তাহাকে রক্ষা করিয়াছিস্। এখন বুঝিলাম, তেঁরা সকলেই মিথ্যাবাদী। এক্ষণে অগ্রে তোদের বধ করিয়া পশ্চাৎ প্রহ্লাদকে বধ করিব ॥ ১২ ॥

অনন্তর ঐ সকল ব্রাহ্মণেরা দৈত্যপতিকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সভয়ে তাঁহার গুণকীর্তন পূর্বক বলিতে লাগিল, হে রাজ-রাজেশ্বর ! আমরা শীঘ্রই আপনার পুত্রকে অভিচার দ্বারা বিনাশ করিব ॥ ১৩ ॥

অদ্য আমরা কুপিত হইয়া যথাসিদ্ধ অগ্নিদেবকে সম্ভুক্ত করিয়াছি, তিনি আমাদের ভীষণ কৃত্যা অর্থাৎ অভিচারিকা ক্রিয়া দিবেন। হে প্রভো ! আপনি আমাদের মস্ত্রবল অবলোকন করুন ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানসম্পন্ন পুরোহিত সকল এই কথা বলিলে, দৈত্য-রাজ তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাহারা নির্জনে নানা-বিধ উপায় দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

হে মহাভাগ্যসম্পন্ন ! রাজপুত্র ! আমরা তোমার বল-



অথেনৈব কল্যাণীণী বোরাঃ শ্রীমাদিকা জিতাঃ ॥ ১৬ ॥

অভির্দৈত্যরাজেন স্বল্পে চৈবদিতৈরপি ।

উপেক্ষ্যতে ক্রীশভক্তো দ্বিজৈস্ত্বং তন্নবেৎসি চ ॥ ১৭ ॥

দৈত্যরাজশ্চ মহতে নহি মামী হরিস্তবঃ ।

ত্বয়া চ ন হরিস্ত্যাজ্যো ভক্তেনৈতত্ত্ব সঙ্কটং ॥ ১৮ ॥

স্ববত্রেস্ত্বাং বদিস্যন্তি রাক্ষসা ইতি ধীর্ম নঃ ।

বৈষ্ণবো ন স্ববোধোহনৈবর্ষং তত্র প্রচোদিতাঃ ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্মবুদ্ধিস্তব পিতা জ্ঞাতবানদ্য নো বলাং ।

সম্পত্তি সকল নিরীক্ষণ করিয়াছি, তুমি অনায়াসেই ভীষণ  
শত্রু সর্পাদি জয় করিয়াছ ॥ ১৬ ॥

তোমাকে বধ করিবার জন্য দৈত্যরাজ আমাদিগকে  
আদেশ করিয়াছেন । আমরা ব্রাহ্মণ, তুমিও কমলাপতির  
ভক্ত । তাহাতেই আমরা তোমাকে উপেক্ষা করিয়াছি,  
তুমি কিন্তু তাহা জান না ॥ ১৭ ॥

মামী দৈত্যরাজ কখনও হরির স্তব সহ করিবেন না,  
তুমিও মহাভক্ত, সুতরাং তুমি হরিকে পরিত্যাগ করিতে  
পারিবে না, এই উভয় সঙ্কট উপস্থিত ॥ ১৮ ॥

আমাদের এরূপ বোধ হয় না যে, দৈত্যগণ স্ব স্ব যত্ন  
দ্বারা তোমাকে বধ করিবে, তুমি বৈষ্ণব, সুতরাং অন্য কোন  
লোকে তোমাকে বধ করিতে পারিবে না, মহারাজ সেই  
বিষয়ে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন তোমার পিতা অদ্য আমাদের বল  
জানিতে পারিয়াছেন । তিনিই আগ্রহ করিয়া আমাদিগকে

আগ্রহান্তমিযুক্তাঃ স্তুতেন নোপেক্ষিতুং কমাঃ ॥ ২০ ॥

অস্মাভিস্তুদ্য হস্তব্যঃ সাধুস্তং বত নিম্নগৈঃ ।

রাজোপজীবিত্তিঃ পাটৈর্ধিগিমাং পরবশ্যতাং ॥ ২১ ॥

এবং স্থিতেহপি তে তাত ত্রাণমন্ত্যেকমুত্তমং ।

বিস্বজ্যাশু হরিং বাচা রাজানং পিতরং স্তুহি ॥ ২২ ॥

মনসৈবার্চয় হরিং জ্ঞেয়োহি মনসার্চনং ।

তৎকথাং ত্যজ বাচি স্বমনুবর্ত্যো হি তে পিতুঃ ॥ ২৩ ॥

যদ্বাণ্ডদ্বমহে পথ্যং যদি নঃ ক্রোধমেঘ্যসি ।

শ্রীমৎকুলপ্রসূতস্তং রাজরাজশ্চ চিত্তজঃ ॥ ২৪ ॥

নিযুক্ত করিয়াছেন, অতএব আর আমরা তোমাকে উল্লেখ  
করিতে পারিব না ॥ ২০ ॥

হায় ! আমরা রাজার অন্তে প্রতিপালিত, তাহাতেই  
পাপিষ্ঠের মত অদ্য আমরা নির্দয় হইয়া তুমি সাধু হইলেও  
তোমাকে বিনাশ করিব। এইরূপ পরের অধীনতাকে  
ধিক্ ! ॥ ২১ ॥

বৎস ! এইরূপ হইলেও, এখনও তোমার পরিত্রাণের  
এক উত্তম উপায় আছে। তুমি শীঘ্র বাক্য দ্বারা হরিকে  
ত্যাগ করিয়া তোমার পিতা রাজাকে স্তব কর ॥ ২২ ॥

তুমি মনে মনেই হরির অর্চনা কর। কারণ, মানসিক  
পূজাই শ্রেয়স্কর। তুমি কথায় হরিকথা ছাড়িয়া দাও।  
তোমার পিতা যেরূপ বলেন, নিশ্চয়ই তোমার তাহার  
কথানুসারে কার্য্য করা কর্তব্য ॥ ২৩ ॥

অথবা যদি তুমি আমাদের প্রতি ক্রোধ না কর, তাহা  
হইলে আমরা অন্য এক হিতবাক্য বলিতে পারি। তুমি

বজ্রকাসে যুবা ধীমান্ রাজলক্ষ্মণকিতঃ ।

— পিহুদ্বিবি হরৌ ভক্তিমকালে বৎস মা কুথাঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রবন্তি যোগী বিপ্রাণাং বাচো ছুজ্জানবৃংহিতাঃ ।

অহো হি মায়েতুভ্যু তাংস্তুষ্টীং ক্ষণমুদৈক্ষত ॥ ২৬ ॥

বিস্ময়ানিমিষাক্ষঃ সন্ কিঞ্চিদক্ৰোশতাননঃ ।

দীক্ষমাণো দ্বিজানজ্ঞান্ প্রহ্লাদোহকম্পয়চ্ছিরঃ ॥ ২৭ ॥

তাহ কিং দ্বিজবরাঃ কালোহস্তি হরিপূজনে ।

সাব্যেদান্তসিদ্ধাস্তগার্গোহনৌ কিং নিকৃপিতঃ ॥ ২৮ ॥

দীক্ষমান্ তেত্যকুলে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তুমি রাজরাজেশ্বরের  
পুত্র ॥ ২৪ ॥

তুমি বজ্রের মত দৃঢ়কায়, তোমার এই তরুণ বয়স্,  
তুমি বুদ্ধিমান্ এবং নরপতির সমুচিত্ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত ।  
বৎস ! হরি তোমার পিতার বিদ্যেী, স্বতরাং তুমি অকালে  
হরির প্রতি ভক্তি করিও না ॥ ২৫ ॥

যোগী প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণদিগের ছুটবুদ্ধি দ্বারা বর্জিত বাক্য  
সকল শ্রবণ করিয়া “আহা ! কি মায়া ?” এই কথা তাহা-  
দিগকে বলিয়া ক্ষণকাল গোঁনী হইয়া উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত  
করিয়া রহিলেন ॥ ২৬ ॥

তখন প্রহ্লাদের চক্ষু বিস্ময়ে নিমেষশূন্য হইল । তিনি  
মুখ কিঞ্চিং বক্র এবং উন্নত করিয়া মুচমতি ব্রাহ্মণদিগকে  
দেখিয়া মন্তক কম্পিত করিলেন ॥ ২৭ ॥

পরে প্রহ্লাদ বলিলেন, হে বিপ্রবরগণ ! হরিপূজা  
বিষয়ে কি কাল আছে ? আপনারা কি সেই উৎকৃষ্ট বেদান্ত  
শাস্ত্রের সিদ্ধাস্তপথ নিকৃপণ করিয়াছেন ? ॥ ২৮ ॥

এং পুন ন বক্তব্য ইতি বক্তুং ন মে ক্ষমা  
 গুরনো হি ভবন্তোহপি তস্মাদ্ভূত যথাস্থখং ॥ ২৯ ॥  
 যুক্তমৈশ্বর্যমভানামজ্ঞানাং বক্তুং চছয়া ।  
 বিপ্রাণাং বেদবিদু নামপ্যেবং বাকু প্রসর্পতি ॥ ৩০ ॥  
 পথ্যং বক্তুং প্রতিজ্ঞায় গুরুভিঃ শিষ্যবৎসলৈঃ ।  
 অকালে বৈষ্ণবীং ভক্তিং ত্যজেতু্যুক্তমহো বুধৈঃ ॥ ৩১ ॥  
 ভবতাপাগ্নিতপ্তস্ত্র বিমুহুদমহাপ্রয়ং ।  
 জনস্ত্র জানতো ক্রত কঃ কালো দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩২ ॥  
 তাপত্রয়মহাজ্বালামিলিতে দেহমন্দিরে ।

“এইরূপ কথা আর পুনর্ব্বার বলিবেন না” এই কথা  
 বলিতেও আমার ক্ষমতা নাই । কারণ, আপনারাও আমার  
 গুরু । অতএব যদৃচ্ছাক্রমে বলিতে থাকুন ॥ ২৯ ॥

ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত মূর্খদিগের কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়া  
 এইরূপ বাক্য যে নিঃসৃত হয়, তাহা নিতান্ত অনুচিত অর্থাৎ  
 অযৌক্তিক নহে । কারণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণেরও এইরূপ  
 বাক্য বহির্গত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

হায় ! আপনারা শিষ্যবৎসল গুরু, তাহাতেই হঠাৎ  
 অকালে হরিত্তিক্তি পরিত্যাগ করিবার কথা বলিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

হে দ্বিজবরগণ ! যে ব্যক্তি ভবতাপানলে দগ্ধ হইয়া  
 হরিকে গভীর জলপূর্ণ জলাশয় বলিয়া জানিতে পারিতেছে,  
 বলুন দেখি, তাহার কাল কি ? ॥ ৩২ ॥

এই দেহমন্দিরে আধ্যাত্মিকাদি তিন প্রকার তাপানলের  
 ভীষণ জ্বালায় দগ্ধ হইলে হরিত্তিক্তিরূপ অমৃতরসের দ্বারা

বিষ্ণুভক্তিরাগৈঃ শাস্তিং জনান্ কালমীক্যতে ॥ ৩৩ ॥

— লোহস্তি যজ্ঞে কালোহস্তি দানে কালোহস্তি সজ্জপে ।

সর্বেশভজনে কালং বীক্ষমাণস্ত বঞ্চিতঃ ॥ ৩৪ ॥

আজন্মমরণং বিষ্ণুং ভজমানা মহাধিয়ঃ ।

কণ্ঠেহ্যন্তুর্হিতে বিবৈঃ শোচন্ত্যসি হতা ইব ॥ ৩৫ ॥

শুর্ষখাতিতৃষিতঃ পিবন্ন সহতেহন্তরং ।

ভজমানাস্তথা বিষ্ণুং ভবক্লিষ্টাঃ স্রুবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

বাগ্ভিস্তপন্তো মনসা স্মরন্ত-

স্তন্বা নমন্তোহ্যনিশং ন তুচ্চাঃ ।

— এই জ্বালার নিরুত্তি জানিয়া কোন প্রাক্ত কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকে ? ॥ ৩৩ ॥

যজ্ঞে কাল আছে, দানে কাল আছে এবং উৎকৃষ্ট জপে ও কালে আছে । কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বেশ্বর হরির পূজার নিমিত্ত কাল প্রতীক্ষা করে, সেই ব্যক্তি বঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

মহাবুদ্ধিমান্ মনুষ্যগণ জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত হরির ভজনা করেন, বিঘ্ন দ্বারা যদি এক মুহূর্ত্তও ভজন তিরোহিত হয়, তবে তাঁহারা খড়্গচ্ছিন্ন মনুষ্যদিগের মত বিলাপ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

যে রূপ অতিতৃষাতুর পশু জলপান করিবার কালে একতিল কালের ব্যবধান সহ করিতে পারে না, সেইরূপ ভবতাপে সম্ভাপিত স্রুবুদ্ধি মানবগণ হরিসেবা করিবার কালে কালের ব্যবধান সহ করিতে অক্ষম হয়েন ॥ ৩৬ ॥

হারিভক্ত মনুষ্যগণ বাক্য দ্বারা স্তব করিয়া, মনোদ্বারা স্মরণ করিয়া এবং শরীর দ্বারা অবিরত প্রণাম করিয়াও

ভক্তাঃ অবহেজিলাঃ সমস্ত-  
 মায়াইরেব সমর্পয়ন্তি ॥ ৩৭ ॥  
 তমীশ্বরং সর্বময়ং বরেণ্যং  
 ত্যজামি বাচা কথমন্যভীতঃ ।  
 কিমস্তি শাস্তা তম্মতে জনানাং  
 বিপ্রাঃ স এব হখিলস্ত শাস্তা ॥ ৩৮ ॥  
 কিস্কান্যভীতেন নরেণ ভূয়ঃ  
 সর্বেশসঙ্কীর্তনমেব কার্য্যং ।  
 পিতা স এব হখিলস্ত নার্থো  
 রক্ষত্যদোমান্ বিনিগৃহ্য দুষ্টান্ ॥ ৩৯ ॥  
 তৎকীর্তনং স্বল্পফলং হিমত্বা  
 ত্যজেতি নূনং কথিতং ভবন্তিঃ ।

---

পরিভৃপ্ত নহেন । কেবল তাঁহারা সজ্জননয়নে সমগ্র পরমায়া  
 হরিকেই দান করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

হে ব্রাহ্মণগণ ! যিনি সর্বময়, বরণীয় এবং যিনি পর-  
 মেশ্বর, আমি অপরের ভয়ে কাতর হইয়া কিরূপে বাক্যদ্বারা  
 তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি । তিনি ব্যতীত লোক-  
 দিগের আর কি কেহ শাসনকর্তা আছে ? নিশ্চয় জানি-  
 বেন, তিনিই অখিল জগতের শাসনকর্তা ॥ ৩৮ ॥

অপিচ মনুষ্যে অপরের কাছে ভয় পাইয়া কেবল সর্ব-  
 শ্বর বিষ্ণুরই সঙ্কীর্তন করিবে । তিনিই পিতা এবং তিনিই  
 অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর । তিনিই দুষ্টিদিগকে দমন  
 করিয়া শিষ্টদিগকে পালন করেন ॥ ৩৯ ॥

সেই হরির কীর্তনে অল্পমাত্র ফল আছে বলিয়া, “তুমি  
 হরিকীর্তন পরিত্যাগ কর” নিশ্চয়ই আপনারা এই কথা

তুংগিন্ ফলং শ্রাবয়িতুং শ্রুতেন্দ্রঃ

শ্রোতুঞ্চ তৎপদ্মভবেহধিকারী ॥ ৪০ ॥

রোমে পিতৃর্মে ভবতাপ্ত হেতুঃ

কঃ পুণ্যকীর্ত্তেঃ কথনে বদন্ত ।

দেব্যঃ কথং বিষ্ণুরথো জনৈঃ স্তাং

স চাতকৈর্নেষ ইবাশু পেয়ঃ ॥ ৪১ ॥

স যুগদভিপ্রায়ো জরী রোগী হরিং ভজেৎ ।

ইয়ং চুরাশা জন্তুনাং হঠাদেব মৃতির্গতঃ ॥ ৪২ ॥

ইহা যাহা শুনায়ে, হরিকীর্ত্তনে যে ফল আছে, সেই ফল শুনাই-  
য়া অধিকারী একমাত্র মহাদেব জন্ম পদ্মযোনি ব্রহ্মাই  
কেনন সেই কল শুনিবার অবিকারী ॥ ৪০ ॥

আমি সেই পবিত্রকীর্ত্তি নারায়ণের গুণ কীর্ত্তন করিয়া-  
ছিলাম। তাহার জন্ম পিতার এবং আপনাদের ক্রোধ  
জন্মিয়াছে। এইরূপ কোপের কারণ কি, দ্বিতীয়তঃ  
কেনই বা বিষ্ণু সকলের শত্রু হইবেন ?। চাতকেরা যেরূপ  
তৃণার্থ হইয়া আশু মেঘের জল পান করিয়া থাকে, সেইরূপ  
ভবতাপানলে দগ্ধদেহ জীবগণ তাপশাস্তির নিগিত নবনীরদ-  
ছ্যতি শ্রীহরিরূপ মেঘের গুণগানরূপ অমৃতপ্রাবী মধুর ও  
স্নগীতল সলিল, অতি শীঘ্র পান করিবে ॥ ৪১ ॥

আপনাদের বাক্যের এইরূপ অভিপ্রায় অর্থাৎ তাৎপর্য্য,  
কেবল জরাগ্রস্ত এবং রোগী ব্যক্তি বিষ্ণুর আরাধনা করিবে।  
ইহা কিন্তু জীবগণের চুরাশামাত্র, যে হেতু হঠাৎ মৃত্যু হইতে  
পারে। তাহা হইলে সে ব্যক্তি আপনাকেই বঞ্চনা  
করিল ॥ ৪২ ॥

দ্বিপাক্ষং দুৰ্লভং নকলং হৃদ্যং যুটো দুরাশ্রয়ঃ ।  
 তালাদিবাধঃপততি তস্মাদ্বিষ্ণুগনর্চয়ন্ ॥ ৪৩ ॥  
 স্বস্থঃ কৰ্ত্ত্বং ন শক্ৰোতি যাং যুটো হরিভাবনাং ।  
 জরী রোগী চ তাং কুর্যাৎ কথং যোগীন্দ্রহুঙ্করাং ॥ ৪৪  
 জরী রোগী করিম্যেহং শ্রেয়স্বদ্যেচ্ছ্যাচরন্ ।  
 আশাস্তেতা বিমুঢ়ানাং পস্থানঃ স্যুরধোগতো ॥ ৪৫  
 গুরুণাক্ষ প্রিয়ং কার্য্যং ন প্রিয়ং হিতনাশনং ।  
 তস্মাদ্বিষ্ণুং তাজেত্যেতন্ন করোম্যহিতং হি যৎ ॥ ৪৬  
 ইতুত্বা মাত্ত্রিণঃ সর্কে চুক্রুধুদৈত্যাজকাঃ ।

অতিদুৰ্লভ মনুষ্য নকল করিয়াও যে যুট ব  
 দুরাশ্রয়ে বিষ্ণুর অর্চনা করিল না, সে ব্যক্তি তালবৃক্ষের  
 মত অত্যাচ্ছ স্থান হইতে অধোভাগে নিপতিত হইয়া  
 থাকে ॥ ৪৩ ॥

যুট ব্যক্তি স্বস্থ থাকিয়াও যে হরিচিন্তা করিতে পারে  
 না, সে ব্যক্তি জরাজীর্ণ এবং রুগ্ন হইয়া কি প্রকারে  
 যোগীন্দ্রগণের দুরাশ্রয় হরিচিন্তা করিতে পারিবে ? ॥ ৪৪ ॥

অদ্য আমি ইচ্ছা মত কার্য্য করিয়া পরে যখন জরাজীর্ণ  
 এবং রোগগ্রস্ত হইব তখন মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব,  
 যুটগণের এইরূপ আশা কেবল অধোগতির পথ ॥ ৪৫ ॥

গুরুদিগেরও প্রিয়কার্য্য করা কৰ্ত্তব্য । হিতকর্ম্মের  
 বিনাশ কখনও প্রিয়কার্য্য নহে । অতএব “তুমি বিষ্ণুকে  
 পরিত্যাগ কর” আপনাদের এই কথা পালন করিতে পারি  
 না । যে হেতু তাহা নিশ্চয় অহিত কর কার্য্য ॥ ৪৬ ॥

দৈত্যরাজের পুরোহিত সেই নকল মন্ত্রী এইরূপ কথা



উচ্চৈশ্চ হতোহস্তদ্য কৃত্যয়া পাবকোথয়া ॥ ৪৭ ॥

ন চ মম্বমতঃ গ্রাহ প্রহ্লাদো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ।

অস্থানে নহি মম্বাণং ক্ষয়ঃ কার্যো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৮ ॥

মন্তি হন্তে বধোপায়াঃ কৃত্যং নান্ত্যত্র কৃত্যয়া ।

অপ্যায়ুগ্মম বধোহন্তেঃ কৃত্যয়া চাপি তৎসমং ॥ ৪৯ ॥

লাগনা হতেনেব হন্তি কৃত্যাদি ন স্বতঃ ।

ত াৎ কৃত্যালিয়াগির্বা সামান্যবধসাধনৈঃ ॥ ৫০ ॥

বদার্থিতা মদ্বননে ভবতাং কারণং বিনা ।

যা ও হস্ত কপিক চলিলেন এবং তাঁহার বলিলেন, অদ্য  
অই সমুদ্র কৃত্য দ্বারা শীঘ্রই তোমার প্রাণ বিনাশ হইবে ॥ ৪৭  
প্রাক্ষণের ভক্ত প্রহ্লাদ তখন মসম্বমে বালীতে লাগি-  
লেন । হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ! আপনার অস্থানে মম্ব প্রয়োগ  
করিয়া ইহার ক্ষয় করিবেন না ॥ ৪৮ ॥

নিশ্চয়ই বধ করিবার উপায় অনেক আছে । এই বিষয়ে  
অনন্যসমুদ্র কৃত্য প্রয়োগ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই ।  
যাহার আয়ু থাকে, সে অন্য কোন অস্ত্র দ্বারা বধ্য নহে ।  
স্বতরাং তাহার মত এই অস্ত্র দ্বারাও তাহার প্রাণ ত্যাগ  
হইবে না ॥ ৪৯ ॥

কাল আসিয়া যাহাদিগকে মারিয়াছে, তাহাদিগকেই  
এই আগ্নেয়াস্ত্র বিনাশ করিতে পারে । কিন্তু স্বতঃ ঐ অস্ত্র  
অথবা প্রলয়কালীন অগ্নি সামান্য বধ সাধন দ্বারা কিছুই  
করিতে পারে না ॥ ৫০ ॥

অতএব যদি অকারণ আমাকে বধ করিতে আপনাদের  
ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনারা শস্ত্র দ্বারা অথবা



যত্র যত্র লুপ্তাংপাদৌ সাথ জ্বালময়ী ভুবি ।

- তত্র তত্র প্রজজ্বাল বহ্নিঃ সংক্রামিতশ্চিরং ॥ ৫৬ ॥

তাবৎ পুরজনাঃ মর্ষে হাহেতি পরিচুক্রুশুঃ ।

তঃ নৃন্দা দৈত্যরাজঞ্চ তপ্যন্তঃ শরণং যযুঃ ॥ ৫৭ ॥

জপন্তিরেব তৈবিত্তৈপ্ররথ কৃত্যা প্রদর্শিতা ।

ং ধ্যাননিষ্ঠং প্রহ্লাদং শূলেনাভিজঘান সা ॥ ৫৮ ॥

৫ চ জ্বালাময়ং শূলং ত্রীশভক্তিরসাম্মুদ্রিং ।

তঃ প্রাপ্যৈব শশামাশু জলরাশিমিবোল্লুকং ॥ ৫৯ ॥

দৈ তারিতেজো ছুর্দ্ধবং তং প্রদীপ্তমিবানলং ।

অনন্তর . . . . . নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই  
সেইস্থানে ভূতলে তাহার অগ্নিশিখাময়ী . . . . . আবির্ভূত  
হইল এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত অগ্নি সঞ্চারিত হইয়া জ্বলিয়া  
উঠিল ॥ ৫৬ ॥

তৎকালে পুরবাসী লোকগণ হাহাকার করিয়া রোদন  
করিতে লাগিল এবং সেই অগ্নিময়ী মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া  
মস্তপুচ্ছিতে শেয়ে দৈত্যরাজেরই শরণাপন্ন হইল ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর সেই সকল ব্রাহ্মণ জপ করিতে করিতে সেই  
ধ্যানমগ্ন প্রহ্লাদকে দেখাইয়া দিল । তখন সেই অগ্নিমূর্তি  
কৃত্যা শূল দ্বারা প্রহ্লাদকে প্রহার করিল ॥ ৫৮ ॥

যেৰূপ প্রজ্বলিত কাষ্ঠ ( উল্লুক ) সমুদ্র পাইয়া শীঘ্র  
নিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ অগ্নিশিখাময় সেই শূল,  
হরিভক্তিরসের সাগর স্বরূপ সেই প্রহ্লাদের দেহ স্পর্শ  
করিয়া আশু শান্তিলাভ করিল ॥ ৫৯ ॥

যেৰূপ প্রজ্বলিত অনলের মধ্যে জ্বলিতকাষ্ঠ নিক্ষেপ  
করিলে তাহাকে আর দেখা যায় না, সেইরূপ দৈত্যপতির

প্রাপ্য শূলং ন দদৃশে বহ্নৌ ক্ষিপ্তমিবোদ্ভূ কং ॥ ৬০ ॥

ক্ষিপ্তং তেজোময়ং শূলং বিষ্মতেজোময়ে মুনৌ ।

পৃথগ্ দদৃশে জীবো ব্রহ্মণীব গতোলয়ং ॥ ৬১ ॥

সর্বভুগৃহ্নিষবভগ্নিন্ ধ্যানহীনজপোঘবৎ ।

নির্বীৰ্য্যমভবচ্ছূলগত্রতাধীতবেদবৎ ॥ ৬২ ॥

নোপাসর্পভতঃ কৃত্য প্রহ্লাদং দুঃসহাপ্যলং ।

বিবেকজ্ঞানসম্পন্নং পুরুষং প্রকৃতির্যথা ॥ ৬৩ ॥

তস্মিন্মোঘীকৃতে শূলে নিষ্পাপং তং নিশম্য সা ।

তেজো দ্বারা অনভিভবনীয় এবং প্রদীপ্ত অনলের ত্য মেই  
প্রহ্লাদকে প্রাপ্ত হইয়া ত্রৈলোক্য সেই শূল অদৃশ্য হইয়া গেল ॥ ৬০ ॥

যে রূপ ঘন পরব্রহ্মে লয় পাইলে আর তাহাকে পৃথক  
বলিয়া দেখা যায় না, সেইরূপ বিষ্মর জ্যোতির্ময় যোগিবর  
প্রহ্লাদের প্রতি যে জ্যোতির্ময় শূল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল,  
সেই শূল ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল ॥ ৬১ ॥

সর্বভোজী ব্রাহ্মণের মত, ধ্যানশূন্য মানবের জপ সমূহের  
মত এবং ব্রতবিহীন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য বিহীন লোকের নিকট  
হইতে অধীত বেদের মত, প্রহ্লাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত সেই  
শূলান্ত্র নির্বীৰ্য্য অর্থাৎ নিষ্ফল হইয়া গেল ॥ ৬২ ॥

অনন্তর যে রূপ প্রকৃতি বিবেক এবং জ্ঞানসম্পন্ন পুরু-  
ষের নিকটে যাইতে পারে না, সেইরূপ সেই অগ্নিসমুত  
ভীষণ মূর্তি অসহ্য হইলেও প্রহ্লাদের সমীপে যাইতে পারে  
নাই ॥ ৬৩ ॥

সেই ভীষণ শূল নিষ্ফল হইলে সেই শিখাময়ী ভীষণমূর্তি  
প্রহ্লাদকে নিষ্পাপ জানিতে পারিয়া শিলামজ্জ্বলিত অর্থাৎ

প্রত্যধারদ্বিজানেব শিলাসজ্জিকাশ্মবৎ ॥ ৬৪ ॥

আলিলিঙ্গে চ তান্ ক্রোধাদস্থানে ক্রোধকারিণঃ ।

ক্রতং জ্বালাময়ী কৃত্যা হীনদক্ষিণযজ্ঞবৎ ॥ ৬৫ ॥

অথ দুজ্জানিনো বিপ্রা হনুমানাঃ স্বকৃত্যা ।

শিরাংসি হস্তান্ বস্ত্রাণি বিধুস্বস্তঃ প্রচুক্রুশুঃ ॥ ৬৬ ॥

বাতুমহঁসি নো বাল কোশলং তব বিদ্যতে ।

সামিং ভ্রাময়ন্ বালশ্চিদ্যতেহকুশলঃ স্বয়ং ॥ ৬৭ ॥

এ গুংপাদ্যতে কৃত্যগস্থানে নিহিতা বয়ং ॥ ৬৮ ॥

শিখার উপরে শিলা নিষ্ক্ষেপ করিলে সে যেমন নিষ্ক্ষেপ-  
কারির প্রাণ ধাবমান হয় তাহা তখন সেই ব্রাহ্মণদিগের  
প্রাণে ধাবমান হইল ॥ ৬৪ ॥

দক্ষিণাশূন্য যজ্ঞের মত সেই ভীষণ অগ্নিশিখাময়ী মূর্তি,  
অযোগ্যপাত্রের ক্রোধকারি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকেই শীঘ্র  
ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক আলিঙ্গন অর্থাৎ স্পর্শ করিল ॥ ৬৫ ॥

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ আপনাদের নির্দোষ শিখাময়ী মূর্তি-  
দ্বারা আপনাই আহত হইতে লাগিল । তখন মন্দমতি  
বিপ্রগণ মস্তক, হস্ত এবং বস্ত্র সকল বিধুস্বস্ত অর্থাৎ ঝাড়িতে  
ঝাড়িতে উচ্চস্বরে রোদন ও শব্দ করিতে লাগিল ॥ ৬৬ ॥

হে বালক ! এক্ষণে আমাদিগকে পরিত্রাণ করা তোমার  
উপযুক্ত । তোমার অনেক কোশল আছে । যে বালক  
দীর্ঘ খড়্গ ঘুরাইতে থাকে, সেই স্বয়ংই ছিন্ন হইয়া যায় ॥ ৬৭ ॥

এইরূপে আমরা অগ্নি হইতে অগ্নিশিখাময়ী মূর্তি সৃজন  
করিয়া, এক্ষণে আমরাই অনুপযুক্ত স্থানে অবস্থান করি-  
তেছি ॥ ৬৮ ॥

প্রহ্লাদোহথ হঠাচ্ছহা দ্বিজাক্রন্দং কৃপাকুলং ।  
 নিরীক্ষ্য দহমানাংস্তান্ সম্ভ্রান্তো ব্যথিতোহভবৎ ॥  
 স মেনে পরদুঃখন্তুং স্বকমেব দয়ানিধিঃ ।  
 মনোধর্মং যথামোকং দেহী স্তুথময়ঃ স্বয়ং ॥ ৭০ ॥  
 নির্জিতাহখিলশোকানামেক এবাস্তি শোককৃৎ ।  
 সতাং কারুণ্যসিদ্ধনাং যোহয়ং শোকঃ পরাশ্রয়ঃ ॥ ৭১ ॥  
 স্বদুঃখৈর্মেরুগুরুভিনৈব সীদন্তি সত্তমাঃ ।  
 অধুনাহপ্যতদুঃখেন ভৃগুং ক্রিষ্টান্ত্যাহো দ্বিজাঃ ॥ ৭২ ॥  
 সর্বং বিচার্য কুর্কন্তোহপ্যেবং ন বিমূষন্ত্যদঃ ।  
 সমস্তো বদুঃখিতত্রাণাধিনৈবনন্তং ॥ ৭৩ ॥

অনন্তরঃ ক্রীষ্ণাদিগের এইরূপ ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া  
 প্রহ্লাদের হৃদয় দয়াদুর্গ হইল এবং তাঁহাদিকে দগ্ধ হইতে  
 দেখিয়া স্বরা পূর্বক ব্যথিত হইলেন ॥ ৬৯ ॥

দয়াময় প্রহ্লাদ সেই পরের দুঃখ আপনার দুঃখ বলি-  
 যাই মানিয়াছিলেন । শোক যেরূপ মনের ধর্ম এবং দেহী  
 যেরূপ স্তুথময় তাহাও তিনি স্বয়ং জানিতেন ॥ ৭০ ॥

যে সকল লোক সমস্ত শোক দুঃখ জয় করিয়াছেন, সেই  
 সকল দয়াসিদ্ধ মনুষ্যদিগের পরাশ্রিত ( পরের ) একমাত্র  
 শোকই দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

হে দ্বিজগণ ! সাধু সকল স্নমেরূপ পর্কিততুল্য অতিদীর্ঘ  
 নিজদুঃখ দ্বারাও কখন অবসন্ন হয়েন না । অথচ অণুমান  
 পরদুঃখ দ্বারাও তাঁহারা ক্রোধানুভব করিয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥

সাধুগণ সমস্ত কার্য বিচার পূর্বক করিয়া থাকেন কিন্তু  
 দুঃখিত ব্যক্তিকে পরিভ্রাণ করিবার কালে ইনি গুণবান্

প্রহ্লাদোহথ দ্বিজব্রাহ্মণে যতগানো জগৎপতিং ।  
 কৃতাঞ্জলিবিষ্ণুং তদেকশরণো হি মঃ ॥ ৭৪ ॥  
 দেব যদ্যন্তি স্কৃতং মম ত্বংস্মৃতিমন্তবং ।  
 তেন রক্ষ জগন্নাথ বিপ্রান্মন্ত্রানলাদিতান্ ॥ ৭৫ ॥  
 ভ্রূয়েব প্রেরিতা লোকাঃ কুর্ক্বতে মাধবমাধু বা ।  
 স্মাদদোমান্ বিশেষ রক্ষ বিপ্রাননীশ্বরান্ ॥ ৭৬ ॥  
 হি সর্বগতং বেদা বদন্তি পরমেশ্বরং ।  
 তেন সত্যেন রক্ষাদ্য বিপ্রান্মন্ত্রানলাদিতান্ ॥ ৭৭ ॥

এবং ইনি নিষ্ঠুর পুরুষ, কেবল একমাত্র বিষয়, তাঁহারা  
 বিচার করেন না ॥ ৭৩ ॥

অনন্তর প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যত্ন-  
 বান্ হইয়া কৃতাঞ্জলিভাবে জগদীশ্বর বিষ্ণুকে স্তব করিতে  
 লাগিলেন । কারণ, একমাত্র নারায়ণই প্রহ্লাদের অবলম্বন  
 ছিলেন ॥ ৭৪ ॥

হে দেব ! আপনাকে স্মরণ করিয়া যদি আমার কোন  
 স্কৃতি জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে হে জগন্নাথ ! আমার  
 সেই পুণ্য দ্বারা মন্ত্রানলদগ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৭৫ ॥

হে বিশেষ্বর ! আপনি লোকদিগকে প্রেরণ করিলেই  
 তাহারা মাধু অথবা অমাধু কৰ্ম্ম করিয়া থাকে । অতএব  
 আপনি রক্ষকশূন্য নির্দোষ ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৭৬ ॥

বেদ সকল আপনাকেই সর্বব্যাপী পরমেশ্বর বলিয়া  
 থাকেন । সেই সত্য দ্বারা অদ্য আপনি মন্ত্রানল-দগ্ধ ব্রাহ্মণ-  
 দিগকে রক্ষা করুন ॥ ৭৭ ॥

অথ প্রসম্নো ভগবান্ প্রহ্লাদেনাৰ্হিতস্তদা ।

তমেব বিপ্রদেহস্থং বহ্নিং চক্রে স্মশীতলং ॥ ৭৮ ॥

সর্গেহুপ্যম্বস্বভাবোহয়ং স্বকৃন্তেনৈব পাবকঃ ।

ঈশ্বরেণ তদিচ্ছাতস্তদা শীতাত্মকোহভবৎ ॥ ৭৯ ॥

ততঃ শশাম দহনঃ কৃত্যা সাচ তিরোদধে ।

জহ্বশ্চ দ্বিজাস্তপ্তাঃ স্বধয়েব সমুক্ষিতাঃ ॥ ৮০ ॥

ততঃ প্রহ্লাদশাশীর্ভিরভিনন্দ্য পুরোহিতাঃ ।

দৈতেয়াভ্যাসমাগম্য তস্মুর্লজ্জানুতাননাঃ ॥ ৮১ ॥

সোহপি খিমোহথ ধূর্তাশ্চো দৃষ্ট্বা কৃত্যাং তথা বধাং ।

মায়ী স্বং পুত্রমাসাদ্য অগতং প্রাহ হৃদবৎ ॥ ৮২ ॥

অনন্তর তৎকালে ভগবান্ নারায়ণ প্রহ্লাদের প্রার্থনায়  
প্রসন্ন হইয়া ব্রাহ্মণগণের দেহস্থিত সেই অগ্নিকে স্মশীতল  
করিলেন ॥ ৭৮ ॥

জগদীশ্বর হরি সর্গে অর্থাৎ সৃষ্টিকালেও এই অগ্নিকে  
উষ্ণ স্বভাবযুক্ত করিয়া নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন । এক্ষণে জগ-  
দীশ্বরের ইচ্ছায় সেই অগ্নি স্মশীত হইয়াছিল ॥ ৭৯ ॥

অনন্তর সেই অগ্নি উপশম প্রাপ্ত হইল এবং সেই শিখা-  
ময়ী মূর্তিও অন্তর্হিত হইল । অনলদগ্ধ ব্রাহ্মণগণ যেন অমৃত-  
রসে অভিষিক্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইল ॥ ৮০ ॥

তৎপরে পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদ দ্বারা প্রহ্লাদকে  
অভিনন্দন করিয়া দৈত্যপতির নিকটে আসিয়া লজ্জায় নত-  
মুখে অবস্থান করিল ॥ ৮১ ॥

অনন্তর মায়াবী, ধূর্তচূড়ামণি সেই দৈত্যপতিও খেদা-  
স্থিত হইয়া এবং অগ্নিশিখাময়ী মূর্তিকে নিষ্ফল দেখিয়া লোক  
দ্বারা আপনার পুত্রকে আনয়ন করাইলেন । প্রহ্লাদ নত



মায়াঃ প্রহ্লাদ সকলা বেৎসি হুং সমুবাধিকঃ ।

বার্জিতা মহাকৃত্যা পুত্র ব্রহ্মবলোথিতা ॥ ৮৩ ॥

আহ্বরং নো বলং শ্রেষ্ঠং বলাদ্ব্রাক্ষ্যাদপি ক্ষুটং ।

প্রত্যক্ষমদ্য তে দৃষ্টং যৎকৃত্যা নাশিতা হুয়া ॥ ৮৪ ॥

মমাস্তজ্জন্মান্ত্রেণ তবাত্মদীদৃশং বলং ।

সদাচারং ভজস্বাতো বলী ভূয়ো ভবিষ্যসি ॥ ৮৫ ॥

বৈষ্ণবাহ্বরয়োঃ শক্ত্যাঃ প্রদর্শয়িতুমস্বরং ।

মম নিযুক্তাস্থস্যোতে সর্বৈ বিপ্রা হি বৈষ্ণবাঃ ॥ ৮৬ ॥

হুইয়া অনুস্থান করিলে দৈত্যরাজ যেন সন্তুষ্টভাবে বলিতে  
আগিলেন ॥ ৮২ ॥

প্রহ্লাদ ! তুমি যুগা হইতেও অধিক, তুমি সমস্ত মায়া  
জানিতে পারিয়াছ। পুত্র ! যে অগ্নিশিখাময়ী মূর্তি ব্রহ্মবলে  
উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই মূর্তি ঐ সকল মায়া দ্বারা পরাস্ত  
হইয়াছে ॥ ৮৩ ॥

ব্রহ্মবল অপেক্ষাও অহ্বরদিগের বল যে শ্রেষ্ঠ, স্পষ্টই  
আজ তোমার প্রত্যক্ষ তাহা দেখিয়াছি। যেহেতু তুমি  
নিজের আস্থরিক বলে ব্রাহ্মগণের বলসম্বৃত অগ্নিময়ী মূর্তি-  
কেও বিনাশ করিয়াছ ॥ ৮৪ ॥

দেখ, তুমি কেবলমাত্র আমার পুত্র বলিয়া তোমার এই-  
রূপ অসামান্য বল হইয়াছে। তুমি শিষ্টাচার অবলম্বন কর,  
ইহা অপেক্ষা অধিকতর বলবান হইবে ॥ ৮৫ ॥

বৈষ্ণবী শক্তি আর আস্থরী শক্তির প্রভেদ দেখাইবার  
নিমিত্তই আমি তোমার কাছে এই সকল ব্রাহ্মগণকে নিযুক্ত  
করিয়াছিলাম। কারণ, সকল ব্রাহ্মগণই বৈষ্ণব হয়েন ॥ ৮৬ ॥

পুত্রসর্পাণি দিগন্তি বৃষকৃত্যাদিভির্ন হি ।

সহজং নো বলং নশ্চেদ্বহ্মন্যস্ব রাক্ষসান্ ॥ ৮৭ ॥

ইত্যাভ্যো নিকৃতিজ্ঞেন প্রহ্লাদঃ সন্নিভঃ স্রবীঃ ।

জগাদ প্রাজ্ঞনির্দেবং কিং মাং মোহয়সি প্রভো ॥ ৮৮ ॥

মহাকুলপ্রসূতস্বং কিং ন বেৎসব্যয়ং পরং ।

ক্রমে ত্বং বৈষ্ণবীর্বাচো মম ভাবং পরীক্ষিত্বং ॥ ৮৯ ॥

বিষ্ণুনাভ্যজমাস্তুতো ব্রহ্মা তব পিতামহঃ ।

ত্বং ন জানামি চেদ্বিষ্ণুং কো জ্ঞানীয়াদতঃ পরং ॥ ৯০ ॥

বিষ্ণোঃ প্রভাবে দুর্দ্ধর্ষে বিশ্বামোহস্তি তবৈব হি ।

অস্র, সর্প, অগ্নি, দিক্‌হন্তী, বিন এবং অগ্নিময়ীমুতি ইত্যাদি দ্বারা আগাদের স্বাভাবিক বল বিনষ্ট হইবেনা ।

অতএব তুমি দৈত্যাদিগকে বহু সমাদর কর ॥ ৮৭ ॥

বঞ্চনানিপুণ দৈত্যপতি এই কথা বলিলে স্রুবুদ্ধিগম্পন্ন প্রহ্লাদ মন্দহাস্যে, কৃতাজ্ঞলি হইয়া মহারাজকে বলিতে লাগিলেন । হে প্রভো ! কেন আর আপনি আমাকে মোহিত করিতেছেন ॥ ৮৮ ॥

আপনি মহাবংশে জন্মিয়াছেন, আপনি কি সেই অবিনাশী পরমেশ্বর বিষ্ণুকে জানেন না । আমার মনের ভাব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনি বৈষ্ণববাক্য সকল বলিতেছেন ॥ ৮৯ ॥

আপনার পিতামহ ব্রহ্মা, পূর্বের বিষ্ণুর নাতিপদ্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন । আপনি যদি বিষ্ণুকে না জানেন, অতঃপর আর কে তাঁহাকে জানিতে পারিবে ॥ ৯০ ॥

হে পুত্রবৎসন ! বিষ্ণুর সর্ব্বাজেয় মাহাত্ম্যের প্রতি

যৎ স্তুতপ্রিয় নিঃশঙ্কে সগ্নি সর্পাদ্যযোজ যঃ ॥ ৯১ ॥

ত্বয়া নিয়োজ্য সর্পাদীন্ বিশ্বাসং গমিতোহহং ।

পুত্রপ্রিয়ত্বাৎ কৃতিনা প্রভাবে দুর্জয়ে প্রভোঃ ॥ ৯২ ॥

বিষ্ণুং ত্যজেতি বদতা ত্বয়া হুংপাদিতো এহঃ ।

বালোহহং কৃতিনা তাত বৈষম্যে পথি শিক্ষিতঃ ॥ ৯৩ ॥

ইতঃ পরং নহি ত্যক্ত্য নিষোঃ পশ্যন্ স্মৃতেঃ ফলং ।

সং গোক্ষত্ববধ্যত্বং কৃত্যাদেনান্তরীরকং ॥ ৯৪ ॥

আপনিও নিশ্চয় বিশ্বাস আছে । কারণ, আমি নির্ভীক, আপনি তাহা জানিয়া আগার কাছে সর্প, বিষ এবং অনলাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ৯১ ॥

আপনি কৃতী, পুত্রবাৎসল্য থাকাতে সর্প, অনল ও বিষাদি প্রেরণ করিয়া বিষ্ণুর অজেয় মাহাত্ম্যবিষয়ে আপনি আগার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ৯২ ॥

“বিষ্ণু পরিত্যাগ কর” এই কথা বলিয়া নিশ্চয়ই আপনি এক গ্রহ উৎপাদন করিয়াছেন । পিতঃ ! আপনি কৃতী, আমি বালক হইলেও আপনি আমাকে বৈষম্যপথে শিক্ষা দান করিয়াছেন ॥ ৯৩ ॥

আমি দেখিতেছি যে, বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে বিষ, অগ্নি, সর্প, দিগ্‌মাতঙ্গ এবং অগ্নিময়ী মূর্তি এই সকল বিষয় আমার বিশ্ব উৎপাদন করিতে পারে নাই । আর তাহাদেরও কাছে অবধ্য হইয়াছি, বিষ্ণুস্মরণের এই সকল পরম মোক্ষফল প্রত্যক্ষ করিয়া আর আমি ইহার পর বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিব না ॥ ৯৪ ॥

যথামৃতার্থং যততাং সুরাণামক্লিমম্বনে ।

পারিজাতাদিকান্যসিন্ ফলান্যপ্রার্থিতান্যপি ॥ ৯৫ ॥

এবং মোক্ষৈকচিন্তানাং যততামীশসংস্মৃতৌ ।

ভবন্তি সিদ্ধয়ো দিব্যাঃ পুণ্যাং পুণ্যতরং হি যৎ ॥ ৯৬ ॥

তাভিস্তম্যত্যল্পচিত্তো ন তুম্যতি মহামতিঃ ।

লভতে সংফলং মুক্তিং স্বধাং স্বরপতির্যথা ॥ ৯৭ ॥

কিঞ্চাত্ৰাতিপ্রপঞ্চে ন দৃষ্টং তাত স্বয়াপ্যদঃ ।

যদস্মাধ্বম্যঃ কেনাপি বিষ্ণুস্মরণরক্ষিতঃ ॥ ৯৮ ॥

মহিমা ত্রিজগৎকর্তুরচিন্ত্য ইতি নিশ্চিতং ।

যে রূপ অমৃতেন্দ্র-জন্ম যত্নবান্ হইয়া দেবতাদিগের সমুদ্র-  
মগ্ননকালে অগাচিত ফলস্বরূপ পারিজাতাদি লাভ হইয়া-  
ছিল, সেইরূপ একমাত্র মোক্ষের প্রতি চিত্ত অভিনিবেশ  
করিয়া যে সকল ব্যক্তি বিষ্ণুর স্মরণে যত্নশীল হয়েন, তাহাদের  
স্বর্গীয় সিদ্ধি সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। কারণ, এই  
সংসারে পুণ্যই পুণ্যের অনুগামী হইয়া থাকে ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥

ক্ষুদ্রচেতা মনুষ্য ঐ সকল সিদ্ধি দ্বারা তুষ্ট হইয়া  
থাকে, মহামতি মনুষ্য তাহাতে তুষ্ট হয়েন না। দেবরাজ  
ইন্দ্র যে রূপ অমৃতলাভ করিয়া ছিলেন, সেই প্রকার ঐ ব্যক্তি  
মুক্তিরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া তুষ্ট হয়েন ॥ ৯৭ ॥

অপিচ, হে পিতঃ! এই বিষয়ে অধিক বাক্যজাল  
বিস্তার করিয়া কি হইবে। আপনিও ইহা দেখিয়াছেন যে,  
বিষ্ণুর স্মরণ দ্বারা রক্ষিত হওয়াতে আর কেহই কোন রূপে  
আমাকে পরাভব করিতে পারে নাই ॥ ৯৮ ॥

হে দেব! জগৎস্রষ্টার মহিমা যে অত্যন্ত চিন্তাতীত,

মনস্তদেব জানাতি বাচান্দ্ৰদমিচ্ছলাং ॥ ৯৯ ॥

তদ্ব্যত্যস্ত মহারাজ ত্বম্যনো নৈব ভুস্যাতি ।

ন ময়াত্রোত্তরং দেয়ং তুষ্কে মনসি পৃচ্ছ মাং ॥ ১০০ ॥

মনস্তরুচমূল্য বাধ্যগ্নিনোহপি ন শোভতে ।

মতেব ছিন্নমূল্যস্তাং ন বদন্তি মনীষিণঃ ॥ ১০১ ॥

আত্মাহি দৈবতং পূর্বমাত্মনা নিশ্চিতং হিতং ।

চাদ্রাচা বদেদ্বীমানাত্মচৌরস্ততোহন্থথা ॥ ১০২ ॥

যদ্ব্য কস্তে পরাধোহত্রুচ্ছলমাৎসর্যায়োরয়ং ।

হা নিশ্চয়ই জানিতে হইবে । আপনার মন ইহা অবগত  
ছে, কিন্তু আপনি ছল করিয়া বাক্য দ্বারা অন্য প্রকার  
বলিতেছেন ॥ ৯৯ ॥

মহারাজ । বিষ্ণুর বাক্যে আপনার মন কখনও সমস্ত  
নহে, আমারও এই বিষয়ে উত্তর দেওয়া অনুচিত । আপনি  
সমস্তচিত্তে আগাকে জিজ্ঞাসা করুন ॥ ১০০ ॥

যদি তিনি বক্তাও হন অথচ তাহার মনে বাক্যের মূল  
না উৎপন্ন হয়, তথাপি সেই মূলশূন্য বাক্য শোভা পাইতে  
পারে না । মূলশূন্য লতার ন্যায় সেই বাক্য অকিঞ্চিৎকর  
হয় । পণ্ডিতেরা সেই বাক্যকে ছিন্নমূল্য লতার তুল্য বলিয়া  
থাকেন ॥ ১০১ ॥

প্রথমতঃ আত্মাহি দেবতা, আত্ম দ্বারা হিত নিশ্চয়  
করিয়া, বুদ্ধিমান্ মনুষ্য পশ্চাৎ বাক্য দ্বারা বলিবেন ।  
ইহার অন্তথা হইলে সে আত্মবঞ্চক হয় ॥ ১০২ ॥

অথবা এই বিষয়ে আপনার অপরাধ কি । বিষ্ণুনির্মিত  
কপট এবং মাৎসর্যের এই প্রকার স্বভাব যে, তাহার হৃদয়ে

স্বভাবো বিষ্ণুকৃতয়ো হৃৎস্বাদন্যদবদুচ্যতে ॥ ১০৩ ॥

ত্বং বিষ্ণুমায়াসম্বীতঃ ছিন্নমাৎসর্য্যবধিতঃ ।

বিশেষঃ পরোহস্মীতি বৃথা বদন্তজ্ঞানমোহিতঃ ॥ ১০৪ ॥

চরাচরজগদযন্ত্রপ্রবর্তকমগোচরং ।

অবিদ্যাক্ষাঃ কথং মর্ত্যস্তাত্ত্বিকবিষ্ণুং ভজন্তি তং ॥ ১০৫ ॥

অনন্তগনসংস্রবং যে ভজন্ত্যমিশং বুধাঃ ।

তে ভজন্ত্যগ্ননা বিষ্ণুং ভক্তজ্ঞয়োহপি স প্রভুঃ ॥ ১০৬ ॥

অনিষ্টমপি তে তাত হিতগেতদুদীরিতং ।

সর্ব্বথৈতদমহাধেয়মাতো বক্ষ্যামি কখন ॥ ১০৭ ॥

এক প্রকার <sup>বাক্য</sup> দ্বারা অন্য প্রকার প্রকাশ করে ॥ ১০৬ ॥

আপনি বিষ্ণুমায়া দ্বারা আবৃত হইয়া আছেন। ছল এবং মাৎসর্য্য দ্বারা আপনি প্রতারিত হইয়াছেন। অথচ অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া বৃথা বলিতেছেন যে, আমি বিষ্ণু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ॥ ১০৪ ॥

পিতঃ । যিনি স্বাবর জঙ্গমাত্মক এই বিশ্ববস্তুর নির্মাণ কর্তা এবং যিনি সকলেরই অগোচর, অজ্ঞানমোহিত মনুষ্যগণ কিরূপে সেই বিষ্ণুকে ভজনা করিতে পারিবে ॥ ১০৫ ॥

যে সকল জ্ঞানবান্ পণ্ডিত এক মনে অবিরত এই বিষ্ণুর স্মরণ করেন, তাঁহারা শীঘ্রই সেই বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কারণ, ভক্তজনেই সেই মহাপ্রভুকে জয় করিতে পারেন ॥ ১০৬ ॥

হে পিতঃ । ইহা অনিষ্ট হইলেও হিতকর বলিয়া আমি এইরূপ কথা বলিয়াছি। যদি সর্ব্ব প্রকারেই এই বাক্য

ইতি বৈষ্ণববাক্যানি হিরণ্যকশিপোর্মনঃ ।

চুফং ন বিবিশুঃ শিক্টাঃ পতিতশ্চৈব মন্দিরং ॥ ১০৮ ॥

প্রহ্লাদোক্তিপয়ঃপানপ্রবৃদ্ধঃ ক্রোধদুর্বিষঃ ।

অবিদ্যাব্যালদষ্টোহসৌ দৈত্যো ভৃশমতপ্যতঃ ॥ ১০৯ ॥

মথ ক্রোধমহাবেগবিশ্মৃতাক্ষান্তনশ্রমঃ ।

শেষবৎ সর্বথা বধ্যং হস্তং তং ক্লিশ্বতি স্ম সং ॥ ১১০ ॥

প্রহ্লাদশিখরে তিষ্ঠন্নিজাসনমহোন্নতে ।

সম্ভ্রাদস্বরস্ত্রাদিধঃপুঞ্জমপাতয়ৎ ॥ ১১১ ॥

আপনার অসহ্য হয়, তাহা হইলে ইহারূপের আর আগি  
কিছুই বলিব না ॥ ১০৭ ॥

মাধুগণ বেরূপ পতিত মনুষ্যের গৃহে প্রবেশ করেন না,  
সেইরূপ এই সকল বৈষ্ণববাক্য, হিরণ্যকশিপুর চুফ  
অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে পারিল না ॥ ১০৮ ॥

প্রহ্লাদের বাক্যরূপ ছুঙ্কপান করিয়া দৈত্যপতির ক্রোধ-  
রূপ অসহ্য বিষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন অজ্ঞানরূপ  
ভুজঙ্গমের দংশনে ঐ অস্বরপতি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত হইলেন ॥ ১০৯ ॥

অনন্তর ক্রোধের মহাবেগে তাঁহার পূর্বকৃত পরিশ্রম  
সকল বিস্মৃতি হইল। তখন বৈষ্ণব সর্ব প্রকারে বধ্য  
হইলেও তিনি তাঁহাকে বধ করিতে ক্রেশ অশুভব করিতে  
লাগিলেন ॥ ১১০ ॥

তখন অস্বর অট্টালিকার শিখরস্থ নিজের মহা উন্নত  
আননে অবস্থিত থাকিয়া তথা হইতে সবেগে পুঞ্জকে ভূতলে  
নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১১১ ॥

স্বগিতার্কপথাক্কীরঃ প্রাসাদাং সংপতমধঃ ।

‘অসম্ভ্রমোহব্যয়ং বিষ্ণুং সোহহমস্মীত্যচিস্তয়ং ॥ ১১২ ॥

সর্বোপাধিবিনিমুক্তশ্চিদানন্দময়স্তদা ।

ন বিবেদ নিজং দেহং ব্যথতে স কথং কবা ॥ ১১৩ ॥

অথ সর্বত্রগো বায়ুস্তং শনৈরবতারয়ৎ ।

দধার ভগবদ্ভক্তং স্পর্শাদ্বাঞ্ছনু পবিত্রতাং ॥ ১১৪ ॥

তং স্তুতং ত্রিভুপদ্বর্ত্তুভক্তং ধনেন বায়ুনা ।

অধঃশিলাতলং ভিত্ত্বা ধর্ত্তুমাগাদ্বহুক্ষরা ॥ ১১৫ ॥

সূর্য্যপথাক্কীরঃ প্রাসাদাং সংপতমধঃ । ইহাতে ভূতলে পতিত হইবার সময়, জ্ঞানবান্ প্রহ্লাদ স্থিরচিত্তে “আমিই সেই বিষ্ণু হইয়াছি” এইরূপে অবিনাশী পারায়ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ১১২ ॥

তৎকালে সকল প্রকার উপাধি ইহাতে মুক্ত হইয়া এবং চিত্ত ও আনন্দস্বরূপ হইয়া নিজের দেহ জানিতে পারিলেন না । সেই দেহ কি প্রকারে ব্যথা পাইতেছে, অথবা তাহা কোথায় আছে, তাহাও জানিতে পারিলেন না ॥ ১১৩ ॥

অনন্তর সর্বগামী বায়ু তাঁহাকে ধীরে ধীরে অবতারিত করিলেন । পরে স্পর্শ করিয়া আমি পবিত্র হইব, এই ইচ্ছায় হরিভক্ত প্রহ্লাদকে ধারণ করিলেন ॥ ১১৪ ॥

পবন যখন আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিয়া ত্রিভুবনের ঈশ্বর নারায়ণের ভক্ত সেই প্রহ্লাদকে ধারণ করিলেন, তখন ধরণীদেবী অধোদিক্ হইতে শিলাতলভেদ করিয়া তাঁহাকে ধারণ করিতে আগমন করিলেন ॥ ১১৫ ॥



উদ্ধৃতাদিবরাহেণ দিব্যরূপধরা ধরা ।

ভক্তভক্তং মা প্রিয়ং দৈত্যং তং করাভ্যামধারয়ৎ ॥ ১১৬ ॥

স্থাপয়িত্বাতু তং দেবী প্রহ্লাদং প্রণতং মহী ।

বিষ্ণুপ্রিয়ং সমুৎথাপ্য গ্রাহ পুণ্যাভিতাযিণী ॥ ১১৭ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিস্বধোদয়ে প্রহ্লাদ-  
চরিতে দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ॥ \* ॥ ১২ ॥ \* ॥

আদিবরাহ নৃতিধারী নারায়ণ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া-  
ছিলেন, সেই ধরণীদেবী দিব্যমূর্তি ধারণ পূর্বক বিষ্ণুভক্ত  
সেই প্রিয় দৈত্যকে ছুই বাহু দিয়া ধারণ করিলেন ॥ ১১৬ ॥

অনন্তর ধরণীদেবী সেই প্রণত বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদকে  
স্থাপিত করিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন করত পুণ্যবচনে বলিতে  
লাগিলেন ॥ ১১৭ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিস্বধোদয়ে শ্রীরামনারা-  
য়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে প্রহ্লাদচরিতে দ্বাদশ অধ্যায় ॥ \* ॥



# হরিভুক্তিসুখোদরঃ ।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।



শ্রীধরগুণবাচ ॥

এহ্লাদ পুণ্যোমি বহুক্ষরাহং  
প্রাপ্তেক্ষিতুং স্বাং বিধুতিচ্ছলেন ।  
স্পৃষ্টং করাভ্যাক্ষ পবিত্রগাত্রং  
বিভর্তি ম স্বাস্থ্যং প্রভুরেব মাঞ্চ ॥ ১ ॥  
অহ্লাদঃ ফলং স্বাদৃশদর্শনং হি  
ভাস্বাঃ ফলং স্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ ।  
জিহ্বাফলং স্বাদৃশকীর্তনং হি  
স্বচুর্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥ ২ ॥

শ্রীধরগীদেবী বলিতে লালিলেন, হে এহ্লাদ ! তুমি অতিশয় পুণ্যাত্মা, আমি পৃথির্দী। তোমাকে ধারণ করিব এই ছলে তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আমি ছুই বাহু দ্বারা তোমার পবিত্র গাত্র স্পর্শ করিলাম, সেই প্রভু তোমাকে এবং আমাকেও ধারণ করিতেছেন ॥ ১ ॥

তোমার শ্রায় পুণ্যাত্মাকে দর্শন করিলেই ছুই চক্ষুর ফল সার্থক হয়, তোমার শ্রায় লোকের গাত্রস্পর্শ করিয়াই শরীরের ফল এবং তোমার শ্রায় লোকের গুণকীর্তন করাই স্ব ফল জানিবে। কারণ, জগতে ভগবদ্বক্তৃ মনুষ্যগণ  
বভ ॥ ২ ॥

প্রফাল্যমানাপি নদীসহস্রৈঃ  
 সদা ন ভুঙ্গ্যামি পবিত্রতোয়েঃ ।  
 ভুয়ঃ কৃতস্মাঘশতাশ্রয়াহং  
 স্নানিশ্রমা হৃদ্য তবাসঙ্গাং ॥ ৩ ॥  
 শক্তিঃ পুরা যজ্ঞবরাহসঙ্গা-  
 দিব্যাস্তি মে সাচ চিরাভিভূতা ।  
 স্পর্শাদদ্য পুনর্বাবু-  
 দ্ধতুং সমর্থাস্যপি লোককোটিঃ ॥ ৪ ॥  
 এতাবতা মে সফলঃ অগোহস্ত  
 সমস্তমেতদ্রুবনং দধত্যাঃ ।  
 যস্তাদৃশা ভাগবতাশ্চরন্তি  
 দ্বিত্বৈঃ পটৈ র্মাং সকলুং পুনস্তঃ ॥ ৫ ॥

পুণ্যমলিনা সহস্র সহস্র নদী আমাকে সর্বদাই স্পর্শ  
 করিয়া থাকে সত্য, তথাপি আমি তাহা দ্বারা সন্তুষ্ট হই  
 না । পুনর্বার কৃতস্ম ব্যক্তিগণের অসীম এবং অপার পাপ-  
 রাশি দ্বারা সর্বদা কলুষিত হইয়া থাকি । কিন্তু অদ্য  
 তোমার দেহস্পর্শে অতিশয় পবিত্র হইলাম ॥ ৩ ॥

পূর্বকালে যজ্ঞবরাহের স্পর্শে আমার যে দিব্য শক্তি  
 হইয়াছিল, বহুকাল হইল, সেই শক্তি অভিভূত হইয়া  
 গিয়াছে । অদ্য তোমার দেহস্পর্শে পুনর্বার নূতন হইয়া,  
 কোটি ২ লোকদিগকেও ধারণ করিতে সমর্থ হইলাম ॥ ৪ ॥

আমি এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া থাকি । কিন্তু অদ্য  
 এইরূপেই আমার পরিশ্রম সফল হইতেছে । যেহেতু  
 তোমার সদৃশ হরিভক্ত মনুষ্যগণ ছই তিন পদ নিক্ষেপ দ্বারা

যত্নাদৃশান্ ভাগবতান্ বিভর্ষি  
 বিষোস্তথার্চ্চাং তুলসীঞ্চ পুণ্যাং ।  
 প্রীত্যানয়া মাং শিরসা বিভর্তি  
 ম শেমরূপী সততং পবেশঃ ॥ ৬ ॥  
 অহো কৃতার্থঃ স্ততরাং নৃলোকে।  
 যস্মিন্ স্থিতো ভাগবতোত্তমোহসি ।  
 স্পৃশাস্তি পশ্যাস্তি চ যে ভবন্তঃ  
 ভবাংশ্চ যাংস্তে হরিলোকভাজঃ ॥ ৭ ॥  
 ত্রয়্যত্র যাতে বিষয়োহন্তকশ্চ  
 হ্রাসং গতো বুদ্ধিমনস্তলোকঃ ।

সমগ্ররূপে আমাকে পবিত্র করিয়া আমার উপরে বিচরণ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

আমি যে তোমার 'ন্যায় ভগবদ্ভক্তদিগকে,' বিষ্ণুর শ্রীমূর্তিকে এবং তুলসীবৃক্ষকে ধারণ করিতেছি, এই প্রীতি দ্বারা অনন্তরূপধারী সেই পরমেশ্বর সর্বদাই মন্তক দ্বারা আমাকে ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

আহা ! এই নরলোক স্ততরাং কৃতার্থ হইল । কারণ, ঐ মর্ত্যলোকে প্রধান হরিভক্ত তুমি অবস্থান করিতেছ । সকল মনুষ্যই তোমাকে স্পর্শন ও দর্শন করিতেছে এবং তুমিও যাহাদিগকে দর্শন ও স্পর্শন করিতেছ, তাহার। সকলেই হরিলোক প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭ ॥

তুমি এই নরলোকে বিদ্যমান থাকায় যমের অধিকার হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু বিষ্ণুলোকের বুদ্ধি হইতেছে, যেহেতু তোমার গুণকীর্তন ও তোমাকে দর্শন করিয়া যে সকল

স্বংকীর্তনালোকনধূতপাপঃ  
 সর্বৈ হি লোকা হরিলোকভাজঃ ॥ ৮ ॥  
 পার্শ্বৈকমিত্রং কলিরেতি চিন্তাং  
 বুদ্ধিং ভজিষ্যেহত্র কথং স্বকালে ।  
 প্রহ্লাদনাম্নো ভগবৎপ্রিয়স্ব  
 পুণ্য কথ্যাস্ম্যতি যাবদত্র ॥ ৯ ॥  
 নাহং সমর্থো ভগবৎপ্রিয়াণাং  
 বক্তুং গুণান্ পদ্মভূবোহপ্যগণ্যান্ ।  
 ভবৎ প্রভাবং ভগবান্ হি বেত্তি  
 যথা ভবন্তো ভগবৎপ্রভাবং ॥ ১০ ॥  
 পিতা তবায়ং বত নূর্যমুখ্যো  
 ন বেত্তি তে তত্ত্বমচিন্ত্যশক্তেঃ ।

লোকের পাপ ধৌত হইয়াছে, তাঁহার। সকলেই বিশ্বলোকে  
 গমন করিবে ॥ ৮ ॥

পাপের একমাত্র বন্ধু কলি এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন  
 যে, আমি কি প্রকারে কলিকালে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইব ।  
 প্রহ্লাদনামক হরিভক্তের পবিত্র কথ। যত দিন জগতে  
 থাকিবে, তত দিন আমি প্রবল হইতে পারিব না ॥ ৯ ॥

হরিভক্ত মনুষ্যদিগের গুণসমূহ বর্ণন করিতে আমি  
 সমর্থ্য নহি, পদ্মযোনি ব্রহ্মাও ঐ সকল গুণ অবগত নহেন ।  
 তোমরা যেমন ভগবানের প্রভাব অবগত আছ, ভগবান্  
 হরিও সেইরূপ তোমাদের মহিমা অবগত আছেন ॥ ১০ ॥

হায় ! তোমার এই পিতা নূর্যের অগ্রগণ্য । তোমার  
 শক্তি অচিন্তনীয়, কিন্তু তোমার পিতা তোমার মর্শ্ব জানিতে

যে স্থাং অরিয্যন্ত্যমলং ন তেহপি  
 কৈশ্চিৎ প্রধ্বয়া ছয়ি কা কথা স্তাং ॥ ১১ ॥  
 নবেত্যমৌ ভাগবতপ্রভাবং  
 যদজ্জি জা রেণুকণাঃ স্মরন্তঃ ।  
 রক্ষঃপিশাচগ্রহভূতরোগান্  
 বজ্রোপমান্ দিক্ষু বিলাপ্য যাস্তি ॥ ১২ ॥  
 পিতাপি তেহ্বাস্মুনিধিং মদা হি  
 প্রবর্দ্ধয়াম্ভজতি নৈব তত্র ।  
 হুং হুস্ত পাপার্ণববাড়বাগ্নি-  
 গৃহৈশ্চিত্তস্তচ্চ ন বেতি দৈত্যঃ ॥ ১৩ ॥

পারিলেন না । তুমি এরূপ পবিত্র, যে সকল ন্যক্তি তোমাকে  
 স্মরণ করিবে, কেহই তাহাদিগকে জয় অর্থাৎ পরাভব  
 করিতে পারিবে না । অতএব তোমাতে আর পরাভবের  
 কথা কি আছে ! ॥ ১১ ॥

তোমার পিতা নিশ্চয়ই ভগবদ্ভক্তের মহিমা অবগত  
 নহেন । দেখ, গনুয্যগণ হরিভক্তিদিগের পদধুলির কণা  
 স্মরণ করিয়া বজ্রের তুল্য কঠিন কায় রাক্ষস, পিশাচ, গ্রহ,  
 ভূত এবং ব্যাধিদিগকে নানাদিকে তাড়াইয়া দিয়া গমন  
 করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

তোমার পিতাও সর্বদাই পাপরূপ সমুদ্র বর্দ্ধিত করিয়া  
 তাহার মধ্যে অবশ্যই নিমগ্ন হইতেছেন । অথচ তুমি ইহার  
 নিশ্চয়ই পাপ সমুদ্রের বড়বানল । তুমি গৃহে রহিয়াছ, কিন্তু  
 দৈত্য তাহা জানেন না ॥ ১৩ ॥

পাপাত্মকোহপ্যেব ভবৎপ্রসাদা-

মিস্তীর্ণপাপো ভবিতা কৃতার্থঃ ।

হনিষ্যতি ছেনগনস্তরূপঃ

স্বয়ং হরির্দ্রাগভবায় ভূয়ঃ ॥ ১৪ ॥

প্রহ্লাদ যাশ্চামি পরেশবক্ষঃ

চিরায় মাং পাবয় সধ্বরস্ত্বং ।

এতে ভবৎপাতনসম্ভ্রমেণ

হ্যায়ান্তি দৈত্যৈঃ শতশঃ সমস্তাং ॥ ১৫ ॥

উক্তেত্যলক্ষ্য। ধরণী পঠৈঃ সা

জগাম দেবী প্রণতা চ তেন । ৭.

যদিচ তোমার পিতা অতিশয় পাপাত্মা তথাপি তোমার  
অনুগ্রহে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন এবং স্বয়ং কৃতার্থ হই-  
বেন । কারণ, অনন্তরূপী হরি স্বয়ং “আর যাহাতে পুনর্ব্বার  
জন্ম গ্রহণ করিতে না হয়, তাহার জন্ম” তোমার পিতাকে  
বধ করিবেন ॥ ১৪ ॥

প্রহ্লাদ ! আমি বহুক্ষণের পর পরমেশ্বরের বক্ষঃস্থলে  
গমন করিব, তুমি আমাকে পবিত্র কর এবং আমার উপরে  
বিচরণ করিতে থাক, এই দেখ, তোমাকে সহস্র নিক্ষেপ  
করিবে বলিয়া, এই সমস্ত শত শত দৈত্য চারিদিক হইতে  
আগমন করিতেছে ॥ ১৫ ॥

ধরণীদেবী এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু  
অপর কোন লোকেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারিল না ।  
প্রহ্লাদ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং আনন্দভরে তাঁহাকে

স্ততা চ হর্ষাৎ সমুদীক্ষ্যমাণা

পুনঃ পুনর্ভাগবতং তমেব ॥ ১৬ ॥

অথোদ্ভূতা দৈত্যভূতা দদৃশুঃ সস্ত্রমাগতাঃ ।

তিষ্ঠন্তং তং শিলাপৃষ্ঠে প্রসন্নমুখমক্ষতং ॥ ১৭ ॥

তে ভীতাস্তস্য মাহাত্ম্যাদৈত্যা বিশ্বয়কম্পিতাঃ ।

ন কিকিদ্ভূতঃ প্রাসাদং শীঘ্রমাকুরুহস্ততঃ ॥ ১৮ ॥

স্বস্থং শশংসুঃ প্রহ্লাদং রাজ্ঞে সৌখ্য ভূশাকুলঃ ।

বিষমশ্চিস্তস্যামাস শঙ্কিতাজ্জপর্যভবঃ ॥ ১৯ ॥

কো বায়ং পুত্ররূপেণ শত্রুঃ কিম্বা চিকীর্ষতি ।

কথমেতং বশীকুর্য্যামচিস্ত্যামহিমাম্পাদং ॥ ২০ ॥

স্তব করিতে লাগিলেন । তখন পৃথিবী সেই হরিভক্তকে  
বারম্বার দেখিতে দেখিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৬

অনন্তর উদ্ধতস্বভাব দৈত্যসৈন্যগণ সবেগে আগমন  
করিয়া দেখিল, প্রহ্লাদ শিলাপৃষ্ঠে অক্ষত দেহে এবং প্রসন্ন-  
মুখে বসিয়া আছেন ॥ ১৭ ॥

সেই সকল দৈত্যগণ প্রহ্লাদের মাহাত্ম্যে ভীত হইয়া  
এবং বিশ্বয়ে কম্পমান হইয়া, কিছুই বলিল না । তৎপরে  
তাহারা শীঘ্র অটালিকায় আরোহণ করিল ॥ ১৮ ॥

তাহারা মহারাজকে নিবেদন করিল যে, প্রহ্লাদ স্বস্থ  
শরীরে বসিয়া আছে । অনন্তর দৈত্যপতি অত্যন্ত ব্যাকুল,  
বিষম এবং আজ্জপর্যভব আশঙ্কা করিয়া চিন্তা করিতে  
লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

পুত্ররূপে এই বা কে শত্রু হইয়া আসিল । এই শত্রু  
এখন কি করিতে চাহিতেছে । এই পুত্র চিন্তাভীত মহিমার



ইতঃপরং স্বীকৃতোহপি নাপরাধাৎ ক্রমিষ্যতি ।  
 হস্তক শক্যতে নৈন তদিদং কফমাগতং ॥ ২১ ॥  
 ইতি দুষ্টিদ্বয়স্তস্য চিন্তাং বিজ্ঞায় শম্বরঃ ।  
 দুষ্টোজ্ঞা গ্রাহ কিং দেব চিন্তয়াত্রাদিশশ্ব মাং ॥ ২২ ॥  
 মায়াভির্মে সুরস্রীভিঃ প্রহ্লাদং পশ্য পীড়িতং ।  
 দৈবমশ্ব বলং সত্যমসত্যো নৈব নশ্যতি ॥ ২৩ ॥  
 সঠৈঃ শস্ত্রাদিভির্নাশং হতঃ সত্যবলস্থগং ।  
 ন চাগ্নিরগ্নিনা শোম্যোহসত্যো নৈব হন্যতঃ ॥ ২৪ ॥

আস্পদ স্বরূপ । অতএব আমি কি প্রকারে ইহাকে বশীভূত  
 করিতে পারি ॥ ২০ ॥

ইহার পর যদি ইহাকে বশীভূত করিতে পারা যায়,  
 তথাপি মে আমার পূর্বকৃত অপবাদ সকল মার্জনা করি-  
 বে না । অথচ দেখিতেছি, কিছুতেই ইহাকে বধ করিতে  
 পারা গেল না । অতএব হায় ! এ কি কষ্ট উপস্থিত  
 হইল ? ॥ ২১ ॥

দুষ্টিমতি হিরণ্যকশিপুর্ এইরূপ চিন্তা জানিতে পারিয়া  
 মুঢ়মতি শম্বর বলিতে লাগিল । প্রভো ! এই বিষয়ে চিন্তা  
 করিবার কোন প্রয়োজন নাই । আপনি আমাকে আদেশ  
 করুন ॥ ২২ ॥

আমার দেববিনাশিনী মায়া দ্বারা প্রহ্লাদ পীড়িত হইবে  
 দেখিতে পাইবেন । আমার মিথ্যা বল দ্বারা প্রহ্লাদের  
 সত্য দৈববল বিনষ্ট হইবে ॥ ২৩ ॥

এই প্রহ্লাদ সত্য বলশালী । এই কারণে সত্য অস্ত্র  
 বিষ, অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা নিহত হয় নাই । অগ্নি কখন অগ্নি

সত্যং বলং হি দেবানাং সত্যং নঃ পরং বলং ।

জয়ান্ চ বলং নৈজং হানিঃ পরবলাশ্রয়ঃ ॥ ২৫ ॥

ইত্যস্ত বচনং লক্ষ্য প্রকৃষ্টঃ শম্বরস্ত সঃ ।

গর্হিতং গর্হিতগতির্বরাহ ইব কৰ্দমং ॥ ২৬ ॥

অথ প্রণম্য রাজানং তেন চালিজিতপ্রিয়াৎ ।

ব্রূতো মায়িকসাহস্রৈঃ শম্বরোহবাতরন্ততঃ ॥ ২৭ ॥

স দদর্শমহাজ্ঞানং শিলায়ামক্ষতং স্থিতং ।

প্রফ্লাদঃ বীককজনৈরুত্তমাশ্চর্য্যমাগরং ॥ ২৮ ॥

অথোৎসার্য জনং ভীমঃ শম্বরো মায়িনাম্বরঃ ।

দ্বারা নিবৃত্ত হইল না । এই হেতু আমি অসত্য বল প্রয়োগ  
করিয়াই ইহাকে বধ করিব ॥ ২৪ ॥

দেবতাদিগের সত্যই বল এবং অসত্যই আসুদের পরম  
বল । জয় করিতে হইলে নিজ বল অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ ।

শত্রুর বল আশ্রয় করিলে জয়ের প্রীত্যাশা থাকে না ॥ ২৫ ॥

বরাহ যেরূপ কৰ্দম পাইয়া সম্বৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ  
কলুণিতচেতা দৈত্যপতি সেই শম্বরের এইরূপ গর্হিত বাক্য  
শ্রীত করিয়া ক্ষুণ্ণচিত্ত হইলেন ॥ ২৬ ॥

অনন্তর শম্বর রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন, তৎপরে  
শম্বর শতসহস্র মায়াবী দৈত্য সঙ্গে করিয়া অবতীর্ণ হইল ॥ ২৭ ॥

শম্বরঃ দেখিল, আশ্চর্য্যের সমুদ্রস্বরূপ সেই মহাজ্ঞা  
প্রফ্লাদ, দর্শকবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া যে, প্রস্তরের উপরে  
অক্ষত কলেবরে বসিয়া আছেন ॥ ২৮ ॥

অনন্তর মায়াবির অগ্রগণ্য ভীষণ প্রকৃতি শম্বর প্রফ্লা-  
দের বধ কামনা করত লোকদিগকে তাড়াইয়া দিয়া এই

মায়া সমর্জ প্রহ্লাদে বধেপ্সুঃ সুরভূজাঃ ॥ ২৯ ॥  
 মায়াঃ স্বজনন্তং তং প্রাহ প্রহ্লাদঃ সন্মিতঃ স্বধীঃ ।  
 অহো তমো বিকারোহয়ং শম্বর ত্বয়ি বর্দ্ধতে ॥ ৩০ ॥  
 ময়ি মায়াং স্বজনু দৈত্যস্বং তাবন্মায়য়া জিতঃ ।  
 বৈষ্যব্যা ক্রোধমাৎসর্য্যদর্পশিষ্যো হি বীক্ষ্যসে ॥ ৩১ ॥  
 উক্তেতি মায়াপিহিতং ত্রিজগদ্বল্লভমীশ্বরং ।  
 প্রসম্মেনৈব মনসা হৃৎপদ্মে মোহস্বরদ্ধরিং ॥ ৩২ ॥  
 শম্বরেণ ততঃ স্বক্টাঃ পেতুরঙ্গারবৃক্টাঃ ।  
 সহসা শূলবজ্রাদিশক্তিচক্রাদিমিশ্রিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

রূপ মায়ার কার্য্য সকল সৃষ্টি করিল যে ঐ সকল কার্য্য  
অমরগণেরও দুঃসাধ্য ॥ ২৯ ॥

শম্বরকে মায়াস্বজন করিতে দেখিয়া স্বধীবর প্রহ্লাদ  
মন্দহাস্যে বলিতে লাগিলেন, হে শম্বর ! হায় ! তোমাতে  
এই তমোগুণের বিকার স্বন্ধি পাইতেছে ॥ ৩০ ॥

হে দৈত্য ! তুমি আমার প্রতি মায়া স্বজন করিতেছ  
বটে, কিন্তু তুমি বৈষ্যবী মায়া দ্বারা পরাভূত হইয়াছ ।  
কারণ, আমি তোমাকে ক্রোধ, মাৎসর্য্য এবং অহঙ্কারাদির  
শিষ্য বলিয়া নিরীক্ষণ করিতেছি ॥ ৩১ ॥

এই কথা বলিয়া প্রহ্লাদ মায়াকৃত ত্রিভুবনের যন্ত  
স্বরূপ পরমেশ্বর হরিকে, নির্মল চিত্তে হৃৎকমলেই স্মরণ  
করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

অনন্তর শম্বরাস্বরের নির্মিত শূল, বজ্র, খড়্গ, শক্তি এবং  
চক্র প্রভৃতি অস্ত্রের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া, সহসা অঙ্গার বৃষ্টি  
সকল পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

প্রহ্লাদহৃদয়স্থোহখং মহামায়ো জনার্দনঃ ।

অঙ্গারবৃষ্টিস্তা এব শম্বরো পর্যাপাতয়ং ॥ ৩৪ ॥

স শম্বরঃ স্বসৃষ্টিভির্গায়াভিঃ স্বয়মর্দিতঃ ।

ছুদ্রাব সবলঃ খিমে ভিন্নদন্ধতনুঃ শমন ॥ ৩৫ ॥

যতো যতো দ্রবত্যেষ হতসৈন্তোতিকাतरঃ ।

ততস্ততো ভুশং ঘোরাঃ পেতুরঙ্গারবৃক্টয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

দাহার্তঃ শরণার্থী চ স বিবেশ গৃহং গৃহং ।

অথ দন্ধং পুরঞ্চাপি রক্ষমাং বর্ষরুহিনা ॥ ৩৭ ॥

তেষাঞ্চ দহমানানাং শ্রুত্বা ক্রন্দং স পুণ্যধীঃ ।

দয়ৈক্কত তদ্‌কৃ্যা সর্বে তে স্থখিনোহভবন্ ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর প্রহ্লাদের হৃদয়স্থিত মহামায়াবী নারায়ণ সেই সকল অঙ্গার বৃষ্টি শম্বরাসুরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

তখন সেই শম্বরাসুর নিজনির্মিত মায়াসমূহ দ্বারা স্বয়ং সীড়িত হইয়া খেদাশ্রিত বিদীর্ণ ও দন্ধ কলেবর হইয়া নিখাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সৈন্মধ্যে পলায়ন করিল ॥ ৩৫ ॥

সৈন্তরাশি বিনষ্ট হইলে এই মায়ানী শম্বর অত্যন্ত কাতর হইয়া যে যে স্থান দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, সেই সেই স্থানে ভয়ানক অঙ্গার বৃষ্টি সকল অবিরত পতিত হইল ॥ ৩৬ ॥

শম্বরাসুর বহির্দাহে দন্ধদেহ এবং শরণাপন্ন হইবার জন্য গৃহে গৃহে প্রবেশ করিল, তৎপরে অঙ্গার বৃষ্টি দ্বারা দৈত্যদিগের নগর দন্ধ হইয়া গেল ॥ ৩৭ ॥

দন্ধদেহ অসুরগণের ক্রন্দন শুনিয়া পুণ্যাত্মা প্রহ্লাদ সদয় ভাবে দর্শন করিলেন । তাঁহার দর্শনমাত্র তাহার সকলেই সুখী হইল ॥ ৩৮ ॥

উত্তমুশ্চ হতাঃ ক্লিষ্টাঃ সর্বের প্রহ্লাদবীক্ষিতাঃ ।

অহুরাঃ শম্বরমুখাস্তমূলজ্ঞানতাননাঃ ॥ ৩৯ ॥

শম্বরং দৈত্যরাজঞ্চ শপতাং স্তবতাস্ত্রিমং ।

জনানামার্তিযুক্তানাং সত্ৰবীচো নিরক্ষুশাঃ ॥ ৪০ ॥

অথোপতস্বে রাজানং লজ্জামুকঃ স শম্বরঃ ।

রাজাচাৰ্য্যখস্তপ্তো নিশাশ্বাশ্বৈব দুর্মতিঃ ॥ ৪১ ॥

ততো হিরণ্যকশিপো মনোহ্রমদিতস্ততঃ ।

অকার্য্যকূপে ক্রোধাক্রো ভূয়োহনুশ্রমপাতয়ৎ ॥ ৪২ ॥

সহি সংশোমকং ক্রুরং বায়ুরূপং নিশাচরং ।

প্রহ্লাদস্ত বধে যোগ্যং মনসাহচিন্তয়ৎ খলঃ ॥ ৪৩ ॥

সেই সকল হত এবং ক্লেশগ্রাপ্ত দৈত্যগণ প্রহ্লাদের দর্শনমাত্র পুনর্ব্বার উত্তিত হইল । তখন শম্বর প্রভৃতি অহুরগণ লজ্জায় নতমুখে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥

যে সকল অহুর গীড়িত হইয়া শম্বর এবং দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে অভিসম্পাত আর এই প্রহ্লাদকে স্তব করিতে লাগিল, তখন তাহাদের অনর্গল বাক্য সকল নির্গত হইল ॥ ৪০ ॥

অনন্তর সেই শম্বরাস্তর লজ্জায় অবাঞ্ছিত হইয়া রাজার নিকটে উপস্থিত হইল, ছুরাচার দৈত্যপতিও অধোমুখে সমস্তগুচিত্তে কেবল নিশ্বাসই পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

তাহার পর হিরণ্যকশিপু মন চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল । তখন কেবল রাগাক্রম হইয়া অশ্রু এক কুকার্য্যরূপ কূপের মধ্যে পুনর্ব্বার আপনার মনকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪২ ॥

সেই নৃশংস দৈত্যপতি মনে মনে বায়ুরূপী ক্রুর নিশাচরকে প্রহ্লাদের বিনাশে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে ছিলেন ॥ ৪৩ ॥

তাবদেবাররবা কাচিদ্ভদ্রদতী রাক্ষসী ভূশং ।  
 আগত্য দৈত্যরাজস্ত পাদয়োঃ পতিতাবদং ॥ ৪৪ ॥  
 হতাস্মি দাসী দেবস্ত প্রিয়া শোষকরক্ষসঃ ।  
 প্রভো প্রহ্লাদগাত্রেষু জীর্ণো মম পতির্হতঃ ॥ ৪৫ ॥  
 অনাজ্ঞপ্তোহপি দেবস্ত প্রিয়ার্থী শোষকোহবিশং ।  
 প্রহ্লাদান্নানিস্তীর্ণস্তপ্তায়ঃসিক্ততোয়বৎ ॥ ৪৬ ॥  
 ন জানে হুংস্বততনৌ কোপ্যাস্তে পুংগ্রহঃ প্রভো ।  
 কালকূটকটুর্যেন গ্রস্তঃ সংশোষকঃ স্মথং ॥ ৪৭ ॥

এমন সময়ে কোন এক রাক্ষসী ভীষণ শব্দে অতিশয়  
 রোদন করিতে করিতে তথায় আসিয়া দৈত্যরাজের চরণ  
 যুগলে পতিত হইয়া বলিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥

প্রভো ! আমি আপনার দাসী এবং শোষক রাক্ষসের  
 পত্নী । আজ আমি মরিলাম । আমার পতি প্রহ্লাদের  
 গাত্রে জীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

আপনি আদেশ না করিলেও আমার পতি শোষক  
 আপনার হিতাভিলাষী হইয়া প্রহ্লাদের শরীরে প্রবেশ  
 করিয়াছিল । তপ্ত লৌহের মত জলসেক করিলে, সেই  
 জল যেমন তাহাতে মিশাইয়া যায় এবং তাহা হইতে আর  
 বিহর্গত হয় না, সেইরূপ শোষক প্রহ্লাদের অঙ্গ হইতে  
 নির্গত হয় নাই ॥ ৪৬ ॥

প্রভো ! আপনার পুত্রের শরীরে কোন এক পুরুষরূপী  
 গ্রহ ( ভূতাদি ) অবস্থান করিতেছে, আমি জানি না । সেই  
 গ্রহ বিশেষ, অনায়াসেই কালকূট বিষের দ্বারা অত্যাশা শোষ-  
 ককে ( আমার পতিকে ) গ্রাস করিয়াছে ॥ ৪৭ ॥

নুনং কুমারদেহস্থঃ পৰ্বতান্ সাগরানপি ।  
 গ্রহো নিগীৰ্য্য জরয়েদেবন জীর্ণঃ মে পতিঃ ॥ ৪৮ ॥  
 হতং সংশোধকং শ্রদ্ধা হঠাত্তাশাবলম্বিনং ।  
 বিস্ময়ঞ্চ বিষাদঞ্চ দৈত্যরাজোহবিশদুঃশং ॥ ৪৯ ॥  
 অকুরাবস্থ এবাশু হতে কৃত্যে মনোগতে ।  
 তাং সাস্তুয়িত্ব গ্রাহেদমতিভীতো নিশাচরঃ ॥ ৫০ ॥  
 বাতু বাতু গুরোর্গেহং গ্রহ্লাদঃ স্বকুলানলঃ ।  
 অথ দৈত্যৈর্জ্ঞাতং নীতো গুরুগেহেহবসং স্তুধীঃ ॥ ৫১ ॥  
 বিসৃজ্য মস্ত্রিণঃ সোইথ স্বমন্ রাজাবিশদগৃহং ।  
 নচ পুত্রবধে চিন্তাং জহৌ স্ববধকারিণীং ॥ ৫২ ॥

রাজকুমারের দেহবর্তী গ্রহবিশেষ, নিশ্চয়ই পৰ্বত ও সমুদ্রদিগকেও গ্রাস করিয়া জীর্ণ করিতে পারে । সেই গ্রহ আনার পুতিকে গিলিয়া জীর্ণ করিয়াছে ॥ ৪৮ ॥

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু আশাবলম্বি সংশোধক হত হইয়াছে শুনিয়া সহসা বিস্ময় ও বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৯ ॥

মনোগত ভাব অকুরাবস্থাতেই আশু বিনষ্ট হইলে দৈত্যপতি ভীত হইয়া সেই রাক্ষসীকে সাস্তুনা করিয়া পরে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

যাউক, স্বীয় কুলের অগ্নিস্বরূপ গুরুর গৃহে যাউক । অনন্তর দৈত্যগণ গ্রহ্লাদকে নীত্ব গুরুর গৃহে দাইয়া গেল । স্তুধী গ্রহ্লাদ গুরুগৃহে বাস করিয়া রহিলেন ॥ ৫১ ॥

অনন্তর দৈত্যরাজ সস্ত্রিদিগকে বিসর্জন দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু নিজের বিনাশকারিণী পুত্রবধের চিন্তা পরিত্যাগ করিলেন না ॥ ৫২ ॥

দৈত্যভূতৈরধাভ্যেত্য প্রার্থিতো নয়শালিভিঃ ।

ভজাত্মজং মহাবীর্যমিতি তান্ মোহভ্যভৎসয়ং ॥ ৫৩ ॥

আসন্নগরণো মূৰ্খঃ কৃত্যমেকং বিষৃগ্য সঃ ।

অকৃত্যমেব দেবারীনাছুয়েত্যাदिशद्रहः ॥ ৫৪ ॥

অদ্য ক্ষপায়াং প্রহ্লাদং প্রহুপ্তং দুৰ্দ্ধমুত্তমৈঃ ।

নাগপাশৈর্ভূশং বদ্ধা মধ্যে নিক্ষিপতামুধেঃ ॥ ৫৫ ॥

তদাজ্ঞাং শিরসানায় দদৃশুস্তমুপেত্য তে ।

হরিপ্রিয়ং সমাধিস্থং প্রবুদ্ধং স্পৃশুবৎ স্থিতং ॥ ৫৬ ॥

অস্ত্রঃপ্রকাশশুভগাং প্রবলাঙ্ক্যকরীং বহিঃ ।

তাহার পর নীতিজ্ঞ অহরকিঙ্কর সকল আসিয়া প্রার্থনা করিল যে, মহারাজ ! আপনি মহাবলশালি পুত্রকে গ্রহণ করুন, এই কথা শুন্নিয়া তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন ॥ ৫৩ ॥

সেই দৈত্যরাজ মূৰ্খ এবং তাঁহার দ্বিত্ব দিকটবর্তী, অতএব তিনি একটি কার্যের অনুগতান করত দৈত্যদিগকে ডাকিয়া নির্জনে কেবল একটি কুকার্যই প্রদেশ করিলেন ॥ ৫৪ ॥

হুে দৈত্যগণ ! অদ্য রাত্রিকালে ঐ পাপাত্মা প্রহ্লাদ যখন নিদ্রিত থাকিবে, তখন তোমরা ভীষণ নাগপাশ দ্বারা দৃঢ়বন্ধন করিয়া তাহাকে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ কর ॥ ৫৫ ॥

দানবগণ দৈত্যরাজের আজ্ঞা মস্তকে গ্রহণ পূর্বক প্রহ্লাদের নিকটে আসিয়া দেখিল, সেই হরিভক্ত প্রহ্লাদ সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন । জাগরিত হইয়াও নিদ্রিতের স্থায় অবস্থান করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

সেই জ্ঞানচক্ষু প্রহ্লাদ অস্তুরে প্রকাশ দ্বারা সুন্দর, অথচ



চিত্রাং মোহভিনবাং নিদ্রাগম্ভূজজ্ঞানলোচনঃ ॥ ৫৭ ॥

শয়ানস্তা মূনেস্তস্তা যাবদন্তর্বাবৰ্দ্ধত ।

প্রবেদস্তাবদত্যর্থং বহির্নিদ্রাতিবিস্তৃতা ॥ ৫৮ ॥

সংছিন্ন রাণলোভাদি মহাবন্ধং ক্ষপাচরাঃ ।

ববন্ধুস্তং মহাগ্লানং ফল্গুভিঃ স্পর্শজ্জুভিঃ ॥ ৫৯ ॥

গরুড়ধ্বজভক্তং তং বন্ধাহিভিরবুদ্ধয়ঃ ।

জলশায়ীপ্রিয়ং নীহা জলরাশৌ বিচিক্ক্ষিপুঃ ॥ ৬০ ॥

বলিনস্তেহ্চলানৈস্ত্যাস্ত্রোপরি নিধায় চ ।

শশংস্তুতংপ্রিয়ং রাজ্ঞে দৃপ্তস্তান্ মোহপ্যপূজয়ৎ ॥ ৬১ ॥

বাহিরে প্রবন অজ্ঞানকারিণী, সেই বিচিত্র ও অভিনবী নিদ্রা  
অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

সেই শয়্যাশায়ী যোগী প্রহ্লাদের যেমন অন্তঃকরণ বুদ্ধি  
পাইল, সেইরূপ জ্ঞানও অতিশয় বুদ্ধি পাইয়াছিল । অথচ  
বাহ্যনিদ্রা অত্যন্ত প্রবল ও বিস্তারিত হইয়াছিল ॥ ৫৮ ॥

যাঁহার রাগ লোভ প্রভৃতি ভববন্ধনের উপায় সকল  
ছিদ্র হইয়াছিল, সেই ~~কহানুভাব~~ প্রহ্লাদকে রাক্ষসেরা  
ক্ষুদ্র নাগপাশ দ্বারা বন্ধন করিল ॥ ৫৯ ॥

নিবেদ্য রাক্ষসেরা গরুড়ধ্বজ অর্থাৎ বিষুর ভক্ত এবং  
জলশায়ী নারায়ণের প্রিয় সেই প্রহ্লাদকে সর্প দ্বারা বন্ধন  
করিয়া লইয়া গিয়া শেষে সগুহ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিল ॥ ৬০ ॥

সেই সকল বলিষ্ঠ দৈত্যগণ প্রহ্লাদের উপর অনেক  
পর্বত স্থাপন করিয়া সেই প্রিয়সংবাদ রাজাকে গিয়া নিবে-  
দন করিল । অহঙ্কৃত ভূপতিও তাহাদিগকে সমাদরে পূজা  
করিলেন ॥ ৬১ ॥

প্রহ্লাদং চাক্ষিমধ্যস্থং তমেবাগ্নিমিব স্থিতং ।

জলন্তং তেজসা বিষ্ণো এঁহা দূরাস্তিয়া ত্যজন্ ॥ ৬২ ॥

সচাভিন্নচিদানন্দসিদ্ধুমগ্নঃ সমাহিতঃ ।

ন বেদ বন্ধমাত্মানং লবণাসুধিমধ্যগং ॥ ৬৩ ॥

অথ ব্রহ্মায়ুতাস্তোষিময়ে তস্মিন্মহামুনো ।

যযৌ ক্ষোভং দ্বিতীয়াক্সিসংশ্লেষাদিব সাগরঃ ॥ ৬৪ ॥

শৈলান্ কেশানিবোধুয় প্রহ্লাদমথ বীচয়ঃ ।

নিম্ন্যস্তীরং ভবাস্তোষে গুরুতয় ইবামুধেঃ ॥ ৬৫ ॥

প্রহ্লাদ সমুদ্রের মধ্যে অগ্নির মত অবস্থান করিতে লাগিলেন, বিষ্ণুর তেজে প্রজ্বলিত হইতেছিলেন । ইহা দেখিয়া কুষ্ঠীরাদি জলচর জন্তুগণ ভয়ে দূর হইতেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল ॥ ৬২ ॥

প্রহ্লাদ চিদানন্দসাগরে তন্ময় হইয়া নিমগ্ন আছেন, সমাধিবলে চিত্ত বিষ্ণুর প্রতি একাগ্র হইয়া রহিয়াছে । এই কারণে তিনি যে লবণসমুদ্রের মধ্যে বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহা তখন জানিতে পারিলেন না ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর অন্য এক সমুদ্রের সহিত সংযোগে সমুদ্র বেকুপ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম-সুধার সমুদ্র স্বরূপ মহাবোগী প্রহ্লাদ সমুদ্রের মধ্যে অবস্থান করাতে সমুদ্র ক্ষুভিত হইয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর গুরুমুখোচ্চারিত মধুপদেশ বাক্য সকল যেকুপ মানবকে ভবসাগরের তীরে লইয়া যায়, সেইরূপ তরঙ্গমালা কেশসমূহের দ্বারা শৈলরাশিদিগকে দূর করিয়া দিয়া তাঁহাকে ক্রমশঃ সমুদ্রের তীরে আনিয়া দিল ॥ ৬৫ ॥

ধ্যানেন বিষ্ণুভূতং তং ভগবান্ বরুণালয়ঃ ।

বিশ্বস্ত তীরে রত্নানি গৃহীত্বা দ্রষ্টুমাযযৌ ॥ ৬৬ ॥

তানন্তগবতা দিষ্টঃ প্রহৃষ্টঃ পদ্মগাশনঃ ।

তদ্বক্ষ্যনাহীনভ্যেত্য ভক্ষয়িত্বা পুনর্বযৌ ॥ ৬৭ ॥

অথানভামে প্রহ্লাদং গম্ভীরধ্বনিরর্গবঃ ।

প্রণম্য দিব্যরূপশ্চ সমাধিস্থং হরিপ্রিয়ং ॥ ৬৮ ॥

প্রহ্লাদ ভগবদ্বক্ত পশ্য স্বমর্গবোহস্ম্যহং ।

চক্ষুর্ভাগমথ মাং দৃষ্ট্বা পাবয়ামিমাগতং ॥ ৬৯ ॥

অহো স্বয়োদিতে নৈতদ্রক্ষমাং মলিনং কুলং ।

চন্দ্রেণেবাস্বরং চিত্রং জ্ঞানেনৈবামলীকৃতং ॥ ৭০ ॥

ভগবান্ সমুদ্রদেব ধ্যানবোগে বিষ্ণুর তুল্য সেই  
প্রহ্লাদকে তীরে স্থাপন পূর্বক রত্ন সকল গ্রহণ করিয়া  
দেখিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৬ ॥

সেই সময়ে ভগবান্ নারায়ণের আদেশে গরুড় ছুটুচিহ্ন  
হইয়া নাগপাশের সর্পিদিগের নিকটে উপস্থিত হওত তাহা-  
দিগকে ভক্ষণ করিয়া পুনর্বার গমন করিলেন ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর দিব্যমূর্তিধারী সমুদ্র সমাধিস্থ সেই হরিভক্ত  
প্রহ্লাদকে প্রণাম পূর্বক গম্ভীরশব্দে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

হে হরিভক্ত ! প্রহ্লাদ ! তুমি দেখ, এই আমি সমুদ্র  
উপস্থিত হইয়াছি । আমি দর্শন প্রার্থনা করিয়া আগমন  
করিয়াছি, তুমি আমাকে দুই চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া পবিত্র  
কর ॥ ৬৯ ॥

আহা ! চন্দ্র প্রকাশিত হইলে মলিন আকাশ যেরূপ  
উজ্জ্বল হয় এবং জ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞানাবৃত্ত হৃদয় যেরূপ  
নির্মল হইয়া থাকে, সেইরূপ তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়া এই  
মলিন দৈত্যকুল উজ্জ্বল করিয়াছ ॥ ৭০ ॥

ইত্যম্বুধেগিরং শ্রুত্বা মহাত্মা স মহাত্মনঃ ।  
 উদীক্ষ্য মহমা দেবীং নহা প্রাহাস্তরাঅঙ্গঃ ॥ ৭১ ॥  
 কদাগতং ভগবতা তমখাম্বুধিরব্রণীং ।  
 যোগিন্জাতবৃত্তিস্তদপরাঙ্কং তবাস্তরৈঃ ॥ ৭২ ॥  
 বদ্ধস্তমহিভিদৈতৈর্ময়ি ক্ষিপ্তোহদ্য বৈষ্ণব ।  
 অথাঙ্গারং নিগীৰ্য্যেণ প্রণিতপ্তোহস্ম্যহং ভৃগুং ॥ ৭৩ ॥  
 ততস্তূর্ণমপাং তীরে স্তম্বস্তং ফণিনশ্চ তান্ ।  
 ইদানীমেব গরুড়ো ভক্ষয়িত্বা পুনর্যবৌ ॥ ৭৪ ॥  
 মহাত্মনুগৃহীষ স্বং মাং সৎসর্গমার্খিনং ।

মহাত্মা দৈত্যকুমার প্রহ্লাদ মহানুভব সমুদ্রের এইরূপ  
 বাক্য শুনিয়া মহমা তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম পূর্বক বলিতে  
 লাগিলেন ॥ ৭১ ॥

ভগবন্ ! আপনি কখন আগমন করিয়াছেন ? অনন্তর  
 সমুদ্র তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, হে যোগিবর ! তুমি কিছুই  
 জানিতে পার নাই, দৈত্যগণ স্ত্রীগণ অপরাধ করিয়াছে ॥ ৭২ ॥

হে বিষ্ণুভক্ত ! অদ্য অস্তরগণ তোমাকে সর্প দ্বারা  
 বন্ধন করিয়া আমার ( সমুদ্রের ) মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে,  
 তৎপরে অঙ্গার ভক্ষণ করিয়া যেরূপ লোকে সন্তপ্ত হইয়া  
 থাকে, তাহার স্থায় আমি সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছি ॥ ৭৩ ॥

তাহার পর শীঘ্র আমি তোমাকে জলের তীরে স্থাপিত  
 করিয়াছি, এখনই গরুড় আসিয়া সেই সকল সর্প ভক্ষণ  
 করত পুনর্ব্বার গমন করিয়াছেন ॥ ৭৪ ॥

হে মহোদয় ! আমি সাধুসঙ্গ প্রার্থনা করিয়া থাকি.

গৃহাণেমানি রত্নানি পূজ্যস্বং মে হুরির্যথা ॥ ৭৫ ॥  
 অভ্যর্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ামার্চয়ন্তি যে ।  
 ন তে বিষোঃ প্রসাদস্ত ভাজনং দাস্তিকা জনাঃ ॥ ৭৬ ॥  
 যদ্যপ্যেতৈর্ন তে কৃত্যং রত্নৈর্দাস্যামাথাপ্যহং ।  
 দীপং নিবেদয়ন্ত্যেব ভাস্করায়াপি ভক্তিতঃ ॥ ৭৭ ॥  
 নিরস্ত রাক্ষসস্বং তে বিষ্ণুরেবেতি পূজ্যসে ।  
 জগন্নন্দ্যাগি জাতির্হি বৈষ্ণবান্নৈব দুঃশ্রমেৎ ॥ ৭৮ ॥  
 ত্রুণাপৎস্রতিষেরাস্ত্র নিষ্কুনৈব হি রক্ষিতঃ ।  
 তাদৃশা নির্মলাত্মানো ন সন্তি বহুবোহর্কবৎ ॥ ৭৯ ॥

তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর । বিষ্ণু যেরূপ  
 আমার পূজ্য, সেইরূপ তুমিও আমার পূজনীয় ॥ ৭৫ ॥

যে সকল ব্যক্তি গোবিন্দের পূজা করিয়া তাঁহার ভক্ত  
 দিগকে অর্চনা করে না, সেই সকল দাস্তিক লোক কখনও  
 বিষ্ণুর অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারে না ॥ ৭৬ ॥

যদিচ তোমার এই সকল রত্নে কোন প্রয়োজন নাই,  
 তথাপি আমি তোমাকে এই সকল রত্ন দান করিব । দেখ,  
 ভক্তগণ ভক্তিসহকারে সূর্যকেও দীপদান করিয়া থাকেন ॥ ৭৭ ॥

তুমি এক্ষণে আপনার অস্বরভাব পরিত্যাগ করিয়া নারা-  
 য়ণ স্বরূপ হইয়াছ, এই হেতু তোমাকে পূজা করিতেছি ।  
 তুমি এক্ষণে ত্রিভুবনের বন্দনীয় হইয়াছ, জাতি কখন বৈষ্ণব-  
 দিগকে কলুষিত করিতে পারে না ॥ ৭৮ ॥

অতিশয় ভয়ানক বিপদকালে বিষ্ণুই তোমাকে রক্ষা  
 করিয়াছেন । সূর্য যেরূপ একের অধিক নাই, সেইরূপ  
 তোমার আয় বিশুদ্ধচেতা মহাত্মা অধিক আর কেহ নাই ॥ ৭৯ ॥

বহুনা কিং কৃতার্থোহস্মি স্তিষ্ঠামি ত্রয়া সহ ।  
 আলপামি ক্ষণমপি নেক্ষেহেতৎ ফলোপমাং ॥ ৮০ ॥  
 ইত্যক্শিনা স্তুতঃ শ্রীশমাহাত্ম্যাবচনৈঃ স্বয়ং ।  
 যযৌ লজ্জাং প্রহর্ষঞ্চ প্রহ্লাদো ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥ ৮১ ॥  
 প্রতিগৃহ্য মরত্নানি বৎসনঃ গ্রাহ বাসিধিং ।  
 মহাত্মন স্তুতরাং ধন্যঃ শেতে ত্রয়ি হি স প্রভুঃ ॥ ৮২ ॥  
 কমলাভোপিজগৎ সর্বং এগিত্বা স জগন্ময়ঃ ।  
 ত্রয়োবৈকার্ণবীভূতে শেতে কিন মহামুনিঃ ॥ ৮৩ ॥

অধিক বলিয়া কি হইবে । আমি যে তোমার সহিত  
 অবস্থান করিতেছি, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম ।  
 আমি যে তোমার সহিত এক মুহূর্তের জন্যও আলাপ  
 করিতে পারিয়াছি, নিশ্চয়ই আমি এইরূপ পুণ্যকলের উপমা  
 ত্রিজগতে দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৮০ ॥

এইরূপে সমুদ্র যখন কমলাপতির মাহাত্ম্য পূর্ণ বচন  
 দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন, তখন হরিভক্ত প্রহ্লাদ সেই  
 কথা শুনিয়া স্বয়ং লজ্জিত এবং আহ্লাদিত হইলেন ॥ ৮১ ॥

দয়ালু প্রহ্লাদ সেই সমস্ত রত্ন গ্রহণ করিয়া সমুদ্রকে  
 বলিতে লাগিলেন, হে মহোদয় ! স্তুতরাং আপনি প্রশংসার  
 যোগ্য । যেহেতু সেই মহাপ্রভু হরি আপনাতে শয়ন  
 করিয়া থাকেন ॥ ৮২ ॥

জগন্ময় মহামুনি নারায়ণ প্রলয়কালেও সমস্ত বিশ্ব গ্রাস  
 করিয়া একাকর্ণবশত আপনাতেই কেবল শয়ন করিয়া  
 থাকেন ॥ ৮৩ ॥

লোচনাভ্যাং জগন্নাথং দ্রষ্টু মিচ্ছামি বারিধে ।  
 ত্বং পশ্যসি সদা ধন্যস্ততোপায়ং বদস্ব মে ॥ ৮৪ ॥  
 উক্তেতি পাদাবনতং তূর্ণমুখাপ্য সাগরঃ ।  
 প্রহ্লাদং প্রাহ যোগীন্দ্রং ত্বং পশ্যসি সদা হৃদি ॥ ৮৫ ॥  
 দ্রষ্টু মিচ্ছস্তথাপিভ্যাং স্তুহি তং ভক্তবৎসলং ।  
 উক্তেতি সিন্ধুঃ প্রহ্লাদগামদ্ব্য স জলেহবিশং ॥ ৮৬ ॥  
 গতে নদীন্দ্রে স্থিষ্টৈকো হরিং প্রহ্লাদদৈত্যজঃ ।  
 ভক্ত্যাহন্তৌদিতি গম্বানন্তদর্শনমসম্ভবং ॥ ৮৭ ॥

হে জননিধে ! আমি ছুই চক্ষু দ্বারা জগন্নাথ হরিকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু আপনি সর্বদাই তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন, এই কারণে আপনি ধন্য । আপনি আগাকে সেই বিষয়ের ( সর্বদা দর্শন করিবার ) উপায় বলিয়া দিউন ॥ ৮৪ ॥

এই কথা বলিয়া প্রহ্লাদ সমুদ্রের পদতলে পতিত হইলেন, সমুদ্র শীত্ব তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া বলিলেন । তুমিও ত তাঁহাকে সর্বদা হৃদয়ের মধ্যে দর্শন করিতেছ ॥ ৮৫ ॥

তুমি যদি ছুই চক্ষু দিয়া দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে সেই ভক্তবৎসল হরিকে স্তব কর । এই কথা বলিয়া সমুদ্র প্রহ্লাদকে সম্বর্জন করত জল মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৮৬ ॥

নদীপতি সমুদ্র প্রস্থান করিলে দৈত্যরাজকুমার প্রহ্লাদ একাকী অবস্থান পূর্বক নারায়ণের দর্শন অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তিনি ভক্তিপূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৮৭ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিস্বধোদয়ে অহ্লাদ-  
চরিতে ত্রয়োদশোহধ্যায়িঃ ॥ \* ॥ ১৩ ॥ \* ॥

---

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিস্বধোদয়ে শ্রীরামনারা-  
য়ণ বিদ্যারত্নানুবাদে অহ্লাদচরিতে ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ \* ॥

---



## হরিভক্তিসুধোদরঃ ।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।



শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ ॥

জ্যোৎস্নাশুভ্রৈঃ শশিভিরচলৈশ্চিস্ত্যতে যোগিভির্ঘো

বিদ্যুদ্বর্ণঃ প্রণততনুভিন্যাসপুতৈর্যথোক্তং ।

উদ্ধীপ্যাস্তে হৃদয়কমলে যস্ত্রিশক্তিপ্রবুদ্ধে

সূর্যোন্মথিষ্মিড়ুপরি হরিং দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহো তং ॥ ১ ॥

নাড়ীশুদ্ধ্যুজ্জ্বলিততনুভির্বাযুচারে বিরুদ্ধে

আত্মেকাগাং শমমুপগতে স্বাসনৈঃ শ্রাবধানৈঃ ।

শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন, জ্যোৎস্না দ্বারা শুভ্রবর্ণ অচল  
চন্দ্রের ন্যায় নির্মলচেতা যোগিগণ অঙ্গন্যাস করান্গন্যাস প্রভৃতি  
ন্যাসদ্বারা পবিত্র, অথচ প্রণত শরীরে বিদ্যুৎ সম তেজস্বী যে  
বস্তুকে যথানিয়মে ধ্যান করিয়া থাকেন এবং যিনি ত্রিশক্তি  
দ্বারা জাগরিত হৃদयरূপ মহাশ্রদল কমলের মধ্যে উদ্ধীপিত  
করিয়া চন্দ্র, সূর্য এবং অগ্নির প্রভার উপরে অবস্থান  
করিয়া থাকেন, হায় ! আমি সেই বস্তুকে দেখিতে ইচ্ছা  
করিতেছি ॥ ১ ॥

প্রাণায়ামাদি দ্বারা বায়ুর সঞ্চার নিরুদ্ধ হইলে শ্বীয়, চক্ষু  
কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের চাক্ষুশ শমতা প্রাপ্ত হইলে সাবধানপূর্বক  
স্ব স্ব আসনে উপবেশন পূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠ যোগিগণ নাড়ী-

রাত্ৰৌ দূরধ্বনিরিব হৃদি জ্ঞায়তে নির্বিকারে  
 যৌ নাদাত্মা সততমুষিভির্দ্রক্ষু মিচ্ছাম্যহো তং ॥ ২ ॥  
 প্রাণাদি পঞ্চ পবমানচয়ং বিজিত্য  
 স্বে স্বে পদে শময়মৈনিয়মৈশ্চ পূতঃ ।  
 প্রত্যাহতেষপি চ ঘট্ স্ন রতঃ স্নধীরঃ  
 কশ্চিদ্ধিবিৎসতি হি যং স কথং ময়েক্ষ্যঃ ॥ ৩ ॥  
 বেদান্তবাক্যশূতমাক্রুতসংপ্রবন্ধ-  
 বৈরাগ্যবহ্নিশিখয়া পরিতাপ্য চিত্তং ।  
 সংশোধয়ন্তি যদবেক্ষণযোগ্যতায়ৈ  
 ধীরাঃ সৰ্বদৈব স কথং মম গোচরঃ স্মৃৎ ॥ ৪ ॥

শুদ্ধি করিয়া, স্ব স্ব কলেবর সমুজ্জ্বল করিয়া রাত্রিকালে দূর-  
 বর্ত্তি শব্দের আশ্রয় নির্বিকার ও নাদস্বরূপ যে বস্তুকে সর্বদাই  
 হৃদয়ের মধ্যে অবগত হইয়া থাকেন, হায় ! আমি সেই  
 পরম পদার্থকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ২ ॥

স্বস্বস্থানস্থিত প্রাণ, অপান ইত্যাদি পাঁচ প্রকার বায়ুবেগ  
 পরাজয় করিয়া যম, নিয়ম স্তম্ভমগুণ দ্বারা যিনি পবিত্র  
 হইয়াছেন এবং যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শব্দ স্পর্শাদি বিষয়  
 হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার ( আকর্ষণ ) করিয়া থাকেন, এই-  
 রূপ তত্ত্বদর্শী যোগী যে বস্তুকে জানিতে ইচ্ছা করেন, আমি  
 কিরূপে তাঁহাকে দেখিতে পাইব ॥ ৩ ॥

শত শত বেদান্তবাক্যরূপ পবন দ্বারা যে বৈরাগ্যরূপ  
 অনল বদ্ধিত হইয়াছে, সেই অগ্নির শিখা দ্বারা চিত্তকে  
 উত্তাপিত করিয়া যে সকল পণ্ডিতগণ বিষ্ণুকে দর্শন করিবার  
 যোগ্যতার নিমিত্ত স্ব স্ব চিত্ত সর্বদাই সংশোধিত করিয়া  
 থাকেন, কিরূপে সেই হরি আমার নেত্রগোচর হইবেন ॥ ৪ ॥

মাৎসর্যরোষশ্রয়লোভমোহ-  
 মদাভিধৈর্যং স্ফূটৈর্দ্বিষস্তি ॥  
 উপযু্যপৰ্য্যাবরণৈঃ স্তবন্ধ-  
 মন্ধঃ মনো মে ক হরিঃ ক বাহুঃ ॥ ৫ ॥  
 যং ধাতুমুখ্যা বিবুধা ভয়েষু  
 শাস্ত্যর্থিনঃ ক্ষীরনিধেৰুপাস্তং ।  
 গন্তোন্তনস্তোত্রকৃতঃ কথঞ্চিৎ  
 পশ্যন্তি তং দ্রষ্টুং গৃহো মমাশা ॥ ৬ ॥  
 শ্রীনারদ উবাচ ॥  
 অযোগ্যমাশ্রয়মিতীশদর্শনে  
 স মনুমানস্তদবাপ্তকামঃ ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য এই ছয় জন ভীষণ শত্রু, আবরণের ন্যায় উপযু্যপরি আমার মনকে দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়াছে, অতএব আগার হৃদয় অন্ধ হইয়া গিয়াছে । এক্ষণে সেই জ্ঞানময় হরিই বা কোথায় ? আর কামাদি ছয় রিপুৰ বশীভূত আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিই বা কোথায় ? ॥ ৫ ॥

বিধাতা প্রভৃতি দেবগণ ভয়ে শাস্তি কামনা পূর্বক ক্ষীরসমুদ্রের সমীপে গিয়া উৎকৃষ্ট স্তব করিতে করিতে অতিকষ্টে তাঁহাকে দর্শন করেন, হায় ! তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার আশা হইয়াছে ॥ ৬ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! এইরূপে প্রহ্লাদ নারায়ণকে দর্শন করিবার জন্য আপনাকে অযোগ্য বোধ করত তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় কাতর হই-

উদ্বলদুঃখার্ণবমগ্নমানসঃ

অশ্রুতাপ্রধারৌ দ্বিজ মুচ্ছিতোহপতৎ ॥ ৭ ॥

অথ ক্ষণাৎ সর্বগতশ্চতুর্ভুজঃ

শুভাকৃতিভক্তজনেঐকদায়কঃ ।

দুঃখং তমালিন্য স্খাময়ৈভুঁজৈ-

স্তত্রৈব বিপ্রাবিরতুদয়ানিধিঃ ॥ ৮ ॥

স লক্ষসুজ্ঞোহথ তদঙ্গসঙ্গা-

দুগ্মীলিতাঃ সহসা দদর্শ ।

প্রসন্নবক্ত্রং কমলায়তাকং

সুদীর্ঘবাহুং যমুনাসবর্ণং ॥ ৯ ॥

উদারতেজোনিধিমপ্রমেয়ং

গদারিশাস্ত্রাস্বজচারচিহ্নং ।

লেন । তখন তাঁহারি মন উচ্ছলিত দুঃখার্ণবে মগ্ন হইল, তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল, অবশেষে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন ॥ ৭ ॥

হে বিপ্র ! অনন্তর সর্বব্যাপী ও ভক্তজনের অভীকৃদাতা দয়াময় চতুর্ভুজ হরি সঙ্গলগ্ন দেহে সেই স্থানেই মুচ্ছাপন্ন সেই বালককে অমৃতময় চারি হস্তে আলিঙ্গন করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৮ ॥

অনন্তর তদীয় দেহস্পর্শে প্রহ্লাদের চৈতন্য হইল, তখন তিনি দুই চক্ষু মিলিয়া সহসা দেখিতে পাইলেন যে, সম্মুখে নারায়ণ উপস্থিত রহিয়াছেন । তাঁহার প্রসন্ন বদন, কমলের স্তায় দীর্ঘ বিশাল লোচন, সুন্দর চারি বাহু, যমুনার জলের স্তায় নীলবর্ণ দেহকান্তি ॥ ৯ ॥

অপর তিনি মহাতেজস্বিতার আধার স্বরূপ, কিছুতেই

সুদৃশসীমাপরিসেতুভূতং  
 সর্বৈন্দ্রিয়াহ্লাদনদিব্যমূর্তিঃ ॥ ১০ ॥  
 মূলং ত্রিলোকীবিততত্রতত্যা  
 গুরুং গুরুণামপি নাথনাথং ।  
 স্থিতং সমালিন্স্য প্রভুং স দৃষ্ট্বা  
 প্রকম্পিতো বিস্ময়ভীতিহর্ষৈঃ ॥ ১১ ॥  
 তং স্বপ্নমেবাথ স মশ্রুমানঃ  
 স্বপ্নেহপি পশ্যামি হরিং কৃতার্থঃ ।  
 ইতি প্রহর্ষণবগ্নচিহ্ন  
 আনন্দমূর্ছাং স পুনশ্চ ভেজে ॥ ১২ ॥

তঁাহার মহিমার ইয়ত্তা করা যায় না, চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও দ্বাপ এই মনোহর চিহ্ন শোভা পাইতেছে । জগতে যত প্রকার সুদৃশ সুন্দর বস্তু আছে, সেই সমস্ত বস্তুর চরম-সীমায় যাইতে হইলে এই ভগবান্ নারায়ণই তাহার স্বে-স্বরূপ এবং তঁাহার মনোহর মূর্তি দর্শন করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আনন্দ জন্মে ॥ ১০ ॥

তিনি ত্রিলোকীরূপা বিস্তীর্ণ লতার মূলস্বরূপ, তিনি গুরুদিগেরও গুরু এবং প্রভুদিগেরও মহাপ্রভু । এইরূপে তখন প্রহ্লাদ সেই মহাপ্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া ভয়, বিস্ময় ও হর্ষে কম্পিত হইতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর তিনি তাহাকে স্বপ্ন বলিয়াই বিবেচনা করিলেন, আমি চরিতার্থ হইলাম, যেনেহু আমি হরিকে স্বপ্নাবস্থাতেও দর্শন করিতেছি । এইরূপে আনন্দমাগরে প্রহ্লাদের চিত্ত নিমগ্ন হইলে পুনর্বার তিনি আনন্দভরে মূর্ছা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১২ ॥

ততঃ কিতাবেব নিবেশ্য নাথঃ

কৃৎস্না তমক্কে হৃজ্জনৈকবন্ধুঃ ।

শনৈর্বিধুষ্মন্ করপল্লবেন

স্পৃশ্যমুহূর্মাতৃবদালিলিঙ্গ ॥ ১৩ ॥

ততশ্চিরেণ প্রহ্লাদস্তম্মুখোন্মীলিতেক্ষণঃ ।

আলুলোকে জগন্নাথং বিস্ময়ানিমিষশ্চিরং ॥ ১৪ ॥

স্নিক্খোজ্জ্বলমুখং বৎস মাতৈঃ স্নেহো ভবেতি চ ।

সাস্তুয়ন্তং গিরাত্মানং স্খামাধুর্যধারয়া ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণাস্পর্শসৌরভ্যস্বরূপবচনামৃতেঃ ।

হতেক্ষণোহঙ্গ নো লেভে আত্মসন্তাবনামসৌ ॥ ১৬ ॥

তাহার পর সাধুজনের একমাত্র পরম বন্ধু, সেই দয়াময় হরি প্রহ্লাদকে ভূতলেই রাখিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করত করপল্লব দ্বারা যত্ন যত্ন কল্পিত করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ পূর্বক জননীর ন্যায় বারম্বার আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর প্রহ্লাদ অনেকক্ষণ নারায়ণের মুখের দিকে চক্ষু বিস্তারিত করিয়া রহিলেন, বিস্ময়ভরে চক্ষুর নিমেষশূন্য হইল, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জগন্নাথকে দর্শন করিতে থাকিলেন ॥ ১৪ ॥

তখন নারায়ণ স্নিক্খ অথচ উজ্জ্বলমুখে অমৃতের সাধুরী-  
ধারাপূর্ণ বাক্য দ্বারা প্রহ্লাদকে সাস্তুনা করিয়া বলিতে  
লাগিলেন । বৎস ! ভয় নাই, তুমি সুস্থ হও ॥ ১৫ ॥

হে প্রজন্ম ! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শের সৌরভ, স্বরূপ  
এবং বচনসুখ দ্বারা প্রহ্লাদের চক্ষু অপহৃত হইল । তখন  
তিনি আপনার কোনরূপ অবস্থা অনুভব করিতে পারি-  
লেন না ॥ ১৬ ॥

পানায়তি মনোভুঞ্জে শ্রীশবন্ধাজমুগ্ধিনি ।  
 অতিলুকে ন বেদানৌ কোহহং কাস্মি কদেতি বা ॥ ১৭ ॥  
 ক্ষণমুগ্ধীল্য তং দৃষ্ট্বা নেত্রে হর্ষাকুলে ক্ষণং ।  
 অগীল্য পুনরুগ্ধীল্য ভক্তঃ কামপ্যাগাদশাং ॥ ১৮ ॥  
 ক্ষণমাবিরভূদ্বোধঃ ক্ষণং হর্ষাভিরোহিতবৎ ।  
 গোবিন্দং পশ্যতস্তস্য সাক্ষ্যব্যাগেন্দুবদ্বভৌ ॥ ১৯ ॥  
 অচিস্তয়ৎ ক্ষণকৈবং স তং পশ্যন্ জগৎস্বজং ।  
 অস্ত বাচা পৃথিব্যগ্নী ত্র্যুণেনাস্ত্রান্মরানির্লৌ ॥ ২০ ॥

কমলাপতির মুখকমলের সংসর্গ পাইয়া মনোরূপ মধু-  
 কর মধুপানের জন্য অতিশয় লুপ্ত হইলে, প্রহ্লাদ তখন  
 জার্মিতে পারিলেন না যে, আমি কে এবং কোন কালে  
 কোন স্থানে অবস্থিত আছি ॥ ১৭ ॥

তখন ভক্তাগ্রগণ্য প্রহ্লাদ বিমূঢ়কে দর্শন করিয়া ক্ষণকাল  
 হর্ষাকুলনেত্রযুগল উন্মীলিত করিয়া, ক্ষণকাল বা নেত্রদ্বয়  
 নিমীলন করিয়া এবং পুনর্ব্বার উন্মীলন করিয়া কোন এক  
 অপূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥

মেঘযুক্ত আকাশে শশধর যেরূপ শোভা পাইয়া থাকেন,  
 সেইরূপ গোবিন্দকে দর্শন করিয়া প্রহ্লাদের ক্ষণকাল  
 জ্ঞানের আবির্ভাব এবং ক্ষণকাল আনন্দহেতু জ্ঞানের  
 তিরোভাব হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

প্রহ্লাদ সেই জগৎস্রষ্টাকে দর্শন করিয়া ক্ষণকাল এই-  
 রূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই নারায়ণের বাক্যদ্বারা  
 পৃথিবী এবং অগ্নি, ইহঁার নাসিকা দ্বারা আকাশ এবং বায়ু,  
 ইহঁার চক্ষু দ্বারা সূর্য্য এবং স্বর্গ, ইহঁার কর্ণ দ্বারা দশ দিক্

চক্ষুষাঃ স্ত্রী রবিদ্যোশ্চ শ্রোত্রেণাস্ত্র দিশঃ শলী ।  
 মনসাস্ত্রানুবরুণৌ সৃষ্টৌ সৌহৃৎ বিভূতিমান্ ॥ ২১ ॥  
 অর্থঃ সর্বোপনিষদাং সৌহৃৎ সৌহৃৎ মহাপ্রভুঃ ।  
 ইত্যাদি চিন্তয়ঃশ্চাত্ত্বক্ষর্ষাৎ পরবশঃ পুনঃ ॥ ২২ ॥  
 ততশ্চিরাং স সম্ভাব্য ধীরঃ ক্রীশাক্ষশায়িনঃ ।  
 আজ্ঞানং মহামোহন্যে সদ্যঃ সভয়সম্ভ্রমঃ ॥ ২৩ ॥  
 প্রণামায় পণাতোর্ব্যাং প্রসীদেতি বদাম্মুহঃ ।  
 সম্ভ্রমাং স বহুজ্ঞোহপি নান্নাঃ পূজোক্তিমস্মরং ॥ ২৪ ॥  
 ততশ্চাভয়হস্তেন গদাশঙ্খারিপদাভুং ।

এবং চন্দ্রমা । আর ইহাঁরই মনোদ্ধার। জল এবং জলেশ্বর  
 বরুণ উৎপন্ন হইয়াছেন, সৃষ্টিকার্য্যে ইহাঁর এইরূপ অতুল  
 ঐশ্বর্য্য ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

এই সেই মহাপ্রভু, এই সেই মহাপ্রভু, সমস্ত উপনিষদের  
 ইহাই তাৎপর্য্য, ইত্যাদি চিন্তা করিয়া প্রহ্লাদ পুনর্ব্বার  
 আনন্দের বশবর্ত্তী হইলেন ॥ ২২ ॥

অনন্তর ধীরস্বভাব প্রহ্লাদ<sup>ML</sup> অনেককণের পর হঠাৎ  
 বিবেচনা করিলেন যে, তিনি লক্ষ্মীকান্তের ক্রোড়দেশে শয়ন  
 করিয়া আছেন, পরে তৎক্ষণাৎ ভয় ও সম্ভ্রমের সহিত  
 উত্থিত হইলেন ॥ ২৩ ॥

“আপনি প্রসন্ন হউন” এই কথা বারম্বার বলিয়া প্রণাম  
 করিবার জন্য প্রহ্লাদ ভূতলে পতিত হইলেন । তিনি বহু-  
 দর্শী ও জ্ঞানী হইয়াও সম্ভ্রমহেতু অগ্ন্যমাত্রও পূজার কথা  
 স্মরণ করিতে পারিলেন না ॥ ২৪ ॥

অনন্তর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ অভয় হস্তে



গৃহীত্বোখাপয়ামাস ভূজৈঃ স্পর্শমুখৈঃ ক্রিতেঃ ॥ ২৫ ॥

করাজস্পর্শনাহ্লাদগলদম্রং সবর্ণধ্বজঃ ।

ভূয়োহুখাহ্লাদয়ং স্বামী তং জগাদেতি সাস্বয়ন্ ॥ ২৬ ॥

সভয়ং সম্ভয়ং বৎস মদৌরবকৃতং ত্যজ ।

নৈম প্রিয়ো মে ভক্তেযু স্বাধীনপ্রণয়ী ভব ॥ ২৭ ॥

অপি মে পূর্বকামস্ত নবং নবমিদং প্রিয়ং ।

নিঃশঙ্কং প্রণয়াদুক্তো বন্যাং পশ্যতি ভান্নতে ॥ ২৮ ॥

নিত্যমুক্তোহপি বন্ধোহগ্নি ভক্তেন স্নেহরজ্জুভিঃ ।

ধরিয়া স্পর্শমাত্র সুখপ্রদ চারি বাহু দ্বারা ভূতল হইতে  
প্রহ্লাদকে উত্তোলন করিলেন ॥ ২৫ ॥

কঁরকমলের স্পর্শে প্রহ্লাদের আনন্দাশ্রু পতিত হইতে  
লাগিল এবং দেহ কম্পমান হইল, তখন জগন্নাথ পুনর্ব্বার  
তঁাহাকে আনন্দিত করিলেন এবং সাস্বনা পূর্ব্বক বলিতে  
লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

বৎস ! আমার প্রতি গৌরব করাতে তোমার যে ভয় ও  
সম্ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তুমি পরিত্যাগ কর। যাহারা  
আমার ভক্ত, তাহারা যে আমার প্রতি গৌরব করে, ইহা  
আমার প্রিয় নহে, এক্ষণে তুমি স্বাধীনভাবে প্রণয় প্রকাশ  
কর ॥ ২৭ ॥

দেখ, আমি নিয়তই পূর্ব্ব মনোরথ, তথাপি আমার এই-  
নব নব প্রিয় বিষয় উদ্ভূত হইয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি  
আমার ভক্ত, সে প্রণয় বশতঃ নিঃশঙ্কভাবে আমাকে দেখিতে  
পায় এবং আমার সহিত কথা কহিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

দেখ, আমি নিত্যমুক্ত হইয়াও ভক্তগণের স্নেহরূপ  
রজ্জু দ্বারা তাহাদেরই কাছে বদ্ধ হইয়া থাকি, আমি অজিত

অজিতোহপি জিতোহহং তৈরবশোহপি বশীকৃতঃ ॥ ২৯ ॥

তাত্ত্ববন্ধুস্বহংস্নেহো ময়ি যঃ কুরুতে রতিং ।

একস্তস্তান্মি সচ মে ন হন্ত্যোস্ত্যাবয়োঃ স্নহং ॥ ৩০ ॥

নিত্যঞ্চ পূর্ণকামস্ত জন্মানি বিবিধানি মে ।

ভক্তসর্বেষ্টদানায় তস্মাৎ কিস্তে প্রিয়ং বদ ॥ ৩১ ॥

অথ ব্যজিষ্ঠগদ্বিষ্ণুঃ প্রহ্লাদঃ প্রাজ্ঞনির্মমন্ ।

অলৌল্যমুৎপলদৃশা পশ্যম্বেব চ তন্মুখং ॥ ৩২ ॥

নাথান্যবরযাক্ষায়াঃ কালো নৈব প্রসীদ মে ।

হইলৈও ভক্তগণ আমাকে জয় করিতে পারে এবং আমি বশীভূত না হইলৈও কেবল ভক্তগণই আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

যে ব্যক্তি পিতা, মাতা ও পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়গণ এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গ পরিত্যাগ করিয়া আমাতেই রতি বিধান করিয়া থাকে । একমাত্র আমিই তাহার এবং সে ব্যক্তিও আমার, আমাদের দুই জনের অন্য কোন স্নহং নাই ॥ ৩০ ॥

যদিচ আমার সর্বকাম নিত্যই পরিপূর্ণ, তথাপি ভক্তদিগকে সকল প্রকার অভিষ্টদান করিবার জন্য আমার নানাবিধ জন্ম হইয়া থাকে, অতএব তোমার কি প্রিয় করিব বল ॥ ৩১ ॥

অনন্তর প্রহ্লাদ কৃতাজলি হইয়া প্রণামপূর্বক নারায়ণকে নিবেদন করিলেন এবং আপনার নীলোৎপল তুল্য লোচন দ্বারা স্থিরভাবে তাঁহার মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

নাথ । অন্য বর প্রার্থনা করিবার এ সময় নহে, আপনি

স্বদর্শনামৃতাহ্লাদে হস্তরাশ্মা নৃত্যপ্যতি ॥ ৩৩ ॥

তদর্শনামৃতাতৃপ্তগন্যদ্বাঞ্জে প্রিয়াং যদি ।

চেতস্তদন্তি চেল্লোকে তহ্যলোচ্যার্থয়ে প্রভো ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মাদি দেবহুল্লঙ্ঘং স্বামেবং পশ্যতঃ প্রভুং ।

তৃপ্তিং নেষ্যতি মে চিত্তং কল্লায়ুতশতৈরপি ॥ ৩৫ ॥

স্বংসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাক্সিহিতস্য মে ।

সুখানি গোপ্সদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্দুরো ॥ ৩৬ ॥

কৃত্যং তবাপ্যনীহস্য সম্ভবেদাশ্রিতেঈদ ।

আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । আপনাকে দর্শন করিয়া যে আনন্দস্বধা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার অন্তঃকরণ সেই আনন্দ-স্বধায় পরিতৃপ্ত হইতেছে না ॥ ৩৩ ॥

প্রভো ! আপনার দর্শনরূপ অগ্নিতে তৃপ্ত না হইয়া আমার চিত্ত যদি অন্য অভীষ্ট বস্তু কামনা করে এবং যদি জগতে সেই অভীষ্ট বস্তু বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে আলোচনা করিয়া প্রার্থনা ক্রুরিতে পারি ॥ ৩৪ ॥

প্রভো ! ব্রহ্মাদি দেবতাগণ অতিকষ্টে আপনাকে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি যখন আপনাকে এইরূপে দর্শন করিতে পারিয়াছি, তখন আমার চিত্ত শতকোটি কল্পেও তৃপ্তি লাভ করিবে না ॥ ৩৫ ॥

হে জগদ্দুরো ! আপনার সাক্ষাৎকার রূপ নিশ্চল আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া আমার শত শত ব্রহ্মপদের সুখও গোপ্সদতুল্য বোধ হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

হে আশ্রিতজনের অভীষ্টদায়ক ! নারায়ণ ! আপনি পূর্ণগনোরথ হইলেও আপনার কার্য্য সম্ভাবিত বটে, কিন্তু

মৈব মে কৃতকৃত্যশ্চ দৃষ্ট্বা তাত করোমি কিং ॥ ৩৭ ॥

ততঃ স্মিতস্বধাপূরৈঃ পূরয়ন্ স্বপ্রিয়াং প্রিয়ঃ ।

যোজয়ন্ মোক্ষলক্ষ্ম্যাচ তং জগাদ জগৎপতিঃ ॥ ৩৮ ॥

সত্যং মদর্শনাদন্যদযং স নৈবাস্তি তে প্রিয়ঃ ।

অতএব হি সংপ্রীতিস্তুয়ি মেহৃতীববর্দ্ধতে ॥ ৩৯ ॥

অপি তে কৃতকৃত্যশ্চ মৎপ্রিয়াং কৃত্যমস্তি হি ।

কিঞ্চিচ্চ দাতুমিচ্চেং মে মৎপ্রিয়ার্থং বৃণুস্ব তৎ ॥ ৪০ ॥

প্রহ্লাদোহথাভ্যধাকীমান্ দেব জন্মায়ুতেষপি ।

দাসস্তবাহং ভূয়াসং গরুড়ানিব ভক্তিমান্ ॥ ৪১ ॥

তাত ! আমি আপনাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, আমি এক্ষণে কি করিব ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর সর্বপ্রিয় জগদীশ্বর মন্দহাস্যরূপ অমৃত প্রবাহ দ্বারা আপনার ভক্তকে 'আপ্লাবিত' করিয়া এবং তাঁহাকে মোক্ষরূপ সম্পত্তি দ্বারা নিযুক্ত করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

বৎস ! সত্যই আমার দর্শনব্যতীত তোমার আর অন্য অভীষ্ট নাই, এই কারণেই তোমার প্রতি আমার প্রীতি অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ৩৯ ॥

যদিচ তুমি কৃতকৃত্য হইয়াছ, তথাপি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা তোমার কর্তব্য রহিয়াছে । আমিও তোমাকে কিছু দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আমার প্রিয়কার্য্যের জন্য তুমি তাহা প্রার্থনা কর ॥ ৪০ ॥

অনন্তর ধীশক্তিসম্পন্ন প্রহ্লাদ বলিতে লাগিলেন, দেব ! ভক্তিমান্ গরুড়ের ন্যায় আমি কোটি কোটি জন্মেও যেন আপনার দাস হইতে পারি ॥ ৪১ ॥

অথাহ নাথঃ প্রহ্লাদং সঙ্কটং খন্দিদং কৃতং ।

অহং তবাত্মদানেপ্সু স্তম্ভ ভৃত্যত্মমিচ্ছসি ॥ ৪২ ॥

নোৎসেহে তে পৃথগ্ভাবং তেহন্যে ভৃত্যতোচিতাঃ ।

অস্ত বা তদহং জানে তাবদেব যথেচ্ছসি ॥ ৪৩ ॥

মন্তস্তিস্ত ন যাচ্য। তে সিদ্ধৈবাস্তি চ সা স্থিরা ।

বরানন্তাঃশ্চ বরয় ধীমান্ দৈত্যেশ্বরাজ ॥ ৪৪ ॥

ইতি ক্রবাণং স প্রাহ সখেদং পরমেশ্বরং ।

স্বয়েদানীং ভবন্তক্তির্দুস্ত। তৎ কিং বৃথা প্রভো ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিলেন, ইহা তুমি নিশ্চয়ই বিষম সঙ্কট ব্যাপারের অনুর্ত্তান করিয়াছ। আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, কিন্তু তুমি আমার দাসত্ব প্রার্থনা করিতেছ ॥ ৪২ ॥

আমি তোমার পৃথগ্ভাব সহ্য করিতে পারি না, যাহারা দাসত্বের উপযুক্ত, নিশ্চয়ই তাহারা অন্য ব্যক্তি, অথবা তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ তাহাই হউক এবং আমি তাহা সম্পূর্ণই অবগত আছি ॥ ৪৩ ॥

তুমি আমার প্রতি ভক্তি থাকিবার বর প্রার্থনা করিও না। কারণ, সেই ভক্তি তোমার ত স্থির ভাবে সিদ্ধ হইয়াই আছে, হে দৈত্যরাজকুমার! তুমি জানবান্, স্ততরাং তুমি অন্যান্য বর সকল প্রার্থনা কর ॥ ৪৪ ॥

জগদীশ্বর নারায়ণ এই কথা বলিলে, প্রহ্লাদ দুঃখিত-ভাবে বলিতে লাগিলেন, হে প্রভো! ইতি পূর্বে আপনি যে আমাকে স্বীয় ভক্তি (বর) দান করিয়াছেন, তাহা কি বৃথা হইল? ॥ ৪৫ ॥

স। কামধেনুর্দত্তা চেৎ কস্মাদন্যৎ প্রীদিৎসসি ।  
 অথ সা নৈব দত্তা চেৎ কিং মে নাথ বটৈঃ পটৈঃ ॥ ৪৬ ॥  
 ভূয়োহপি যাচে দেবেশ ভক্তিমেব হুয়ি স্থিরাং ।  
 যা মোক্ষাস্তচতুর্বর্গফলদা সর্বদা লতা ॥ ৪৭ ॥  
 কাজ্জৈ পরং ভবমুক্তিমিতোর্বাদ্ভাশ্চি ভক্তিমান্ ।  
 মহাভয়েভ্যোমুক্তিশ্চৈতাবতা সা কিমীড়্যতে ॥ ৪৮ ॥  
 হান্তানাদরমামাভিরপি ভক্তিকৃতা হুয়ি ।

নাথ ! আপনি যদি আমাকে সেই কামধেনু ( “ভক্তি” কামধেনুর ন্যায় সকল ফল প্রসব করেন ) দান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেন আপনি অন্য বর দান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন । আর যদি সেই হরিভক্তিরূপা কামধেনু না দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অন্ত্য বরে কি হইবে, অর্থাৎ যদি বর দিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমাকে সেই ভক্তি ( বর ) দান করুন ॥ ৪৬ ॥

হে দেব ! তথাপি পুনর্ব্বার আমি এই ভিক্ষা করি, যেন আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে । কারণ, ঐ ভক্তি সর্ব্বদাই ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গের ফল দান করাতে লতাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

কেবল আমি ইহাই প্রার্থনা করি, যেন আপনার প্রতি আমার ভক্তি থাকে । ইহা ভিন্ন আর আমার কোন বিষয়ে যেন ভক্তি না থাকে । যদি সম্পূর্ণভাবে মহাভয়রাশি হইতে মুক্তি হয়, তাহার জন্যই সেই মুক্তির প্রশংসা ও স্তব করা যায় ॥ ৪৮ ॥

হাস্ত, অবজ্ঞা এবং কপটেও যদি আপনার প্রতি ভক্তি করা যায়, তাহা হইলেও সেই ভক্তি প্রভাবে গনুঘ্যাগণ ইন্দ্র-

নৃণাং দদাতীশ্রুপদং সাত্ত্বিকী সা কিমীড্যতে ॥ ৪৯ ॥  
 গজ্জতাং ভবঘোরাকৌ রজ্জুরতীরিণী নৃণাং ।  
 ত্বৎপ্রেরিতা যং স্পৃশতি ভক্তির্যতি স তে পদং ॥ ৫০ ॥  
 গুঢ়ং মায়াতমশ্চক্ষুঃ ব্রহ্মানন্দমহানিধিঃ ।  
 দিদৃক্ষতাং সতাং নাথ ত্বদ্ভক্তিঃ সিদ্ধিদীপিকা ॥ ৫১ ॥  
 প্রশম্য ভবশর্ব্বব্য্যাং জ্ঞানদীপং তমোজুসাং ।  
 ত্বদ্ভক্তিঃ অপতাং পুংসাং প্রবোধিত্বর্কদীপবৎ ॥ ৫২ ॥

পদ লাভ করিতে পারে । সাত্ত্বিকভাবে ভক্তি করিলে যে  
 কি ফল ঘটে, তাহা বলা যায় না । স্বতরাং সাত্ত্বিকভক্তি  
 সর্ব্ববাহী প্রশংসনীয় ॥ ৪৯ ॥

যে সকল মনুষ্য ঘোর ভবসাগুরে নিমগ্ন, ভক্তিই  
 তাহাদের উদ্ধারকারিণী রজ্জু স্বরূপ । আপনার প্রেরিত  
 ভক্তি যাহাকে স্পর্শ করেন, সে ব্যক্তি আপনার বৈকুণ্ঠধামে  
 গমন করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

নাথ ! ব্রহ্মানন্দরূপ মহানিধি অত্যন্ত গোপনীয় এবং  
 মায়ারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন । যে সকল মাধু মনুষ্য সেই  
 নিধি দর্শন করিতে অভিলাষী হইলেন, আপনার ভক্তিই তাহা-  
 দের সিদ্ধিদায়ক প্রদীপ স্বরূপ ॥ ৫১ ॥

যে সকল মনুষ্য ক্ষয়শীল সংসাররূপ রজনীতে অজ্ঞান  
 তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছে, আপনার ভক্তি তাহাদের জ্ঞানরূপ  
 প্রদীপ এবং যে সকল লোক ভবরজনীতে মোহনিদ্রায়  
 অভিভূত, সূর্য্যরূপ প্রদীপের আলো আপনার ভক্তিই তাহা-  
 দিগকে জাগরিত করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

সেয়ং ভূঃ সকলেটানাগনিটানাং জ্বলচ্ছিখা ।  
 মোক্ষপ্রিয়ঃ প্রিয়সখী ন সিন্ধোদ্ব্যাদাতরি ॥ ৫৩ ॥  
 প্রসীদ সান্তু সে নাথ স্বভক্তিঃ সাত্ত্বিকী স্থিরা ।  
 যয়া ত্বাং স্তৌগি হব্যামি নৃত্যামি স্বংপুরঃ সদা ॥ ৫৪ ॥  
 অথাতিতুষ্কো ভগবান্ প্রিয়মাহ প্রিয়ম্বদঃ ।  
 বৎস যদযদভীকং তে তত্তদন্তু স্তুখী ভব ॥ ৫৫ ॥  
 অন্তর্হিতে চ মুখ্যত্র মাপিদন্তুঃ মহামতে ।  
 ত্বচ্চিত্তান্নোপযাস্তামি ক্ষীরাক্ষেরিব স্বপ্রিয়াৎ ॥ ৫৬ ॥

এই ভক্তি সকল অভীক বস্তুর আকরভূমি এবং সমস্ত  
 অনিষ্ট বস্তুর প্রজ্বলিত শিখা স্বরূপ, অধিকন্তু ভক্তি মোক্ষরূপ  
 সম্পত্তির প্রিয়সহচরী । আপনি দান না করিলে, এই ভক্তি  
 সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৫৩ ॥

হে নাথ ! আপনি প্রশম হউন, আপনার প্রতি আমার  
 সেই সাত্ত্বিকী ভক্তি অটলা হউন । এই ভক্তি দ্বারা আমি  
 সর্বদাই আপনাকে স্তুব করিতেছি, আনন্দিত হইতেছি  
 এবং আপনার সম্মুখে নৃত্য করিতেছি ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রিয়বাক্যে  
 নিজপ্রিয় প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিলেন । বৎস ! তোমার  
 যাহা যাহা অভীক, তাহা তাহা হউক এবং তুমি স্তুখী  
 হও ॥ ৫৫ ॥

হে স্তুখীবর ! আমি অন্তর্হিত হইলে তুমি খেদান্বিত  
 হইও না, আমার প্রিয় ক্ষীরসমুদ্রে হইতে ঘেরূপ আমি অন্য  
 স্থানে গমন করি না, সেইরূপ আমি তোমার হৃদয় হইতে  
 আর কোথায় যাইব না ॥ ৫৬ ॥



ভক্তানাং হৃদয়ং শাস্তং সঞ্জিয়ো মে প্রিয়ং গৃহং ।

বসামি তত্র শোভৈব বৈকুণ্ঠাক্ষ্যাদি বস্তনা ॥ ৫৭ ॥

রক্ষো ভয়েভ্যঃ সর্বৈভ্যো ভক্তানাং যন্তনুরুহং ।

রক্ষামি তত্তদর্থং নো কিন্তু মন্যন্দিরং যতঃ ॥ ৫৮ ॥

পুনর্দ্বিত্বৈদীনৈস্বং মাং দ্রষ্টা ছুটবধোদ্যতং ।

অপূর্বাবিকৃতাকারং নৃসিংহং পাপভীষণং ॥ ৫৯ ॥

উক্তেত্যথ প্রথমতঃ পশ্যতশ্চাতিলাসং ।

অতুর্কষ্টৈব তন্ত্বেশো মায়রাস্তদর্দধে হরিঃ ॥ ৬০ ॥

ভক্তগণের প্রশান্তচিত্ত আমার এবং লক্ষ্মীর প্রিয়ভবন, আমি সেই ভক্তহৃদয়ে বাস করিয়া থাকি । বৈকুণ্ঠ এবং ক্ষীরমাগরে যেরূপ সুন্দর পদার্থের শোভা আছে, ভক্তের হৃদয়েও সেই সকল বস্তুর শোভা বিরাজমান ॥ ৫৭ ॥

রাক্ষস এবং ভয় সমুদায় হইতে ভক্তগণের যে রোমাঞ্চ হইয়া থাকে, আমি ভক্তবিষয়ের জন্য তাহাদের শরীর রক্ষা করি না, কিন্তু তাহা আমার মন্দির বলিয়া আমি তাহা রক্ষা করিয়া থাকি ॥ ৫৮ ॥

আর তুমি ছুই তিন দিবসের মধ্যে দেখিবে যে, আমি ছুট বধ করিতে উদ্যত হইব । আমি নৃসিংহমূর্তি ধারণ করিব, পাপিষ্ঠের পাপোচরণে আগার মূর্তি অতিশয় ভয়ঙ্কর হইবে এবং আমি অপূর্ব দেহ প্রকটিত করিব ॥ ৫৯ ॥

এই কথা বলিয়া জগদীশ্বর হরি গায়ত্রী দ্বারা অন্তর্হিত হইলেন । প্রহ্লাদ তখন প্রণাম করিতেছিলেন, দেখিতে-ছিলেন এবং অতীব ইচ্ছা পূর্বক দর্শন ও প্রণাম করিয়াও যেন সন্তুষ্ট হইলেন নাই ॥ ৬০ ॥

ততো হঠাদদৃষ্ট্বা তং সম্ভ্রান্তো ভক্তবৎসলঃ ।  
 আহেত্যশ্রুপ্লুতঃ প্রৌঢ়্য ববন্ধ স চিরাকৃতিং ॥ ৬১ ॥  
 অথেশাল্লেষপুণ্যাস্তপ্রহ্লাদস্পর্শনেক্ষণে ।  
 বাঙ্ঘ্রিষোৎকরোভাসানারুরোহোদয়াচলং ॥ ৬২ ॥  
 জাতমাত্রৈব বিমলা ভানুদীপ্তিস্তমস্ততিং ।  
 হরিভক্তিরিবার্ষৌঘং ব্যধুনোৎ সর্বতো নৃণাং ॥ ৬৩ ॥  
 অর্কাগন্ত্যেন নিঃশেষং পীতে ধ্বাস্তামুধো ক্ষুটং ।  
 তীর্থসজ্জনরত্নানি তত্র তত্র চকাশিরে ॥ ৬৪ ॥  
 মুমোদ পুষ্পং পশ্যন্ চক্রাহ্রস্তমসঃ ক্ষয়ে ।  
 যোগীৱ পরমাত্মানং নির্মলং চিরকাজ্জিতং ॥ ৬৫ ॥

অনন্তর প্রহ্লাদ ভক্তবৎসল হরিকে সহসা দেখিতে না  
 পাইয়া সমস্ত্রমে হাহাকার করিয়া অশ্রুজলে অভিষিক্তদেহে  
 অনেকক্ষণের পর ধৈর্য্য ধারণ করিলেন ॥ ৬১ ॥

অনন্তর নারায়ণের আলিঙ্গনে পবিত্রদেহ সেই  
 প্রহ্লাদকে স্পর্শন এবং দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াই যেন  
 দিবাকর উর্দ্ধকরে উদয়াচলে ~~আবাহন~~ করিলেন ॥ ৬২ ॥

যেরূপ হরিভক্তি সর্বপ্রকারে মনুষ্যদিগের পাপরাশি  
 দলন করিয়া থাকেন, সেইরূপ দিবাকরের বিমলকান্তি  
 উদিত হইবামাত্র তিমিররাশি বিনষ্ট হইয়া গেল ॥ ৬৩ ॥

অগস্ত্যমুনিরূপ সূর্য্য নিঃশেষ করিয়া অন্ধকাররূপ সম্পূর্ণ  
 সমুদ্র পান করিলে, তৎস্থলে তীর্থরূপ সজ্জন রত্ন সকল সেই  
 সেই স্থানে স্বস্পষ্ট দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥ ৬৪ ॥

যেরূপ যোগী চিরবাহিত নির্মল পরমাত্মাকে দেখিয়া  
 সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, সেইরূপ চক্রবাকপক্ষী অন্ধকার দূরী-  
 ভূত হওয়াতে সূর্য্যকে দেখিয়া প্রমোদিত হইল ॥ ৬৫ ॥

দৃশ্যোজলাশয়েষ্বেকো নানার্কপ্রতিবিস্তিতঃ ।

অনন্ত এব ক্ষেত্রেষু ক্ষেত্রী বা তদঙ্গীণো বভৌ ॥ ৬৬ ॥

পদৈঃ সন্দিরিবোদ্ধুঙ্কমাগাদ্যার্কহ্যুতিং শুভাং ।

কথাগিব হরেঃ স্পৃগুং নীলাজৈস্তামসৈরিব ॥ ৬৭ ॥

শ্রয়মাণে চ পরিতঃ প্রতিবুদ্ধজনস্বনে ।

উথায়াক্রিতটাক্ষীমান্ প্রহ্লাদঃ স্বপূরং বযৌ ॥ ৬৮ ॥

অথ দিতিজস্মতশ্চিরং প্রহক্টঃ .

স্মৃতিবশতঃ পরিতস্তমেব পশ্যন ।

হরিনিহিতমতিশ্চলং চ ছয়ান্

গুরুগৃহমুৎপুলকঃ শনৈরবাপ ॥ ৬৯ ॥

যে রূপ আত্মা প্রত্যেক ক্ষেত্রে ( দেহে ) অভিন্ন হইয়া এবং দৈহিকগুণাবলী না লইয়াই বিরাজ করেন, সেইরূপ নানাবিধ জলাশয়ে নানাবিধ সূর্য্য দ্বারা প্রতিবিস্তিত একই সূর্য্য দৃশ্য হইল ॥ ৬৬ ॥

হরিকথা পাইয়া সাধুগণ যে রূপ জাগরিত হয়েন, সেইরূপ সূর্য্যের মনোহর কান্তি পাইয়া ~~পদ্ম~~ সকল বিকসিত হইল, অঙ্ককার-রাশির চায় নীলপদ্ম সকল মুদ্রিত হইল ॥ ৬৭ ॥

চারিদিকে জাগরিত মনুষ্যগণের কোলাহল শব্দ শ্রবণ করিয়া জ্ঞানবান্ প্রহ্লাদ সমুদ্রের তট হইতে উত্থিত হইয়া আপনার পুরীতে গমন করিলেন ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর দৈত্যকুমার প্রহ্লাদ বহুল পরিমাণে তুষ্ট হইয়া এবং স্মৃতি বশতঃ চারিদিকে কেবল তাঁহাকেই দেখিতে লাগিলেন । হরির প্রতি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া স্থলিত-পদে, সম্ভুক্তচিত্তে এবং রোমাঞ্চিতকলেবরে ধীরে ধীরে গুরুগৃহ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬৯ ॥

ক্ষণং ন পশ্যাম্ভিব দিযুঃমগ্রে  
 হৃদয়ান্ জয়েতুচ্চিতরং মুদোক্ত্বা ।  
 অথানিরীক্ষ্যার্তমনা ভবংশ্চ  
 মুহুস্তদানীং বিচচার ভক্তঃ ॥ ৭০ ॥

॥ \* ॥ ইতি নারদীয়ে হরিভক্তিস্বধোদয়ে প্রহ্লাদ-  
 চরিতে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ \* ॥ ১৪ ॥ \* ॥

ভক্ত প্রহ্লাদ যেন সম্মুখে ক্ষণকাল বিষ্ণুকে দেখিতে  
 পাইলেন, তাহাতে তিনি হৃদয়চিন্তা হইয়া 'জয় হউক' এই কথা  
 উচ্চস্বরে আনন্দভরে বলিতে লাগিলেন, পরে যখন তাঁহাকে  
 না দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি কাতরচিত্ত হইয়া তৎ-  
 কালে বাসস্বার বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥

॥ \* ॥ ইতি ত্রীনারদীয়ে হরিভক্তিস্বধোদয়ে শ্রীরামনারা-  
 যণ বিদ্যারত্নানুবাদে প্রহ্লাদচরিতে চতুর্দশ অধ্যায় ॥ \* ॥

## হরিভক্তিসুধোদয়ঃ ।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।



শ্রীনারদ উবাচ ॥

ততঃ প্রভৃতিমোৎকণ্ঠো হৃৎকঃ শ্রীশকৃতান্তরঃ ।

অলৌকিকশচারাগৌ জড়বল্লোকজাড্যহং ॥ ১ ॥

দ্রাবয়ন্ ছুরিতান্যুচ্চৈরাহ্বয়ন্যঙ্গলানি সঃ ।

নৃত্যন্ননন্তনামানি তত্র তত্রৈতি গায়তি ॥ ২ ॥

শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ কেশব হরে শ্রীবল্লভ শ্রীনিধে ।

শ্রীবৈকুণ্ঠ স্বকণ্ঠ কুণ্ঠিত খল স্বামিন্ কুণ্ঠোদয়ঃ ॥ ৩ ॥

---

শ্রীনারদ কহিলেন, তদবধি সেই প্রহ্লাদ উৎকণ্ঠিত এবং সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণের প্রতি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া জড়ের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন, অথচ প্রহ্লাদ স্বয়ং সকল গুণে অলৌকিক এবং লোকদিগের জড়তা দূর করিতে পারিতেন ॥ ১ ॥

প্রহ্লাদ পাপরাশি অতিশয় রূপে বিনাশ এবং নানাবিধ মঙ্গল আহ্বান করিয়া, ইতস্ততঃ নৃত্য করিতে করিতে অনন্তের নাম সকল গান করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

হে শ্রীগোবিন্দ ! হে মুকুন্দ ! হে কেশব ! হে হরে !  
হে শ্রীবল্লভ ! হে শ্রীনিধে ! হে শ্রীবৈকুণ্ঠ ! হে খলনাশন !  
হে প্রভো ! হে পূর্ণপ্রকাশ ! ॥ ৩ ॥

শুদ্ধ ধ্যেয় বিধৃতধূর্ত ধবল শ্রীমাধবান্বিতঃ ।

শ্রদ্ধালব্ধ বিধেহি নৈস্কর্য্যি ধিয়ং ধীরাং ধনিত্রীধর ॥ ৪ ॥

শ্রীপদ্মনাভ মধুসূদন বাসুদেব

বৈকুণ্ঠনাথ জগদীশ জগন্নিবাস ।

নাগারিবাহন চতুভূজ চক্রপাণে

লক্ষ্মীনিবাস সততং মম দেহি দাস্ত্বং ॥ ৫ ॥

অচ্যুত গুণাচ্যুত কলেশ সকলেশ

শ্রীধর ধরাদর বিবুদ্ধ জনবুদ্ধ ।

আবরণ বারণ স্ননীল ঘননীল

শ্রীকর গুণাকর স্তভদ্র বলভদ্র ॥ ৬ ॥

হে শুদ্ধ ! হে ধ্যেয় ! হে ধূর্তবিনাশন ! হে ধবল !  
হে শ্রীমাধব ! হে অদ্বৈত ! হে শ্রদ্ধালব্ধ ! হে পৃথিবীর  
উদ্ধারক ! আপনার প্রতি আগাদের বুদ্ধি অচলা করিয়া  
রাখুন ॥ ৪ ॥

হে শ্রীপদ্মনাভ ! হে বাসুদেব ! হে বৈকুণ্ঠনাথ ! হে  
জগদীশ ! হে জগন্নিবাস ! হে গরুড়বাহন ! হে চতুভূজ !  
হে চক্রপাণে ! হে লক্ষ্মীনিবাস ! আপনি আমাকে আপনার  
চিরদাসত্ব প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

হে অচ্যুত ! আপনি নিগুণ, আপনি সকল প্রকার  
কলার ঈশ্বর এবং সকলের অধীশ্বর । হে শ্রীধর ! আপনি  
ধরণী ধারণ করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানবান্ লোকই আপনাকে  
জানিতে পারে, আপনি মায়ারূপ আবরণ নিবারণ করিয়া  
থাকেন, আপনার দেহকাস্তি স্ননীলমেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ।  
আপনি ঐশ্বর্য্য দান করিয়া থাকেন, হে গুণাকর । আপনি  
স্তভদ্র এবং আপনিই বলভদ্র ॥ ৬ ॥

কর্ণসুখবর্ষণ সুখার্ণব মুরারে  
স্বর্ণরুচিরাম্বর সুপর্ণরথ বিধো ।  
অর্ণবনিকেতন ভবর্ণবভবং নো  
জীর্ণয় ভয়ং গুণগগর্ণব নমস্তে ॥ ৭ ॥

পায়মিতি তদপ্রাপ্তিগাঢ়দুঃখাশ্রুগদগদঃ ।  
বিবৃত্য রৌত্যথো ভক্তঃ স ব্রতো বিশ্বতৈর্জনৈঃ ॥ ৮ ॥  
নরকে পততঃ পুরুষস্য বিভো •  
ভবতশ্চরণং শব্রণং তরণং ।  
ভববৈতরণীপতিতং করুণং  
বিব্রুতং কিমনন্ত ন পশ্যসি মাং ॥ ৯ ॥

হে মুরারে ! আপনি কর্ণে সুখবর্ষণ করিয়া থাকেন,  
হে সুখার্ণব ! আপনি কনকের ঝায় সুন্দর গীতবসন পরি-  
ধান করিয়া থাকেন, হে নারায়ণ ! গরুড়ই আপনার রথ ।  
হে গুণগগর্ণব ! সমুদ্রই আপনার নিবাসভবন, এক্ষণে  
আপনি আমার ভবমাগরসমুত ভয় ভঞ্জন করুন, আমি  
আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

অনন্তর সেই ভক্ত প্রহ্লাদ এইরূপে হরিকে প্রাপ্ত না  
হইয়া গাঢ়দুঃখে অশ্রুপাত পূর্বক গদগদস্বরে গান করিতে  
করিতে উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, তৎকালে লোক  
সকল বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রহ্লাদকে বেঁচন করিয়া রহিল ॥ ৮ ॥

হে প্রভো ! যে ব্যক্তি নরকে পতিত হয়, আপনার  
চরণই তাহার ত্রাণ ও উদ্ধারকর্তা, হে অনন্ত ! আমি ভব-  
বৈতরণী নদীতে পতিত হইয়াছি এবং কাতরস্বরে রোদন  
করিতেছি, আপনি কেন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন  
না ॥ ৯ ॥

অযেব ভক্তিং জনয়ন্তমেব

মাগুন্ধরাস্মাৎ কৃপয়া ভবাক্ষেঃ ।

ক্লিষ্টং কৃপালো ন দয়াস্তি তে চে-

ত্বর্হীশ হা কৰ্মবশোহতোহস্মি ॥ ১০ ॥

কামক্ৰোধমদাদ্যমিত্রনিবহপ্রোৎসাহিতৈরুন্মদৈ-

রজ্রাষ্ট্রৈঃ কুটিলৈশ্চলৈরতিবলৈর্ভূমিগ্রহৈর্দূরগৈঃ ।

নাথৈকাদশভির্বতেন্দ্রিয়খলৈঃ কৰ্মার্জাতে রাশিশো

ভোক্তৈকোহস্মি দয়া ন চেত্তব বিভো যায়াং তদন্তং কদা ॥ ১১ ॥

মানো মূন্ধি শিলায়তে গরলবজ্জালায়তেহন্তর্গাং

মাংসর্ঘ্যং ভ্রমতাং দৃশৌ পিদধতি ক্রোধাভিধা রেণবঃ ।

হে দয়াময় ! আপনার প্রতি আপনিই ভক্তি উৎপাদন  
করিয়া সদয়ভাবে এই ব্যথিত দীন ব্যক্তিকে ভবমাগর হইতে  
উদ্ধার করুন । হে জগদীশ্বর ! আমার প্রতি যদি আপনার  
দয়া না হয়, তাহা হইলে, হা কষ্ট ! আমি কর্মফলের  
বশবর্তী হইয়া হত হইলাম ॥ ১০ ॥

হে নারথ ! কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার প্রভৃতি বিপক্ষগণের  
উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উন্মত্ত, অপরিশ্রান্ত, কুটিল, চঞ্চল,  
অতিশয় বলশালী, অবলীভূত এবং দূরগামী একাদশটি ক্রুর  
ইন্দ্রিয়গণ, যে সকল রাশি রাশি কর্ম উপার্জন করিয়াছে,  
আমি একাকী সেই সকল কর্মের উপভোক্তা হইতেছি ।  
প্রভো ! ইহাতেও যদি আপনার দয়া না হয়, তাহা হইলে  
কবে আমি তাহাদের সীমা প্রাপ্ত হইব ॥ ১১ ॥

যে সকল মনুষ্য অতিশয় দুর্গম, অথচ লোভাকীর্ণ ভব-  
রূপ কান্তারপ্রদেশে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদের মস্তকে



কাস্তারে ভবনান্নি লোভকলিলে যষ্টিং মনোজ্ঞো বটু-  
 বুদ্ধ্যাখ্যাং হরতীতি মুক্তিসরগির্দুর্গে হৃদরা বত ॥ ১২ ॥  
 শ্রদ্ধেত্যদুতবৈরাগ্যাজ্জনাস্ত্যোজ্জ্বলা গিরঃ ।  
 অশ্রুণি মুমূচুঃ কেচিদ্বীক্ষকা ব্যনমংস্চ তং ॥ ১৩ ॥  
 লীলয়ান্তে পরে হ্যস্তান্তৃত্যা কেচিচ্চ বিস্ময়াৎ ।  
 জনাস্তং সজ্জশো পশ্যন্ সর্বথা বিহিতৈনসঃ ॥ ১৪ ॥  
 ততঃ পুনঃ স গোবিন্দকীর্তনানন্দনির্ভরঃ ।  
 নৃত্যন্ গায়ন্ স বভ্রাম জনৈষিত্যম্পৃহঃ সদা ॥ ১৫ ॥

অহঙ্কার প্রস্তুবের ন্যায় নিকিণ্ড আছে এবং মাৎসর্য্য তাহা-  
 দেয় অন্তঃকরণে বিষের ন্যায় জ্বালা দিতেছে । আর ক্রোধ-  
 রূপ ধূলিরাশি তাহাদের দুই চক্ষু আচ্ছাদন করিতেছে এবং  
 কামরূপ বটু ( ব্রাহ্মণ বালক ) তাহাদের বুদ্ধিরূপ যষ্টি হরণ  
 করিতেছে, অতএব হায় ! মুক্তিসর্গ তাহাদের অত্যন্ত দূরে  
 অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

দর্শক লোক সকল অপূর্ব বৈরাগ্যহেতু তাঁহার এইরূপ  
 উজ্জ্বল বাক্য সকল শুনিয়া ~~অশ্রুপাত করিতে লাগিল~~ এবং  
 কেহ কেহ তাঁহাকে প্রশংসা করিল ॥ ১৩ ॥

যে সকল মনুষ্যের সর্বপ্রকারে পাপরাশি বিনষ্ট হই-  
 য়াছে, সেই সমস্ত মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ লীলাবশতঃ  
 অপার হাস্য করিয়া, কেহ কেহ বা ভক্তিসহকারে এবং  
 অন্যান্য লোকে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যুখে যুখে তাঁহাকে দর্শন  
 করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

অনন্তর সেই নিঃস্পৃহ ভক্ত প্রহ্লাদ পুনর্ব্বার হরি-  
 গুণকীর্তনের আনন্দভরে নৃত্য এবং গান করিতে করিতে  
 সর্বদা লোকদিগের নিকট বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

ধূম্ৰং জনাঘানচরং স যোগী নিৰ্মলঃ স্বয়ং ।  
 কিমৰ্কশ্চরতি স্বার্থং কিন্তু লোকতমোভিদে ॥ ১৬ ॥  
 অথাগতং তং প্রহ্লাদং দৃষ্ট্বা দৈত্যৈঃ স্তবিস্মিতাঃ ।  
 শশংসুর্দৈত্যপতয়ে যৈঃ ক্ষিপ্তঃ স মহার্হবে ॥ ১৭ ॥  
 স্তম্ভং সমাগতং শ্রদ্ধা দৈত্যরাজ্যে বিস্ময়াকুলঃ ।  
 অনীয়তাং স ইত্যাহ ক্রোশনাত্মবশে স্থিতঃ ॥ ১৮ ॥  
 অথাস্ত্রৈর্দ্রুতানীতঃ সমাসীনঃ স দিব্যদৃক্ ।  
 আসন্নমৃত্যুং দৈত্যৈর্দ্রুতঃ দদর্শাত্মজিতশ্রিয়ং ॥ ১৯ ॥

সেই যোগী প্রহ্লাদ স্বয়ং নিৰ্মল, মনুষ্যদিগের পাপরাশি  
 দলন করিয়া বিরচন করিতে লাগিলেন। দেখ, সূর্য্য  
 কি কখন স্বার্থের জন্য বিচরণ করেন? কখনই নহে, কিন্তু  
 জগতের অন্ধকার নাশ করিবার জন্যই বিচরণ করিয়া  
 থাকেন ॥ ১৬ ॥

অনন্তর দৈত্যগণ, যাঁহাকে মহাসাগরে নিক্ষেপ করিয়া  
 ছিল, সেই প্রহ্লাদকে আসিতে দেখিয়া অতীব বিস্ময়াপন্ন  
 হওত এবং দৈত্যরাজকে গিয়া নিবেদন করিল ॥ ১৭ ॥

দৈত্যরাজ স্তম্ভচিত্তে প্রহ্লাদকে আসিতে শুনিয়া বিস্ময়া-  
 পন্ন হইলেন এবং “তাহাকে আনয়ন কর” এই কথা উচ্চৈঃস্বরে  
 বলিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন মৃত্যুপথে যাইবার জন্য  
 দৈত্যরাজ উদ্যোগ করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর অস্তরগণ প্রহ্লাদকে শীঘ্র আনয়ন করিল, দিব্য-  
 দর্শন প্রহ্লাদ মহৈশ্বর্য্যশালী এবং আসন্নমৃত্যু দৈত্যপতিকে  
 আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, দর্শন করিলেন ॥ ১৯ ॥

গন্ধাস্তমায়ুর্জলধে বপুস্তর্য্যাবতারণে ।  
 কৃতোদেষাগং যবনিকামাত্রাস্তুন্ধিং যমেক্ষণে ॥ ২০ ॥  
 নীলাংশুমিশ্রমাণিক্যদ্যুতিচ্ছন্নং বিভূষণং ।  
 সধূমাগ্নিশিখাব্যাপ্তমিবাসমচিঁতাশ্রিতং ॥ ২১ ॥  
 মলিনাঙ্গদ্যুতিধ্বান্তচ্ছাদিতাভরণচ্ছবিং ।  
 বিষ্ণুনিন্দাজমূর্ত্তাঘগ্রন্থমানশ্রিয়ং যথা ॥ ২২ ॥  
 দংষ্ট্রোৎকটৈর্যোরঘনৈর্যনচ্ছবিভিরুদ্ভট্টৈঃ ।  
 কুমার্গদর্শিভির্দৈত্যৈর্যমদূতৈরিবারুতং ॥ ২৩ ॥  
 দবম্পৃষ্ঠবনাস্তুস্বকিংশুকাতং হুরারিণং ।

বোধ হইল, দৈত্যরাজ পরমায়ুরূপ সমুদ্রের নীমায় গিয়া  
 দেহরূপ নৌকা দ্বারা অবতরণ করিবার জন্ত যেন উদেষাগ  
 করিতেছেন, যমকে দেখিবার নিমিত্ত কেবল যবনিকামাত্র  
 ব্যবধান রহিয়াছে ॥ ২০ ॥

দৈত্যরাজ নীলবর্ণ কিরণমিশ্রিত মাণিক্য প্রভা দ্বারা  
 যেন আচ্ছাদিত রহিয়াছেন, অথচ নানাবিধ আভরণে বিভূ-  
 ষিত, তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন ধূমসংকৃত অগ্নিশিখা  
 দ্বারা ব্যাপ্ত এবং নিকটস্থিত চিতার উপরে যেন অধিষ্ঠিত ॥ ২১

বিষ্ণুর নিন্দাজনিত মূর্ত্তিমান্ পাপ আসিয়া যেন অসুর-  
 পতির শোভা গ্রাস করিতেছে, উৎকট দশনযুক্ত ভীষণ  
 মেঘের তুল্য, মেঘের স্থায় প্রভাসম্পন্ন, অতিশয় বিকটাকার,  
 কুপথ প্রদর্শক দৈত্যগণ যেন যমদূতের স্থায় তাঁহাকে পরি-  
 বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

অতঃকালে দেববৈরী হিরণ্যকশিপুর দেহপ্রভা যেন  
 দাবানলদগ্ধ কাননের মধ্যস্থিত কিংশুকবৃক্ষের অবস্থা প্রাপ্ত

অজ্ঞাতসন্ধ্যোনাশং তং দৃষ্ট্বা খিমোহমোঘদৃক্ ॥ ২৪ ॥

দূরাং প্রণম্য পিতরং প্রাজ্জলিস্তং দৃশ্যপিতে ।

পীঠে নিবিষ্টস্তং ক্ষুদ্রং স দৃষ্ট্বাসীদগাভুখঃ ॥ ২৫ ॥

অথাহাকারণক্রোধঃ খলরাজ্ ভৎসয়ন্ হতং ।

ভগবৎপ্রিয়মত্ম্যৈর্মৃত্যুমেবাহ্বয়মিব ॥ ২৬ ॥

রে মূঢ় শৃণু মদ্বাক্যসেকমেবাস্তিকং ধ্রুৱং ।

ইতোহনুচ্চ ন রক্ষ্যামি শ্রদ্ধাং কুরু যথেষ্টহসি ॥ ২৭ ॥

উক্তেতি ক্রতমাকুষ্ম চন্দ্রহাসানিমুত্তমং ।

হইয়াছিল, অথচ দৈত্যপতি জানেন না যে, তিনি অবিলম্বে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন, জ্ঞানদৃষ্টি প্রহ্লাদ পিতার এই-রূপ অবস্থা দেখিয়া খেদাশ্রিত হইলেন ॥ ২৪ ॥

প্রহ্লাদ কৃতাজ্জলিভাৰ্ণে দূর হইতে পিতাকে প্রণাম করিয়া, পরে পিতার নেত্রার্পিত আসনে উপবেশন করিলেন, তখন তিনি পিতাকে কুপিত দেখিয়া অধোবদন হইয়া বসিয়া রাহলেন।

অনন্তর খলের রাজা দৈত্যপতি অকারণ ক্রোধ পূর্বক পুত্রকে তিরস্কার করিয়া, যেন উচ্চরবে মৃত্যুকে আহ্বান করত হরিভক্তকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

অরে মূঢ় । আমার নিকটে নিশ্চয়ই একটী কথা শ্রবণ কর, ইহার পর অথ আর কিছুই বলিব না, আমার কথা শুনিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর ॥ ২৭ ॥

এই কথা বলিয়া সম্বর চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্র ও শাণিত উৎকৃষ্ট খড়্গ আকর্ষণ করিয়া, সেই খড়্গা চালাইতে উপক্রম

সম্ভ্রমাদ্বীকৃতঃ সৰ্বৈশ্চালয়মাহ তং পুনঃ ।  
 ভবিষ্যসি দ্বিধাবাদ্য হরিং ত্যক্তসি বা বদ ॥ ২৮ ॥  
 ইত্যুক্তবচনে মূৰ্খে হুৎখণ্ডেণ জ্বলতি ক্রোধা ।  
 হতো হতো হা প্রহ্লাদ ইত্যাসীদ্রক্ষমাং স্বনঃ ॥ ২৯ ॥  
 কেচিৎ প্রহর্ষং সদয়ং কেচিৎ কেচিৎ সবিস্ময়ং ।  
 কিং বক্ষ্যতীত্যপশ্যন্তমুদ্বীকিতানিমিষাসুতরাঃ ॥ ৩০ ॥  
 অথাশঙ্কিতধীর্ধাবদ্বিষুং নত্বা বিবক্ষতি ।  
 শুশ্রুবে সম্ভ্রমস্তাবদ্ধহিঃ কোহপ্যতিভৈরবঃ ॥ ৩১ ॥  
 অভূতপূৰ্ব্বো হা হেতি ক্রোশতাং ভয়ঘর্ষণং ।

করিলে সকলেই সমস্ময়ে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল, তিনিও পুনর্ব্বার প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিলেন, হয় তুমি আমার এই খড়্গ দ্বারা অদ্য দ্বিধা খণ্ডিত হইবি, না হয় বল হরিকে ত্যাগ করিবি ॥ ২৮ ॥

এই কথা বলিয়া মূৰ্খ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া খড়্গ উত্তোলন করিলে “হায় ! প্রহ্লাদ মরিল, মরিল” এইরূপে দৈত্যদিগের বাক্য উপস্থিত হইতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

তখন কেহ আনন্দে, কেহ বা সদয়ভাবে এবং কেহ কেহ বা সবিস্ময়ে প্রহ্লাদকে দেখিতে লাগিল, অসুরগণ প্রহ্লাদ কি বলিবে বলিয়া, অথবা উৰ্দ্ধ করিয়া অনিমিষনয়নে প্রহ্লাদকে দেখিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

অনন্তর নির্ভয়চিত্ত প্রহ্লাদ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া যেমন কিছু বলিতে ইচ্ছা করিবেন, এমন সময়ে বাহিরে হাহাকার করিয়া বিলাপকারী অসুরদিগের অভূতপূর্ব্ব কোন

রক্ষসানাকুলরবো বহুংপাত ইবাভবৎ ॥ ৩২ ॥  
 হা মাতস্তাত পুঞ্জৈতি ক্রোশতাং রুদতাং ভৃশং ।  
 মহাশ্বনেন ব্রহ্মাণ্ডং ভিত্ত্ববাস্কোটিতা দিশঃ ॥ ৩৩ ॥  
 বহিস্তদদ্ভুতং শ্রুত্বা রাজা সমচিবো হঠাৎ ।  
 সমল্লমঃ কিং কিমিতি ব্রুবন্ সাসি বিনির্ঘর্যো ॥ ৩৪ ॥  
 অথায়ান্তং দদর্শারাদেশারং কালানলপ্রভং ।  
 কথঞ্চিল্লক্ষিতাকারং নৃসিংহং সোহপ্যপূর্ববৎ ॥ ৩৫ ॥  
 মহালয়াগ্নিমৈবার্বাক্ কোহপি প্রাগীত্যতঃ পরং ।

এক অতিশয় ভীষণ ব্যাকুলরব, অনলপাতের শ্রাব উপস্থিত  
 হইল ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

হা মাতঃ ! হা পিতঃ ! হা পুত্র ! এইরূপে দৈত্যগণ  
 যখন উচ্চরবে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল, তখন তাহা-  
 দের রোদনের মহাশব্দে ব্রহ্মাণ্ডভেদ করিয়াই যেন দশদিক্  
 পরিপূর্ণ হইল ॥ ৩৩ ॥

বাহিরে সেই অপূর্ব শব্দ শুনিয়া দৈত্যপতি অমাত্য-  
 গণের সহিত সহসা কি হইয়াছে কি হইয়াছে ললিয়া খড়্গ  
 লইয়া সবেগে বহির্গত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর হিরণ্যকশিপু সম্মুখে প্রলয়কালের অনলের শ্রাব  
 অতিশয় তেজস্বী এক ভীষণমূর্ত্তিকে আসিতে দেখিলেন,  
 অতিকণ্ঠে তাহার আকার লক্ষিত হইতেছে, সম্মুখে এক  
 নৃসিংহমূর্ত্তি, কিন্তু তাহাও যেন অপূর্ব ॥ ৩৫ ॥

দৈত্যপতি প্রথমে প্রলয়কালের অগ্নি ভাবিলেন, তৎপরে  
 কোন এক অপূর্ব প্রাণী বিবেচনা করিলেন, অবশেষে বহু-

চিরাম্ সিংহং ততেজঃ প্লুষ্ঠ সন্ধ্যাবিদং স তং ॥ ৩৬ ॥

মটাদ্বীননকল্পান্তমরুদ্ভ্রামিতভাস্করং ।

উরুবাত সমুৎখাত সর্বোপবনপর্বতং ॥ ৩৭ ॥

পাদন্তাসচলৎকোণীভগহর্ম্যগৃহাবলীং ।

জ্বালাপটনমভ্যুগ্রং স্বজন্তং দিম্বু বীক্ষিতৈঃ ॥ ৩৮ ॥

অহো কোহয়ং মহামত্তো অদৃষ্টাংশ্চতরুপপ্লব্ধ ।

অস্ত্যর্কং সিংহমাভাতি মানুষ্যকর্কশূদ্ভটং ॥ ৩৯ ॥

কথঞ্চৈতন্মহাসত্ত্বং পুরা নাকলিতং কচিৎ ।

ক্ষণের পর তিনি তাঁহাকে নৃসিংহ বলিয়া জানিতে পারিলেন  
বটে, কিন্তু তাঁহার তেজে গৃহ দন্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

দেখিলেন, সেই নৃসিংহের জটাকম্পন দ্বারা প্রলয়কালের  
পবন উপস্থিত হইতেছে এবং সেই পবন দ্বারা দিবাকর  
ঘূর্ণিত হইতেছেন, উরুদ্বয়ের বায়ু দ্বারা সমস্ত বন এবং  
পর্বত উৎপাটিত হইতেছে ॥ ৩৭ ॥

তাঁহার পদক্ষেপে পৃথিবী কাঁপিতেছে এবং সেই ভূকম্প  
দ্বারা অটালিকান্বিত গৃহশ্রেণী ভাঙ্গিয়া যাইতেছে । তিনি  
দৃষ্টিপাত দ্বারা দশদিকে অতিভীষণ অগ্নিশিখারাম্বি বর্ষণ  
করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

কি আশ্চর্য্য ! এই মহাপ্রাণী কে ? ইহা কখন দেখি  
নাই এবং শুনিও নাই, এই প্রাণী অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়া  
রহিয়াছে, ইহার অর্দ্ধভাগ সিংহের ন্যায় এবং অপর ভাগ  
ভীষণ মনুষ্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৩৯ ॥

কি প্রকারে এই মহাপ্রাণী আসিল ? আমি পূর্ব্বে কখন

যদ্বাং দেবর্ষিপাখ্যাত অগিতঃ কিং হরিঃ কিল ॥ ৪০ ॥

ত্রিদশৈঃ প্রার্থিতৌহন্তং সবলং মাং স মায়িকঃ ।

কৈটভারির্ভবেদেয় ধ্রুবং চক্রাদিলাঞ্ছিতঃ ॥ ৪১ ॥

অন্তেনং নৃমুগং হত্বা হন্মি দেবানশেষতঃ ।

ইত্যেবং চিন্তয়ন্ যাবৎ সাক্ষাত্তং তীর্থদর্শনং ॥ ৪২ ॥

বীক্ষ্যতে তাবদস্ত্রাজ্যঃ সর্বং কাপি নিরাকৃতং ।

বিষ্ণুনিন্দাকৃতঃ হি হি বৈষ্ণবদ্রোহজং তথা ॥ ৪৩ ॥

সর্বজন্মার্জিতং নষ্টং ভ্রূণহত্যা দ্যঘং ক্ষণাৎ ॥ ৪৪ ॥

কুত্রাপি এইরূপ রূপ দেখি নাই, অথবা দেবর্ষি নারদ পূর্বের  
যাহা বলিয়াছিলেন, সেই হরি কি আপনমন করিলেন ? ॥ ৪০ ॥

অমরগণের প্রার্থনানুসারে সেই মায়াবী হরি মনৈশ্চৈ  
বধ করিতে আসিয়াছেন, ইনি নিশ্চয়ই সেই মধুকৈটভের  
বিনাশকর্তা নারায়ণ, যেহেতু ইহার শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন সকল  
শোভা পাইতেছে ॥ ৪১ ॥

আচ্ছা, ইহা হউক, আমি নৃসিংহকে বিনাশ করিয়া শেষে  
সমুদায় দেবতাদিগকে বধ করিব, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে  
পবিত্রদর্শন সেই হরিকে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

এইরূপ চিন্তা করিয়া যেমন তাঁহাকে দেখিতে লাগি-  
লেন, অমনি তাঁহার সমস্ত পাপ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া  
গেল কিন্তু বিষ্ণুনিন্দাকৃত ও বৈষ্ণব হিংসা জনিত পাপ  
তিরোহিত হইল না ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সমস্ত পাপ উপার্জিত হইয়াছিল  
এবং ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি দ্বারা যে সকল পাপ সঞ্চিত হইয়াছিল,  
ক্ষণকালের মধ্যে সেই সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া গেল ॥ ৪৪ ॥



অগাস্ত্রপতিবীরো ধনুর্জগ্রাহ নির্ভূরং ।

তেন প্রোংসাহিতাঃ কেচিদ্ভটাস্তস্তুঃ স্য সাযুধাঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রহ্লাদোহপি তদা দৃষ্টা জজে তং পরমেশ্বরং ।

পুরোক্তং তদ্বচঃ শ্রুত্বা প্রণামাং সমস্ত্রমঃ ॥ ৪৬ ॥

স দদর্শ নৃসিংহস্য গাত্রেষু ভগবৎপ্রিয়ঃ ।

লোকান্ সাক্ষিগিরিদ্বীপান্ সমুদ্রাস্ত্রমানবান্ ॥ ৪৭ ॥

শিরশ্চক্রাণ্ডোপরিভাগযুগ্মৌ

লগার্কবহ্নী প্রতিলোচনস্থৌ ।

পাতালমস্ত্রাশ্রবিলেচ তস্য

দংষ্ট্রেষু শেযাদি করালবংশং ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর বীরবর অস্ত্ররাজ অতিভীষণ ধনুক গ্রহণ করিলেন, তখন দৈত্যরাজের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কতিপয় অস্ত্রসৈন্য সশস্ত্রে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

তৎকালে প্রহ্লাদও তাহা দেখিয়া তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারিলেন, ~~সাহস্রাঙ্গা দৈত্যসৈন্য~~ ছিলেন, সেই কথা শুনিয়া সমস্ত্রমে প্রণাম করিলেন ॥ ৪৬ ॥

তৎপরে হরিভক্ত প্রহ্লাদ নৃসিংহের সর্বান্ধে সমুদ্র, পর্বত, দ্বীপ, দেবতা, অস্ত্র ও গনুধ্য সকল দর্শন করিলেন ॥ ৪৭ ॥

নৃসিংহের মস্তকে ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধভাগ, দুই চক্ষু ভয়ঙ্কর প্রলয়কালের সূর্য এবং অগ্নি দর্শন করিলেন, তাঁহার মুখের গর্ভে পাতাল এবং দস্তপঙ্ক্তির মধ্যে অনন্ত প্রভৃতি ভীষণ সর্ববংশ দেখিতে পাইলেন ॥ ৪৮ ॥

ভুজঙ্গমককগতো বিধীশৌ  
 তদক্‌শাখায় দিশামধীশান্ ।  
 হৃদ্যম্বরং বিস্তৃতমম্বরেহশ্চ  
 বিদ্যুদ্বিলামং ভুবমজি পদে ॥ ৪৯ ॥  
 দেহজবে বারিনিধীন্ বনানি  
 রোমম্বথান্ধিষথিলাদ্রিসজ্জান্ ।  
 মায়ামভেদ্যাং ত্বচি সৰ্ব্বগাত্রে  
 তেজশ্চনন্তং নিজমেব তেজঃ ॥ ৫০ ॥  
 ইথং দদর্শাদ্ভুতসিংহতত্ত্ব-  
 মনন্ত দৃশ্যং গ হরিপ্রিয়ত্বাৎ ।  
 প্রদর্শিতং তেন দয়াক্ষিনৈব  
 ভক্তেযু দেবো নহি গৃঢ় আস্তে ॥ ৫১ ॥

বিধাতা এবং মহাদেব যথাক্রমে তাঁহার বাহুবৃক্ষের কক-  
 দেশে অবস্থিত, সেই বৃক্ষের অক্‌শাখায় অক্‌দিক্‌পাল বিদ্য-  
 মান্, তাঁহার হৃদয়ে বিস্তৃত আকাশ, তাঁহার বসনে বিদ্যুতের  
 প্রকাশ এবং পাদপদে পৃথিবী নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

দেহের জবীভাবে সমুদ্রে সকল, রোমের মধ্যে বনসমূহ,  
 অস্থির মধ্যে পর্বতনিচয়, সকল গাত্রের চর্মে অভেদ্য মায়া  
 এবং তেজের মধ্যে নিজের অনন্ত তেজ দর্শন করিলেন ॥ ৫০ ॥

এইরূপে প্রহ্লাদ হরির প্রিয় বলিয়া অশ্চর্য অদৃশ্য  
 অপূর্ব সিংহের তত্ত্ব দর্শন করিলেন, দয়ার সাগর হরিও সেই  
 সকল তত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন, বস্তুতঃ ভক্তগণের নিকটে হরি  
 কখনও গুপ্ত থাকেন না ॥ ৫১ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিস্বধোদয়ে প্রহ্লাদচরিতে  
নৃসিংহপ্রাতুর্ভাবো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ \* ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিস্বধোদয়ে শ্রীরাগ-  
নারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদে প্রহ্লাদচরিতে নৃসিংহের আবির্ভাব  
নামক পঞ্চদশ অধ্যায় ॥ \* ॥ ১৫ ॥ \* ॥

## হরিভক্তিসুধোদয়ঃ ।

যোড়শোহধ্যায়ঃ ।



শ্রীনারদ উবাচ ॥

অধাস্মরেন্দ্র স্তদূরাদমর্ছোজম্ মাশুগৈঃ ।

আচ্ছাদয়দ্বর্কমানং পলালৈরিব পাবকং ॥ ১ ॥

বীরাশ্চ রথনাগাশ্বানারুহ্যার্কদকোটিশঃ ।

যোজনাং পরিতো বক্রহুঁরাসদমধর্ষণং ॥ ২ ॥

ব্যথিতাকান্ত তং দৃষ্ট্বামীলয়ন্তোহক্ষিণী যুহুঃ ।

ভটাস্তদর্শনে ক্লিষ্টাস্তমুদূরে বতাহবাৎ ॥ ৩ ॥

---

শ্রীনারদ কহিলেন, অনন্তর অস্ত্রপতি হিরণ্যকশিপু পলাল (তুণ) দ্বারা যেরূপ অগ্নিকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ অসহ প্রতাপসম্পন্ন ঐবর্ষ প্রবল নৃসিংহকে দূর হইতে বাণ দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন ॥ ১ ॥

কোটি কোটি বীরগণ রথ, হস্তী এবং অশ্বে আরোহণ করিয়া চারিদিকে এক যোজন হইতে সেই ছুঃসহ ও শত্রু-গণের অজ্ঞেয় নৃসিংহকে বেটন করিল ॥ ২ ॥

হায় ! অস্ত্রলৈল্যগণ তাঁহাকে দেখিয়া তাহাদের চক্ষু ব্যথিত হইল, পরে অবিরত নেত্রযুগল নিমীলিত করিয়া রহিল। অনন্তর যখন তাঁহাকে দেখিতে ক্লেশ পাইল, তখন যুদ্ধস্থান হইতে দূরে গিয়া অবস্থান করিল ॥ ৩ ॥

অথাসংখ্যান্ হরিবীক্ষ্য যুযুৎসূন্ দূরতোহস্বরান্ ।  
 মাট্টহাসং জহাসোচ্চৈর্লগ্নাশনিসমম্বনঃ ॥ ৪ ॥  
 অথাস্থানি হস্তেভ্যো বাহনেভ্যস্তদা ভটাঃ ।  
 বাহনানি চ সস্ত্রাসাং সমং পেতুর্হঠাঙ্কুবি ॥ ৫ ॥  
 ক্ণাভ্রং পতিতং সৈন্যমশ্ববর্ষৈর্বনং যথা ।  
 নাচেষ্ঠস্ত পুনর্বীরাঃ কেচিদেবোথিতাশ্চিরাং ॥ ৬ ॥  
 তেহঙ্কুতনৃসিংহস্য বহ্নীক্ণকটাক্ষিতাঃ ।  
 নির্ভস্মিতাঃ ক্ণাদিথং নিঃশেষং তদভূদ্বলং ॥ ৭ ॥  
 নৃকেশরিকটাক্ষোথবহ্নিস্তস্মৈব পশ্যতঃ ।

অনন্তর হরি অসংখ্য অস্বরদিগকে দূরে যুদ্ধাভিলাষী  
 দেখিয়া প্রলয়কালীন বজ্রসম স্বরে উচ্চ হাস্য করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তাহার পর তৎকালে সৈন্যগণের হস্ত হইতে অস্ত্র, বাহন  
 হইতে যোদ্ধা এবং বাহন সকল ভয়হেতু সহসা এক কালে  
 ভূতলে পতিত হইল ॥ ৫ ॥

যে রূপ প্রস্তর নিষ্ফেপে বন পতিত হয়, সেইরূপ ক্ণ-  
 কালের মধ্যে সেই সৈন্য পতিত হইল, বীরগণ পুনর্বীর  
 আর চেষ্টা করিতে পারিল না, কেহ কেহ অনেকক্ষণের  
 পর উথিত হইয়াছিল ॥ ৬ ॥

সেই সকল অস্বরসৈন্য অপূর্ব নৃসিংহের নেত্রানলের  
 কটাক্ষে অবলোকিত হইয়া ক্ণকালের মধ্যে ভস্মাবশিষ্ট  
 হইয়া গেল, এইরূপে সেই সৈন্য নিঃশেষিত হইয়াছিল ॥ ৭ ॥  
 নরসিংহের কটাক্ষসমুত্ত অগ্নি যখন হিরণ্যকশিপু

হিরণ্যকশিপোর্টৈরান্দদাহ প্রমত্তং পুরং ॥ ৮ ॥

সঁচকতো নরং পশ্চিমেকতঃ সিংহমদ্রুতং ।

বীরো ব্রহ্মাণলাধ্যাতো নাবিভেদিষুবর্ষকুৎ ॥ ৯ ॥

শস্ত্রাণি দৈবতাস্ত্রাণি সর্বদেবময়ং প্রতি ।

নরকেশরিণং প্রাপ্য নাক্রামন্ত্যেব তানি তং ॥ ১০ ॥

যথা পলালকাণ্ডানি প্রতিবাস্তি মহানিলে ।

প্রাপ্তান্যপ্যন্যতো যাস্তি মহাস্ত্রাণি তথেশ্বরে ॥ ১১ ॥

চন্দ্রহাসং মহাক্রোধাদায়াসিং মহাস্বরঃ ।

অজ্জয়ং প্রতিধাবন্তং প্রহ্লাদঃ প্রণতোহভ্যধাৎ ॥ ১২ ॥

দেখিতে লাগিল, তখন শত্রুতা বশতঃ মহা তাঁহার নগর দগ্ধ করিয়া ফেলিল ॥ ৮ ॥

বাণবর্ষণকারী সেই বীর হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে গর্বিষত হইয়া একদিকে নর এবং অপরদিকে অদ্রুত সিংহ অবলোকন করিয়া ভীত হইলেন না ॥ ৯ ॥

সেই সকল শস্ত্র এবং দেবাস্ত্র সকল সর্বদেবময় নর-  
সিংহকে প্রাপ্ত হইয়া অক্রমেই আক্রমণ করিতে পারিল  
না ॥ ১০ ॥

যেদ্রুপ পলাল (তৃণ) রাশি ঐবলভাবে পবন বহমান  
হইলে সেই বায়ুকে প্রাপ্ত হইয়া অন্যদিকে গমন করে,  
সেইদ্রুপ জগদীশ্বর নরসিংহের নিকট সেই সকল অস্ত্র শস্ত্র  
কুণ্ঠিত হইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল ॥ ১১ ॥

সহাদৈত্য হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া চন্দ্রহাস  
খড়্গ গ্রহণ করিয়া অজ্জয় নারায়ণের প্রতি ধাবমান হইলে  
প্রহ্লাদ প্রণাম করিয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

নামংস্থা প্রতিযোদ্ধারং দৈত্যেশ সকলেশ্বরং ।

ইচ্ছয়ৈবাহখিলাধারত্বেলোক্যং সংহরত্যয়ং ॥ ১৩ ॥

যচ্ছক্ত্যেবার্য্য চেষ্টেস্তু নোন্মেষেহপি স্বতো জনাঃ ।

শক্তাস্তং ত্রিজগৎপ্রাণং কথং প্রতিযুযুৎসসি ॥ ১৪ ॥

প্রমাদায়াশু সর্ব্বেশং ত্যজাসিং স্বং মহামতে ।

রক্ষত্যেব দয়াসারো বৎসলঃ শরণাগতান্ ॥ ১৫ ॥

ইতি নিম্নায়মানং তং মুমূর্ষুর্মরণে স্ততং ।

মূর্খে বৈদ্যমিবাধাবদ্ধস্তং খড়্গী পুরঃ ক্রুধা ॥ ১৬ ॥

তাবৎ ক্ৰণাৎ সমভ্যেত্যাভুজপুঞ্জবধোদ্যতং ।

হে দৈত্যরাজ ! আপনি ত্রিভুবনের ঈশ্বরকে প্রতিযোদ্ধা বলিয়া বিবেচনা করিবেন না, অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আধার এই নারায়ণ ইচ্ছা মাত্রই ত্রিভুবন সংহার করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

আর্য্য ! ষাঁহার চেষ্টা ব্যতীত মনুষ্যগণ চক্ষুর উন্মেষেও স্বতঃ সক্ষম নহে, সেই ত্রিভুবনের আশ্রয়কর্তা পরমেশ্বরের প্রতি কিরূপে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

হে মহামতে ! আপনি সর্ব্বেশ্বর বিষুকে শীঘ্র প্রগম্ন করুন এবং খড়্গ ত্যাগ করুন, কারণ, ভক্তবৎসল দয়াময় হরি শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

মূর্খ যেরূপ প্রাণদাতা বৈদ্যকে মারিতে যায়, সেইরূপ প্রহ্লাদ যখন এইরূপে মৃত্যুবিষয়ে তাঁহার বিদ্র ক্রিতে লাগিলেন, তখন মুমূর্ষু দৈত্যরাজ খড়্গ লইয়া ক্রোধভরে পুঞ্জকে বধ করিবার জন্য সম্মুখে ধাবমান হইলেন ॥ ১৬ ॥

যেরূপ ঘূর্ণিতবায়ু পত্রকে লইয়া নিক্ষেপ করে, সেইরূপ তৎক্ৰণাৎ সেই স্থানে আসিয়া আভুজ পুঞ্জকে বধ করিতে

গৃহীত্বা ক্ষিপুবান্ দেবো যথাপৰ্ণং ভ্রমানিলঃ ॥ ১৭ ॥

আপাতস্তং তমাদায় শায়য়িত্বাঙ্ক ঐশ্বরঃ ।

অস্থস্থস্তাশ্রু হৃদয়ে নিচখান নখাবলীং ॥ ১৮ ॥

বিষ্ণুতৎপ্রিয়নিন্দোৎখং যদঘোহপ্যশ্রু শেষিতং ।

তত্তীর্থস্তাঙ্গসংস্পর্শাৎ সদ্যঃ সর্বং নিরাকৃতং ॥ ১৯ ॥

তদা ভয়ঙ্করং দৃষ্ট্বা নরসিংহশ্রু বৈ মুখং ।

আক্রন্দং স চক্লারোচ্চৈর্ধ্বিজ গাতেতি দানবঃ ॥ ২০ ॥

প্রহ্লাদস্ত তদা গ্রাহ তাত কিং হং ন লজ্জসে ।

বরিষ্ঠে মরণে গ্রাপ্তে যত্নং ক্লীবং প্রভাষসে ॥ ২১ ॥

মাতস্তাতেতি মাক্রহি মরণে সমুপস্থিতে ।

উদ্যত দৈত্যকে গ্রহণ করিয়া নিষ্ক্ষেপ করিলেন ॥ ১৭ ॥

নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপু আসিলে তাঁহাকে ক্রোড়দেশে শায়িত করিয়া, সেই অস্থস্থ অস্থরের বক্ষে নখপঙ্ক্তি প্রোথিত করিলেন ॥ ১৮ ॥

বিষ্ণু এবং বিষ্ণুভক্তের নিন্দাসম্ভূত সে পাপ দৈত্যপতির ~~অবশিষ্ট ছেন, তাঁহাদের পার্বত্রি অঙ্গসংস্পর্শে~~ সেই সকল পাপ তৎক্ষণাৎ দূরীকৃত হইল ॥ ১৯ ॥

হে বিপ্র ! তৎকালে সেই দানবরাজ নৃসিংহের ভয়ঙ্কর মুখ দর্শন করিয়া মা বলিয়া উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

তৎকালে প্রহ্লাদ বলিতে লাগিলেন, পিতঃ ! আপনার এখনও লজ্জা হইল না, যেহেতু এইরূপ উৎকৃষ্ট মরণ উপস্থিত হইলেও আপনি নিষ্ফল বাক্য বলিতেছেন ॥ ২১ ॥

যত্নাকাল উপস্থিত হইলে মা, বাপ ! এই কথা বলিবেন



বদ গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীনারদ উবাচ ॥

হরেন্দ্রাবলিঃ শ্রদ্ধা মরণে সমুপস্থিতে ।

স নিঃশীলাশয়ো দৈত্যঃ পশ্যন্ সাক্ষাৎ হরৈর্মুখং ॥ ২৩ ॥

নখালীভিন্নহৃদয়ঃ কৃতার্থো বিজ্ঞহাবনুং ।

আজন্ম বিষুঃস্রবণং রোযাদপ্যস্তি তস্মৈ হি ॥ ২৪ ॥

সাক্ষাৎ সিংহাস্রবণং দুর্লভং প্রাপ তৎফলং ।

ততো দদার করজৈঃ স তদেহমিতস্ততঃ ॥ ২৫ ॥

ক্লুপ্তঃ কথং নোৎসহতে স্বগত্বদুর্দেহবন্ধনং ।

না, কেবল গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! এই কথা  
বারবার বলুন ॥ ২২ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, মৃত্যু উপস্থিত হইলে হরির নামা-  
বলী শ্রবণ করিয়া, সেই দৈত্য সাক্ষাৎ হরির মুখ দেখিয়া  
তাহার চিত্তশুদ্ধি হইল ॥ ২৩ ॥

যখন নৃসিংহ নখপঙ্ক্তি দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ  
করিলেন, তখন দৈত্যপতি কৃতার্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করি-  
লেন । যেহেতু দৈত্যপতি ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক শত্রুতার  
সহিত জন্মাবধি হরি স্রবণ করিতেন, তাহাতেও চরণে  
মোক্ষফল ঘটিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

আজন্ম বিষুঃস্রবণ করাতে তাহার ফলস্বরূপ সাক্ষাৎ  
নৃসিংহের হস্ত হইতে হিরণ্যকশিপু দুর্লভ মৃত্যু লাভ করিয়া-  
ছিলেন, তাহার পর নৃসিংহদেব নখ দ্বারা তাহার দেহের  
সর্বাস্ত বিদারণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি হরিকে স্রবণ করে, হরিক্লুপ্ত হইয়া কিরূপেই

অন্ত্রালীমুচ্চকর্ষাশু স্নদীর্ঘামতিরাগিণীং ॥ ২৬ ॥

তৃণা ইব তনোভূয়ঃ সাবক্ষায়াগুসম্মৃতিঃ ।

ইতি হত্বা মহাকায়া মহাকায়াং নৃকেশরী ।

রাক্ষসশাল্লমালান্সো ভূয়োহুদ্ভীষণাকৃতিঃ ॥ ২৭ ॥

প্রহ্লাদং মাশুগং হিত্বা ভস্মিতে রক্ষসাং বলে ।

হৃষ্টা অপি সুরাঃ সিংহং নোপেয়ুর্ভীষণাকৃতিং ॥ ২৮ ॥

অথ শাস্ত্রেষু দৈত্যেষু নাশোৎপাতেষু দেবতাঃ ।

কৃৎন্যগ্রতো ব্রহ্মশিবৌ শনৈঃ স্তোভুং সমাবযুঃ ॥ ২৯ ॥

বা তাহার দেহবন্ধন সম্বন্ধ করিতে পারিবেন । পরে তিনি ঐ দৈত্যের স্নদীর্ঘ এবং অতিশয় লোহিতবর্ণ অস্ত্রসমূহ উত্তোলন করিয়া লইলেন ॥ ২৬ ॥

তিনি আত্মীয়গণের যাহাতে উৎকৃষ্ট মৃত্যু হয় এবং আর যাহাতে ভববন্ধন না হয়, তাহার জন্য তিনি তৃণার ন্যায় অন্ত্রাবলী দেহ হইতে তুলিয়া লইলেন, এইরূপে দীর্ঘকায় নরসিংহ দীর্ঘকায় হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলেন । তখন রাক্ষসের অন্ত্রাবলী অঙ্গে ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার অতিশয় ভীষণ মূর্ত্তি হইলেন ॥ ২৭ ॥

একমাত্র অশুচর প্রহ্লাদকে ত্যাগ করিয়া দৈত্যমৈত্র্য ভস্মাবশিষ্ট হইলে দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়াও ভীষণাকৃতি নরসিংহের নিকটে আসিতে পারিলেন না ॥ ২৮ ॥

অনন্তর বিনাশের উপদ্রবস্বরূপ দৈত্যকুল নিধন প্রাপ্ত হইলে দেবতাগণ ব্রহ্মা এবং মহাদেবকে অগ্রসর করিয়া তাঁহাকে স্তব করিবার জন্য ধীরে ধীরে আগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

তাবৎ সত্বন্দুভিরবং পুষ্পবর্ষং ভিয়া সুরাঃ ।  
 নোংসাহলক্ষণং চক্রুরপ্রসাদ্য মহাহরিং ॥ ৩০ ॥  
 সর্বৈ ত্রৈলোক্যনেতারো দিব্যসিংহং সুরাদয়ঃ ।  
 দূরাং প্রাজলয়ন্তসুৰ্নমন্তো যুদ্ধভৈরবং ॥ ৩১ ॥  
 তে প্রসাদয়িতুং দেবং জলন্তং সর্বতোমুখং ।  
 প্রহ্লাদমাগম্য শনৈরুচুর্দেবং প্রসাদয় ॥ ৩২ ॥  
 অনুগ্রহীষ্য নঃ সাধো অং হি নাথসু বল্লভঃ ।  
 ত্রৈলোক্যস্থাভয়ং দদ্যাদযথা স্বামী তথা কুরু ॥ ৩৩ ॥  
 দর্শয়ান্মহাভাগ প্রসন্নং পরমেশ্বরং ।

তখন অমরগণ নরসিংহকে প্রসন্ন না করিয়া ভয়ে  
 হুন্দুভিবাদেয় শব্দ এবং পুষ্পবৃষ্টি এই সকল উংসাহের চিহ্ন  
 প্রকাশ করিতে পারিলেন না ॥ ৩০ ॥

ত্রৈলোক্যের নেতা দেবতা প্রভৃতি স্বর্গবাসী সকলেই  
 দূর হইতে কৃতাজলি হইয়া যুদ্ধকার্য্যে অতিভীষণ নরসিংহকে  
 প্রণাম করিয়া অবস্থান করিলেন ॥ ৩১ ॥

অমরগণ সেই নরসিংহের মুখ ~~দর্শন করিয়াই~~ ~~দর্শন করিয়াই~~  
 দেখিয়া, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য প্রহ্লাদের নিকটে  
 আসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, তুমি এই নৃসিংহদেবকে প্রসন্ন  
 কর, ॥ ৩২ ॥

হে সাধো ! তুমি আমাদিগকে অনুগ্রহ কর, কারণ  
 তুমিই প্রভুর প্রিয়পাত্র, অতএব প্রভু যাহাতে ত্রৈলোক্যের  
 অভয় দান করেন, তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর ॥ ৩৩ ॥

হে মহাভাগ ! তুমি পরমেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া আমা-  
 দিগকে দর্শন করাও, যেহেতু ইহঁার বশে সকল লোক আছে

যদ্বশে সৰ্ব্বলোকোহি ত্বাদৃগ্ভক্তবশোহয়ং ॥ ৩৪ ॥

ইত্যর্থিতঃ স বিবুধৈর্ভগবদাতমানসঃ ।

শনৈরূপমসারেশং প্রণীদেতি বদন্নমন্ ॥ ৩৫ ॥

অবক্রুৰ্ভাষ্কদভার্যঃ স পপাতাশু দণ্ডবৎ ।

যোগীন্দ্রগুহ্যযোৰ্ভক্ত্যা হরেঃ শ্রীপাদপদ্ময়োঃ ॥ ৩৬ ॥

ততঃ প্রসমো ভগবান্ ভক্তে শ্রীপাদশায়িনি ।

রক্ষঃশরীরং ক্রোধঞ্চ সমং তত্যাজ বৎসলঃ ॥ ৩৭ ॥

উত্থাপ্যাস্থাশ্রু তং ভক্তং পার্শ্বতন্তুং প্রদর্শিতান্ ।

স্বরান্ ভুবি স্মদূরস্থানালুলোকে স্মদার্দ্রদৃক্ ॥ ৩৮ ॥

এবং এই ভগবান্ও তোমার আয় ভক্তের বশীভূত হইয়া  
রহিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

অমরগণ এইরূপে প্রার্থনা করিলে নারায়ণার্পিতচিত্ত  
সেই প্রহ্লাদ আপনি প্রসন্ন হউন, এই কথা বলিয়া এবং  
প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে পরমেশ্বরের নিকটে গমন করি-  
লেন ॥ ৩৫ ॥

প্রহ্লাদ নেত্রাবগলিত অশ্রুজলে অর্ঘ্য দান করিয়া  
যোগীন্দ্রগণের গোপনীয় শ্রীহরির দুই পাদপদ্মে ভক্তিদহ-  
কারে আশু দণ্ডবৎ পতিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর ভক্ত শ্রীচরণে পতিত হইলে ভক্তবৎসল সেই  
ভগবান্ নরসিংহ প্রসন্ন হইয়া অশ্বরের শরীর এবং ক্রোধ  
এককালে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

সেই ভক্ত প্রহ্লাদকে তুলিয়া এবং আশ্রয় করিয়া  
তাহার পার্শ্বস্থিত ও তাঁহাকর্তৃক প্রদর্শিত অত্যন্ত দূরবর্তী  
ভূতলস্থ দেবতাদিগকে অমৃতপূর্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

ততো জয়জয়েতু্যচ্চৈঃ স্তবতাং নমতাং সমং ।

তদয়াদৃষ্টিদৃষ্টানাং সানন্দঃ সম্রমৌহভবৎ ॥ ৩৯ ॥

যৎপাদসম্মার্জনলালসায়।

লক্ষ্ম্যাঃ কটাক্ষাঞ্চলমাত্র দৃষ্টাঃ ।

তুয়াস্তি দেবাঃ সততং কৃতার্থা-

স্তেনৈব সাক্ষাৎ কিমু চারুদৃষ্টাঃ ॥ ৪০ ॥

তং তুচ্চবুস্তেভ্যাপগম্য ভক্ত্যা

প্রসীদ শান্তিং প্রাদিশ ত্রিলোকসং ।

দৃষ্টং মহোজস্তব রূপমীদৃক্

শক্ত্য বয়ং নেশ বিভো বিভূষ্মঃ ॥ ৪১ ॥

অনন্তর তিনি যখন দয়ার্দ্র চক্ষে তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেন, তখন সেই সকল প্রণত ও স্তবকারি দেবতাদিগের এককালে আনন্দভরে অতুচ্চরবে জয় জয় ধ্বনির ঘরা উপস্থিত হইল ॥ ৩৯ ॥

যাঁহার পাদপদ্ম সম্মার্জন করিবার লালসা কারিণী কমলা-দেবী কেবলমাত্র কটাক্ষ ~~নিষ্কর্ণ পূর্বক দৃষ্টিপাত~~ করিলে অমরগণ কৃতার্থম্ভূ হইয়া সর্বদা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, সেই নারায়ণ স্বয়ং স্বন্দররূপে দেবতাদিগকে দর্শন করিয়াছেন, অতএব ইহাতে দেবগণ যে কিরূপ তুচ্চ হইবেন, তাহা আর কি বলিব ॥ ৪০ ॥

তাহার পর সেই সমস্ত-দেববৃন্দ নিকটে আসিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন, হে প্রভো ! আপনি প্রমত্ত হউন, ত্রিভুবনের শান্তি সংস্থাপন করুন, হে জগদীশ ! আমরা অতি নীচাশয়, অতএব আমরা আপনার

তত্তেজসাক্রান্তমনস্তেজ-  
 স্তেজস্বিনোরপ্যনলোকভাষোঃ ।  
 পৃথঙ্গুভাত্যমুধিগীর্ণবাপী  
 তৌয়োপমং কাত্র কথেতরেযাং ॥ ৪২ ॥  
 ইত্যর্থিতস্তৈঃ ক্ৰণতো বরেণ্য-  
 স্তেজো জগদ্ব্যাপি তদেব তীক্ষ্ণং ।  
 নবামলার্দ্ভামৃতচন্দ্রিকাভ-  
 মাহ্লাদনং সর্বময়শ্চকার ॥ ৪৩ ॥  
 ততোহতিহৃষ্টাঃ পুনরেব দেবং  
 প্রতুষ্টবুর্দেবগণাস্তদেখং ।

এইরূপ মহাতেজসম্পন্ন তীক্ষ্ণ আকৃতি দর্শন করিতে সমর্থ  
 নহি ॥ ৪১ ॥

সূর্য্য এবং বহি অত্যন্ত তেজস্বী হইলেও তাঁহাদের অনন্ত  
 তেজ, আপনার তেজোদ্বারা অভিভূত হইয়াছে । সমুদ্র-  
~~পারিত দীর্ঘিকার জল যেমন সমুদ্র হইতে পৃথকরূপে বিরা-~~  
 জিত নহে, সেইরূপ সমস্ত তেজই আপনার তেজের  
 অন্তর্গত, অতএব এই জগতে অন্যান্য লোকের কথা আর  
 কি বলিব ? ॥ ৪২ ॥

এইরূপে সেই সকল অমরগণ প্রার্থনা করিলে, সেই  
 সর্বময় বরণীয় নারায়ণ আপনার জগদ্ব্যাপী অতিপ্রচণ্ড তেজ  
 ক্রণকালের মধ্যে নূতন ও বিমল অমৃতরশ্মি চন্দ্রের কিরণ-  
 তুল্য আনন্দদায়ক করিয়া তুলিলেন ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর তৎকালে অমরগণ, সিদ্ধগণ, নাগগণ এবং মুনিগণ  
 সকল সাতিশয় মস্তুষ্ট হইয়া নতভাবে অতিমন্দর

সিদ্ধাশ্চ নাগা মুনয়শ্চ নত্ৰ।

হৃদৈশ্চাস্তম্ভৈশ্চৈবদ্যগদৈশ্চ ॥ ৪৪ ॥

ভক্তিমাত্রপ্রতীত নমস্তে নমস্তেখিলমুনিজন-  
নিবহ-বিহিত-বিততস্তপন, কদনকর-খরচপল-রচিতভয়-  
বধ, বলবদস্বরপ্রতিকৃত বিবিধপরিভব, ভয়চকিত নিজ-  
পদচলিত নিখিল মথস্বথ বিরহকৃশতর জলজ ভবমুখ  
সকলস্বরনিকর কারুণ্যাবিকৃত দিব্য শ্রীনৃসিংহাবতার ।  
ক্ষুরিতোগ্রতার ধ্বনিভিন্নাস্বরতারানিকর । নিজমরণ করণ  
রণরভস চলিতরণদক্ষ সুরগণ পটুপটহ বিকটরব পরিগত  
প্রদান নির্দোষ গদ্য রচনা দ্বারা এইরূপে পুনর্বার সেই  
নারায়ণ দেবকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

অথা—হে ভক্তিমাত্রগম্য ! হে নারায়ণ ! আপনাকে  
নমস্কার নমস্কার । অখিল মুনিজনগণ আপনাকে যথাবিধি  
বিস্তারিতরূপে স্তব করিয়া থাকেন, হিংসা ও অনিষ্টকারী  
প্রচণ্ড ও চঞ্চলদিগকে আপনি মৃত্যুভয় প্রদান করেন, অতি  
প্রবল অসুরদিগের প্রতি আপনি নানাবিধ পরাভব করিয়া  
থাকেন । যজ্ঞহুতের বিদ্র ও বিপত্তি ঘটিলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা  
এবং মহাদেব প্রভৃতি অখিল দেববৃন্দ ভয়াকুল ও ক্ষীণদেহ  
হইয়া আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের প্রতি  
করণা বিস্তার করিবার জন্য আপনি এইরূপ অতিভীষণ  
নৃসিংহরূপের অবতার গ্রহণ করিয়াছেন । আপনি বিস্তারিত  
ও ভীষণ উচ্চ ধ্বনি দ্বারা আকাশের তারাসমূহ বিদীর্ণ  
করিয়াছেন ।

আপনাদের মৃত্যু হইবে বলিয়া যে সকল দেবতা যুদ্ধ  
করিবার জন্য সবেগে যথাশক্তি চলিয়া আসিয়াছিলেন, সেই

ঢটুল ভটরগিত<sup>৩</sup> পরিভবকর ধরগিধর কুলিশঘনঘটনো-  
 ঙ্গুত ধ্বানাস্তকারি শীংকারনির্জিত ঘনঘনগর্জিত, উর্জিত  
 বিটকগর্জিত, সদ্গুণগণোর্জিত স্বকথলতর্জিত, যোগিস্বজ-  
 নার্জিত সর্বমলবর্জিত ভক্তজননির্জিত লক্ষীঘনকুচনিকট  
 বিলুপ্তন বিলম্বকুঙ্কমপঙ্ক শঙ্কাকর বহুলতরুণারুণমণিনিক-  
 রানুরঞ্জিত। বিজিত শশাঙ্কপূর্ণমণ্ডলবৃত্ত স্থলধনলমুজ্জাগনি-  
 ঘটিত দিব্য মহাহার। ললিত দিব্যবিহার বিহিত দিতিজ

সকল দেবতাগণের দক্ষতার সহিত পটহবাদ্যের বিকট শব্দ  
 করিলে এবং সেই শব্দে উদ্ভট অশ্রুসৈন্যগণ পরিব্যাপ্ত হইয়া  
 ভীষণ শব্দ করিলে, আপনি তাহাদের শব্দ পরাভব করিয়া-  
 ছেন। হে ধরগিধর! বজ্রের ঘনঘর্ষণে যে শব্দ উৎপন্ন হয়,  
 আপনি সেই শব্দের, বিনাশকারী শীংকার রবে বর্ষাকালের  
 মেঘগর্জনেও পরাস্ত করিয়াছেন। আপনি পাষণবিদারণ-  
 কারী অস্ত্রের ঝায় প্রবল ও ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়াছিলেন।  
 আপনি সদ্গুণরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ, আপনি নৃশংসদিগের  
 আত তর্জনে গর্জনে জাগিয়া থাকেন, সাধু যোগিগণই কেবল  
 আপনাকে পাইয়া থাকেন, আপনি সকল প্রকার মালিন্য বা  
 পাপ দ্বারা সংস্কৃত নহেন, ভক্তগণ আপনাকে জয় করিতে  
 পারে।

কমলাদেবীর নিবিড় কুচপ্রান্তে লুপ্তিতভাবে যে কুঙ্কম-  
 চূর্ণ সংলগ্ন আছে, তাহার ত্রাসজনক অতিবহুল তরুণ রক্তবর্ণ  
 রক্তরাশি দ্বারা আপনি অনুরঞ্জিত। পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলবিজয়ী  
 বর্তূল অথচ স্থূল, শুভ্রবর্ণ মুক্তা ও মণিগয় মনোহর হার  
 আপনার গলদেশে শোভা পাইতেছে। আপনি দৈত্যকে



প্রহার লীলাকৃতজগদ্ব্যবহার, সংসৃতিদুঃখসমুদ্রাপহার,  
বিহিতদনুজসংহার যুগান্তভুবনীপহার অপেষ আশি-  
গণবিহিত স্কৃত দুষ্কৃত সূদীর্ঘদণ্ডপ্রামিত বৃহৎকালচক্র-  
ভ্রমণ কৃতলক্ষপ্রারম্ভ, স্বাবরজস্বমাস্ত্রক সকল জগজ্জাল-  
ধারণ সমর্থ, ব্রহ্মাণ্ডনামধেয় মহাভাণ্ডকরণ প্রবীণকুস্ত-  
কার । নিরস্ত সৰ্ববিকার, বিচিত্র বিবিধ প্রকার,  
ত্রিভুবনপুরপ্রাকার, অনিরূপিত নিজাকার । নিয়মিত  
ভিকালরূপত রসপরিমিত ভোজ্যমাত্রসন্তোষ বলবিজিত-

প্রহার করিয়াছেন, আপনি লীলা করিয়া এই জগতের ব্যব-  
হারকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন । আপনি সংসাররূপ  
দুঃখ সমুদ্র অপহারণ করিয়া থাকেন, আপনি দৈত্যসংহার  
করিয়াছেন । আপনি প্রলয়কালে জগৎ গ্রাস করিয়া থাকেন,  
সমস্ত জীবগণ যে স্ব-স্ব পাপ পুণ্যরূপ সূদীর্ঘ দণ্ডের অনুষ্ঠান  
করিয়াছে, সেই দণ্ড দ্বারা ঘূর্ণমান কালচক্রের ভ্রমণবিময়ে  
আপনি উপক্রম করিয়া থাকেন । স্বাবরজস্বমাস্ত্র-  
বিশ্বরাসি ধারণ সমর্থ, ব্রহ্মাণ্ড নামক মহাভাণ্ড নিৰ্ম্মাণ করাতে  
আপনি একজন সূদক্ষ কুস্তকার স্বরূপ । আপনি সকল  
প্রকার বিকার নিরস্ত করিয়াছেন । আপনি অপূৰ্ব্ব বিবিধ  
আকার ধারণ করিয়া থাকেন, আপনি ত্রিভুবনরূপ নগরের  
প্রাচীর স্বরূপ, অথচ আপনার আকার কেহই নিরূপণ  
করিতে পারে না ।

যাঁহারা নিয়মিত ভিকালরূপ নীরস ও পরিমিত আহা-  
রমাত্র পাইয়া সন্তুষ্ট থাকেন, যাঁহারা বলপূর্ব্বক কাম, অহংকার,

মদমদন নিদ্রাদিদোষ ধনজনস্নেহলোভ লোল্যাদি দৃঢ়-  
বন্ধনছেদনরূপমৌখ্য, পতত কৃতযোগাভ্যাস নির্মলাভঃকরণ  
যোগীন্দ্রকৃতসম্মিধান, সকলপ্রধান, ত্রিজগন্মিধান, ক্ষুভিত-  
প্রধান, স্বশুভাভিধান, মায়াপিধান, মদবিকসদম্বরভট-  
মুকুটবদনবিহারনয়ন, বিচলদসিবিভতভুজ, বিকচ কচ-  
ঘনপলল নররুধির ক্রমকল্লিত ফুল্লকমল মীনচঞ্চল  
তরঙ্গ মহাজলুক শৈবালজাল দুস্তরপঙ্কজলনিবহ কলিত

নিদ্রাদি দোষ, আত্মীয়জন, ধন, স্নেহ মমতা ও লোভ এই  
সকল জয় করিয়াছেন এবং যাঁহারা বাসনা প্রভৃতি দৃঢ়বন্ধন  
ছেদন করিয়া সুখ লাভ করিয়াছেন। আর যাঁহারা সর্বদা  
যোগাভ্যাস করিয়া নির্মলচিত্ত হইয়াছেন, এইরূপ যোগীন্দ্র-  
গণের নিকটে আপনি সম্মিহিত হইয়া থাকেন। আপনি  
সকলের প্রধান, আপনি ত্রিভুবনের আশ্রয় স্বরূপ, আপনি  
ব্যথিত লোকের একমাত্র পরম মহায়। আপনি ভক্তগণের  
নিকটে মঙ্গলময়, আপনি মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া থাকেন।  
~~আপনি~~ আপনি মননকৃত অম্বরসৈন্যদিগের মুকুটশোভিত বদন  
ও নয়নের নিকটে হস্তে খড়্গ চালনা করিয়া থাকেন,  
ভীষণ দৈত্যসেনা মৃত হইয়া পতিত হওয়াতে যেন এক  
প্রকাণ্ড জলাশয় নির্মিত হইয়াছে, সেই ভীষণ জলাশয়ে  
অম্বরগণের সুন্দর ও ঘনকুঞ্চিত কেশকলাপ, মনুষ্যগণের  
রক্তপ্রণালী দ্বারা রচিত ফুল্ল মুখপদ্ম, চক্ষুরূপ মৎস্তরাশি  
বিরাজমান আছে, তাহাতে সাতিশয় তরঙ্গ হইয়া থাকে,  
বৃহৎ বৃহৎ জলৌকা, শৈবালরাশি এবং গাঢ়কর্দম ও অতল-  
স্পর্শ জল আছে। আপনি এইরূপ জলাশয়ের আলোড়ন

মহাস্বর পুতনাকমলিনী বিলোড়ন কেলিপ্রিয় বনমত্ত-  
বারণ, শিষ্টজনভাবন, দুষ্কজনকীরণ, শিশুজনতারণ,  
দৈত্যবিদারণ, নিত্যসুবিচারণ, স্বকুসুখচারণ, সিদ্ধবল-  
কারণ, মুক্তজনধারণ, দুষ্টাস্বরবিদারণ, দুষ্কনিবর্হণ ।  
আতপপ্রবোধিত সজ্জাতানাময় পদ্মবনোত্তমিত জ্বালা-  
সহস্রক্ষাররশ্মিজ্বালাপহ । শশিভাস্করাগ্নি ভাবিতান্য-  
ভয়ঙ্কর, ভাস্করময়ন সদা নিগুণনিরঞ্জন, সদাহমোখীকৃত

করিয়া ক্রীড়া করিতে অত্যন্ত ভাল বাসেন, আপনি সেই  
জলাশয়ের কমলকুল নিমূল করিতে বন্য মত্তমাতঙ্গের ন্যায়  
কার্য্য করিয়া থাকেন । আপনি দুষ্কদিগের দমন এবং  
শিষ্টজনদিগকে পালন করিয়া থাকেন, আপনি শিশুদিগকে  
ত্রাণ, দৈত্যগণকে বিদারণ করিয়া থাকেন এবং আপনি নিত্য  
সুন্দররূপে বিচরণ করিয়া থাকেন । সুখসঞ্চার করিয়া  
আপনিই সিদ্ধপুরুষদিগের বলসম্পাদন করেন, মুক্ত পুরুষ-  
দিগের আপনি আশ্রয়, আপনি দুষ্কদৈত্য এবং দুষ্কলোকের  
বিনাশ ও নিগ্রহ করিয়া থাকেন ।

রৌদ্রবিকাশিত, সুন্দরভাবে সমুৎপন্ন, অশুক (অমলিন)  
কমলবনে প্রবলভাবে মর্দিত, কিরণসহস্রের বিকাশদ্বারা  
আপনি কিরণপ্রভা নাশ করিয়া থাকেন । চন্দ্র, সূর্য্য এবং  
অগ্নিরূপে স্বীকৃত, অশ্ব তেজস্বী বস্তুরও আপনি ভয়োৎপাদন  
করিয়া থাকেন । সূর্য্যই আপনার চক্ষু, আপনি সর্ব্বদা  
নিগুণ এবং নিরঞ্জন । আপনি সর্ব্বদাই ভক্তগণের মনো-  
বাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন, আপনি অপ্রিয় বস্তু হৃদয়ে

ভক্তবাঞ্ছা সূদুরোৎসারিতা বাঞ্ছা, ধাতুবিহিতপাদপ্রক্ষালন, বিচিত্রপাপস্বধুনীধার, সকললোকাধার, নিরাধার, শিত-  
তরঙ্গদর্শনধারোৎকৃষ্টকৈটভাদ্যস্বরগণ, নালোচ্ছলক্রোধির-  
ধার, ভুবনসম্মোহকাম, সত্যতসম্পাদিত স্বজনকাম, সদা-  
সম্পূর্ণকাম, সংহত বিপক্ষোৎক্ষেপণ সংস্থাপনাদি বিহিত  
সকলভুবনক্ষেম, সুরমমুজনিবহনুতচরণ, নিজবিহিত-  
পথততি নিবাহিত ছরিতনিবহ, ভয়রহিত বলবদস্বরগণদ-

নিরাকৃত করিয়া থাকেন । বিধাতা আপনার পাদপ্রক্ষালন  
করিয়া থাকেন, আপনি পরিব্যাপ্ত পাপের গঙ্গাজলপ্রবাহ ।  
আপনি সকল লোকের আধার, অথচ আপনার কোন আধার  
নাই, অত্যন্ত সুশাসিত সূদর্শনচক্র দ্বারা আপনি মধুকৈটভ  
প্রভৃতি অসুরদিগকে উচ্ছেদ করিয়াছেন । \* আপনার নাল  
হইতে রক্তধারা উচ্ছলিত হইতেছে, আপনি জগৎ মুগ্ধ করিয়া  
থাকেন । আপনি সর্বদাই আজ্ঞাত্তদিগের অভীষ্ট সম্পা-  
দন করিয়া থাকেন । আপনি সর্বদাই পূর্ণগনস্ফাগ, আপনি  
“বিপক্ষ” রাশি-দলন করিয়াছেন । অবশেষে তাহাদিগকে  
উর্দ্ধে নিক্ষেপ ও সংস্থাপনাদি দ্বারা সমস্ত জগতের মঙ্গল  
স্থাপিত করিয়াছেন, অমর ও মনুষ্যগণ আপনার চরণের  
স্তব করিয়া থাকে । আপনি যে সকল পথের বিস্তার  
করিয়াছেন, সেই সকল পথ দ্বারা পাপরাশি নিবারণ  
করিয়াছেন, নির্ভীক ও বলিষ্ঠ অসুরদিগকে নিধন করিয়া  
আপনি সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হইয়াছেন ।

আপনি হস্তে সূদর্শনচক্র ধারণ করিয়া আছেন । অমর-  
র এবং মুনীভ্রগণ আপনাকে স্তব করিয়া থাকেন । আপনার

মন, পরিচিততর, ধূতরথচরণ, সুরবরমুনিজনবিশ্রুত, বিবিধ-  
সুচরণ, বিবুধধন, বিবুধজননিকরঙ্গারণ, সদৃশীকৃতাজনজন-  
দোষভঞ্জন, ঘন চিহ্নিরঞ্জন, ভববিশ্বনাটককার, অজি-  
জস্বঃসিকুধার, গন্ধস্বক্শ্মুতচক্রধার, জনিতকাম, বিগত-  
কাম, ছুৰ্ভুতমনিখনক্ষম, সততপ্রতীত ত্রিগুণব্যতীত  
প্রণতবৎসল নমস্তু নমস্তু নমস্তু ॥ ৪৫ ॥

শ্রীনারদ উবাচ ॥

স্ববস্তু ইতি গোবিন্দগানন্দাশ্রপরিপ্লুতাঃ ।

অব্যক্তবাচস্তেন ত্বাং প্রাপুরিষ্টবরান্ হরেঃ ॥ ৪৬ ॥

সুন্দর চরণ নানাবিধ, আপনি দেবতা ও পণ্ডিতদিগের ধন ।  
আপনি দেবতা এবং পণ্ডিতসমূহের রক্ষাকর্তা, আপনি অঞ্জন  
সমান করিয়াছেন । আপনি জনগণের অপরাধভঞ্জন করিয়া  
থাকেন, যাহারা ঘন ঘন চীৎকার করে, আপনি সেই সকল  
ভক্তের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন । আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড-  
রূপ নাটক সকল নির্মাণ করিয়াছেন । আপনারই চরণ  
হইতে সুরধণীর জলধারা উৎপন্ন হইয়াছে । আপনার  
চক্রধারা হইতে মধুভূল্য শোণিতধারা নির্গত হইতেছে ।  
আপনি লোকের কাম উৎপাদন করিয়া থাকেন, অথচ  
স্বয়ং নিষ্কাম । আপনি এককালে ছুরাচারদিগকে উন্মূলন  
করিতে সমর্থ । অধিক কি, সর্বদা প্রতীত, অথচ আপনি  
নিজে ত্রিগুণাতীত, অতএব হে ভক্তবৎসল ! আপনাকে  
নমস্কার, আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার ॥ ৪৫ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, সেই সকল দেবতা ও ঋষিগণ এই-

পশুংসু দেবেষু ততোহতিহর্ষাৎ

প্রহ্লাদগীশোহভিষিষেচ রাজ্যে ।

তদাজ্ঞয়া পূর্ববদেব চক্রে

বহিঃ স্তম্ভঃ সমভং পুরাণ্যং ॥ ৪৭ ॥

দেবাদিভ্যোহথ নাথপ্রবরবরচয়ং দৈত্যসূনোশ্চ দত্ত্বা

কৃষ্ণা শান্তিং ত্রিলোক্যাঃ স্বকৃতনিধনতো রক্ষমাঞ্চাপি শান্তিং ।

স্বর্বাদ্যেষু ধনংসু এবিকচ স্তমনোবর্ষমুক্ষুন্মদেয়ু

প্রীতৈস্তৈস্তুয়মানঃ প্রথিত পৃথুগোহস্তর্দধে দিব্যসিংহঃ ॥ ৪৮ ॥

রূপে নরসিংহের স্তব করিয়া অক্ষুটবাক্যে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, হরির নিকট হইতে অভীষ্ট বর সকল প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর সেই সকল অমরগণ অত্যন্ত আনন্দের সহিত দর্শন করিলে, নারায়ণ প্রহ্লাদকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন । তাঁহার আজ্ঞাক্রমে সেই বহি পূর্বের ন্যায় রাজধানী ও শোভন সভাকে দত্ত্ব করিল ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু দেবতা ও ঋষিদিগকে এবং দৈত্যকুলার প্রহ্লাদকে শ্রেষ্ঠ বর সকল দান করিয়া ত্রিভুবনের শান্তি করিলেন । আর স্বয়ং বিনাশ করাতে দৈত্যকুলেরও সংহার করিলেন; তৎকালে বিকসিত পুষ্পরূপে বর্ণন করিয়া প্রবলবেগে স্বর্গীয় বাদ্য সকল শব্দিত হইলে, সেই সকল দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে নিজের অসীম অসামান্য গুণরাশি বিস্তার করিয়া, সেই দিব্য নরসিংহ অস্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৮ ॥

ততস্তমুদ্दिष्ट জনাঃ সুরাদ্যাঃ  
 প্রণম্য হৃষ্টাঃ পুলকাক্ষপূতাঃ ।  
 তৎকর্ম চিত্রং কথয়ন্ত ঐশং  
 ভক্ত্যা স্মরন্তঃ স্বপদানি জগ্মুঃ ॥ ৪৯ ॥  
 মহর্ষয়স্তত্র সমাগতা যে  
 তে চিত্রসিংহং ন তথা শশংস্বঃ ।  
 যথা মুণীন্দ্রস্পৃহণীয়মৃত্যুং  
 দৈত্যান্ সিংহাদমতঃ কৃতার্থান্ ॥ ৫০ ॥  
 তে হোচুরদ্ধা বত লোকবাদাঃ  
 পস্থা নথেষ্টং বলিনাং মদেতি ।  
 ক্রেশান্ত সর্বে বশিনাং মদেভে  
 ভবাক্ষমুত্তৈ ক মতিঃ পরেশাং ॥ ৫১ ॥

তাহার পর দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম  
 করিয়া হৃষ্টচিত্তে রোমাঞ্চ এবং অশ্রুজলে পরিব্যাপ্ত হই-  
 লেন, অবশেষে তাঁহার অদ্ভুত কার্য্য বলিতে বলিতে ভক্তি-  
 পূর্ব্বক নারায়ণকে স্মরণ করত নিজ নিজ স্থানে গমন  
 করিলেন ॥ ৪৯ ॥

সেই স্থানে যে সকল মহর্ষিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন,  
 তাঁহারা যে সকল মুণীন্দ্র নৃসিংহ হইতে তাহাদের মৃত্যু  
 কামনা করিয়াছিলেন, সেই সকল ছুরাচার অথচ কৃতকার্য্য  
 দৈত্যগণের কথা যেরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই-  
 রূপ অপূর্ব্ব সিংহের কথা আলোচনা করেন নাই ॥ ৫০ ॥

পরে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, হায় ! যথার্থই এই-  
 রূপ জনপ্রবাদ সকল বিদ্যমান আছে । বলিষ্ঠদিগের পথ

বয়ং ব্রতাত্মা উত সচ্চরিত্রা  
 বহিস্থিতা বিষ্ণুযুগ্মচ দৈত্য্যঃ ।  
 মনোহরেন্দ্রেণ সহস্রভূত্যে-  
 ইন্দ্রাদিভিচ্চার্চিত এব পূর্বং ॥ ৫২ ॥  
 তথাপি ভক্ত্যা ভগবান্ যদেতে  
 প্রহ্লাদতশ্চাপ্যধিকং কৃতার্থাঃ ।  
 মূর্তিস্ত তেষামিতি সংস্রবন্তে।  
 মিথো বদন্তে নৃহরিং স্তবন্তঃ ॥ ৫৩ ॥  
 যযুশ্চ তীর্থানি তথাশ্রমাংশ্চ  
 দৃষ্ট্বা তথা পূর্বমঘেক্ষনাগ্নিঃ ।

যদৃচ্ছাক্রমে সর্বদাই ঘটয়া থাকে, তাহারা বশীভূত, তাহা-  
 দেব এই সমস্তই ক্লেশ, অতএব ভবসাগর হইতে মুক্তি পাই-  
 বার জন্য পরমেশ্বর হইতে 'মৃত্যু কোথায় ? ॥ ৫১ ॥'

আমরা ব্রতপরায়ণ অথবা সচ্চরিত্র এবং বহিঃস্থিত  
 দৈত্যগণ বিষ্ণুভক্ত । বোধ হয়, এই দৈত্যপতি সহস্র সহস্র  
 দাসদাসী হস্তী, অশ্ব, রথ এবং অট্টালিকা দ্বারা পূর্বের নিশ্চ-  
 য়ই বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

তাহারা যে কোন এক অপূর্ব ভক্তিবোধে পূজা করিয়া  
 ছিল, তাহাতে আর সংশয় নাই । এই হেতু ইহারা প্রহ্লাদ  
 অপেক্ষাও অধিক কৃতকার্য হইয়াছে । তাহাদের মৃত্যুও  
 প্রশংসনীয় । এইরূপে তাহারা পরস্পর বলিতে বলিতে  
 নরহরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

এইরূপে তাহারা অপূর্ব পাপ কার্যের অগ্নি নিরীক্ষণ  
 করিয়া, নানাবিধ তীর্থ ও বিবিধ আশ্রমে গমন করিয়াছি-



দৈত্যেন্দ্রপুত্রোহপি তদাজ্ঞরৈশ  
 রাজ্যং পরং বিষ্ণুময়ঃ শশাং ॥ ৫৪ ॥  
 ন হ্যস্মি চিন্তং লঘুরাজ্যতৃষ্ণং  
 হীহুতাজ্যাত্মভক্তিরাজ্যং ।  
 পশ্যন্ জগদ্বিষ্ণুময়ং মহাত্মা  
 মহাত্মভির্গীতগুণঃ পৃথিব্যাং ।  
 কীর্ত্তিং কলেভীতিকরীং বিধায় .  
 কালে হরিং প্রাপ ম পূতলোকঃ ॥ ৫৫ ॥  
 শ্রীনারদ উবাচ ॥  
 ঈদৃক্ প্রভাবোদনুজেন্দ্রনু-  
 র্ময়া ভবন্ত্যঃ কথিতো দ্বিজাশ্রমঃ ।  
 কথাহি যশ্শেষপদাশ্রয়াঢ্যা .  
 পুন্যতি গঙ্গেন সদা ত্রিলোকীং ॥ ৫৬ ॥

লেন । তৎপরে দৈত্যরাজকুমারও বিষ্ণুময় হইয়া সেই  
 বিশাল রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

কিন্তু প্রহ্লাদের চিত্ত এইরূপ ক্ষুদ্ররাজ্যে মন্তুষ্ট হয়  
 নাই । কারণ, প্রহ্লাদের অন্তঃকরণ নারায়ণের চরণে উত্তম  
 ভক্তিরাজ্য জানিতে পারিয়াছিল । এই কারণে মহাত্মা  
 প্রহ্লাদ জগৎ বিষ্ণুময় দর্শন করিতেন এবং মহানুভাবগণ  
 পৃথিবীতে তাঁহার গুণবর্ণন করিতেন, তাঁহার স্মৃতি শুনিয়া  
 কলিও ভয় পাইয়া থাকে । এইরূপে বিশ্বপাবন দৈত্যকুমার  
 কালে হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, হে দ্বিজবরগণ ! এইরূপ মহাত্মা-  
 শালী দৈত্যরাজকুমারের কথা আমি তোমাদিগকে বলি-

আপৎস্ব সৰ্ব্বাষপি তং স্মরন্তঃ  
 প্রহ্লাদমীশেন ন তাঃ স্পৃশেয়ুঃ ।  
 জনান্ কদাচিন্নু তৎপ্রিয়ত্বা-  
 দ্বিষোঃ সুদা সন্নিহিতে কুতস্তাঃ ॥ ৫৭ ॥  
 শ্রদ্ধা নৃসিংহায়রংগং স্মরারেঃ  
 প্রাপ্নোতি বিষণ্য স্মরণং নরোহন্তে ।  
 রোগগ্রহাণ্যাদি তস্যাসি দূরে  
 নৃসিংহতেজঃ স্মরতামনন্তঃ ॥ ৫৮ ॥  
 স্মধুরাং জগতামপি সেবতাং  
 মুদিতহংসকুলাং ধবলামিমাং ।

রাছি। গঙ্গা যেরূপ ত্রিভুবন পবিত্র করেন, সেইরূপ প্রহ্লা-  
 দের হরিপাদপদ্মসেবন সংক্রান্ত কথা ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া  
 থাকে ॥ ৫৬ ॥

দেখ, যে সকল লোক সমস্ত বিপদেই সেই নারায়ণের  
 সহিত প্রহ্লাদকে স্মরণ করে, সেই সকল বিপত্তি তাহা-  
 দিগকে কখন স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব তাঁহার  
 প্রিয় বলিয়া সর্বদাই যিনি তাঁহার সন্নিহিত, কিরূপে সেই  
 সকল বিপদ তাঁহাকে স্পর্শ করিবে ॥ ৫৭ ॥

নৃসিংহের নিকট হইতে অস্মরপতির মৃত্যু বিবরণ শ্রবণ  
 করিয়া, মানব জীবনান্তে বিষ্ণুপদ পাইয়া থাকে। বাহারা  
 নৃসিংহের অনন্ত তেজ স্মরণ করে, তাহাদের আধি, ব্যাধি,  
 গ্রহ ও উপদ্রব জনিত অন্ধকার রাশি দূরে পলায়ন করে ॥ ৫৮ ॥

যেরূপ ত্রিজগতের সেবিত, হংসকুলের আনন্দদায়িনী,  
 শ্রেতবর্ণা, স্মধুরা, বিষ্ণুপাদপদ্মমুদ্রবা এই গঙ্গাকে কোন

তাজ্জতি বিষ্ণুপদাশ্রয়বন্দিতা-

মিহ কথাং কৃতধীর্হৃদীনদীকঃ ॥ ৫৯ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিস্বধোদয়ে প্রহ্লাদ-  
চরিতে ষোড়শোঃ অধ্যায়ঃ ॥ \* ॥ ১৬ ॥ \* ॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পরিত্যাগ করেন না, সেইরূপ ত্রিভুবনের  
পূজ্য পরমহংস যোগিগণের আনন্দবিধায়িনী, সত্ত্বগুণপ্রযুক্ত  
নির্দ্বন্দ্ব-শ্রুতিস্বত্বকর বিষ্ণুপাদপদ্মসেবা সংক্রান্ত কথা, এই  
জগতে কোন্ স্মৃতি পণ্ডিত পরিত্যাগ করিতে সমর্থ  
হন ? ॥ ৫৯ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিস্বধোদয়ে শ্রীরাগনারা-  
য়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে প্রহ্লাদচরিতে ষোড়শ অধ্যায় ॥ \* ॥

## হরিভক্তিসুধোদরঃ ।

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।



ইতি প্রহ্লাদচরিতং নৈমিষীয়া মহর্ষয়ঃ ।

নিশম্য হর্ষাদেবর্ষিং প্রোচুর্ভাগবতোত্তমং ॥ ১ ॥

শ্রীশৌনকাদয় উচুঃ ॥

অহো মর্ত্য! অপি স্মিৎস্বং প্রসাদাদ্বয়ং সুধাং ।

পিবামো দুর্লভাং ধন্যা ইচ্ছয়েশকথাভিধাং ॥ ২ ॥

যদ্বা দোষঃ সুধাসাম্যং কপায়াং বদতাং হরেঃ ।

যথামরত্বং নিত্যং স্মারহি মন্বন্তরাবধি ॥ ৩ ॥

---

নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণ এইরূপে শ্রীপ্রহ্লাদের চরিত্র  
শ্রবণ করিয়া আনন্দভরে ভাগবতশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদকে  
বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

শৌনকাদি বলিলেন, আহা! প্রভো! আমরা মানব  
হইয়াও আপনার কৃপায় যদৃচ্ছাক্রমে নারায়ণের কথারূপ  
দুর্লভ সুধাপান করিয়া কৃতার্থ হইলাম ॥ ২ ॥

অথবা আমরা যে হরির কথাতে সুধার সাদৃশ্য বলি-  
তেছি, তাহাতে আমাদের কোন দোষ নাই। দেখুন, যেমন  
অমরগণের অমরত্ব নিত্য নহে, মন্বন্তর পর্য্যন্ত তাঁহাদের  
অমরত্ব থাকে এই স্থানেও সেইরূপ জানিবে ॥ ৩ ॥

ক্ষমসুনো সুরাগ্রাস্ত্রঃ স্বধাবার্তাপরাধুর্থঃ ।  
 পিবনীশকথাং নিত্যং স্বধায়। ক্ষুটমন্তরং ॥ ৪ ॥  
 ততোহন্যং সর্বতপসাং ফলং কাক্ষামহে যয়ং ।  
 ত্যক্ত্ব। নৃণাং সঙ্গমস্ত্বংসঙ্গমোভ্যুদয়াবহঃ ॥ ৫ ॥  
 অহো ভাগবতং ক্ষেত্রং বদ দৈত্যপতেঃ পুরং ।  
 তত্রস্থা যোগিহুস্ত্রাপং সর্বে প্রাপুর্হরিং যতঃ ॥ ৬ ॥  
 মুনিবর্য্য সহস্রেষু কশিচ্ছক্ৰোতি বা ন বা ।  
 যং স্মর্তুংস্তে তং সাক্ষাং পশ্যন্তস্তে তমুর্জহঃ ॥ ৭ ॥

হে ব্রহ্মপুত্র ! আপনি দেবতাগণের অগ্রগণ্য, অধচ  
 অমৃত সম্বাদে আপনার রূচি নাই অর্থাৎ আপনি স্বধা  
 বিষয়ে পরাধুর্থ। আপনি কেবল হরিকথাই পান করিয়া  
 থাকেন। হরিকথা অমৃত হইতে মতাই অনেক দূরবর্তী  
 জানিবেন ॥ ৪ ॥

আমরা মনুষ্যগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অমৃত ব্যতীত  
 সঙ্গস্ত তপস্তার ফলস্বরূপ হরিকথা পার্থনা করিতেছি।  
 কারণ, আপনার সঙ্গ সকল প্রকার অভ্যুদয়ের কারণ ॥ ৫ ॥

আহা দৈত্যপতির নগর যে কিরূপ হরিক্ষেত্র, তাহা  
 আপনি বর্ণনা করুন। কারণ, দৈত্যপুরবাসী সকল লোক  
 যোগীগণের ছল্লভ হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

মুনিবর ! সহস্রের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি অন্তকালে  
 যে হরিকে স্মরণ করিতে পারে কি না পারে, দৈত্যপুরবাসী  
 সেই সকল লোক প্রত্যক্ষ হরিকে দর্শন করিয়া দেহত্যাগ  
 করিয়াছে ॥ ৭ ॥

মুমূৰ্ষতাং যঃ শ্রবণে মত্তরৈরূপদিশ্যতে ।

স্মর স্মরেশমিত্যাদৈন্তঃ তেহগ্রে নদৃশ্ব্যতো ॥ ৮ ॥

ক্ৰমং তে দৈত্যবেশেন স্থিতা ভাগবতোক্তমাঃ ।

বিজ্ঞায়তে হি গরণে জনানাং সারকল্পতাং ॥ ৯ ॥

ইহ তাবদুরাচারৈস্তৈঃ স্বাসিন্ কিং কৃতং পুরা ।

ন হ্যেতদল্পপুণ্যস্য ফলং সৰ্ব্বজ্ঞ তদ্বদ ॥ ১০ ॥

ভক্তানাং স্বদৃঢ়ঃ শ্রদ্ধা হৃষ্টরোমাথ সন্মুনিঃ ।

স্বতেশাচ্ছতমাহায়াং গ্রাহ হৰ্ষাশ্রগদগদঃ ॥ ১১ ॥

শ্রায়তাং দেবদেবস্য মহিমা হৃদুতঃ প্রভোঃ ।

মুমূৰ্ষ ব্যক্তিদিগকে কণকুহরে “নারায়ণকে স্মরণ কর স্মরণ কর” ইত্যাদি বচনে মত্তর হইয়া যাঁহার বিময় উদ্যোগ দেওয়া হয়, দৈত্যপূজাবাসী লোক সকল গরণ সময়ে সেই হরিকে সম্মুখে দর্শন করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

নিশ্চয়ই দৈত্যরূপে সেই সকল প্রধান ভগবদ্ভক্তগণ বাস করিয়াছিলেন, কারণ, গরণকালেই লোকদিগের সারত্ব এবং ফলত্ব জানিতে পারা গিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

প্রভো ! সেই সকল পাপিষ্ঠ চুরাচারগণ ইহ জগতে পূৰ্বে কি কার্য্য করিয়াছিল, হে সৰ্ব্বজ্ঞ ! ইহা সাগাশ্রুতপন্থার ফল নহে, অতএব আপনি তাহা বর্ণন করুন ॥ ১০ ॥

অনন্তর মুনিবর মারদ ভক্তগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিতকলেবরে আনন্দাশ্রুপাত পূৰ্ব্বক অশ্রুট-স্বরে নারায়ণের অপূৰ্ব্ব মাহাত্ম্য স্মরণ পূৰ্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

যাঁহা দ্বারা সাধুজনের হিংসাকারী দৈত্যগণের সাধুজন-

সংপ্রার্থ্যাকৃত্যতির্বেন সঙ্গমাং সর্বসংক্রহাং ॥ ১২ ॥

ভো বিপ্রাস্তংকৃতার্থে নপূর্বোগ্রতপোজপঃ ।

যোগো যোগোহথ বা হেতুঃ কিন্তু নিত্যং হরিস্মৃতিঃ ॥ ১৩ ॥

সাত জিজ্ঞাসয়া স্বার্থমত্যা জ্ঞানেন বা নহি ।

কিন্তু মৎসররোমাত্যাং মহিমাহো হরিস্মৃতেঃ ॥ ১৪ ॥

স হি জন্ম প্রভৃত্যেব হরিং স্মৃষ্টি মহাম্বরঃ ।

দিবানিশং তং স্মরতি তত এবাতিমৎসরী ॥ ১৫ ॥

মানী মৎসরবাৎসহজু নৃথ্য স্মরতি সর্বদা ।

নৈবং প্রিয়ং প্রিয়ো যস্মাদমর্ষবহুলা জনাঃ ॥ ১৬ ॥

বাঞ্ছিত সদ্গতি হইয়াছিল, সেই দেবদেব মহাপ্রভু নারায়ণের অপূর্ব মহাজ্ঞান জ্ঞান করুন ॥ ১২ ॥

‘হে ব্রাহ্মগণ ! তাহারা যে এইরূপ কৃতার্থ হইয়াছিল, সেই বিগ্নে তাহাদের পূর্ব জন্মের কঠোর তপস্যা, জপ, যোগ এবং যোগ কারণ নহে, কিন্তু নিত্য হরিস্মরণই তাহাদের সদ্গতির মুখ্যহেতু জানিবেন ॥ ১৩ ॥

সেই হরিস্মৃতি স্বার্থসাধন জন্ত জিজ্ঞাসা অথবা জ্ঞান দ্বারা হয় নাই, কিন্তু মাৎসর্য এবং কোপ প্রযুক্ত ঘটিয়াছিল, স্মরণের কি আশ্চর্য্য মহিমা ॥ ১৪ ॥

সেই মহাদৈত্য জন্মাবধি নিশ্চয়ই হরির প্রতি ঘৃণা করিতেন, এই কারণেই ‘অত্যন্ত মাৎসর্য প্রকাশ পূর্বক দিব্যরাত্র তাঁহাকে স্মরণ করিতেন ॥ ১৫ ॥

যে রূপ অহঙ্কারী এবং মাৎসর্যযুক্ত মনুষ্য সর্বদা শত্রুদিগকে স্মরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রিয়বক্তি প্রিয়-

সুসদা কোপতঃ সাধুন্ হরিবুদ্ধ্যা তদাশ্রয়ান্ ।  
 বাধতে সৰ্ব্বযজ্ঞাংশ্চ তং মত্তাখিলযজ্ঞপং ॥ ১৭ ॥  
 দেবান্ বিষ্ণুময়ান্ মত্তা দেষ্টি দুষয়তি শ্রুতিঃ ।  
 তজ্জ্ঞাপিকা ইতি ক্রোধান্তৈশ্চবাজ্ঞা ইতি স্মরন্ ॥ ১৮ ॥  
 অগ্নন্ পিবন্ ভজন্ কাস্তাস্তান্শূলান্দীশ্বদম্ সদা ।  
 স্মরতীশং স্তবং স্বীদৃক্ কুতস্ত্যেতি মৎসরী ॥ ১৯ ॥  
 স্বপ্নেহপি বদ্ধৈবরত্वाচ্চক্রিণং যুদ্ধনির্জিতং ।  
 দ্রাবয়মিব তং পশ্যন্মোদতেহন্ধিক্ষিপামিব ॥ ২০ ॥

ব্যক্তিকে স্মরণ করে না। যেহেতু মনুষ্যাগণ অত্যন্ত মাৎসর্য-  
 দোষ পরিপূর্ণ ॥ ১৬ ॥

দৈত্যপতি কোপ একাশ পূর্বক হরিবুদ্ধি করিয়া হরির  
 আশ্রিত লোকদিগকে সগস্ত যজ্ঞ এবং হরিকে সকল যজ্ঞের  
 ঈশ্বর ভাবিয়া সৰ্ব্বদা বাধা ও হিংসা করিতেন ॥ ১৭ ॥

অম্বররাজ দেবতাদিগকে বিষ্ণুময় ভাবিয়া দ্বেষ করিতেন  
 এবং নারায়ণেরই আজ্ঞা স্মরণ করিয়া হরিবোধিকা শ্রুতি-  
 দিগের প্রতি কোপ একাশ পূর্বক দোষারোপ করিতেন ॥ ১৮ ॥

খাইতে খাইতে, জলপান করিবার সময়, নারীদিগের  
 সহবাসে এবং তাস্থল ভক্ষণ করিতে করিতেও সেই মাৎ-  
 সর্যযুক্ত দৈত্যপতি সৰ্ব্বদাই হরিকে স্মরণ করিতেন অতএব  
 “তাহার এই প্রকার স্তব কোথায়” ॥ ১৯ ॥

এমন কি দৈত্যরাজ শক্রতা বদ্ধমূল হওয়াতে স্বপ্নাবস্থা-  
 তেও দর্শন করিতেন, যেন চক্রপাণিকে যুদ্ধে জয় কবিয়া  
 তাড়াইরা দিতেছেন এবং যেন তাঁহাকে তিরস্কার করিতে-  
 ছেন, ইহাতেই তাঁহার অন্তোষ হইত ॥ ২০ ॥



শৃণোতি বক্তি চ সদা হস্তার্ঘ্যমঘতিংকরাঃ ।  
 পুণ্যানি বিফুনানানি ভূতৈঃ স্বেচ্ছামুগৈঃ সদা ॥ ২১ ॥  
 ইতি দৈত্যোত্তরং ক্রোধঃ সর্বকৃত্যেযু সর্বদা ।  
 সঙ্কোদয়তি গোবিন্দস্মরণে সঙ্গুরুষথা ॥ ২২ ॥  
 সৈবা হরিশ্চিতিদৈত্যং ক্রোধাদপি কৃতা মতী ।  
 অনয়ং সঙ্গতিং বিপ্রাঃ সানুগং কিং নু বর্ণ্যতে ॥ ২৩ ॥  
 সোহয়ং দশাননো ভূহা চৈদ্যোভূহা চ মংগরী ।  
 হতো রাঘবকৃষ্ণাভ্যুং যুক্তোহতো ন জনিয়াতে ॥ ২৪ ॥

দৈত্যোত্তর উপহাস করিবার জন্য স্বেচ্ছাক্রমে অনুগামী  
 ভূতবর্গের সহিত হরিকথা সকল এবং পবিত্রে হরিনাম সকল  
 সর্বদা শ্রবণ ও নিরন্তর উচ্চারণ করিতেন ॥ ২১ ॥

যে রূপ সঙ্গুরু গোবিন্দকে স্মরণ করিবার জন্য শিষ্যকে  
 প্রেরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ক্রোধ দৈত্যপতিকে সকল  
 কার্যে সর্বদাই গোবিন্দস্মরণে প্রেরিত করিত ॥ ২২ ॥

হে ব্রাহ্মণগণ ! দৈত্যপতি যে কুপিত হইয়াও হরি-  
 স্মরণ করিতেন, সেই হরিস্মরণকালে অস্তরাজ যে অনুচর-  
 বর্গের সহিত সঙ্গতি পাইয়াছেন, ইহা আর কি বর্ণনা  
 করিব ॥ ২৩ ॥

সাংসর্গ্যযুক্ত এই হিরণ্যকশিপু লঙ্কাধিপতি রাবণ এবং  
 চৈদ্যপতি শিশুপাল ইহঁরা জন্ম গ্রহণ করেন । দশরথের  
 পুত্র রামচন্দ্র রাবণকে এবং বশুদেবকুণ্ডার ত্রীকৃষ্ণ শিশু-  
 পালকে বিনাশ করেন । অতরাং এই দৈত্যপতি যুক্ত হই-  
 য়াছেন, ইহঁকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না ॥ ২৪ ॥

ইং ক্রোধোহস্ম সৌকার জাতঃ কৃষ্ণাশ্রয়ো বিজাঃ ।  
 নমু কামোহপি গোপীনাং স্খচিত্তচরিতো হৃৎকঃ ॥ ২৫ ॥  
 কামক্রোধাবধঃপাতে জনানাং কারণং পরং ।  
 তাববেশাশ্রয়াবাস্তাং মূর্ত্যো গোপীস্বরস্বিনাং ॥ ২৬ ॥  
 স্খামিবাহিদংষ্ট্রাত্যাং চৌরাভ্যামিব সঙ্কনং ।  
 মোক্ষং তে স্মররোষাভ্যামলভন্তমহাদ্ভুতং ॥ ২৭ ॥  
 যদ্বা কিমদ্ভুতং শ্রুতো কারণং হি হরিস্মৃতিঃ ।  
 প্রধানং সাম্মারদেঘাস্তর্ভূবাস্তবিকারিণঃ ॥ ২৮ ॥

হে বিজগণ ! এই প্রকারে হরিসংক্রান্ত ক্রোধ দ্বারাও  
 দৈত্যরাজ মুক্তি লাভ করিয়াছেন । দেখ, কাম বশতঃ গোপী-  
 গণেরও মুক্তি ঘটিয়াছে, যেহেতু সেই হরির চরিত্র অত্যন্ত  
 বিচিত্র ॥ ২৫ ॥

কাম এবং ক্রোধ মনুষ্যগণের অধোগতির প্রধান কারণ  
 জানিবেন, কিন্তু সেই কাম এবং ক্রোধ হরিসংক্রান্ত হইয়া  
 নিশ্চয়ই গোপীগণ ও দেবহিংসাকারি অসুরদিগের মোক্ষের  
 কারণ হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

যে রূপ সর্পের দুইটি দন্ত হইতে অমৃত লাভ এবং দুইটি  
 তরুর নিকট হইতে উৎকৃষ্ট ধন লাভ হয়, সেইরূপ  
 অসুরগণ কাম এবং ক্রোধ হইতে মোক্ষ লাভ করিয়াছিল,  
 ইহাই পরম আশ্চর্য্য ॥ ২৭ ॥

অথবা মুক্তিবিশয়ে কি আর আশ্চর্য্য, সেই হরিস্মরণই  
 মুক্তির প্রধান কারণ জানিবেন, কিন্তু সেই স্মৃতি অবিকারী  
 ভর্তা হরির প্রতি কামহেতুকই হউক অথবা ঘেবহেতুকই  
 হউক উহা মুক্তির প্রতি কারণ হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

দ্বিয়মপোষ্যঃ পীড়া রোগী যদ্বৎ সুখী ভবেৎ ।

কথমপ্যন্যয়ঃ সুখা সংসারী মুচ্যতে তথা ॥ ২৯ ॥

নিধিস্থানং খননং দ্বেষাম্মৃদধং বাগ্নুয়ান্নিধিং ।

অজ্ঞঃ কান্নাক্ত রোমাক্ত স্মৃদেষাং মোক্ষভাগ্ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

রুষ্টেন বা প্রমত্তেন ক্ষিপ্তোহগ্নিঃ কক্ষমাদহেৎ ।

কথমপ্যর্পিতো বিকুর্হদোবাং সর্বকিচ্ছিনং ॥ ৩১ ॥

যথাজ্ঞো বজ্রকায়ঃ স্ত্রাহধার্থ্যপি স্ত্রধাং পিবন্ ।

এবঞ্চাশুক্ৰভাবোহপি মুচ্যতৈব হরিত্ স্মরন্ ॥ ৩২ ॥

বস্ত্রস্বভাব এতৈষ যন্মোকায় হরিস্মৃতিঃ ।

যে রূপ রোগী ছেদ প্রকাশ করিয়াও ঔষধসেবন করিয়া সুখী হইয়া থাকে, সেইরূপ সংসারী ব্যক্তি কোন প্রকারে অবিনাশি হরিকে স্মরণ করিয়া মুক্তিলভ করিতে পারে ॥ ২৯ ॥

যে রূপ দ্বেষহেতু কোন ব্যক্তি মৃত্তিকার জন্ত নিধিস্থান খনন করিতে গিয়া শেষে তাহা হইতে নিধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মুঢ় ব্যক্তিও কাম ও ক্রোধ বশতঃ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারে ॥ ৩০ ॥

কুপিত অথবা মত্ত হইয়া তৃণমধ্যে অগ্নি নিক্ষেপ করিলে, সেই নিক্ষিপ্ত অগ্নি যেমন তাহাকে দগ্ধ করে, সেইরূপ কোন প্রকারে যদি হৃদয়ে হরিকে সমর্পণ করা যায়, তাহা হইলেও সেইরূপে ন্যস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

যে রূপ মুঢ় বিনাশ করিতে অভিলাষী হইয়া অমৃত পান করিয়া বজ্রদেহ হইয়া থাকে, সেইরূপ অশুক্ৰভাবেও হরিকে স্মরণ করিলে নিশ্চয় মুক্তি লাভ করিতে পারে ॥ ৩২ ॥

যে রূপ সূর্য্য অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন এবং

পুষ্যেব ধ্বাস্ত্রনাশায় শীতনাশায় চানলঃ ॥ ৩৩ ॥

তথা লীলাধ্বতনপুং সর্বেশো ভক্তবৎসলঃ ।

নিরম্মোক্ষমতি দেহে নু ভক্তাঃ স্তুতবরং দদৎ ॥ ৩৪ ॥

অবৈতমোগাদপি চ ভক্তিরোগঃ প্রশস্ততে ।

ঘোরৈভ্যো মোক্ষবিষ্মৈভ্যো ভক্তান্ পাতি হৃজঃ স্বয়ং ॥ ৩৫ ॥

ঈদৃশং করুণাসিদ্ধুং সর্বথাশ্রিতরক্ষকং ।

নাশ্রমেৎ কোহত্র সংসারী পাপমাত্মদ্রহং বিনা ॥ ৩৬ ॥

জনস্তান্দয়ং ছঃসঃ সূদা তাপদ্রুমাঙ্গিতঃ ।

নচাশ্রচ্ছরণং যেন নির্ভয়ো নাব্যয়ং ভজেৎ ॥ ৩৭ ॥

যে রূপ অগ্নি শীত নিবারণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ইহাই বস্তুর স্বভাব যে, হরিশ্ররণে মোক্ষ লাভ হইবে ॥ ৩৩ ॥

সেইরূপ ভক্তবৎসল পরমেশ্বর হরি স্বীয় লীলা বশতঃ শরীর ধারণ করিয়া দ্বেষকারি বিপক্ষদিগকে নিধন এবং ভক্তদিগকে অভীষ্ট বর দান পূর্বক মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

অবৈত ব্রহ্মসম্বাদ হইতেও ভক্তিয়োগ অধিকতর প্রশস্ত, যেহেতু নারায়ণ ঘোরতর মোক্ষবিষ্ম সকল হইতে স্বয়ং ভক্তদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

এই সংসারে আত্মঘাতী পাপিষ্ঠলোক ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি সর্বতোভাবে এই প্রকার শরণাগত প্রতিপালক, দয়ার সাগর হরিকে অবলম্বন না করে ! ॥ ৩৬ ॥

বিশেষতঃ এই সংসারিক ব্যক্তি সর্বদাই ছঃখাকুল এবং নিম্নতই আধ্যাত্মিক্যাদি ত্রিবিধ তাপ দ্বারা পীড়িত হইয়া আছে, যে ব্যক্তি নির্ভীক হইয়া অবিনাশি হরির আশ্রম গ্রহণ

বহুযোজনসাহস্রং সর্বদার্কঃ কণাভুজন্ ।  
 তবেগাৎ কপয়তামুর্জনাং স্থিতিঃ কথং ॥ ৩৮ ॥  
 আর্তৈঃ প্রমত্তৈঃ হৃদৈঃ বা ক্লীণৈঃ বা নিজিক্রয়ে জনৈঃ ।  
 কণাং বিলম্বতে নৈব হ্রাসয়াম্যুর্জকণ্ডঃ ॥ ৩৯ ॥  
 ভ্রাম্যমাণঃ সদা জীবঃ কালচক্রেণ বেগিনা ।  
 স্পৃশন্ যোনিসহস্রাণি স্থিপাত্তে কচ্চিরং বসেৎ ॥ ৪০ ॥  
 কিকাদ্যশ্বঃ পরশ্বো বা যুত্বার্নেতি বিদ্বঃ প্রজাঃ ।  
 ক্রবাস্চ নাবকাঃ ক্লেশাঃ কথং স্থাশ্বামহো বত ॥ ৪১ ॥

না করে, তাহার পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই ॥ ৩৭ ॥

দেখ, এই দিবাকর নিয়ত কণকালের মধ্যে বহু সহস্র-  
 যোজন পরিভ্রমণ করিয়া তাহার বেগে আয়ু ক্ষয় করিতে-  
 ছেন, অতএব মনুষ্যগণের কি প্রকাবে স্থখ হইতে  
 পারে ॥ ৩৮ ॥

মনুষ্য যদি পীড়িত, উন্মত্ত, নিদ্রিত, দৈন্যাদি দ্বারা  
 ক্লীণাঙ্ক অথবা নিস্পন্দ হয়, তথাপি দিবাকর তাহাদের  
 পরমায়ু ক্ষয় করিতে কণকালের জন্তও বিলম্ব করেন না ॥ ৩৯ ॥

দেখ, জীব সর্বদাই প্রবল কালচক্র দ্বারা ঘুরিতেছে  
 এবং সহস্র সহস্র উত্তমাধন যোনি প্রাপ্ত হইতেছে । স্তূর্তরাং  
 কোন্ জীব মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল বাস করিতে  
 পারে ॥ ৪০ ॥

দ্বিতীয়তঃ অন্য হউক, কল্য হউক অথবা পরশ্ব হউক,  
 যত্না যে হইবেই হইবে, ইহা জীবগণ জানে না । সর্বকর  
 যন্ত্রণা সকল অবধারিত রহিয়াছে, অতএব হায় ! জীবের  
 স্বাস্থ্য কোথায় ! ॥ ৪১ ॥

তস্মাদবাবজ্জনো জীবন্তানদাশীল কেশবং ।

অর্চয়েৎ কেশবজ্ঞানং দিশারাজৌ চলা স্থিতিঃ ॥ ৪২ ॥

অনন্তগোনিং ব্রজতঃ কৰ্মভূমৌ মনুষ্যভাঃ ।

ভবেৎ কদাচিৎজীবন্ত লব্ধ্বা তাং কেশবস্থা বসেৎ ॥ ৪৩ ॥

অহো বিভেষি তান্ স্মৃত্বা যেষ্বৈব লব্ধ্বাপি বিপ্রতাং ।

অতুল্যভাং সাহসিকা রমন্তেহনাদরাধৃথা ॥ ৪৪ ॥

ব্যাধিব্যাভ্রে ভবারণ্যে মৃত্যুসিংহভয়ে বিনা ।

রক্ষাশ্বেষং ন নৈব কশ্চ কঃ ক্রীড়াবসরো দ্বিজাঃ ॥ ৪৫ ॥

অতএব জীব যতকাল বাঁচিবে, তত কাল কি দিবসে, কি রজনীতে সর্বক্লেশভঞ্জন মধুসূদনের শীঘ্র শীঘ্র অর্চনা করিবে, যেহেতু থাকিবার স্থিরতা নাই ॥ ৪২ ॥

এই কর্মভূমি ভারতবর্ষে জীব অনন্তগোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে কখন একবার অতিক্রমে মনুষ্য জন্ম লাভ হইতে পারে, সেই মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৃথা বসিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

হায় ! যে সকল ব্যক্তিগণ এই জগতে অতিদুর্লভ ব্রাহ্মণকূলে জন্ম লাভ করিয়া বিপ্রহের অনাদর করত সাহস পূর্বক বৃথা রমণ করে, আমি তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া ভয় পাইতেছি ॥ ৪৪ ॥

হে বিপ্রগণ ! এই সংসাররূপ কাননে ব্যাধি সকল ব্যাভ্রের আয় এবং মৃত্যু সিংহের আয় ভয় দেখাইতেছে, ইহাতে নিজের রক্ষার অশেষণ ব্যতীত কিরূপে ক্রীড়া করিবার অবসর পাওয়া যাইবে ॥ ৪৫ ॥

নিবসন্ বহুকোটরে পুমান্  
 বিষমৈর্ব্যাধিমহাহিভিঃ সহ ।  
 তনুবেশ্মনি নির্ভয়ঃ কথং  
 রমতেহনাশ্রিততাক্ষ্যবাহনঃ ॥ ৪৬ ॥  
 তদুরি বিদ্বমতিচুল্লভমায়ুরত্র  
 লক্শ্মী জনোহ্মতমিবামৃততাং ভজেত ।  
 বুদ্ধ্যানুভূয় বিভূভাবনয়া চ নৈতঃ  
 মিত্রাদিরক্ষক্ শ্রুতমদাদিশুনাং বিভোজ্যং ॥ ৪৭ ॥

যা স্বরা স্বররূপেণ রাহোঃ প্রপিবতঃ সুধাং ।  
 বিপ্রাঃ শঙ্কিতবিদ্বানাং সাস্ত্র বো ভজতাং হরিং ॥ ৪৮ ॥

এই শরীররূপ গৃহের অনেক (নয়টি) ছিদ্র আছে, ইহাতে ভীষণ ব্যাধিরূপ মহাভুজঙ্গগণ অবস্থান করিতেছে। জীব এই সকল সর্পের সহিত, এই ছিদ্রযুক্ত দেহভবনে বাস করিয়া থাকে, কিন্তু যদি গুরুভবান নারায়ণকে অবলম্বন করা না যায়, তাহা হইলে সেই জীব কিরূপে নির্ভয়ে বিহার করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৪৬ ॥

অতএব এই জগতে বহু বিদ্বসমুগ্ধ পরম চুল্লভ পরমায়ু লাভ করিয়া সাংসারিক জীবগণ বুদ্ধি দ্বারা অনুভব করত হরির ধ্যানযোগে অমৃতের ন্যায় অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিবে কিন্তু নিদ্রাদি রোগ এবং কাম, ক্রোধ, মদ প্রভৃতি কুক্করদিগের ভোগ্য কখন লাভ করে না ॥ ৪৭ ॥

হে বিপ্রগণ ! দেবরূপধারি রাহুর অমৃত পানকালে যেরূপ স্বরা হইয়াছিল, বিদ্ব আশঙ্কা করিয়া হরি তজন্য করিতে সমুদ্যত, আপনাদিগের সেই স্বরা উপস্থিত হউক ॥ ৪৮ ॥

মনসা সংস্মরেদ্বিষ্ণুং দোৰ্ভ্যাং কুৰ্য্যাস্তদৰ্চনং ।

শ্রোত্রোভ্যাং তৎকধাঃ শৃণুন্ বচোভিস্তদবশো গৃণন্ ॥ ৪৯ ॥

নেত্রোভ্যাং তৎপ্রিয়ান্ পশ্যন্ পদ্মাং তৎক্ষেত্রমাত্রজন্ ।

ইথং ভজেৎ সদা ধীমান্ সৰ্ব্বতঃ সৰ্ব্বতো মুখং ॥ ৫০ ॥

যাহং হানি গতানীশস্বত্যা তত্র স জীবতি ।

পুংসস্ততোহন্তথা যানি তত্রাপূর্ব্বশসম্ভবঃ ॥ ৫১ ॥

মশকা মক্ষিকাঃ কাকা জীবন্ত্যন্তেহপি কোটিশঃ ।

ভুক্তিমেহনকামাঢ্যাস্তথৈবাবৈষ্ণবা জনকঃ ॥ ৫২ ॥

মনোদ্বারা বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে, দুই হস্ত দিয়া বিষ্ণুর  
অৰ্চনা করিলে, দুই কর্ণ দ্বারা হরিকথা সকল শ্রবণ করিলে,  
বাক্য দ্বারা তাঁহার যশোগান করিলে ॥ ৪৯ ॥

দুই নেত্র দ্বারা হরিভক্তিদিগকে দর্শন করিলে, দুই চরণ  
দ্বারা মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি হরির গুণ্যক্ষেত্রে গমন করিলে,  
এইরূপে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সৰ্ব্বতোভাবে সৰ্ব্বব্যাপি নারায়ণের  
সৰ্ব্বদা আরাধনা করিলে ॥ ৫০ ॥

এই জগতে যে পুরুষের হরিস্মরণ দ্বারা যে সকল দিবস  
অতীত হইয়াছে, সেই সকল দিবসে সেই পুরুষই জীবিত  
আছে জানিবেন এবং যে মনুষ্যের হরিস্মরণ ব্যতীত অন্য  
কার্য্য করিয়া দিবস সকল গত হইয়াছে, সেই সকল দিবসে  
নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেও তাহাকে অপূর্ব্ব শব বলিয়া গণ্য  
করিতে হইবে ॥ ৫১ ॥

যে রূপ ভোজন, মৈথুন ও কামপূর্ণ হইয়া মশক, মক্ষিকা,  
কাক এবং অন্যান্য কোটি কোটি জীবগণ জীবন ধারণ করিয়া  
আছে, সেইরূপ যে সকল ব্যক্তি বিষ্ণুপরায়ে নহে, তাহারাও  
মশক মক্ষিকাদির ন্যায় কেবল বাঁচিয়া রহিয়াছে ॥ ৫২ ॥



সংস্রুত্য যোজনশান্তিরিতোহপি মর্ত্যঃ  
 সদ্যো জহাত্যযচয়ানিতি স্য ছ্যনদ্যাঃ ।  
 কীর্তিহ্রয়ী বিশদিতা বত সা বদজিহ্ব-  
 স্পর্শান্তমীশমনিশং স্মরতো রুগাথং ॥ ৫৩ ॥  
 যো গায়তীশমনিশং ভুবি ভক্ত উচ্চৈঃ  
 স দ্রাক্ সমস্তজনপাপভিদেহলম্বকঃ ।  
 দীপেধমৎসপি ননু প্রাতিগেহমন্ত-  
 ধ্বাস্তং কিমত্র বিলম্বত্যাখিলে ছ্যনাথে ॥ ৫৪ ॥  
 স দর্শনস্পর্শনপূজনৈঃ কৃতী  
 ভবাংসি বিষ্ণুপ্রতিমেন বৈষ্ণবঃ ।

দেখুন মনুষ্য শতযোজন অন্তরে থাকিয়াও যাহার নাম  
 স্মরণ করিত তৎক্ষণাৎ পাপ সমুদয় পরিত্যাগ করে, এই যে  
 গঙ্গার বেদত্রয় প্রতিপাদিত পবিত্র কীর্তি আছে, সেই কীর্তি  
 যাহার চরণস্পর্শহেতুক হইয়াছে, আপনারা নিরন্তর সেই  
 উরুগায় নারায়ণকে নিরন্তর স্মরণ করুন ॥ ৫৩ ॥

জগতে যে ভক্ত উচ্চরবে অবিরত নারায়ণের গুণকীর্তন  
 করিয়া থাকেন, তিনি একাকী হইলেও তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ-  
 রূপে সমস্ত দূরিতজাল ছেদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ।  
 দেখুন, এই সংসারে নির্মল দিবাকর প্রকাশিত হইলে অথচ  
 যদি দীপমালা না থাকে, তথাপিও কি প্রত্যেক গৃহের  
 মধ্যস্থিত অন্ধকার থাকিতে পারে ? ॥ ৫৪ ॥

যে রূপ প্রদীপ কেবল নিতান্ত পবেস হিতের জন্য  
 বিরাজ করে, যে রূপ প্রদীপের স্বার্থই পরের হিত কামনা

ধূম্বন্ বসত্যত্র জনস্র যদ্বৎ

স্বার্থং পরং শৌকহিতায় দীপবৎ ॥ ৫৫ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে প্রহ্লাদ-  
চরিতং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ \* ॥ ১৭ ॥ \* ॥

করা, সেইরূপ বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি দর্শন, স্পর্শন ও পূজা দ্বারা  
বিষ্ণুপ্রতিমার দ্বারা শীঘ্র তমোরাশি দলন করিয়া এই জগতে  
বাস করিয়া থাকেন, পরের অজ্ঞান নাশ করাই বৈষ্ণবের  
স্বার্থ জানিবেন ॥ ৫৫ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারা-  
য়ণ বিদ্যারত্নাবাদিতে প্রহ্লাদচরিতে সপ্তদশ অধ্যায় ॥ \* ॥

# হরিভক্তিসুখোদয়ঃ ।

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।



অথ শৌনকমুখ্যাস্তে বিবুধর্ষিং মহর্ষয়ঃ ।

হর্ষাদ্ভুয়ঃ প্রণম্যোচ্চুঃ পুণ্যশ্রবণলালসাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশৌনকাদয় উচুঃ ॥

সর্বং রুচিকরং বস্ত্র তর্পয়ত্যেব সেবকং ।

ইদং ক্রীণ্যশো ভূয়স্তর্পয়ত্যেব হর্ষবৎ ॥ ২ ॥

ভবতা কথ্যমানেহস্মিমানন্দাকৌ স্থিতা বয়ং ।

কথাবসানেষাশঙ্ক্য বিভীমো বিরক্তিং প্রতি ॥ ৩ ॥

অনন্তর শৌনক প্রভৃতি মহর্ষিগণ পবিত্র হরিকথা শ্রবণে  
নিতান্ত উৎসুক হইয়া আনন্দভরে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া  
দেবর্ষি নারদকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ বলিতে লাগিলেন, সমস্ত রুচিজনক  
বস্ত্র নিশ্চয়ই সেই বস্ত্রের সেবককে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে,  
কিন্তু হরির এই যশ আনন্দের আয় বারম্বার কেবল উৎসুক্য  
দানে মুগ্ধ করিতেছে, ফলতঃ হরিগুণ শ্রবণ করিতে আমা-  
দের লালসা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে ॥ ২ ॥

আপনি এই যে আনন্দমাগরের কথা বলিতেছিলেন,  
আমরা তাহার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু কথার  
অবসানে আনন্দের নিবৃত্তি হইবে আশঙ্কা করিয়া ভীত  
হইতেছি ॥ ৩ ॥

অশ্বথস্ত তুলস্তাশ্চ মাহাত্ম্যং সূচিতং পুরা ।  
 ত্রৈয়েব তদ্বদ স্বামিন্ভূয়ো ভাগবতীঃ কথাঃ ॥ ৪ ॥  
 আপেক্ষ্যং তদ্বচঃ শ্রদ্ধা স্মরম্মিরতিনিবৃত্তঃ ।  
 স্বয়ং বিভেতি হাশঙ্ক্য শ্রোতৃত্বপ্তিং হরিশ্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥  
 স তানাহাথ যাবদ্বঃ শুশ্রুযাত্র এবর্ততে ।  
 স্বাগিপ্রসাদস্তাবন্মে বর্দ্ধতে নূনমিচ্ছদঃ ॥ ৬ ॥  
 বিবক্ষুন্ শ্রোতুকামাংশ্চ বিশ্বজ্ঞানযশঃ শুভং ।  
 অশ্বেষ্ঠুমেব ত্রৈলোক্যং সততং পৃথ্যটাম্যহং ॥ ৭ ॥  
 দ্বিজাঃ সর্ব্বেহপ্যতোভ্রাজন্মজ্জকেশিকথায়ুতং ।

পূর্ব্বে আপনি অশ্বথ এবং তুলসীর মাহাত্ম্য সূচনা  
 করিয়াছিলেন, অতএব প্রভো ! পুনর্ব্বার হরিসংক্রান্ত কথা  
 সকল বর্ণনা করুন ॥ ৪ ॥

দেবর্ষি নারদ সেই বাক্য আপনার মাপেক্ষা শ্রবণ করিয়া  
 অতীব আনন্দিত হইলেন, অবশেষে হরিভক্ত নারদ শ্রোতৃ-  
 গণের তৃপ্তি হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া স্বয়ং ভয়ও প্রাপ্ত  
 হইলেন ॥ ৫ ॥

অনন্তর তিনি তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, যে  
 পর্য্যন্ত আপনাদের এই বিষয়ে শ্রবণ বাসনা প্রবৃত্ত থাকিবে,  
 তাবৎকাল নিশ্চয়ই আমার স্বাগির অভীষ্টপ্রদ অনুগ্রহ বৃদ্ধি  
 পাইতে থাকিবে ॥ ৬ ॥

আমি শ্রোতৃগণের অভীষ্টবিষয় বলিতে ইচ্ছা করিয়া  
 নারায়ণের শুভ যশ অশ্বেষণ করিবার নিমিত্তই সর্ব্বদা  
 ত্রিভুবন-পর্য্যটন করিয়া থাকি ॥ ৭ ॥

অতএব হে দ্বিজগণ ! আত্মন আমরা অবিরত হরিকথা-

পিবামো নারতং ক্লান্তং বা জীবামো বৃথা ক্ষণং ॥ ৮ ॥

যাবৎ স্মরামো বিশেষং বয়ং বিপ্রাঃ কথাচ্ছলাৎ ।

তাবদ্ধন্যাঃ স জীবেষু নান্দদা কিং বিরম্যতে ॥ ৯ ॥

অশ্বখশ্চ তুলশ্চাশ্চ বৈষ্ণবান্যক সর্ববিৎ ।

মহর্ষিঃ প্রাহ মাহাত্ম্যং মুনিভ্যোর্বাস্ককণ্ডুজঃ ॥ ১০ ॥

পুরা বসিষ্ঠমুখ্যানামৃষীণামভবৎ সদঃ ।

গঙ্গায়াঃ পুলিনে শ্রেয়ো নৃণাং জিজ্ঞাসুতাং সতাং ॥ ১১ ॥

কিং শ্রেয়ঃ কিং প্রিয়ং বিষ্ণোঃ সফলং কোহত্র জীবতি ।

কোহচ্ছিতঃ সর্বদোষশ্চ ইতি বাদাস্তদা ভবন্ ॥ ১২ ॥

মৃত পান করি, যেন রেশ পাইয়া বৃথা ক্ষণকালের জন্যও  
জীবন ধারণ করিতে না হয় ॥ ৮ ॥

হে বিপ্রগণ ! যাবৎকাল আমরা কথার ছলে নারায়ণকে  
স্মরণ করিব, তাবৎকাল আমরা জীবগণের মধ্যে ধন্য  
জানিবেন । অন্য সময়ে আমরা কিছুতেই ধন্য নহি, অতএব  
কেন আমরা বিরত হইব ॥ ৯ ॥

সর্বজ্ঞ মহর্ষি মার্কণ্ডেয় পশ্চাৎ অশ্বখ, তুলসী এবং  
বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য মুনিদিগকে বলিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

পুরাকালে গঙ্গার পুলিনে বসিষ্ঠ প্রভৃতি প্রধান মুনি-  
গণের এবং জিজ্ঞাসু সাধু মনুষ্যদিগের এক শুভ সভা হইয়া-  
ছিল ॥ ১১ ॥

সেই সভায় মঙ্গল কি, বিষুর প্রিয় কি, কোন্ ব্যক্তি  
এই জগতে সফলভাবে জীবন ধারণ করিতেছে, কাহাকে  
অর্চনা করিলে সর্বদোষ অপসৃত হইয়া থাকে, তৎকালে  
এইরূপ নানাবিধ বাদানুবাদ হইয়াছিল ॥ ১২ ॥

তাবশ্চ কণ্ডুজোহিত্যায়াং সপ্তকল্পস্থিতো মুনিঃ ।  
 সৰ্বসংশয়ভিক্কুর্কটৈঃ পূজিত উপাশিতঃ ॥ ১৩ ॥  
 তেষাং শুভ্রম্বিতং জ্ঞাত্বা সৰ্বজ্ঞঃ সততো মুনিঃ ।  
 আলোক্য পরিতোহপশ্যদ্বসিষ্ঠাঙ্কে পরাশরং ॥ ১৪ ॥  
 উপেতং সপ্তবর্ষীয়ং ধন্যং প্রকৃতিবৈষ্ণবং ।  
 কণাঙ্কমপি যচ্ছিত্তং ন বিস্মরতি কেশবং ॥ ১৫ ॥  
 তং দৃষ্ট্বা সহসোপায়া সভাং বিস্মাপয়মুনিঃ ।  
 মুনীনাং বোধনার্থায় প্রণনাং পরাশরং ॥ ১৬ ॥  
 শক্তিস্নুসুখো ভীতং প্রীত্যাশুপ্রণতং মুনিং ।

সেই সময়ে সপ্তকল্প পর্য্যন্ত মার্কণ্ডেয়মুনি আগমন  
 করিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত সন্দেহ নিরস্ত করিতে পারেন ।  
 তখন বসিষ্ঠাদি ঋষিগণ তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি হৃষ্ট-  
 চিত্তে আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ১৩ ॥

তৎপরে সেই সৰ্বজ্ঞ মুনিবর মার্কণ্ডেয় তাঁহাদের শ্রবণ-  
 যোগ্য বিষয় জানিতে পারিয়া চারিদিক্ অবলোকন করত  
 শেষে বসিষ্ঠের ক্রোড়ে পরাশর মুনিকে দর্শন করিলেন ॥ ১৪ ॥

পরাশরের বয়ঃক্রম তখন সাত বৎসর, তিনি প্রশংসনীয়  
 এবং স্বভাবত বিষ্ণুপরায়ণ, কণাঙ্কের জন্মও তাঁহার চিত্ত  
 নারায়ণকে স্মরণ করিতে বিস্মৃত হইত না ॥ ১৫ ॥

মুনিবর তাঁহাকে দেখিয়া সহসা গাত্রোত্থান করিয়া  
 সমগ্র সকল লোককে বিস্ময়ান্বিত করিয়া, মুনিদিগের  
 প্রার্থনায় নিমিত্ত পরাশরকে প্রণাম করিলেন ॥ ১৬ ॥

অস্তুত শক্তিপুত্র পরাশর ভীত হইলেন এবং প্রীতি  
 বশতঃ আশু প্রণাম করিলেন । তখন তিনি তাঁহাকে তুলিয়া

উত্থাপ্যাহ ন ভীঃ কার্য্য বন্দ্যোহসি বয়সাধিকঃ ॥ ১৭ ॥

গণ্যতামায়ুরিত্যুক্তঃ স প্রাহাহো বিড়ম্বনা ।

ক মুনিঃ সপ্তকল্পায়ুঃ কাহং সপ্তাদিকঃ শিশুঃ ॥ ১৮ ॥

মার্কণ্ডেয়োহথ বিহসন্ প্রাহ মধ্যে তপস্বিনাং ।

আয়ুষো গণনং নৈবং ব্রহ্মং স্তৃচ্ছু তত্ত্বতঃ ॥ ১৯ ॥

যাবন্তো হি ক্কা জাতা হরিশ্চুতৈব্য দেহিনাং ।

একীকৃতৈব্য তানেব গণনং কার্য্যমায়ুষ্য ॥ ২০ ॥

সর্বং তুষং সমুদ্বৃত্য ধ্যান্তরাশির্হি মীয়তে ।

তাত্ত্বা বক্ষ্যক্ষণানেবং বুধৈরায়ুচ গণ্যতে ॥ ২১ ॥

বলিলেন, কোন ভয় করিবার আবশ্যকতা নাই, আপনি অধিক বয়স্ক, স্ততরাং আমাদের বন্দনীয় হইয়াছেন ॥ ১৭ ॥

“পরমায়ু গণনা করুন” এই কথা বলিলে পরাশর বলিলেন, হায় ! এ কি বিড়ম্বনা । সপ্তকল্পাস্ত্রজীবী এই মার্কণ্ডেয় মুনিই বা কোথায় ? আর আমি সপ্তম বর্ষীয় শিশুই বা কোথায় ? ॥ ১৮ ॥

অনন্তর মার্কণ্ডেয়মুনি হাস্য করিয়া তপস্বিগণের মধ্যে বলিতে লাগিলেন, এইরূপে পরমায়ুর গণনা হইতে পারে না, অতএব হে ব্রহ্মন্ ! যথার্থরূপে শ্রবণ করুন ॥ ১৯ ॥

দেহধারি জীবগণের হরিশ্মরণ করিয়া যে সকল ক্কা অর্থাৎ একমুহূর্তের দ্বাদশভাগ জন্মিয়াছে, সেই সমস্ত একত্র করিয়াই পরমায়ুর গণনা করিতে হইবে ॥ ২০ ॥

দেখুন, সমস্ত তুষ উত্তোলন করিয়া (ঝাড়িয়া) লইয়াই তগুলরাশির পরিমাণ করিতে হয়, এইরূপে বক্ষ্য অর্থাৎ নিষ্ফল ক্কা সকল পরিত্যাগ করিয়াই পণ্ডিতেরা পরমায়ুর গণনা করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

এবং যো জীবতি চিরং স বন্দ্যো বয়সাধিকঃ ।

তদায়ুশি বিভো তীবৎ কণার্কমপি নাফলং ॥ ২২ ॥

অস্বাকমলমানাস্ত মহত্যাযুশি শোধিতে ।

সফলং ভগবৎস্বত্যা ভবেন্নো বাক্যপঞ্চকং ॥ ২৩ ॥

যদায়ুঃ শ্রেয়সে তদ্ধি মানুষ্যং জীবিতং বিদুঃ ।

মনুষ্যতান্মখা কস্মাদন্যপ্রাণিষধর্মিণঃ ॥ ২৪ ॥

ভোজনু মেহন মৈথুন নিদ্রাঃ

ক্রোধন শোচন মোহন লীলাঃ ।

জন্তুযু কেযু ন সন্তি ন বন্তু

ক্ৰীশপদার্কনয়াধিক উক্তঃ ॥ ২৫ ॥

প্রভো ! এইরূপে যে চিরকাল বাঁচিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সেই ব্যক্তিই বন্দনীয় । আপনার পরমায়ুর মধ্যে কণার্কও বিফলে অতিবাহিত হয় নাই ॥ ২২ ॥

কিন্তু আমরা এইরূপ অলস যেন, আমাদের দীর্ঘায়ু পরিশোধিত হইলে হরিস্মরণ করিয়া পাঁচ বংসরও সফল হইবে না ॥ ২৩ ॥

যে পরমায়ু মঙ্গলসাধন করিতে পারে, নিশ্চয়ই সেই আয়ু মনুষ্যদিগের জীবন বলিয়া গণ্য । নতুবা কিরূপে অন্য জীবের সহিত অধার্মিক মনুষ্যের প্রভেদ হইবে, তাহার নিদ্রাদি অংশে পশুদিগের সহিত মনুষ্যের পার্থক্য নাই ॥ ২৪ ॥

সমস্ত জন্তুদিগেরই আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, ক্রোধ, শোক, মোহ ইত্যাদি লীলা হইয়া থাকে, সকল জীবেরই এইরূপ সধর্ম, কেবল নারায়ণের পাদপদ্ম আরাধনা করিয়াই মনুষ্য অন্যান্য জীব অপেক্ষা উৎকর্ষ প্রাপ্ত বলিয়া কথিত ॥ ২৫ ॥



সমস্ত শ্রেয়সাং মূলং হিহোরুক্রমসেবনং ।  
 বর্তমানং নরং বক্তুং জীৱতীতি ন শীক্লমঃ ॥ ২৬ ॥  
 দারু কিং ন চলত্যঙ্গঃ কিং ন শ্বসিতি ভঙ্গিকা ।  
 কিং শ্ববীণা ন বদতি সজীবন্তং ন তাবতা ॥ ২৭ ॥  
 বালো ভাগবতঃ শ্রেষ্ঠো বৃথোচ্চৈশ্চিরজীব্যপি ।  
 নেতরোহভ্যেতি তুলসীং স্তমহানপি বৃক্ষকঃ ॥ ২৮ ॥  
 পারিজাতব্রজং হিত্বা যাং বিভর্তি মূদা হুরিঃ ।  
 বিযুপ্রিয়া সা তুলসী কুথং বীরুংস্ গণ্যতে ॥ ২৯ ॥  
 শ্রুতাত্ম পুরাবৃত্তং তুলসীগৌরবাশ্রয়ং ।  
 কর্ষকোহুদ্ভিগ্নঃ কশ্চিৎসুখোহুনাদৃতসংক্রিয়ঃ ॥ ৩০ ॥

নারায়ণের পদসেবাই সমস্ত মঙ্গলের মূল, ইহা পরি-  
 ত্যাগ করিয়া অন্য কোন বর্তমান মনুস্যকে “বাঁচিয়া আছে”  
 এই কথা বলিতে আমরা সক্ষম নহি ॥ ২৬ ॥

কাষ্ঠ কি অঙ্গচালনা করে না ? ভঙ্গা (চর্ম্মগ্রাসেবিকা  
 অর্থাৎ কানারের হাপর) কি নিশ্বাস পরিত্যাগ করে না ?  
 এবং বীণা কি স্তমধুর স্বর বলে না ? কিন্তু তাহাতেও  
 সজীবন্ত মগ্ৰমাণ হয় না ॥ ২৭ ॥

ভগবদ্বক্তা বালক হইলেও শ্রেষ্ঠ এবং দীর্ঘজীবী বৃক্ষের  
 জীবনও বিফল, দেখুন, অন্য অতিবিশাল বৃক্ষও তুলসীবৃক্ষের  
 নিকটে আসিতে পারে না ॥ ২৮ ॥

হরি পারিজাতপুষ্পের মালা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাকে  
 মহর্ষে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই হরিপ্রিয়া তুলসী কিরূপে  
 সামান্য লতা সকলের মধ্যে গণ্য হইবেন ? ॥ ২৯ ॥

তুলসীর গৌরব এবং উৎকর্ষসংক্রান্ত এক পুরাবৃত্ত

স কদাচিত্ পলালার্থী ভক্তপশু্যসিতাশনঃ ।

দাত্তং রজ্জুং সমাদায় বিনির্ঘাতঃ স্বগন্দিরাৎ ॥ ৩১ ॥

প্রাতর্গত্বাটবীং ভূরি যবসংহর্জয়দ্বগী ।

ভ্রমন্নথ স শাকার্থী দদর্শ তুলসীবনং ॥ ৩২ ॥

পুণ্যং হিরণ্যনিশ্যামং কোমলহান্মনোরমং ।

সোহচিন্তয়ৎ সম্পূহোহথ যদি ভক্ষ্যা ভবেদিয়ং ॥ ৩৩ ॥

নৃণাং গবাং বা তুলসী তর্হি ধন্যো হরাম্যহং ।

তথাপ্যল্লাং গৃহীত্বমাং দাস্ত্যামৃদ্য তদর্থিনে ॥ ৩৪ ॥

(ইতিহাস) শ্রবণ করুন । পুরাকালে কোন এক মূর্খ ব্রাহ্মণ কৃষিকার্য্য করিত, সেই ব্রাহ্মণ সংকার্য্যের অনুর্ত্তান করিত না ॥ ৩০ ॥

একদা সেই ব্রাহ্মণ পলাল অর্থাৎ তৃণের জন্ত পশু্যমিত ( বাসী ) খাদ্য ভক্ষণ করিয়া দাত্ত এবং রজ্জু লইয়া নিজগৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল ॥ ৩১ ॥

বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রভাতকালে বনে গিয়া যথেষ্ট তৃণ (বাস) উপার্জন করিয়াছিল । অনন্তর শাকপ্রার্থী হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে তুলসীবন দেখিতে পাইল ॥ ৩২ ॥

সেই তুলসীবন পরম পবিত্র, সরস্বতমণির স্নায় শ্যামল এবং কোমলতা বশতঃ অতীব মনোহর । অনন্তর ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতি নোভ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

যদি এই তুলসী মনু্য এবং গোসমূহের খাদ্য হয়, তাহা হইলে আমি ধন্য হই এবং তুলসী আহরণ করি । বাহা হউক আমি অন্ন পরিমাণে এই তুলসী গ্রহণ করিয়া তুলসী-

অশ্মৎপার্শ্বগৃহস্থান কিমর্থম্বা ন হীচ্ছতি ।

অথান্নিস্তরে তস্মৈ দৈবাং পূর্ণাঙ্কমোহন্তিকং ॥ ৩৫ ॥

আগম্য সর্পমিত্যুচুরদৃশ্য যমকিঙ্করাঃ ।

দশৈনমাশু কৃষ্ণাহে স্বদেবাগেমাংসং দ্বিজাধমঃ ॥ ৩৬ ॥

ন স্পৃশেতুলসীং যাবদসাধোহিতঃ পরং হি নঃ ।

ইত্যাশু বোধিতং সর্পমায়াস্তং সোহবিদমপি ॥ ৩৭ ॥

জগ্রাহ তুলসীং পূর্বং মনাতৈদবশাদ্বিজঃ ।

ততঃ কুতশ্চিদাগত্য বিফোশচক্রং স্মদর্শনং ॥ ৩৮ ॥

অদৃশ্যগেব তং যাস্তং সর্বতো রক্ষদম্বগাং ।

প্রার্থী পার্শ্বগৃহস্থকে অদ্য প্রদান করিব । সেই গৃহস্থই বা কি অর্থ দিতে ইচ্ছা করে । অনন্তর এই অবসরে দৈব বশতঃ তাহার পরমায়া পরিপূর্ণ (শেষ) হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

যমদূতগণ অদৃশ্যভাবে তাহার নিকটে আসিয়া কোন সর্পকে বলিয়াছিল; হে কৃষ্ণসর্প! তুমি ইহাকে আশু দংশন কর, এই অধম ব্রাহ্মণ তোমারই উপযুক্ত ॥ ৩৬ ॥

যে পর্যাস্ত ব্রাহ্মণ তুলসীস্পর্শ না করে, তাহার মধ্যে ইহাকে দংশন কর । তাহার পর (অর্থাৎ তুলসীস্পর্শ করিলে) নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ আমাদের অসাধ্য হইবে, এই-রূপে যমকিঙ্করগণ আশু সর্পকে বলিলে সর্প আসিতে লাগিল, অথচ ব্রাহ্মণ তাহা জানিতে পারিল না ॥ ৩৭ ॥

সেই ব্রাহ্মণ তাহা না জানিয়াও দৈববশতঃ পূর্বে অন্ন পরিমাণে তুলসী গ্রহণ করিল, তৎপরে কোন এক অলক্ষ্য স্থান হইতে বিষ্ণুর স্মদর্শনচক্র উপস্থিত হইল ॥ ৩৮ ॥

বিষ্ণুর স্মদর্শনচক্র অদৃশ্যভাবে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া

অথান্বহিঃ পুরা ষড্ভা তৃণভারোহন্তরেহবিশাং ॥ ৩৯ ॥

হস্তঃ ষ্টিং তুলসীত্যাগে যাম্যাশ্চারাস্তমম্বয়ুঃ ।

তৃণভারং দৃঢ়ং বন্ধা ততো জিগমিসুৰ্বনাং ॥ ৪০ ॥

দ্বিজোহপ্যজ্ঞাত তদ্বৃত্তঃ পলালং সাহিমুদ্রহন ।

গৃহগাণাজ্জলচ্ছ্রুতীতৈদূরাদ্বৃত্তো ভট্টৈঃ ॥ ৪১ ॥

তদাশ্চর্য্যামথো দৃষ্ট্বা গৃহদ্বারে স দিন্যদৃক্ ।

কৃষার্চ্চকো যদর্থং সা তুলসী বিস্মিতোহভবৎ ॥ ৪২ ॥

কৌতুকাং পৃচ্ছতে তস্মৈ প্রণম্যাপ যমানুগাঃ ।

ব্রাহ্মণ যখন চলিতেছিল, তখন তাহার অনুগমন করিয়া-  
ছিল। অনন্তর সেই কৃষকসর্প শীঘ্র অগ্রে গমন করিয়া  
তৃণরাশির মধ্যে প্রবেশ করিয়া রহিল ॥ ৩৯ ॥

তুলসী পরিত্যাগ করিলেই ইহাকে বধ করিতে হইবে,  
তাহার জন্য যমদূত সকল ব্রাহ্মণের অনুগমন করিতে  
লাগিল, তৎপরে ব্রাহ্মণ দৃঢ়ভাবে তৃণরাশি বন্ধন করিয়া  
বন্দন হইতে গমন করিতে উদ্যত হইল ॥ ৪০ ॥

ব্রাহ্মণ এই সকল রত্নাস্ত কিছুই জানিতে পারে নাই,  
তথাপি সর্পের সহিত তৃণরাশি বন্ধন করিয়া গৃহে আগমন  
করিল। তখন যমকিস্কর সকল প্রজ্বলিত সূদর্শনচক্রের  
নিকট ভীত হইয়া, দূর হইতে ব্রাহ্মণকে নেষ্টন করিয়া-  
ছিল ॥ ৪১ ॥

অনন্তর একজন কৃষকপূজক দিব্যদৃষ্টি ব্রাহ্মণ গৃহ দ্বারে  
সেই আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিলেন। হরিপূজার নিমিত্ত  
যে তুলসী আহরণ করা হইয়াছিল, সেই তুলসী সন্দর্শনে  
বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৪২ ॥

তৎপরে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মণ যখন জিজ্ঞাসা

আগতং তস্য চক্রেণ রক্ষাকোচুঃ স্ম কারণং ॥ ৪৩ ॥  
 ত্যক্তভারং ততো বিপ্রং ত্যজন্তং তুলসীগপি ।  
 সর্পদন্তং মৃতং পশ্চাময়ামো যমগন্দিরং ॥ ৪৪ ॥  
 ততোহস্থ দয়য়া বিপ্রো রক্ষোপায়মচিস্তয়ৎ ।  
 অজ্ঞানীনাথ স মুনিঃ প্রিয়ং প্রাহাস্তকানুগাম্ ॥ ৪৫ ॥  
 ভো ক্রতাস্থ মহাত্মানো রক্ষোপায়ং কৃপালবঃ ।  
 নাহেনং তুলসীত্যাগে চক্রে রক্ষেদ্বিজুঃ ধ্রুবং ॥ ৪৬ ॥  
 উক্তং ভবন্তিরক্ষুর্দৈর্ঘ্যং শ্রীত্যাশ্চ হ্রহেভয়ং ।  
 মদর্থানীততুলসী রক্ষতৈনং নতোহস্মি বঃ ॥ ৪৭ ॥

করিলেন, তখন যমদূতগণ প্রণাম করিয়া, ব্রাহ্মণের আগমন এবং হৃদর্শনচক্র দ্বারা তাহার জীবন রক্ষা, এই বিষয়ের কারণ নির্দেশ পূর্বক বলিয়াছিল ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর ব্রাহ্মণ মস্তকের ভার নামাইলে এবং তুলসীকেও পরিত্যাগ করিলে, ইহাকে সর্প দংশন করিবে, ব্রাহ্মণ পঞ্চস্থ পাইবে, পশ্চাৎ আমরা যমালয়ে লইয়া যাইব ॥ ৪৪ ॥

তৎপরে ব্রাহ্মণ করুণা করিয়া ইহার রক্ষার উপায় চিন্তা করিলেন । অনন্তর সেই মুনি যেন অজ্ঞানীর ন্যায় প্রিয়বচনে যমদূতদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

হে দূতগণ ! তোমরা সদয় হইয়া এই মহাত্মার রক্ষার উপায় নির্দেশ কর । তুলসী ত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই হৃদর্শনচক্র এই ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৪৬ ॥

আপনারা মহোদয়, আমার প্রতি শ্রীতি করিয়া আপনারা বলিয়াছেন, এই ব্রাহ্মণের সর্প হইতে ভয় হইবে, এ ব্যক্তি আমার নিমিত্ত তুলসী আনয়ন করিয়াছে, ইহাকে রক্ষা করুন

অথোচ্চঃ প্রেতরাড়্ দূতাঃ কিমস্বদয়য়া বিভো ।

ঐক্যোরবাৎ পলায়ামো বয়ং কালস্ত কিঙ্করাঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতোহুর্দ্ধবামাং প্রাগস্ত পূর্ণগায়ুর্মৃতিস্বহেঃ ।

ত্বয়্যার্য্য স্তলসীলুৰ্দ্ধঃ সৰ্ব্বগো রক্ষতিত্বমুং ॥ ৪৯ ॥

নিত্যং সম্মিহিতো বিষ্ণুঃ সম্পৃহস্তলসীবনে ।

অপি মে পত্রমাত্রৈকং কশ্চিদ্ধন্যোহপরিম্যতি ॥ ৫০ ॥

যদি স্থিষ্টেব তুভ্যায়ং ত্রীশায় দলমপ্যয়েৎ ।

তর্হি চক্রং তদৈবাস্মান্ ভস্মীকুৰ্য্যামসংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥

আমি আপনাদিগকে এণাম করি ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর যমদূতগণ বলিতে লাগিল, প্রভো ! আমরাদের দয়ায় কি হইবে । আমরা যমের কিঙ্কর, কেবল আপনার গৌরব হেতু আমরা পলায়ন করিব ॥ ৪৮ ॥

ইহার পর অর্দ্ধগ্রহরের পূর্বে ইহার পরমায়ু পরিপূর্ণ (শেষ) হইবে । তাহার পরে সর্পদংশন করিলে ইহার মৃত্যু ঘটবে । আপনি তুলসীলুৰ্দ্ধ হরিকে অর্চনা করিবেন । তাহা হইলে সেই সর্বগামী হরি ইহাকে রক্ষা করিবেন ॥ ৪৯ ॥

নারায়ণ অত্যন্ত অভিলাষযুক্ত হৃদয়ে তুলসীকাননে সর্বদাই সম্মিহিত আছেন । কোন মহাত্মা ব্যক্তি এই তুলসীর একটীমাত্র পত্র আমাকে দান করিতে পারেন ॥ ৫০ ॥

যদি এই ব্রাহ্মণ তুলসীবনে থাকিয়া কমলাপতিকে তুলসীপত্র দান করে, তাহা হইলে স্তদর্শনচক্র সেই সময়েই আমাদিগকে ভস্মীভূত করিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ৫১ ॥

স্বকৃতী দুষ্কৃতী বাপি তুলস্যা যোহর্চয়েৎকরিং ।  
 তস্মাস্তে হি বয়ং নেশা বিষ্ণুদূতৈঃ স নীরতে ॥ ৫২ ॥  
 কস্মাদিতি ন জানীমস্তলস্যা হি প্রিয়ো হরিঃ ।  
 গচ্ছন্তং তুলসীহন্তং রক্ষসেনানুগচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥  
 যদ্যেয সর্বদা রক্ষ্যস্তয়া তর্হি স কুং কৃত্য ।  
 দীযতাং তুলসীপূজা বিপ্রস্তায়ুঃপ্রবন্ধয়ে ॥ ৫৪ ॥  
 ইত্যন্তোহথ তথা কুত্বা মোহরক্ষতং দ্বিজং যুদা ।  
 যাম্যা যথাগতং জগ্মুস্তয়োঃ সর্পশ্চ পশ্যতোঃ ॥ ৫৫ ॥  
 বোধয়িত্বাথ তং মূর্থং সহ তেনৈব বৈষ্ণবঃ ।

পুণ্যাত্মা হউক, আর পাপিষ্ঠই হউক, যে ব্যক্তি তুলসী-  
 পত্র দিয়া বিষ্ণুপূজা করে, তাহার নিকটে যাইতে আমা-  
 দেব অধিকার নাই । তাহার মৃত্যু হইলে বিষ্ণুদূত সকল  
 তাহাকে নৈকুঠপুরে লইয়া যায় ॥ ৫২ ॥

কিহেতু যেন নারায়ণ তুলসীর প্রিয়, ইহা নিশ্চয়ই আমরা  
 জানি না, তুলসী হস্তে করিয়া গমন করিলে হরি তাহাকে  
 রক্ষা করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥

যদি আপনার ইহাকে সর্বদাই রক্ষা করিতে হয়, তাহা  
 হইলে ব্রাহ্মণের পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য একবার অনুষ্ঠান  
 করিয়া তুলসীপূজা দান করুন ॥ ৫৪ ॥

যগদূতগণ এই কথা বলিলে তিনি সেইরূপ কার্য্যের  
 অনুষ্ঠান করত সর্ব্বেষে সেই ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিলেন, পরে  
 যগদূতগণ এবং ঐ সর্প সেই দুই জন ব্রাহ্মণ দেখিতে থাকিলে  
 যে স্থান হইতে আসিয়াছিল, সেই স্থানেই গমন করিল ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর সেই বৈষ্ণব সেই মূর্থকে অবোধ দিয়া এবং

স গুহ্য বৈষ্ণবং তীর্থং তুলসৈ চার্চয়দ্ধরিং ॥ ৫৬ ॥

অর্চিষ্টা তং পরাং সিদ্ধিমাগতো তত্র বৈষ্ণবো ।

কিঞ্চাত্র চিত্রং সামর্থ্যং বিমুচক্রাদি বস্তনঃ ॥ ৫৭ ॥

অহো কিং বৈষ্ণবো গত্যঃ কিং বাস্বথোহপি বৃক্ষকঃ ।

কিং বা ত্বং সা তুলসী তস্মাৎ সর্বাধিকো ভবান্ ॥ ৫৮ ॥

অশ্বথস্তু তু কো ক্রয়ান্তরুমাগ্যং পরাশর ।

যোহর্চিতঃ সর্বদোষঘ্নঃ সাক্ষাৎস্বয়ুর্জগদ্ধিতঃ ॥ ৫৯ ॥

দুরিতানি প্রাণশক্তি নৃণামশ্বথেন্নেবিনাং ।

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ শ্রুতোধ্যাতঃ কীর্তিতঃ সংহরত্যঘঃ ॥ ৬০ ॥

তাহারই সহিত বৈষ্ণবতীর্থে গমন পূর্বক তুলসী দ্বারা হরির  
অর্চনা করিলেন ॥ ৫৬ ॥

সেই ছুই জন বৈষ্ণব তথায় হরিপূজা করিয়া পরমসিদ্ধি  
প্রাপ্ত হইলেন । এই বিষয়ে কিছুই আশ্চর্য্য নহে । নারা-  
য়ণের স্তুদর্শনাদি চক্রেয় শক্তিই এইরূপ ॥ ৫৭ ॥

অহো ! কি আশ্চর্য্যের বিষয় ! আপনি কি বিমুপরা-  
গ মানব ? অথবা অশ্বথবৃক্ষ ? কিম্বা সেই ত্বং তুলসীপত্র,  
অতএব আপনি সর্বাধিকো শ্রেষ্ঠ ॥ ৫৮ ॥

হে পরাশর ! কোন্ ব্যক্তি অশ্বথের তরুসাদৃশ্য বলিতে  
পারে ? অশ্বথবৃক্ষের পূজা করিলে সকল দোষ বিনষ্ট হয় ।  
অশ্বথবৃক্ষ জগতের মঙ্গলকর সাক্ষাৎ বিষ্ণুর তুল্য ॥ ৫৯ ॥

যে সকল মনুষ্য অশ্বথবৃক্ষের সেবা করে, সেই সমস্ত  
নরগণের সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় । অশ্বথবৃক্ষকে দর্শন,  
স্পর্শন তাঁহার বিষয় শ্রবণ, তাঁহার ধ্যান এবং গুণ কীর্তন  
করিলে, সেই অশ্বথবৃক্ষ তাহার পাপক্ষয় করিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥



অশ্বমেধসহস্রোৎসবং পশ্যামি কলমন্তবৎ ।

নৈব বিষ্ণুময়ান্ধত্বসংরক্ষারোপণোদ্ভবং ॥ ৬১ ॥

যস্য বিশ্বাত্মনশ্ছায়া ভানুতাপং ন কেবলং ।

সেব্যমানা নৃণাং হস্তি তাপত্রয়মপি ক্ষুণ্টং ॥ ৬২ ॥

সকৃৎ প্রদক্ষিণী কৃত্য বোধিবৃক্ষং নরোহম্মুতে ।

ভূপ্রদক্ষিণজং পুণ্যং ধরাধরময়ো হি মঃ ॥ ৬৩ ॥

ক্রমেশমর্চয়েদযস্ত গন্ধমাগ্ন্যাদিভিনরঃ ।

ভক্তৈর্বিষ্ণুস্বরূপঃ স বিষ্ণুলোকে তথার্চ্যতে ॥ ৬৪ ॥

যস্ত তোময়িতুং বাঞ্ছে ত্রৈলোক্যং হ্রেকপুঞ্জরা ।

সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে পুণ্যফল উৎপন্ন হয়, সেই ফলের ক্ষয় হইয়া থাকে । কিন্তু বিষ্ণুময় অশ্বত্ব বৃক্ষের রক্ষা ও তাঁহার রোপণে যে পুণ্যফল সম্ভূত হয় তাঁহার মীমাংসাই, সেই ফল অসীম ॥ ৬১ ॥

অশ্বত্ববৃক্ষ বিশ্বায় নারায়ণরূপী, তাঁহার ছায়া সেবা করিলে মনুষ্যগণের কেবল যে সূর্য্যতাপ বিদূরিত হয় তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে মনুষ্যগণের স্পষ্টই আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ ভবতাপও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

মনুষ্য যদি একবার অশ্বত্ববৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করে, তাহা হইলে ভূমি প্রদক্ষিণের পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কারণ, এই অশ্বত্বতরু ধরাধর নারায়ণের সমান ॥ ৬৩ ॥

যে মনুষ্য গন্ধমাগ্ন্যাদিদ্বারা তরুন্মাজ অশ্বত্ববৃক্ষের অর্চনা করেন, বৈকুণ্ঠধামে ভক্তগণ বিষ্ণুর স্বরূপ সেই মনুষ্যকে সেইরূপেই পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৬৪ ॥

হে বিজ্ঞ ! যে মনুষ্য এক জনের পূজা করিয়া জিহ্বন

স পূজয়েবুধোহুশ্বখং জগন্ময়ময়ো হি সঃ ॥ ৬৫ ॥  
 অথ গুহ্যতমং বক্ষ্যে, তত্ত্বায় তবতে দ্বিজ ।  
 মন্দবারে দ্বিজো মৌনী প্রাতরুথায় ভক্তিমান্ ॥ ৬৬ ॥  
 পুণ্যতীর্থে শুচিঃ স্নাত্বা প্রাপ্য স্নানং হরিভ্রমং ।  
 পৌরুষেণ বিধানেন সংপূজ্য প্রণবেন বা ॥ ৬৭ ॥  
 কৃতসর্বোপচারোহথ শতকৃত্বঃ সমাহিতঃ ।  
 জপন্ প্রদক্ষিণীকুর্যাৎ প্রণবং সংস্মরন্ হরিং ॥ ৬৮ ॥  
 আলিঙ্গ্য প্রাঙ্গুখঃ পশ্চাক্ষ্যায়ন্তুজোময়ং হরিং ।  
 অশ্বখরূপিণং বিষ্ণুং ভট্টৈক্যনং মন্ত্রমুচ্চরেৎ ॥ ৬৯ ॥

সম্ভব করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি অশ্বখরূপের অর্চনা  
 করিবে । যেহেতু সেই অশ্বখতরু জগন্নিবাস নারায়ণের  
 স্বরূপ ॥ ৬৫ ॥

হে বিপ্র ! আপনি ভক্ত এই কারণে আমি আপনাকে  
 অত্যন্ত গোপনীয় কথা বলিব । শনিবারে ব্রাহ্মণ ভক্তিসহ-  
 কারে মৌনী হইয়া প্রাতঃকালে গাত্রোস্ত্রান করিবেন ॥ ৬৬ ॥

পরে পবিত্র হইয়া গঙ্গাদি পবিত্র তীর্থজলে স্নান করিয়া  
 মনোহর হরি ( অশ্বখ ) রূপ পাইয়া, পুরুষনৃপ বেদমন্ত্র,  
 অথবা প্রণবমন্ত্র দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর সমাহিত চিত্তে সমস্ত উপচার দ্বারা পূজা করিয়া  
 শতবার প্রণব জপ এবং স্মরণ করিতে করিতে হরিকে  
 প্রদক্ষিণ করিবে ॥ ৬৮ ॥

পশ্চাৎ পূর্বমুখ হইয়া আলিঙ্গন করত জ্যোতির্ময় হরির  
 ধ্যান করিবে এবং ভক্তিযোগে অশ্বখরূপি বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া  
 এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে ॥ ৬৯ ॥

স্বং ধাম সর্বধাম্মাণাং বোধাত্মা বোধিরূচ্যসে ।  
 গয়ান্নিফো হৃদয়ান্নান্ন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপতে ।  
 আরান্ত ইত্থাবাটেনং প্রণমেদথ দণ্ড৭২ ॥ ৭০ ॥  
 আরাদন্ত তড়িত্তেহমিস্তারাং পরশুরন্ত তে ।  
 নিবাত্তে স্বাভিবর্ষন্ত সন্তি তেহন্ত বনস্পতে ।  
 ইতি বাক্যং সমুচ্চার্য প্রণমেদগুণদ্ববি ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥  
 প্রায়শ্চিত্তমিদং শুভং পাতকেষু মহৎসপি ।  
 ব্রতং পুঞ্জীয়মায়ুষ্যং মহারোগৈগৈকভেষজং ॥ ৭৩ ॥  
 কিমন্যং সর্বকামানাং বীজমেতদ্ধরিপ্রিয়ং ।

হে ব্রহ্ম ! হে শ্রেষ্ঠ ! হে জগন্নাথ ! তুমি সমস্ত জ্যোতির  
 জ্যোতি, তুমি বোধস্বরূপ, এই কারণে তোমাকে বোধি ব্রহ্ম  
 বলে । আমি 'পাপ ভয়ে আকুল হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন  
 করিলাম' । নিকটে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে স্তুমিতে  
 দণ্ড৭২ প্রণাম করিবে ॥ ৭০ ॥

তোমার দূরে বিদ্যাং থাকুক, অর্থাৎ যেন তোমার  
 উপরে বজ্রপাত না হয় । তোমার দূরে অগ্নি থাকুক,  
 তোমার দূরদেশে কুঠার থাকুক । বাতশূন্য নিশ্চল প্রদেশে  
 তোমার দেহে ধীরে ধীরে মেঘের জল বর্ষণ হউক, হে  
 বনস্পতে ! তোমার মঙ্গল হউক, এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া  
 স্তুতলে দণ্ড৭২ প্রণাম করিবে ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥

ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপেও ইহাই গোপনীয় প্রায়শ্চিত্ত ।  
 পুঞ্জলাভ করিবার ইহাই ব্রত, ইহাতে পরমায়ু দীর্ঘ হয় এবং  
 মহারোগের ইহাই একমাত্র ঔষধ ॥ ৭৩ ॥

অধিক আর কি বলিব, ইহা সমস্ত অভীষ্ট লাভের

যন্তু গম্বৎসরং কুর্যাদেবং শনিদিনে শুচিঃ ॥ ৭৪ ॥  
 ততোপদিশতি স্বপ্নে, নোকমার্গং হরিঃ স্বয়ং ।  
 জপন্ প্রদক্ষিণীকুর্যাদুক্ত্যাম্বয়ং দিনে দিনে ॥ ৭৫ ॥  
 তং সর্বভূতান্ভারাত্ম্যজন্তি ভুবি রক্ষিতং ।  
 দুঃপ্রতিগ্রহ দুর্ভোজ্য দুঃসঙ্গদুরবীতিজৈঃ ।  
 মুচ্যতেহহরহর্দোষৈঃ শুচিঃ সদ্ভূমসেবনাং ॥ ৭৬ ॥  
 দুঃস্বপ্নগ্রহক্রান্তি মহতুতভয়েষুচ ।  
 নৃণাং কিমন্তুচ্ছরণং বিনা বিমুঃক্ৰুনাশ্রয়ং ॥ ৭৭ ॥  
 এবমশ্বথবৃক্ষেহয়ং ন গণাস্তরুণু প্রভো ।

বীজমন্তু, ইহা ভিন্ন হরির আর কোন শ্রিয় বস্তু নাই । যে ব্যক্তি শনিবারে পবিত্র হইয়া এক বৎসর এই ত্রৈলোক্য অনুষ্ঠান করে, নারায়ণ স্বয়ং তাহাকে স্বপ্রাণস্বার্থ 'মুক্তিপণ' উপদেশ দিয়া থাকেন । এই কারণে দিন দিন ভক্তিমহাকাণ্ডে জপ করিয়া অশ্বথবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিবে ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥

যিনি অশ্বথবৃক্ষকে ভূমিতে রক্ষা করেন, পাপ সকল দূর হইতেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, পবিত্র হইয়া অশ্বথবৃক্ষের সেবা করিলে দৈনন্দিনকৃত অসংপ্রতিগ্রহ, অভক্ষ্যভক্ষণ, অসংসংসর্গ এবং নাস্তিকাদির অসংপ্রহ অধ্যয়ন জন্তু পাপরাশি হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৭৬ ॥

দুঃস্বপ্নদর্শন, দুর্ভোগাদির আক্রমণ এবং মহাতুতের ভয় উপস্থিত হইলে বিমুঃক্ৰুণ অশ্বথবৃক্ষের আশ্রয় ব্যতীত কি মনুষ্যগণের অন্য কোন জাতির উপায় আছে ॥ ৭৭ ॥

হে প্রভো ! এই প্রকার এই অশ্বথবৃক্ষকে সাগাণ্ড তরু-

বৈষ্ণবশ্চ নৃমাত্রেষু তস্মাৎ সৰ্ব্বাধিকৌভবান্ ॥ ৭৮ ॥

শ্রুত্বৈতি মজ্জিতে কিঞ্চিচ্ছক্তিপূজ্যে সভাসদঃ ।

বিস্মিতাশ্চ প্রহৃষ্টাশ্চ মার্কণ্ডেয়মপূজয়ন্ ॥ ৭৯ ॥

অহো মহাত্মন্ সৰ্ব্বজ্ঞ সৰ্ব্বমঙ্গলদায়কমিতং ।

অপ্যপৃষ্ঠং ত্বয়া প্রোক্তং পরাশরনতিচ্ছলাৎ ॥ ৮০ ॥

উক্তং বিষদূৰ্চনং শ্রেয়স্তলসীচ হরিপ্রিয়া ।

বৈষ্ণবঃ সফলায়ুশ্চ পূজ্যোহঘ্নোহরিদ্রুমঃ ॥ ৮১ ॥

এতদেব স্তমন্দিরমঙ্গুজ্জিগ্মসিতং প্রভো ।

কুংস্মুক্তং কৃতার্থাঃ স্মৃত্বা ভাগবতোত্তম ॥ ৮২ ॥

দিগের সহিত গণনা করিবে না এবং বৈষ্ণবকেও সাধারণ  
মুন্সের মধ্যে গণনা করা উচিত নহে, এই কারণে আপনি  
সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্যশালী ॥ ৭৮ ॥

এই কথা শুনিয়া শক্তিপূত্রী পরাশর কিঞ্চিৎ মজ্জিত  
হইলে সভাস্থ মহর্ষিগণ বিস্ময়াপন্ন এবং আনন্দিত হইয়া  
মার্কণ্ডেয়-মুনিকে পূজা করিলেন ॥ ৭৯ ॥

হে মহাত্মন্ ! হে সৰ্ব্বজ্ঞ ! অদ্য আগরা যাহা অনুষ্ঠান  
করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, (আগরা জিজ্ঞাসা না করিলেও)  
আপনি পরাশরকে প্রণাম করিবার ছলে আমাদের সমস্ত  
অভীষ্ট বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ৮০ ॥

বিষ্ণুপূজা মঙ্গল দান করে, তুলসীও হরির প্রিয় বস্তু,  
বৈষ্ণবের পরমায়ু সফল, অশ্বখবৃক্ষের পূজা করিলে পাপ  
বিনষ্ট হয়, ইহা আপনি বলিয়াছেন ॥ ৮১ ॥

হে ভাগবতপ্রবর ! এই বিষয়েই আমাদের পরম সন্দেহ  
অশ্মে, পরে ইহার বিষয় জানিতে আমাদের ইচ্ছা হয় ।

বিক্ষোঃ প্রসাদীদীর্ঘায়ুস্তদেকশরণোহপি যৎ ।

দ্রুমভক্তোহলমোহস্মীতি ক্রমেহস্মাদ্বাদনায় যৎ ॥ ৮৩ ॥

মহামুনিমিতি স্তুত্বা ততস্তে তদমুজয়া ।

অশ্বখমেবিনোবিপ্রাশ্চলনৈশ্চবার্চ্চয়ন্ধরিং ॥ ৮৪ ॥

শ্রীনারদ উবাচ ॥

এবং সংক্ষেপতঃ প্রাহ মার্কণ্ডেয়ঃ স শৌনক ।

বৈষ্ণবশ্বখতুলসীমাহাত্ম্যমতুলং মহৎ ॥ ৮৫ ॥

সর্বৈশ্বরোবিষ্ণুরনন্তমুর্তি-

রনন্তশক্তির্বত দূরমাস্তাং ।

হে প্রভো ! আপনি তৎসমুদায়ই বর্ণন করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার এই অনুকম্পাপূর্ণবাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা সকলেই কৃতার্থ হইলাম ॥ ৮২ ॥

নারায়ণের প্রসাদে আপনি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছেন এবং একমাত্র বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছেন । তথাপি আপনি যে বলিতেছেন, আমি বিষ্ণুভক্ত নহি এবং আমি অলস, ইহা কেবল আগাদিগকে বাধা দিবার জন্য ॥ ৮৩ ॥

অনন্তর সেই সকল মুনিগণ এইরূপে মহর্ষিকে স্তব করিয়া এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে অশ্বখবৃক্ষের সেবা করিয়া তুলসী দ্বারা নারায়ণের অর্চনা করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, হে শৌনক ! সেই মার্কণ্ডেয়-মুনি বৈষ্ণব, অশ্বখতরু এবং তুলসীর মাহাত্ম্য মহৎ এবং অনুপম হইলেও সংক্ষেপে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৮৫ ॥

আহা ! যিনি সকলের ঈশ্বর, বাঁহার মূর্তি অনন্ত এবং বাঁহার শক্তিও অসীম সেই নারায়ণের কথা দূরে থাকুক ।

কোহবক্তি তদ্বক্তৃগুণান্ সমাস্তাং-

স্তদজিহ্মশৌচোৎসর্গিদগুণাব্ বা ॥ ৮৬ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিহ্রদোদয়ে বৈষ্ণব-  
তুলস্বত্বমাহাত্ম্যং নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ \* ॥ ১৮ ॥ \* ॥

কোন্ ব্যক্তি হরিভক্তদিগের গুণরাশি অথবা তাঁহার পদ-  
প্রকালনমস্তুত পুণ্যমলিলা গঙ্গানদীর গুণ মকল বর্ণন করিতে  
পারে ॥ ৮৬ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিহ্রদোদয়ে শ্রীরাম-  
নারায়ণ বিদ্যারত্নাশুবাদিতে বৈষ্ণব, তুলসী এবং অশ্বত্থক্লেশ  
মাহাত্ম্য বর্ণন অষ্টাদশ অধ্যায় ॥ \* ॥

# হরিভক্তিসুখোদরঃ ।

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ।



নিরন্তরোদ্যৎপুলকা ভক্তা হর্ষাশ্রবর্ষিণঃ ।

শ্রদ্ধা বিক্ষোঃ কথামূচুস্তদ্বিরামাসহা দ্বিজাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশৌনকাদয় উচুঃ ॥

ভগবন্ ভবতা জাতাঃ সনাথাঃ সুখিনো বয়ং ।

ভবর্তাঃ স্থলধীনাভা ভূয়ো রক্ষ্য। বচোহমৃতৈঃ ॥ ২ ॥

বক্তুমর্হসি নো যোগং ভবরোগৈকভেষজং ।

দুস্ত্রাপঃ প্রাপ্যতে যেন বিষ্ণুঃ সুখমহার্ণবঃ ॥ ৩ ॥

সেই সকল ভক্ত ব্রাহ্মণগণ দিযুক্তপা শ্রবণ করিয়া  
অবিরত রোমাঞ্চিত কলেবরে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে  
লাগিলেন এবং কথার বিরাম (নিবৃত্তি) সহ্য করিতে না  
পারিয়া স্থলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

শৌনকাদি মুনিগণ কহিলেন, হে ভগবন্ ! এত দিন  
আমরা অনাথ এবং নিরাশ্রয় ছিলাম । আপনার সহিত সঙ্গ  
হওয়াতে আমরা সনাথ (আশ্রয় সম্পন্ন) এবং সুখী হই-  
রাছি, আমরা সংসার-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আছি, জল  
হইতে স্থলে আনিলে মৎস্যের মেরুপ দুর্দশা ঘটে, আগা-  
দেবও সেইরূপ দুঃখবস্থা ঘটিয়াছে, অতএব এক্ষণে আপনি  
পুনর্ব্বার বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২ ॥

যাহা দ্বারা অত্যন্ত দুঃখ ভ সুখরূপ মহাদাগর বিষ্ণুকে



ব্রহ্মাজসুতঃ প্রাহ ব্রহ্মবিদ্যাং হরিপ্রিয়ঃ ।

শৌনকপ্রমুখান্ বিপ্রান্ ভক্তান্ ব্রীক্ষ্য বিকল্মষান্ ॥ ৪ ॥

তপসা ভজতাং চিত্তং হরিস্মরণনির্মলং ।

জ্ঞানস্বাযোগমেবাক্ষা বীজস্বেব অকুৰ্ভুঃ ॥ ৫ ॥

অনিকল্মষিতে চিত্তে জানং নোণ্ডং প্ররোহতি ।

তস্মাদবক্ষ্যামি বো যোগং সংক্ষিপৈ্যব ক্ষুণ্টং যথা ॥ ৬ ॥

বিস্তরো ভ্রাময়েচ্ছ্রীতুরচাদৌ যুজ্যতে দ্বিজাঃ ।

বিলাপ্য বিস্তরং কুংস্রং চিদেকরসসাধিনে ॥ ৭ ॥

লাভ করিতে পারা যায়, আপনি সংসাররূপ রোগের এক-  
মাত্র মহৌষধ স্বরূপ যোগের কথা আমাদিগকে বলিতে  
বোগ্য হ'উন ॥ ৩ ॥

অনন্তর হরিভক্ত ব্রহ্মপুত্র নারদ শৌনক প্রভৃতি ভক্ত  
ব্রাহ্মাদিগকে নিষ্পাপ নিরীক্ষণ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা (আত্মতত্ত্ব)  
বলিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তপস্বী দ্বারা তোমাদের অন্তঃকরণ এক্ষণে হরিস্মরণ  
করিয়া নির্মল হইয়াছে । উত্তমরূপে কর্তৃত ভূমি বেকরূপ  
বীজবপনের যোগ্য, সেইরূপ তোমাদেরও হৃদয় এক্ষণে  
জ্ঞানলাভের উপযুক্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

পাপপূর্ণ হৃদয়ে জ্ঞানবীজ রোপণ করিলে তাহার অঙ্কু-  
রোদ্যম হয় না । অতএব সংক্ষেপ করিয়াই স্পষ্টরূপে  
তোমাদিগকে যোগের কথা বলিব ॥ ৬ ॥

হে ব্রাহ্মগণ ! বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলে শ্রোতৃ-  
গণকে মহাভ্রমে পতিত হইতে হইবে, অতএব সবিস্তরে  
বর্ণন করা উপযুক্ত নহে । সমস্ত বিস্তারিত বর্ণনা একমাত্র

যোগগ্রন্থসহস্রাণাং সর্বোপনিষদাং তথা ।

সত্যঞ্চ যত্র তাৎপর্যং মোহর্থঃ পর ইহোচ্যতে ॥ ৮ ॥

ভাব্যং বিরক্ত্যা প্রথমং মুমুক্ষোবিষয়োষতঃ ।

রাগায়ািতপ্তে চিত্তে হি জ্ঞানশাস্ত্র্য কা স্থিতিঃ ॥ ৯ ॥

গৎসরদ্বৈরাগায়ািত্রয়াত্ব্যেষে হি মানসে ।

জ্ঞানং দত্তং প্রতপ্তায়াঃ সিকতাশ্চিব নশ্চতি ॥ ১০ ॥

কামনীজ্ঞান্যনন্তানি সংপ্ররোহন্তি যদ্ধৃদি ।

তত্রাটবীনিভে জ্ঞানপুণ্যশাস্ত্রং নু বর্দ্ধতে ॥ ১১ ॥

চিৎশক্তির ( আত্মতত্ত্বের ) সাধনে লীন করিয়া এই বিষয় বর্ণন করিব ॥ ৭ ॥

যে স্থানে মহত্ মহত্ যোগশাস্ত্র, সমস্ত উপনিষদ এবং সমস্ত সাধুদিগের তাৎপর্য, এই জগতে তাহাকেই পরমার্থ বলে ॥ ৮ ॥

প্রথম গোক্ষাভিলাষি ব্যক্তির বৈষয়িক পদার্থরাশি হইতে বৈরাগ্য হওয়া আবশ্যক । কারণ, বিষয় বাসনারূপ অনল দ্বারা অন্তঃকরণ সম্তপ্ত হইলে তাহাতে জ্ঞানরূপ শাস্ত্রের অবস্থান হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

যে রূপ সৈকত প্রদেশে সমস্ত লোহ বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ তাৎপর্য, দ্বৈত, অনুরাগ ( বিষয় বাসনা ) রূপ অগ্নি দ্বারা অত্যন্ত উষ্ণ হইলে জ্ঞান সমর্পিত হইলে তাহা নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

যাহার হৃদয়ে বাসনারূপ অনন্তবীজ অঙ্কুরিত হয়, অরণ্য-ভূম্যে সেই হৃদয়ে জ্ঞানরূপ শাস্ত্র বৃদ্ধি পাইতে পারে না ॥ ১১ ॥

অবিলীনং যথা হেম ন হেম্না যোগমহীতি ।  
 বৈরাগ্যেনাক্রান্তং চেতো জ্ঞানেন কঠিনং তথা ॥ ১২ ॥  
 বিষয়েষু বিরক্তিঞ্চ ভবত্যেব বিবেচনাং ।  
 অবিচারিতরম্যেষু কিম্পাকশ্চ ফলেষিব ॥ ১৩ ॥  
 বিষয়াশ্চ স্থায়ন্তে বিষুয়ায়াজুমাং দ্বিজাঃ ।  
 সৰ্ব্বজীবসমাঃ সৰ্ব্বে স্যন্তে সৰ্ব্বস্থা যদি ॥ ১৪ ॥  
 অহোহরেব সৰ্ব্বেষাং রাজ্ঞী রাত্রির্ন বৈ ভিদা ।  
 তথা সমাঃ স্যজীবানাং সৰ্ব্বে তে সংস্থা যদি ॥ ১৫ ॥

যে রূপ অগ্নি দ্বারা স্ববর্ণকে গলাইতে না পারিলে,  
 স্ববর্ণের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ অজ্ঞান-  
 পূর্ণকঠিন হৃদয় বৈরাগ্য দ্বারা গলিত না হইলে, তাহার  
 সহিত জ্ঞান সংযোগ হইতে পারে না ॥ ১২ ॥

কিম্পাক (মাকাল) ফল প্রথমে বিচার না করিলে  
 মনোহর বলিয়া বোধ হয় । পরে বিচার শক্তি দ্বারা যেমন  
 তাহার উপরে অশ্রদ্ধা জন্মে, সেইরূপ বিবেক শক্তি বশতঃ  
 বৈষয়িক পদার্থেও বৈরাগ্য ঘটিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

হে ব্রাহ্মগণগণ ! যে সকল ব্যক্তি বিষুয়ায়ায় অভিভূত  
 তাহদেরই বৈষয়িক পদার্থ সকল স্থখজনক বলিয়া বোধ হয় ।  
 কিন্তু যদি সকলেরই সকল বস্তুতে স্থখ হইত, তবে সকল  
 জীবই সকলের সগন হইত ॥ ১৪ ॥

দিন দিন সকলেরই একরাত্রি হইতে অশ্র রাত্রি কিছু-  
 তেই পৃথক্ নহে, সেইরূপ যদি সেই সকল জীব সংস্থ  
 ভজনা করিত, তাহা হইলে জীবগণের সেই সকল বৈষয়িক  
 পদার্থও সমান হইতে পারিত ॥ ১৫ ॥

যত্নেকস্ত প্রিয়ং কিকিতদেবাশ্চ ন প্রিয়ং ।  
 দৃশ্যতে স্ত্র্যামভূষাদি নৃষেণ রুচিতেদতঃ ॥ ১৬ ॥  
 আস্থা যত্র চ বালানাং ন যুনস্তত্র তত্র চ ।  
 তয়োর্ন তত্র বৃদ্ধস্ত যত্রাস্ত ন চ তদ্বয়োঃ ॥ ১৭ ॥  
 নৃপ্রিয়া মোদকা ভূষঃ পুতিমাংসঃ শুনাং প্রিয়ং ॥  
 নৃণাং তদেবাতিহেয়ং তত্ত্বং কিং তত্র নিশ্চিতং ॥ ১৮ ॥  
 স্বাদ্বাত্রদলগন্থেযাং হেয়মুষ্ট্রস্ত তদ্বিষং ।  
 তস্তায়তং নিম্বদলং তদ্ধি তিক্তং স্ত্রনিশ্চিতং ॥ ১৯ ॥

একজনের যাহা কিছু প্রিয় বস্তু বলিয়া শোধ হয়, অপ-  
 রের সেই পদার্থ আবার অপ্রিয় হইতেছে । মানবগণের  
 রুচি বিশেষে স্ত্রী, বসন, ভূষণ, খাদ্য ও পশুণীয়াদি বস্তুতে  
 পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

যে বিষয়ে বালকদিগের আস্থা আছে, যুবর তাহাতে  
 আস্থা নাই । আর যাহাতে বালক এবং যুবর আস্থা আছে,  
 তাহাতে আবার বৃদ্ধের আস্থা নাই । যে বস্তুতে বৃদ্ধের রুচি  
 আছে, বালক এবং যুবকের তাহাতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ॥ ১৭ ॥

মোদক ( লড্ডুক ) সকল মনুষ্যগণের প্রিয় এবং দুর্গন্ধ  
 নাংস কুকুরগণের প্রিয় আবার মনুষ্যগণের অত্যন্ত হেয়,  
 অতএব তদ্বিষয়ে কোন বস্তু নিশ্চিত হইতে পারে ! ॥ ১৮ ॥

স্ত্রস্বাত্র আত্মপত্র অপর জীবের হেয়বস্তু, উষ্ট্রের তাহা  
 বিষবৎ হইয়া থাকে । অথচ উষ্ট্রের নিম্বপত্র অমৃতের ন্যায়  
 উপসেব্য, বাস্তবিক, কিন্তু নিম্বদল তিক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত  
 হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

নৃপ্রিয়াঃ কুসুম্য ভুয়ঃ ক্রোড়া বিটপকৃৎকাঙ্ক্ষিণঃ ।  
 তন্মাত্রমৈকান্ততো বস্তু স্তথং কিঞ্চিদ্রাবস্থিতং ॥ ২০ ॥  
 অবিসম্বাদি সর্বেষাং স্তথমেবং ন দৃশ্যতে ।  
 তন্মাত্রেনৈব বিষয়াঃ সর্বৈঃ স্তথাভা বিষ্ণুমায়ায়া ॥ ২১ ॥  
 ভ্রান্তিস্ত লক্ষণাভাবাচ্চিত্তভ্রান্তিজুযোজনাঃ ।  
 বস্তুনির্ভিন্নমতয়ো গনুতে হ্রববদ্বয়া ॥ ২২ ॥  
 তদেতদবিচার্যৈব পতন্তি বত মোহিতাঃ ।  
 বিষয়েষু স্তথাভেষু ত্বান্ দৃষ্ট্বান্মে পনো চ তান্ ॥ ২৩ ॥

কুসুম সকল মনুষ্যের প্রিয়বস্তু এবং শূকর সকল বিষ্ঠার  
 পক্ষ ইচ্ছা করিয়া থাকে, অতএব সম্পূর্ণরূপে কোন বস্তু  
 স্তথকর বলিয়া স্থিরীকৃত নহে ॥ ২০ ॥

এইরূপে সকল জীবেরই স্তথ অবিরোধি বলিয়া গণ্য  
 নহে, অতএব সেই সকল বৈষয়িক পদার্থ কেবল বিষ্ণুর  
 মায়ায় আপাততঃ স্তথবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

বিশেষ চিত্ত না থাকাতে কেবল ভ্রান্তিমাত্র, যাহাদের  
 চিত্তভ্রম ঘটিয়াছে, তাহাদের ধীশক্তি বৈষয়িক পদার্থ দ্বারা  
 ব্যাহত হইয়া যায় এবং তাহাতেই তাহারা অব্যবস্থিতভাবে  
 সেই সকল বস্তু উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

হায় ! এই সকল বিষয় বিচার না করিয়াই মোহিত  
 চিত্ত মনুষ্যাগণ আপাততঃ স্তথবৎ প্রতীয়মান বৈষয়িক  
 পদার্থরাশির উপরে নিপতিত হইয়া থাকে । তাহাদিগকে  
 দেখিয়া অপর পতিত হয় এবং পুনর্বার তাহাদিগকে  
 দেখিয়া অন্যান্য লোকে বিষয়গর্ভে নিপতিত হয় ॥ ২৩ ॥

অজৈরচ্যাদৃতদ্বৈহপি বিষয়াণাং ক সাধুতা ।

গ্রাহমাণং হি সম্যক্চে দীপং বালোহমলং যথা ॥ ২৪ ॥

সুখাভবক নৈতেষাং ব্যাধিশোকভয়াদিষু ।

আবশ্যেষু নৃণাং সংস্র প্রত্যুত ক্লেশকারিষু ॥ ২৫ ॥

ইচ্ছয়া বিষয়াসক্তো নরোহনর্থপরম্পরাং ।

যাত্যজ্ঞামুত্র চাত্যর্থং বিচার্যৈব্যতচ্চ কা রতিঃ ॥ ২৬ ॥

ন দূরে যাতনা যাগ্যা মুচ্ছয়ন্তি শ্রুতাশ্চ যাঃ ।

জনাংস্তু ঘোরা দৃষ্ট্বা হি স্বাস্থ্যোপ্যত্র ক্ষণান্মৃতিঃ ॥ ২৭ ॥

তাস্তিষ্ঠন্ত্বথবা দৃশ্যাদৃশ্যং নরকমীক্ষতাং ।

মুঢ়গণ নিতান্ত সমাদর করিলেও বৈষয়িক পদার্থরাশির সাধুতা কোথায় । কারণ, বালকেরা যেমন অমল দীপকে গ্রাহ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

ব্যাধি, শোক, ভয় ইত্যাদি মনুষ্যগণের সুখকর নহে । ঐ সকল বিষয় জীবগণের অবশ্যজ্ঞাবী এবং অভ্যস্ত কষ্টকর । অতএব সমুদায় বস্তু কিছুতেই সুখকর বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ॥ ২৫ ॥

বিষয়াসক্ত মনুষ্য ইচ্ছা করিয়া ইহলোকে এবং পরলোকে অত্যন্ত অমঙ্গল রাশি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা বিচার করিয়া দেখ, কোথায় আর সুখ আছে ॥ ২৬ ॥

যমযন্ত্রণা সকল নিতান্ত দূরে নহে, এ সকল নিদারুণ যন্ত্রণার কথা শুনিলে মনুষ্যগণ মুচ্ছিত হইয়া থাকে । অধিক কি, সুস্থ থাকিলেও ঐ সকল যমযন্ত্রণা দর্শন করিলে ঐ জগতে ক্ষণকালের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে ॥ ২৭ ॥

অথবা সেই সমস্ত যমযন্ত্রণার কথা থাকুক, এক্ষণে পশু,

পঙ্গুধ্বংসবিরোধশূন্যকুষ্ঠরোগাদি সংজ্ঞিতং ॥ ২৮ ॥  
 দারিদ্র্যং মূৰ্খতা বাল্যে মাতৃনাশঃ স্ত্রিয়াস্তথা ।  
 বৈধব্যমিত্যাদ্যভিধা ভিন্নানি নরকানি চ ॥ ২৯ ॥  
 স্ব স্বপাক খর ক্রোড় বিট্কুম্যাদি কুয়োনিতা ।  
 বিষয়াসক্তিজানর্থকৃতৈবেত্যবধারণ্যতাং ॥ ৩০ ॥  
 জলে স্থলে খে নরকে জীবা যে স্বাস্থ্যজঙ্গমাঃ ।  
 ভুঞ্জেতে দুঃখজাতস্ত কুৎসং বিষয়মূলকং ॥ ৩১ ॥  
 যথা পতঙ্গা দৃষ্টা হি নৃগান্ সহচরান্ পুনঃ ।  
 নিপতন্ত্যেবমনোহ্যবজ্ঞাত্বা তৎকৃতং বধং ॥ ৩২ ॥  
 এবং বিষয়িতামূলান্ ক্লেশান্ দৃষ্ট্বাপি দুঃখিনাং ।  
 অজ্ঞাত্বা বেদিনো মূঢ়া রম্যে স্পর্শে পতন্ত্যাহো ॥ ৩৩ ॥

অন্ধ, বধির, উন্মত্ত এবং কুষ্ঠরোগাদি নারীক প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান  
 নরক দর্শন কর ॥ ২৮ ॥

দারিদ্র্যতা, মূৰ্খতা, বাল্যকালে মাতৃবিয়োগ এবং রমণীর  
 বৈধব্যযন্ত্রণা এই সমস্ত নামে ভিন্ন ভিন্ন নরক ॥ ২৯ ॥

বিষয়াসক্তি জনিত অমঙ্গল কার্য্য দ্বারাই কুকুর, চণ্ডাল,  
 গর্দভ, শূকর, বিষ্ঠার কুমি ইত্যাদি কুৎসিত যোনিতে জন্ম  
 গ্রহণ হইয়া থাকে, ইহা স্থির করিও ॥ ৩০ ॥

জলচর, স্থলচর, খেচর এবং নরকস্থিত স্বাবর জঙ্গমাত্মক  
 যে সকল জীব আছে, তাহারা কেবল সমস্ত বিষয়মূলক  
 দুঃখরাশিই ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

যেৰূপ পতঙ্গগণ সহচর সঙ্গিদিগকে দগ্ধ দেখিয়া অন্তে  
 বহ্নিকৃত পতঙ্গবধ না জানিয়া পুনর্বার সেই অনলেই পতিত  
 হইয়া থাকে, সেইরূপ দুঃখিত ব্যক্তিগণের বিষয়াসক্তি-

দুঃখলভ্যান্ স্খামান্ দৃষ্টাংশ্চ দুস্ত্যজান্ বলাং ।

‘অনর্থবৃক্ষান্ বিষয়ান্ ধিগাত্মস্বখবোধকান্ ॥ ৩৪ ॥

অন্তর্হাত্মস্বখং সত্যমবিসম্বাদি তদ্বিদাং ।

অদৃষ্টা কৃপণো বাহ্যস্বখার্থী সতু বধ্যতে ॥ ৩৫ ॥

অনিধিস্থানখননে শ্রোগোহস্তম্ভ যথাকলং ।

তুষাবঘাতে চ তথা বহির্ভ্রান্তিরযোগিনঃ ॥ ৩৬ ॥

মূলক ক্লেশ সকল দর্শন করিয়াও সেই দুঃখবেদী মুঢ়জনগণ না জানিয়া রমণীয় স্পর্শস্বখযুক্ত বিষয়রসে যে নিমগ্ন হইয়া থাকে ইহাই আশ্চর্য্য ! ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

অভিদুঃখে যাহাদিগকে লাভ করা যায় ( দুঃখজনক হইলেও ) আপাতত স্বখের আয় প্রতীয়মান, যাহা প্রত্যন্ত স্বর্ষিত, অথচ বল পূর্ব্বক দুঃখের সহিত যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি যাহারা আত্মস্বখ বোধ করাইয়া দেয়, এই প্রকার বিষয়রূপ অনর্থকর বৃক্ষদিগকে ধিক্ ! ॥ ৩৪ ॥

অন্তরে যে আত্মস্বখ আছে, তাহাই সত্য স্বখ । যাহারা আত্মস্বখ অবগত, তাহাদের কাছে ঐ আন্তরিক আত্মস্বখের কোন বাদবিসম্বাদ নাই । মুর্খব্যক্তি এই আত্মস্বখ না দেখিয়া বাহ্যস্বখের বাসনা করিয়া থাকে, তাহাতে কেবল সে বঞ্চিত হয় মাত্র ॥ ৩৫ ॥

যে স্থানে নিধি নাই, সেই স্থান খনন করিলে অস্ত্র ব্যক্তির যেরূপ বৃথা পরিশ্রম হইয়া থাকে এবং না জানিয়া কেবল ভূষ কুটিলে যেমন কেবল নিরর্থক কষ্ট হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি যোগী নহে, তাহার কেবল বাহ্যস্বখস্বৈরণে আস্তিত্ব মাত্র প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥



সুখাশয়া বহিঃ পশ্যন্ দেহীচেদ্ভিন্নরন্ধ্রকৈঃ ।

বাতায়নৈর্গৃহীবাস্তস্তত্ত্বং বেত্তি ন বাহুবিং ॥ ৩৭ ॥

তস্মাদনর্থানর্থান্ বিবিচ্য বিষয়ানিতি ।

উৎসৃজেৎ পরমার্থার্থী বালরম্যানহীনব ॥ ৩৮ ॥

দুর্জয়া যত্নতোজয়াঃ কামক্রোধাদয়োহরয়ঃ ।

মুমুক্ষুভিঃ সদা ধীরৈরপ্রমত্তৈঃ প্রগাথিনঃ ॥ ৩৯ ॥

কিঞ্চৈক এব কামোহলং সমুদ্রাস্থরমানম্ ।

বশীকুর্বন্ জগদ্বন্ধো শোগমার্গনিরোধনে ॥ ৪০ ॥

যে রূপ কোন গৃহস্থ ব্যক্তি গবাক্ষ দ্বারা বাহ্যপদার্থ দর্শন করে, সে ইরূপ দেহধারী জীব সুখ পাইবার আশা করিয়া, ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য পদার্থই দর্শন করিয়া থাকে । বস্তুতঃ যে ব্যক্তি বাহ্য পদার্থ অবগত আছে, সে ব্যক্তি অন্তরের তত্ত্ব জানিতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

অতএব পরমার্থ তত্ত্বপ্রার্থী মাধু যোগী বৈষয়িক পদার্থ সকল, আপতত অর্থকর বস্তুর মত প্রতীয়মান হইলেও বস্তুত অনিষ্টকর বিবেচনা করিয়া বাল্যকালে মনোহর মর্পশিশুর মত উহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে ॥ ৩৮ ॥

মোক্ষাভিলাষী জ্ঞানিগণ সর্বদা অবহিতচিত্তে অনিষ্টকারী দুর্জয় কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুদিগকে যত্নসহকারে জয় করিবেন ॥ ৩৯ ॥

অপিচ, কেবল একমাত্র কাম, দেবতা অম্বর এবং মনুষ্যগণ বেষ্টিত এই জগৎকে অত্যন্ত বশীভূত করিয়া যোশপথ রুদ্ধ করিবার জন্য বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

অবধীদ্রঘুনার্থঃ কিং পৌলস্ত্যং নহি কিস্তৃয়ং ।

‘একঃ সীতাতনুচ্ছন্নৌ ধন্বী পুষ্পশরঃ স্বয়ং ॥ ৪১ ॥

নিপাতেয়দ্রুমহল্যায়াং স্বপুত্র্যাঞ্চ পিতামহং ।

কন্দর্পো জগদুদ্বর্ষো মিথুনী কুরুতেহনিশং ॥ ৪২ ॥

যশঃ কুলং ঋতং ধৈর্য্যং তেজো লজ্জাঞ্চ যোগ্যতাং ।

অরঃ ক্ষণাভূগীকৃত্য স্ত্রীদামান্ কুরুতে বুধান্ ॥ ৪৩ ॥

মুনিবীরসহস্রাঢ্যং কীটাদ্যা ব্রহ্মজগন্ময়ং ।

স্ত্রীবলঃ পঞ্চপঞ্চেক্ষুরেকো ভ্রাময়তীচ্ছয়া ॥ ৪৪ ॥

হতাঃ ফোথেন চৈকেন মহান্তো নহ্মাদয়ঃ ।

রঘুপতি রামচন্দ্র কি পুলস্ত্যকুলপ্রসূত দশাননকে বধ করিয়াছেন ? কিন্তু একাকী ধনুর্ধারি পুষ্পশর কাঁধে স্বয়ং সীতাদেবীর শরীর ধাঁপা আচ্ছন্ন হইয়াছিল ॥ ৪১ ॥

জগতের মধ্যে প্রবল প্রতাপ এবং অজয়ের কামদেব, দেবরাজ ইন্দ্রকে অহন্যার প্রণয়ে ও চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে কন্টার থ্রেমে নিপাতিত করিয়া অবিরত ত্রিভুবন কামপর-তন্ত্র করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

কামদেব ক্ষণকালের মধ্যে যশ, কুল, শাস্ত্রজ্ঞান, ধৈর্য্য, তেজ, লজ্জা এবং ক্ষমতাকে ত্বণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগকেও স্ত্রীলোকের দাস করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

স্ত্রীলোককে সহায় করিয়া পুষ্পশর মদন একাকী পঞ্চবাণ হস্তে করিয়া ইচ্ছানুসারে সহস্র সহস্র মুনি জ্ঞানী এবং কীট অবধি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সমস্ত জগন্ময় পদার্থকে ঘূর্ণিত করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সংপদরূপ ধনের তত্ত্ব

সম্মার্গ বিত্তচৌরেণ গুণপুণ্যবনাম্বিনা ॥ ৪৫ ॥

জপ যজ্ঞ তপঃ ক্ষান্তি সন্তিস্তিষ্টিসংভূতং ।

মহান্তমপি পুণ্যাক্রিং ক্রোধাগন্ত্যঃ ক্ষণাৎ পিবেৎ ॥ ৪৬ ॥

গোষ্ঠে ব্যাঘ্রঃ যথোৎসৃজ্য গাঃ কোটীরজ্জয়মপি ।

নৈব প্রাপ্নোতি তদ্ভুং ক্রিং তদ্বৎ ক্রোধী তপঃকলং ॥ ৪৭ ॥

কে বা ক্রোধেন ন হতাঃ স্বস্থানদ্রোহকারিণা ।

এবং শোকেন গোহেন মৎসরেণ চ কোটিশঃ ॥ ৪৮ ॥

লোভগ্রস্তাস্ত্র বীভৎসা দৃষ্ট্বা ভূয়ো বুধা অপি ।

এবং দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণস্বরূপ পবিত্র কাননের দাবানল একমাত্র ক্রোধ, মহাপরাক্রমশালী মহাত্মা নহুষ প্রভৃতি রাজর্ষিদিগকেও বিনাশ করিয়াছে ॥ ৪৫ ॥

জপ, যজ্ঞ, তপ এবং ক্ষমাগুণরূপ নদীসমূহ দ্বারা পুণ্য-রূপ সাগর, বহুকাল পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই পুণ্যরূপ সমুদ্র অত্যন্ত বিশাল হইলেও ক্রোধরূপ অগন্ত্যমুনি ইহাকে ক্ষণকালের মধ্যে পান করিতে পারে ॥ ৪৬ ॥

এককোটি ধেনু উপার্জন করিয়াও গোষ্ঠমধ্যে যদি একটা ব্যাঘ্র ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যেমন আর কিছুতেই ধেনুর বৃদ্ধি আশা করা যায় না, সেইরূপ ক্রোধ-পরায়ণ মনুষ্য তপস্তার ফল লাভ করিতে পারে না ॥ ৪৭ ॥

ক্রোধ যে স্থানে অবস্থান করে, তাহারই সর্বনাশ করে, এই স্বস্থানের অনিষ্টকারী ক্রোধ সকলকেই বিনাশ করিয়া থাকে, এইরূপ শোক, গোহ এবং মাৎসর্য কোটি কোটি লোককে বধ করিয়াছে ॥ ৪৮ ॥

লোভপরায়ণ ব্যক্তিগণ যদি জ্ঞানবান্ পণ্ডিত হন এবং

অল্লোৎকোচায়\*গোবিপ্রদেববহুর্থনাশকাঃ ॥ ৪৯ ॥

\* স্ত্রী বাল মিত্র বিশ্বস্ত\*গুরুব্রাহ্মণভোগিনঃ ।

রমন্তে নির্ভয়া ধীর। অবজ্ঞায়োগ্রবেদনাঃ ॥ ৫০ ॥

শূদ্রেভ্যোহপ্যগ্রজ্ঞানানো লুক্র। ব্রাহ্ম বদন্ত্যহো ।

তৎসেবিনস্তদমাদা নির্বীৰ্য্য। যাজয়ন্তি তান্ ॥ ৫১ ॥

প্রোৎসাহয়ন্তঃ কুন্পাম্মিথ্যোৎপ্রেক্ষিতসদাটুৈঃ ।

স্তবৈরুপাসতে\*লুক্র। ব্রাহ্ম নিরপত্রপাঃ ॥ ৫২ ॥

ক্রোধলোভৌ তু চণ্ডালৌ ন স্মৰ্তব্যৌ চ নস্মির্মো ।

যদাবিষ্ঠঃ পুমান্ হন্তি স্ত্রীবালানতিদারুণঃ ॥ ৫৩ ॥

লোভ প্রকাশের যদি বারম্বার অসীম বিভীষিকা দেখিতে হয়, তথাপি তাঁহারা সামান্য উৎকোচের ( ঘুষের ) নির্মিত গো, ব্রাহ্মণ এবং দৈবতাদিগের বহু অর্থ নাশ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

স্ত্রী, বালক, মিত্র, বিশ্বাসী, গুরু এবং ব্রাহ্মণদিগের ধন ভোগ করিয়া, পণ্ডিতগণ নির্ভয়ে, ভীষণ যন্ত্রণা সকল অবজ্ঞা করিয়া পরম স্থখে জগতে বিহার করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগের নিকট হইতে লোভ করিয়া আপ-  
নাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া যে পরিচয় দিয়া থাকেন, ইহাই  
আশ্চর্য্য । অবশেষে লোভের বশীভূত হইয়া শূদ্রের দাসত্ব  
করিয়া, তাহাদের অন্ন ভক্ষণ করিয়া, নির্বীৰ্য্য হইয়া তাহা-  
দের যাজন ক্রিয়া ( পৌরহিত্য ) করিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

ব্রাহ্মণ, লুক্র ব্রাহ্মণগণ মিথ্যা সদৃশগুণাশির উল্লেখ  
করিয়া কুৎসিত ভূপতিদিগকে উৎসাহিত করিয়া নিলজ্জ-  
ভাবে নানাবিধ স্তব দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥

হে ব্রাহ্মণগণ ! ক্রোধ আর লোভ এই দুইটী চণ্ডালতুল্য,

দস্তাক্রান্তাশ্চরন্ত্যেতে সদাচাররতা ইব ।

স্বার্থৈকসাধক। হ্য। মুনিবেশানট। ইব ॥ ৫৪ ॥

দাস্তিক। বহুলদেষাশ্চরিতৈঃ শ্লাঘিতা জনৈঃ ।

সংরস্তিগোহন্তর্নিঃসারাঃ কৃত্রিমৈভনিভা দ্বিজাঃ ॥ ৫৫ ॥

বিস্তার্য বাণ্ডরাং ব্যাধো যুগানাকাজ্জতে যথা ।

এপশ্য সংক্রিয়ামেবং দাস্তিক। ধনিনাং ধনং ॥ ৫৬ ॥

হরন্তি দন্তবোহটব্যং বিগোহ্যাজ্জৈর্নৃগাং ধনং ।

পবিত্রৈরতিতীক্ষ্ণাঐগ্ৰেণসেধেবং বকত্রতাঃ ॥ ৫৭ ॥

এই দুইটিকে স্মরণও করিবে না । দেখ, মনুষ্য ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হইয়া অতিশয় নিষ্ঠুরভাবে স্ত্রী ও বালককে বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

এই সকল মনুষ্য অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়া, সদাচার পরায়ণ মনুষ্যগণের মত বিচরণ করিয়া থাকে । ইহারা একমাত্র স্বার্থসাধনে তৎপর এবং ধনাঢ্য । ইহারা যেন মুনিবেশধারী নটস্বরূপ ॥ ৫৪ ॥

হে বিপ্রগণ ! দাস্তিক সকল অতিশয় দ্বেষ করিয়া থাকে । অথচ সাধারণ লোকে তাহাদের চরিত্র বর্ণনা করিয়া প্রশংসা করে । কৃত্রিম হস্তিদের যেমন অন্তরে সার থাকে না, সেইরূপ দাস্তিকগণ অন্তঃসার বিহীন হয় ॥ ৫৫ ॥

যে রূপ ব্যাধ জালবিস্তার পূর্বক যুগদিগকে আকাজ্জা করিয়া থাকে, সেইরূপ দাস্তিকগণ সংক্রিয়া বিস্তার করিয়া ধনিদিগের ধন ইচ্ছা করে ॥ ৫৬ ॥

যে রূপ দন্ত্যগণ অরণ্য মধ্যে শাণিত অস্ত্রদ্বারা ভয় দেখাইয়া মানবগণের ধন কাড়িয়া লইয়া থাকে, সেইরূপ বকত্রত-

প্রকটং পতিতঃ শ্রোয়ান্ য একোযাত্যধঃ স্বয়ং ।

বকবৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্যপরানপি ॥ ৫৮ ॥

ছন্নপক্ষে স্থলধিয়া পতন্তি বহবো নমু ।

বিড়ালব্রতিকোহপ্যেবং সঙ্গসম্ভষণার্চনৈঃ ॥ ৫৯ ॥

আত্মনৈবোপহসিতা মিথ্যাধ্যানসমাধিভিঃ ।

নির্লজ্জা বক্ষয়ন্তীমং লোকং দন্তেন বধিতাঃ ॥ ৬০ ॥

কো জয়েদভিমানঞ্চ মহতামপি দুর্জয়ং ।

ধারী দাস্তিকগণ অতিশয় তীক্ষ্ণাগ্র পবিত্র ( অগ্নের সহিত এক বিতন্তি পরিমিত কুশ ) দ্বারা মনুষ্যদিগকে মোহিত করিয়া, গ্রামের মধ্যে মনুষ্যগণের ধন হরণ করিয়া থাকে ॥ ৫৭

সাধু ব্যক্তি প্রকাশ্যে পতিত হইলে একাকী স্বয়ং অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, বকব্রতধারী পাপিষ্ঠ ব্যক্তি স্বয়ং পতিত হইয়া অপরকেও পাতিত করে ॥ ৫৮ ॥

হে দ্বিজ সকল ! অনেকেই স্থল জ্ঞান করিয়া যেমন প্রচ্ছন্ন পক্ষে পতিত হয়, সেইরূপ বিড়ালব্রতধারী মনুষ্যের সংসর্গ অশ্বেষণ এবং অর্চনা দ্বারা পাপপক্ষে নিপতিত হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

দাস্তিকগণ মিথ্যা ধ্যান ও মিথ্যা সমাধি দ্বারা আপনারা আপনাদিগকেই উপহাস করে, এইরূপে দম্ভপ্রতারিত নির্লজ্জ মনুষ্যগণ এইসকল লোকদিগকে বধনা করিয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

কোন ব্যক্তি অভিমানকে জয় করিতে পারে, মহাত্মা-গণও সহজে অভিমানকে জয় করিতে পারেন না । অভিমান

জনানাক্রম্য বহুধা স্থিতং শ্রেয়োন্ধিবাদ্ভবং ॥ ৬১ ॥  
 কুলেন বিদ্যমার্থেন রূপখ্যাতিবশৈঃ পৃথক্ ।  
 অভিমানেন বহুধা ভবভাক্ কোহত্র মুচ্যতে ॥ ৬২ ॥  
 গুণৈঃ স্তুতশ্চিম্মমানো মানৈর্হব্যত্যগোত্তরং ।  
 খিদ্যতে রমতঃ প্রাণানভিমানায় মুঞ্চতি ॥ ৬৩ ॥  
 ধনাভিमानে ত্যক্তেহপি গুণিনা কেনচিৎ সদা ।  
 গুণী তপস্ব্যহঞ্চেতি পুনর্মানঃ প্রবর্ততে ॥ ৬৪ ॥

জন্ম না হইলে নঙ্গল লাভ হওয়া দুষ্কর, এই শুভগতি নানা-  
 বিধ উপায়ে লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া সমুদ্রের অন্তর্গত  
 বাড়ানলের ন্যায় অবস্থান করিতেছে ॥ ৬১ ॥

অভিমান থাকিলেই পৃথক্ পৃথক্ কংশ, বিদ্যা, অর্থ, রূপ,  
 স্তুখ্যাতি এবং শক্তির উদয় হইবে, তখন মনুষ্য অভিমানের  
 বশবর্তী হইয়া সংসারে নানাবিধ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে ।  
 ভব-বন্ধনে আশ্রিত জীব কিরূপে এই সংসারে মুক্তি লাভ  
 করিতে পারিবে ॥ ৬২ ॥

গুণ বর্ণনা দ্বারা স্তুত করিলে অভিমান দূর হইয়া যায়,  
 তখন সেই ব্যক্তি মান আছে বলিয়া সন্তুষ্ট হয়, তৎপরে  
 খেদান্বিত হইয়া থাকে । অবশেষে সেই লোক জীবন  
 অস্থায়ী হইলেও, তাহাকে অভিমানের নিমিত্ত পরিত্যাগ  
 করে ॥ ৬৩ ॥

ধনাভিমান বিসর্জন দিলেও কোন্ গুণবান্ ব্যক্তি সর্ক্ষদা  
 “আমি গুণবান্ এবং তপস্বী” বলিয়া পুনর্ব্বার অভিমানী  
 হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

অথ কশ্চিন্ন সহতে স্তুতিং মানস্বভাববিৎ ।

স্তুতোহ্যপ্যস্তুতিকামঃ স্তুমিত্যুক্তঃ সতু ভুষ্যতি ॥ ৬৫ ॥

উক্তাভিমানত্যক্তোহপি যোগমার্গরতঃ শমী ।

তৃপ্যতে মানবানেন ব্রহ্মজ্ঞোহস্মীত্যাহো পুনঃ ॥ ৬৬ ॥

সৰ্ব্বাভিমানত্যক্তোহথ নিঃসঙ্গঃ কশ্চিদাত্মবান্ ।

নিঃস্বমোহস্মীতি তস্মাপি ভূয়োমানঃ প্রবর্ততে ॥ ৬৭ ॥

ত্যক্তঃ কো নাম মানেন ক্লিষ্টো দীমোহপি ভিক্ষুকঃ ।

ভিক্ষাভাগ্যং সমাশ্ৰেভ্যো বহুস্বীতি চ মানবান্ ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর কোন ব্যক্তি ( যিনি অভিমানের স্বভাব অবগত আছেন ) প্রশংসা সহ করিতে পারে না “তুমি স্তবযোগ্য হইয়াও স্তব কামনা কর না” এই কথা বলিলে তিনি স্তুত হইয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥

যোগমার্গসংসারী শমশ্রাবস্মী ব্যক্তি পূর্বোক্ত অভিমান বিসর্জন করিলেও “আমি ব্রহ্মজ্ঞানী” এইরূপ আত্মাভিमानে মত্ত হইয়া যে পুনর্ব্বার সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ৬৬ ॥

অনন্তর যিনি সকল প্রকার অভিমান পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বীতরাগ হইয়াছেন এবং যিনি আত্মভক্ত, এইরূপ মহাত্মা ব্যক্তিও “আমি মমতামুশ্রু” এইরূপে পুনর্ব্বার অভিমান উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

এইরূপে কোন্ ব্যক্তি অভিমানশূন্য হইয়া থাকিতে পারে ? দেখ, ক্লেশযুক্ত দরিদ্র ভিক্ষুকও “আমার ভিক্ষা-যোগ্য বস্তু অনেকের নিকট হইতে পাইতে পারিব এবং তাহা বথেষ্ট আছে” এইরূপে অভিমান করিয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥



ইতি কামাদিভির্দোষৈর্জনা ব্যাকুলিতান্তরাঃ ।

ক্লিষ্যন্তি দেহভিন্নার্থবার্তামাত্রেহণ্যাকোবিদাঃ ॥ ৬৯ ॥

উন্মূলনায় চৈতেষাং মূলং বক্ষ্যামি সত্তমাঃ ।

তুর্জয়ানাং শ্মরাদীনাং ছিন্না রোহন্তি নো যতঃ ॥ ৭০ ॥

সদ্বৎ রজস্তম ইতি প্রাকৃতং হি গুণত্রয়ং ।

এতন্মূলমনর্থানামাত্মসংজ্ঞানরোধকং ॥ ৭১ ॥

এতৈর্ব্যস্তৈঃ সমস্তৈশ্চ দোষৈঃ কামাদয়োগুণাঃ ।

মনোবিকারা জায়ন্তে সত্ততং জীবসংজ্ঞিতাঃ ॥ ৭২ ॥

মূলমন্তর্বিকারাণাং সর্বেষাং হি ত্রয়োগুণাঃ ।

এইরূপে অজ্ঞ মনুষ্যগণ কাম ক্রোধাদি দোষসমূহ দ্বারা ব্যাকুলচিত্ত হইয়া দেহ ভিন্ন অশ্রু বস্তুর সংবাদমাত্রেও ক্লেশ পাইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

হে সন্তমগণ ! এই সকল তুর্জয় কাম ক্রোধ প্রভৃতিকে সমূলে উন্মূলিত করিবার জন্য ইহাদের মূল বর্ণনা করিব । কারণ, ইহাদের মূলোচ্ছেদ হইলে আর উহারা অক্ষুরিত হইতে পারে না ॥ ৭০ ॥

সদ্বৎ, রজ এবং তম এই তিনটি প্রাকৃতিক গুণ, এই গুণত্রয়ই সমস্ত অমঙ্গলের ও অনিষ্টের মূল জানিবেন এবং ইহারাই আত্মনিষ্ঠ জ্ঞান রুদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

এই সমস্ত দোষ একত্র হইলে অথবা পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে কাম ক্রোধ প্রভৃতি গুণ সকল মানসিকবিকার হইয়া উৎপন্ন হয়, ইহারাই সর্বদা জীবসংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

যে রূপ বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা একত্র থাকিলে, অথবা

ব্যস্তাঃ সমস্তা রোগাণাং শ্লেষ্মপিত্তানিলা ইব ॥ ৭৩ ॥

মদ্বং মাদ্বিকমঙ্গাচ্চ রজো রাজসমঙ্গতঃ ।

তমস্তামসঙ্গাচ্চ স্বসাম্যাদ্বর্জ্যতে প্রিয়াং ॥ ৭৪ ॥

সন্তঃ সতাং প্রিয়াঃ পাপাঃ পাপানাং গুণসাম্যতঃ ।

তিরশ্চামপি তির্য্যক্ সদা তে হ্যেককারিণঃ ॥ ৭৫ ॥

গুণৈভিন্নধিয়ো জীবাঃ পৃথক্ কার্য্যাণি মন্বতে ।

মুদা স্বগুণযোগ্যানি সাদৃশৈরনুমোদিতাঃ ॥ ৭৬ ॥

পৃথক্ পৃথক্ থাকিল, সমস্ত রোগের মূলীভূত কারণ বলিয়া গণ্য হয়, সেইরূপ কাম ক্রোধাদি একত্র থাকিলে অথবা ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থান করিয়া থাকিলে উহারাই সমস্ত আন্তরিক বিকারের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

মাদ্বিক লোকের সঙ্গে মদ্বগুণ, রাজসিক লোকের সঙ্গে রজোগুণ এবং তামসিক লোকের সঙ্গে তমোগুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । আপনাদের সাদৃশ্য থাকাতে মাদ্বিকের মদ্বগুণ, রাজসিকের রজোগুণ এবং তামসিকের তমোগুণ প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥

গুণের সাদৃশ্য থাকাতে সাধুগণ সাধুদিগের, পাপিষ্ঠ সকল পাপিষ্ঠদিগের এবং পশু পক্ষ্যাদি তির্য্যক্ জাতি, পশুপক্ষ্যাদি তির্য্যক্ জাতির অত্যন্ত প্রিয় হইয়া থাকে । কারণ, উহারা সকলেই সর্বদা একই প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥

ভিন্ন ভিন্ন গুণ দ্বারা জীবগণের মনোবৃত্তিও ভিন্ন ২ হয়, এই কারণে জীবগণ গুণসাদৃশ্যহেতু অত্যন্ত আস্থা দিত হইয়া গৃহর্ষে স্ব স্ব গুণযোগ্য, পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য সকল চিন্তা করিয়া থাকে ॥ ৭৬ ॥

এতন্ময়ী চ প্রকৃতির্মায়া যা বৈষ্ণবী শ্রুতা ।

লোহিতশ্বেতকৃষ্ণেতি নিত্যা তাদৃগ্ভূতপ্রজা ॥ ৭৭ ॥

সৈষা চরাচরজগৎ পত্রপুষ্পফলান্বিতা ।

কামাদ্যসংকটকিনী মহাবল্ল্যাত্মনঃ পৃথক্ ॥ ৭৮ ॥

শুদ্ধোহপ্যাত্মাতিসামীপ্যাদত্মা ধর্ম্মান্ পৃথগ্ভূতান্ ।

কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব স্থখান্ মন্যতে স্বান্ স্থচিন্তিতান্ ॥ ৭৯ ॥

জীবো বহিঃস্থিতান্ ক্ষেত্রাৎ ক্ষুণ্টং ভিন্নাত্মকোহর্পতঃ ।

নেমাং বেত্যন্তরাসন্নঃ মুখসত্তাং মদীমিব ॥ ৮০ ॥

তোমরা যে বিষ্ণুমায়া শ্রবণ করিয়াছ, সেই বৈষ্ণবী-  
মায়াও এই ত্রিবিধ গুণবিশিষ্ট । যথাক্রমে ঐ তিন প্রকার  
গুণের লোহিত, শুক্ল এবং কৃষ্ণ এই তিন প্রকার বর্ণ । সেই  
গুণময়ী প্রকৃতি নিত্যা অপরিণামিণী এবং বহু প্রজার উৎ-  
পত্তি করিয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

এই উক্ত গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতি স্থাবর জঙ্গমাশ্লক জগৎ-  
রূপ পত্র, পুষ্প এবং ফল দ্বারা সমন্বিত, কাম ক্রোধাদি  
অসৎ ( তীক্ষ্ণ ) কণ্টক দ্বারা সনাকীর্ণ মহালতার তুল্য, কিন্তু  
এই প্রকৃতি আত্মা হইতে বিভিন্ন ॥ ৭৮ ॥

আত্মা শুদ্ধ হইলে অতি সামীপ্য হেতু প্রকৃতির পৃথক্  
পৃথক্ ধর্ম্ম সকলকে এবং স্থচিন্তিত কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি  
স্থখ সমুদায়কে আপনার বলিয়া মানিয়া থাকেন ॥ ৭৯ ॥

জীব বিভিন্ন স্বরূপ ( আকার ) ধারণ করিয়া ক্ষেত্র  
( আত্মা ) হইতে বাহ্যস্থিত বস্তুদিগকে স্পষ্টই জানিতে  
পারে, বস্তুতঃ মুখস্থিত মদীরেখার ন্যায় অন্তর মধ্যে উপস্থিত,  
এই প্রকৃতিকে জানিতে পারে না ॥ ৮০ ॥

সোহথ প্রতিদ্বিবৃত্তাক্ষে গুরুদর্পণবোধিতঃ ।

যতোহন্যং বিক্রিয়ঃ মোঢ়্যাদাস্থিতামঞ্জসেক্ষতে ॥ ৮১

অথানৌ প্রকৃতির্নান্মিয়ং হি কলুষাশ্লিকা ।

শুদ্ধবুদ্ধ্যভাবোহমিতি ত্যজতি তাং বিদন্ ॥ ৮২ ॥

এবং দেহেন্দ্রিয়াদ্যর্থৈ শুদ্ধত্বেনাত্মনি স্মৃতে ।

শিথিলা সবিকারেয়ং ত্যক্তপ্রায়ী হি চর্ম্মবৎ ॥ ৮৩ ॥

সবিকারাপি মোঢ়্যেন চিরং ভুক্তা গুণাত্মনা ।

অনন্তর জীবের ইন্দ্রিয় ক্রমে যখন স্ব স্ব স্থান হইতে প্রত্যাগত হয়, গুরুদেব যখন দর্পণের ন্যায় বিশদরূপে মায়িক পদার্থ সকল বুঝাইয়া দেন, তখন জীব সহসা জানিতে ও দেখিতে পায় যে, এই বিকার নিজ (আপনা) হইতে স্বতন্ত্র এবং কেবল মূঢ়তা বশতঃ ঐ বিকারের আবির্ভাব হইয়াছিল ॥ ৮১ ॥

অনন্তর সেই জীব “আমি প্রকৃতি নহি, কারণ প্রকৃতির স্বরূপ ও স্বভাব অত্যন্ত কলুষিত, আমি সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা” এইরূপ জানিতে পারিয়া তখন প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৮২ ॥

এইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়বেদ্য রূপ রসাদি পদার্থ সকল বিশুদ্ধ পরমাত্মা বলিয়া চিন্তা করিলে এবং জানিতে পারিলে বেরূপ সর্পকণ্টক পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ বিকার-যুক্ত এই প্রকৃতি শিথিল হইয়া যায় এবং প্রায়ই পরিত্যক্ত হইয়া আইসে ॥ ৮৩ ॥

এই প্রকৃতি বিকৃত হইলেও সত্ত্ব আত্মা ইহাকে চির-

প্রকৃতিজ্ঞাতদোষেয়ং লজ্জয়েব নিবর্ততে ॥ ৮৪ ॥  
 প্রকৃতৌশিখিলায়াঞ্চ তদ্বিকারঃ স্মরাদয়ঃ ।  
 নিবৃত্তা এব হিত্বা তান্ নহায়ান্তি মদাদয়ঃ ॥ ৮৫ ॥  
 চিত্রচ্ছায়পটত্যাগে ত্যক্তং তৎস্বং হি চিত্রকং ।  
 প্রকৃতেবিরমাদিখং ধ্যানিনাং কু স্মরাদয়ঃ ॥ ৮৬ ॥  
 হর্ষ শোক ভয় ক্রোধ লোভ মোহ মদাস্তথা ।  
 মৎসর স্নেহ কার্পণ্য নিদ্রালশ্চ স্মরাদয়ঃ ॥ ৮৭ ॥  
 দম্ভাভিমানতৃষ্ণাদ্যাঃ সর্বে প্রকৃতিজাঃ স্মৃতাঃ ।  
 গুণসংজ্ঞাঃ মদোষাশ্চ নির্দোষো নিগুণঃ পুমান্ ॥ ৮৮ ॥

কাল ভোগ করেন, পরে প্রকৃতির দোষ জানিতে পারিলে,  
 ঐ প্রকৃতি যেন লজ্জিত হইয়া নিবৃত্ত হয় ॥ ৮৪ ॥

একবার প্রকৃতি যদি শিখিল হইয়া যায়, তাহা হইলে  
 প্রকৃতির বিকার কামক্রোধাদি নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হইয়া থাকে ।  
 কামক্রোধাদি পরিত্যাগ করিয়া অহঙ্কারাদি কিছুতেই  
 আসিতে পারে না ॥ ৮৫ ॥ •

যেরূপ মনোহর শোভাযুক্ত পটের ত্যাগ হইলে,  
 পটস্থিত চিত্রকার্য্য পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ধ্যান-  
 নিষ্ঠ মনুষ্যগণের প্রকৃতি ত্যাগ হইলে কামক্রোধাদির আবি-  
 র্ভাব কিরূপে হইবে ? ॥ ৮৬ ॥

হর্ষ, শোক, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য,  
 স্নেহ, কুপণতা, নিদ্রা, আলশ্চ এবং কামাদি দম্ভ, অভিমান  
 এবং তৃষ্ণাদি এই সমস্তই প্রকৃতিসম্ভূত বলিয়া উক্ত হই-  
 য়াছে । এই সমস্তই দোষযুক্ত, পরমপুরুষ নির্দোষ এবং  
 নিগুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥ •

যথাজ্বলদগ্হাশ্লিষ্টগৃহং বিচ্ছিদ্য রক্ষ্যতে ।  
 এবং সদোষপ্রকৃতেৰ্বিচ্ছিন্নোহয়ং ন শোচতি ॥ ৮৯ ॥  
 বেদান্তেষ্যঃ সতাং সঙ্গাং সদা রোশচ স্বতন্তথা ।  
 জ্ঞেয়োহন্যঃ প্রকৃতেরাত্মা সদা সম্যঙ্গুশুশ্রুভিঃ ॥ ৯০ ॥  
 মায়াপ্রবর্তকে বিক্ষো কৃতা ভক্তিদৃঢ়া নৃণাং ।  
 স্থখেন প্রকৃতিং ভিন্নাং সন্দর্শয়তি দীপবৎ ॥ ৯১ ॥  
 ইত্যাত্মানং দৃঢ়ং জ্ঞাত্বা সর্বং সঙ্গং ততস্ত্যজেৎ ।  
 অদ্বৈতসিদ্ধৌ যততামন্যসঙ্গোহ্মুরিঃ স্ফুটং ॥ ৯২ ॥

যেরূপ প্রজ্বলিত গৃহ হইতে তৎসংস্কৃত অন্য গৃহকে  
 তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ  
 সদোষ প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আর ঐ মনুষ্য শোকা-  
 কুল হয় না ॥ ৮৯ ॥

মোক্ষাভিলাষী মনুষ্যগণ বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা  
 দ্বারা সাধুসঙ্গ, সদগুরুর নিকট হইতে, অথবা স্বতই মনো-  
 মধ্যে পরমাত্মাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া সম্যক্রূপে  
 জানিতে পারিবেন ॥ ৯০ ॥

মায়াপ্রবর্তক বিষ্ণুর প্রতি মনুষ্যগণ যদি দৃঢ়রূপে ভক্তি  
 করে, তাহা হইলে হরিভক্তি প্রদীপের ন্যায় পরাঙ্গুখে প্রকৃ-  
 তিকে পৃথকরূপে দেখাইয়া দেন ॥ ৯১ ॥

এইরূপে পরমাত্মাকে দৃঢ়রূপে জানিয়া পরে সমস্ত সঙ্গ  
 পরিত্যাগ করিবেন । যে সকল মনুষ্য অদ্বৈত বস্তুর সিদ্ধির  
 জন্ত যত্নবান হয়, তাহাদের অন্য বস্তুর সহিত যে সংসর্গ, তাহা  
 স্পষ্টই শত্রু বলিয়া গণ্য ॥ ৯২ ॥

একান্তে স্বাসনো ধীরঃ শুচির্দক্ষঃ সমাহিতঃ ।

যতেতোপনিষদ্‌ কটমায়াভিন্নাত্মদর্শনে ॥ ৯৩ ॥

পরাক্ প্রবৃত্তাক্ষগণং যোগী প্রত্যক্ প্রবাহয়েৎ ।

রুদ্ধা মার্গং তদভ্যস্তং নশ্বদৌঘমিবাত্মনঃ ॥ ৯৪ ॥

স্থাপয়িত্বা পদেহক্ষণি শ্বেষেহন্তস্ত মনঃ শনৈঃ ।

নিবৃত্তসৈন্যং রাজানং বেদ্যেবাস্তঃপ্রবেশয়েৎ ॥ ৯৫ ॥

অস্তনীতে চ মনসি ন চলন্তীন্দ্রিয়াণ্যপি ।

অভ্রাণি স্তিগিতানীব চোদকেহনাগতেহনিলে ॥ ৯৬ ॥

নির্জনে পরমস্থখে আসনে উপবেশন করিয়া, ধীর ব্যক্তি পবিত্র ভাবে, সমাহিতচিত্তে দক্ষতার সহিত মায়াবিহীন এবং বেদান্তব্দের পরমাত্মাকে দেখিবার নিমিত্ত যত্নবান হইবেন ॥ ৯৩ ॥

যোগরত মনুষ্য নশ্বদানদীব প্রবাহের মতন আপনার সেই অভ্যস্ত পথ রোধ করিয়া, সর্বতোভাবে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়-দিগকে ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক বস্তু হইতে প্রবাহিত করি-  
বেন ॥ ৯৪ ॥

স্ব স্ব স্থানে ইন্দ্রিয়দিগকে স্থাপিত করিয়া মনোমধ্যে শেষে চিত্তকে ধীরে ধীরে বেদ্য যেমন সৈন্যবিহীন ভূপ-  
তিকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করায়, তাহার ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করাইবে ॥ ৯৫ ॥

যে রূপ মেঘপরিচালক বায়ু আগমন না করিলে মেঘ সকল নিশ্চল হইয়া থাকে, অথ স্থলে যাইতে পারে না, সেইরূপ মনকে অন্তরের মধ্যে লইয়া গেলে ইন্দ্রিয় সকলও চলিতে পারে না ॥ ৯৬ ॥

ততো বপুরহঙ্কারবুদ্ধিভ্যোহন্যচিদাঅনি ।  
 তাসাং প্রবর্তয়িতরি, স্বাঅনি স্থাপয়েন্ননঃ ॥ ৯৭ ॥  
 মুখা কৰ্ত্তৃহভোক্তৃহমানিকং তামসালয়ং ।  
 সৰ্ব্বাঅনি চিদানন্দঘনে বিষ্ণৌ স্থয়োজয়েৎ ॥ ৯৮ ॥  
 সনিলে করকাস্থেব দীপোহম্মাবিব তন্ময়ঃ ।  
 জীবো মৌঢ্যাৎ পৃথগ্ভক্কো মুক্তো ব্রহ্মণি লীয়তে ॥ ৯৯ ॥  
 অয়ঞ্চ জীবপূরয়োৰ্যোগোযোগাভিধো দ্বিজাঃ ।  
 সৰ্ব্বোপনিষদামর্থো মুনিগোপট্ঠে পরাংপরঃ ॥ ১০০ ॥  
 এবং ব্রহ্মণি মুক্তাত্মা স নিরন্তরচিদ্রসঃ ।

তদনন্তর যিনি শরীর, অহঙ্কার ও বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে  
 বিভিন্ন এবং যিনি শরীর, অহঙ্কার ও বুদ্ধির প্রবর্তক, সেই  
 নিজের আত্মস্বরূপ চিন্মাত্মাতে মনকে স্থাপিত করিতে  
 হইবে ॥ ৯৭ ॥

মিথ্যা কৰ্ত্তৃহ এবং ভোক্তৃহাভিমানি তমোগুণের আধার-  
 স্বরূপ সেই মনকেও সকলের, আত্মস্বরূপ ঘনচৈতন্য এবং  
 আনন্দ স্বরূপ বিষ্ণুর প্রতি সংযুক্ত করিতে হইবে ॥ ৯৮ ॥

জীব কেবল মূঢ়তা বশতঃ বলিয়া থাকে, আগি জ্বলে  
 করকা ( হিমপাত ) হইতেছি এবং অনলে প্রদীপ হইতেছি ।  
 এইরূপে তত্তৎপদার্থে তন্ময় হইলে পৃথক্ ভাবে বদ্ধ হয় ।  
 যখন মুক্ত হয়, তখন পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে ॥ ৯৯ ॥

হে দ্বিজগণ ! এই জীব এবং পরমাত্মার যোগকেই  
 যোগ বলে, সমস্ত উপনিষদের ইহাই অর্থ, ইহা মুনিগণেরও  
 গোপনীয় এবং ইহা পরাংপর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ॥ ১০০ ॥

এইরূপে পরব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিলে তখন তাহার



আসীতানন্তরং রাজ্যং বিলাপ্য জগদাত্মনি ॥ ১০১ ॥

ক্রমাদ্বিলয়মানায় কাঠিনাংশোপমং জগৎ ।

বিস্তরং স্বাত্মবিদেষাগী নির্বিশেষং বিলাপয়েৎ ॥ ১০২ ॥

তদা স্তম্ভপ্রকাশাত্মা নির্বিশেষো নিরঞ্জনঃ ।

সজ্যোৎস্নকেবলাকাশসাম্যং কিঞ্চিদ্ধিভর্তি সঃ ॥ ১০৩ ॥

নাসাবনেক একো বা নালোকস্তমসঃ পরঃ ।

নান্নো মহান্ বা ন বহি নাস্তরোবা সমোহব্যয়ঃ ॥ ১০৪ ॥

এবং সতত যুক্তাত্মা ক্রমাদ্বিযুক্তময়ো ভবেৎ ।

নহি সৈন্ধবশৈলোহপি ক্ষণাদম্মুগয়ো ভবেৎ ॥ ১০৫ ॥

চৈতন্যরস অবিচ্ছিন্ন এবং নিবিড় হয়, তৎপরে পরমাত্মাতে

এই শরীররাজ্য লীন করিয়া অবস্থান করিবেন ॥ ১০১ ॥

আজ্ঞাতত্ত্ববেত্তা যোগী ক্রমে ক্রমে কঠিন অংশতুল্য

শরীরকে লয়প্রাপ্ত করাইয়া অবশিষ্ট নির্বিশেষ অংশ সকলকে

লীন করিবেন ॥ ১০২ ॥

তখন সেই যোগী স্তম্ভ প্রকাশ, নির্বিশেষ এবং নিরঞ্জন

পরমাত্মার তুল্য হইয়া জ্যোৎস্নার সহিত একমাত্র আকা-

শের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ১০৩ ॥

তখন সেই যোগবুদ্ধ যোগী অনেক নয়, একও নয়,

আলোক নয়, তনোগুণের পরবর্তী, অল্পও নয় মহৎও নয়,

বাহ্যও নয় আন্তরিকও নয়। তাঁহার সমান নাই অথচ

তাঁহার ক্ষয়ও নাই ॥ ১০৪ ॥

এইরূপে সর্বদা যোগরত হইয়া ক্রমে তিনি বিযুক্তময়

হইতে পারেন। দেখুন, সৈন্ধবলবণের পর্বত কখন ক্ষণ-

কালের মধ্যে জলময় হইতে পারে না ॥ ১০৫ ॥

ব্যুখিতোহপি জগৎকৃৎস্নং বিষ্ণুরেবেতি ভাবয়েৎ ।  
 নিৰ্মমো নিরহঙ্কারচ্চরেচ্ছিখিলসংসৃতঃ ॥ ১০৬ ॥  
 দেহে অহংমতিমূলং মহতো ভবভূরুহঃ ।  
 তৎকৃতোদারপুত্রাদৌ স্নেহঃ কৈতেহনুখাত্মনঃ ॥ ১০৭ ॥  
 কৰ্মকুর্যাদশক্লোহপি পূৰ্ব্বাসংকৰ্মশুদ্ধয়ে ।  
 বিরেকার্যৌষধং পীতং শমলং হৃপগচ্ছতি ॥ ১০৮ ॥  
 কাম্যেন কৰ্মণা বদ্ধো ন শক্যস্তদ্বিশুদ্ধিকৃৎ ।  
 রজসোত্তেজনার্থেন হৃদার্শো নৃ মলী ভবেৎ ॥ ১০৯ ॥

পরে যোগ হইতে উখিত হইয়া এই সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময়  
 বলিয়াই ভাবনা করিবে, এইরূপে মমতাবিহীন এবং অহ-  
 ঙ্কারশূন্য হইলে সংসার-পদ্ধতি শিথিল হইয়া যায়, ফলতঃ  
 এই ভাবেই সংসারে চলিতে হইবে ॥ ১০৬ ॥

দেহের মধ্যে যে অহস্তাব আছে, সেই অহংবুদ্ধিই  
 জানিবে এই একাণ্ড সংসাররূপ বৃক্ষের মূল, সেই অহস্তাব  
 বশতই স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি বিশেষ স্নেহ মমতা ঘটিয়া থাকে,  
 নতুবা পরমাত্মার এই সকল কোথায় ঘটিতে পারে ॥ ১০৭ ॥

অসমর্থ হইলেও পূৰ্ব্বকৃত অসৎ ( পাপ ) কৰ্ম্মের শুদ্ধির  
 নিমিত্ত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে । দেখুন, বিরেকের  
 ( বিষ্ঠাত্যাগের ) জন্য ঔষধসেবন করিলে সেই ভক্ষিত ঔষধ  
 মল হইয়া নিশ্চয়ই নির্গত হইয়া থাকে ॥ ১০৮ ॥

সেই কৰ্ম্মবিশুদ্ধকারি জনকে সেই কাম্যকৰ্ম্ম আর বদ্ধ  
 করিতে সমর্থ হয় না, যেমন উত্তেজক ধূলি দ্বারা দর্পণ মলিন  
 হয় না কিন্তু উজ্জ্বলই হইয়া থাকে ॥ ১০৯ ॥

অকর্ম্মকরণাদেবন মুমুক্শুরপি বধ্যতে ।  
 অনিবার্য্য রজোবর্ষণে স্নানেচ্ছূর্ণনমৃদধীঃ ॥ ১১০ ॥ .  
 তস্মাৎ কুর্ব্বন্নাসক্তো নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ ।  
 অনবস্থায় শুদ্ধৈচ্ছা স্তপ্তো যোগমভ্যাসেৎ ॥ ১১১ ॥  
 নির্বিঘ্নায় মুমুক্শুগাং গতিং নাখ্যাপয়েজ্জনে ।  
 কারাগৃহাদপসরন্ বঞ্চয়েদ্ধি ব্যবস্থিতান্ ॥ ১১২ ॥  
 এবং সততমভ্যাসাল্লীনবুদ্ধেঃ পরাশ্রয়িণি ।  
 কর্ম্মাণি বুদ্ধিপূর্বাণি নিবর্ত্তন্তে স্বতোদ্বিজাঃ ॥ ১১৩ ॥

যেহেতু মোক্ষার্থী মনুষ্যেও কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করাতে  
 বদ্ধ হইয়া থাকে । দেখুন, মৃদগতি মনুষ্য স্নান করিতে ইচ্ছা  
 করিয়া ধূলিবর্ষণ নিবারণ না করিলে সেই ধূলি দ্বারা  
 আক্রান্ত হইয়া থাকে ॥ ১১০ ॥ . .

অতএব পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্ম এবং পবিত্রতা  
 লাভ করিবার নিমিত্ত আসক্ত না হইয়া নিত্য এবং নৈমিত্তিক  
 ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠান করিবে, এইরূপে অত্যন্ত গুণভাবে  
 যোগাভ্যাস করিতে হইবে ॥ ১১১ ॥

মোক্ষার্থী মনুষ্য নির্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধির জন্ম লোকের  
 নিকটে নিজের অবস্থা প্রকাশ করিবেন না । কারণ, কারা-  
 গার হইতে পলায়ন করিবার কালে কারারক্ষক ব্যক্তিদিগকে  
 বঞ্চনা করিতে হইবে ॥ ১১২ ॥

হে দ্বিজগণ ! এইরূপে সর্ব্বদা যোগাভ্যাস করিলে  
 তাঁহার বুদ্ধি পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায়, তখন তাঁহার  
 জ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল স্বতই নিবৃতি পাইয়া  
 থাকে ॥ ১১৩ ॥

সৌখ্যনন্দাত্মকং দেহং বর্তমানং যদৃচ্ছয়া ।  
 বিষয়াবাস্তবাত্মানং ন বেত্তি চিরবিস্মৃতঃ ॥ ১১৪ ॥  
 পূর্বাভ্যাসচরং কায়ো ন লৌক্যো ন চ বৈদিকঃ ।  
 অপুণ্যাপাং সর্বাভ্যা জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১১৫ ॥  
 তদেহপাতে চ পুনঃ সর্বগো ন স জায়তে ।  
 এবমবৈতবোগেন বিমুক্তির্বো ময়োদিতা ॥ ১১৬ ॥  
 কিস্তেষু দূরমুর্থেষো জনৈর্যোগো নিরাশ্রয়ঃ ।  
 অভ্যস্তমার্গাদক্ষাণি সহসা কো হিবর্তয়েৎ ॥ ১১৭ ॥  
 চিত্তে হি স্ববশে যোগঃ সিন্ধেত্তত্ত্ব জগৎপতিং ।

অনন্তর বিষয়াসক্ত মনুষ্য যেরূপ পরমাত্মাকে জানিতে  
 পারে না, সেইরূপ যোগী পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে বর্তমান, অথচ  
 আনন্দস্বরূপ দেহ এবং আস্তরাত্মাকে জানিতে পারেন না,  
 তখন তিনি সকল বস্তু একবারে ভুলিয়া যান ॥ ১১৪ ॥

তখন তাঁহার পূর্ব জন্মের অভ্যাস বশতঃ দেহ বিচরণ  
 করে, লৌকিক এবং বৈদিক কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়  
 না । তখন তাঁহার পাপ ও পুণ্য কিছুই থাকে না, তখন  
 সকলের আত্মস্বরূপ সেই পুরুষকে জীবন্মুক্ত বলে ॥ ১১৫ ॥

তাঁহার সেই দেহের বিনাশ হইলে সর্বব্যাপী সেই  
 জীবন্মুক্ত পুরুষ আর জন্ম গ্রহণ করেন না, এইরূপে অবৈত  
 যোগ দ্বারা আমি আপনাদিগকে মুক্তির কথা বলিলাম ॥ ১১৬ ॥

কিন্তু সাধারণ জনগণ এই নিরালস্য যোগের অনুষ্ঠান  
 করিতে পারেন না । দেখুন, কোন্ ব্যক্তি সহসা অভ্যস্ত-  
 পথ হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে নিবৃত্ত করিতে পারে ? ॥ ১১৭ ॥

চিত্ত আপনাত অধীন হইলেই যোগসিদ্ধ হইয়া থাকে,

কোহনাশ্রিত্য নিগৃহীয়াদব্যক্তমতিচঞ্চলং ॥ ১১৮ ॥

অরূপস্থান্যনোহৃদৃশ্যমদৃশ্যত্বাদনাঙ্গাদং ।

অনাঙ্গাদত্বাদগ্রাহ্যমগ্রাহ্যত্বাদনিগ্রহং ॥ ১১৯ ॥

বায়ুর্ন ছুগ্রহো মন্ত্রে দশাশাস্ত্রেব সঞ্চরন্ ।

আশাসহস্রসঞ্চারি মনঃ কেন নিগৃহ্যতে ॥ ১২০ ॥

তন্মাস্মান্মুকোঃ স্তম্বখোমার্গঃ ত্রীবিষ্ণুসংশয়ঃ ।

চিত্তেন চিন্তয়ানেন বধ্যতে ধ্রুবমন্মথা ॥ ১২১ ॥

নাগম্যমস্তি মনুসং কমলাসনাগু-

মধ্যে বহিষ্ঠ সততং ভ্রগি সর্বগং তৎ ।

কোন্ ব্যক্তি জগদীশ্বর হরিকে অবলম্বন না করিয়া অব্যক্ত  
এবং অত্যন্ত চঞ্চল মনকে রোধ করিতে পারে ? ॥ ১১৮ ॥

রূপ নাই বলিয়া মন অদৃশ্য, অদৃশ্য বলিয়া মন কোন  
বস্তুর বিষয় বা আশ্রয় নহে, আশ্রয় নয় বলিয়া মন অগ্রাহ্য  
এবং অগ্রাহ্য বলিয়াই কেহ মনকে রোধ করিতে পারে  
না ॥ ১১৯ ॥

আগি বায়ুকেও ছুগ্রহ (যাহাকে কটে গ্রহণ করা যায়)  
বলিয়া মানি না, যেহেতু বায়ু দশদিকে সঞ্চরণ করিয়া থাকে,  
কিন্তু মন সহস্র সহস্র আশাতে (পক্ষান্তরে দিকে) গমন  
করে, অতএব কোন্ ব্যক্তি এইরূপ মনকে রোধ করিতে  
সমর্থ হয় ? ॥ ১২০ ॥

অতএব মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি যদি একমাত্র শ্রীহরিকে  
অবলম্বন করেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে শোভন স্বথকর পথ,  
নচেৎ এই চিত্ত চিন্তা করিয়া নিশ্চয়ই ইহাকে বঞ্চনা করিয়া  
থাকে ॥ ১২১ ॥

মনের অগম্য স্থান নাই, এই সর্বগামি মন ভ্রম্মাগুণ

বিষ্ণুং কদাচিদপি সৰ্ব্বগমাশ্চয়াসি

নৈব স্পৃশ্যত্বার্থচ চিত্রমতঃ কিমন্যৎ ॥ ১২২ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিতত্ত্বস্বধোদয়ে যোগোপ-  
দেশ একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ \* ॥ ১৯ ॥ \* ॥

মধ্যস্থলে এবং ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও সৰ্ব্বদা ভ্রমণ করিয়া থাকে, এই গন নীশ্রগামি হইয়াও কদাচ সৰ্ব্বব্যাপী নারায়ণকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইহা অপেক্ষা অন্য আর কি আশ্চর্য্য হইতে পারে ॥ ১২২ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিতত্ত্বস্বধোদয়ে শ্রীরাম-  
নারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে যোগের উপদেশ প্রদান নামক  
একোনবিংশ অধ্যায় ॥ \* ॥ ১৯ ॥ \* ॥

## হরিভক্তিসুধোদয়ঃ ।

বিংশোধ্যায়ঃ ।



শ্রীনারদ উবাচ ॥

ভক্তিযোগস্ত নিৰ্ব্বিন্দো যোগমার্গাদ্বিজোভিতাঃ ।

যতো বিমুগ্ধনাথস্ত দুৰ্জয়ং নাস্তি কখন ॥ ১ ॥

সমস্তশ্রেয়সাং মূলং প্রধানং হি মনোজয়ঃ ।

স হি সিদ্ধাভ্যুপায়েন বৈষ্ণবানাং নিশ্চায়তাং ॥ ২ ॥

তদভ্যাসানুসারেণ মনো ধীমান্ বশং নয়েৎ ।

পশুং দুৰ্দ্ধমিবাক্লিষ্টো হঠাম প্রতিকূলয়েৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! যোগমার্গে অপেক্ষা ভক্তিমার্গ আরও নিরাপদ । কারণ, ভক্তিমার্গে নারায়ণ সহায় হইয়া থাকেন, অতএব ভক্তিরত মনুষ্যের কোন বস্তু অজেয় নহে ॥ ১ ॥

মনোজয়ই সগস্ত মঙ্গলের প্রধান মূল, বৈষ্ণবগণের যে উপায় দ্বারা সেই মনোজয় সফল হইয়া থাকে, তাহা অবগত করুন ॥ ২ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অভ্যাসের অনুসারে মনকে বশীভূত করিবেন, ক্রেশ না পাইয়া দুৰ্দ্ধম পশুর ন্যায় সহসা মনের প্রতিকূলতা করিবেন না ॥ ৩ ॥

চেতো গীতপ্রিয়ৈকৈতদ্বিষ্ণুগীতে সমর্পয়েৎ ।

কথ্যাকাংক্ষং কথাক্ষিত্রাং শৃণুয়াৎ কথয়েদ্ধরেঃ ॥ ৪ ॥

রূপার্থি চেত্তু তস্মৈব প্রতিমাশ্চিত্রকোমলাঃ ।

পশ্যেৎ স্বলঙ্কৃতাস্তত্র রমতে যদযথেষ্টয়া ॥ ৫ ॥

ন হ্যেকত্রাপ্রিয়ং তাবচ্চঞ্চলং পাপি মানসং ।

তদ্ধরেশ্চিত্রবার্ত্তশ্চ বার্ত্তাসু রময়েৎ সুধীঃ ॥ ৬ ॥

নচ চিত্তোৎসবো বার্ত্তাশ্চিত্রলীলং হরিং বিনা ।

সন্ত্যজ্যেমাং যদিচ্ছাতশ্চরাচরজগৎস্থিতিঃ ॥ ৭ ॥

চিত্ত যদি সঙ্গীতপ্রিয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিষ্ণুর সঙ্গীতবিষয়ে নিক্ষেপ করিবে। চিত্ত যদি কথা শুনিতে ভাল বাসে, তাহা হইলে হরির বিচিত্র কথা শ্রবণ করিবে ও বলিবে ॥ ৪ ॥

মন যদি রূপ ভাল বাসে, তাহা হইলে মন নারায়ণেরই সুন্দররূপে সুসজ্জিত, বিচিত্র অথচ কোমল প্রতিমা সকল নিরীক্ষণ করিবে, ভগবন্তুর্ভি দর্শন করিলে বদৃচ্ছাক্রমে তাহাতেই মন আনন্দিত হইতে পারিবে ॥ ৫ ॥

মন অপ্রিয়, চঞ্চল এবং পাপিষ্ঠ, কখন এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না, একারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাঁহার কথা-সকল অতি বিচিত্র, সেই হরির কথাসকলে মনকে আনন্দিত করিয়া রাখিবেন ॥ ৬ ॥

বিচিত্র লীলাময় হরি-ব্যতিরেকে অপর লোকদিগের কখনও চিত্তের উৎসব বার্ত্তা সকল ঘটিতে পারে না। কারণ, হরিরই ইচ্ছায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ত নিয়মিত কার্য্য প্রণালী সকল সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে ॥ ৭ ॥



যদযদস্ত্রামপানাদি চিন্তার্থে তত্তদেব হি ।  
 বিষ্ণুর্পিতং ভবেম্মাত্র ক্লেশাঃ প্রত্যাহুতিষ্বিব ॥ ৮ ॥  
 কৃতী বিষ্ণুর্পিতান্ ভোগান্ ভুঞ্জানোহপি বিমুচ্যতে ।  
 অয়ং হি স্বকরঃ পশু। যুক্তৈশ্চতুরসেবিতঃ ॥ ৯ ॥  
 বিষয়েনৈব বিষয়াঃ খ্যাতা অপি যদর্পণাৎ ।  
 ত এবায়ুততাং যাতাঃ কোহিহ্নঃ সেন্যো হরেনুর্গাৎ ॥ ১০ ॥  
 এবং বিষ্ণুরতেশ্চেতঃ স্বয়মেব প্রদীদতি ।  
 প্রত্যাহারমনাহারং খিনা ক্লেশাংশ্চ দুঃসহান্ ॥ ১১ ॥

যে রূপ মনের জন্য বস্ত্র, অন্ন, পানীয় প্রভৃতি বস্তু সংগ্রহ  
 করিতে হয়, সেইরূপ তত্ত্ব বস্ত্রাদি বস্তু সকল বিষ্ণুর প্রতি  
 সমর্পিত হইলে, ঐ সকল বস্তুর আহরণে যে রূপ বিভিন্ন  
 ক্লেশ ঘটে, আর সেইরূপ ক্লেশ হইতে পাবে না ॥ ৮ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নানাবিধ ভোগ্য বস্তু সকল বিষ্ণুকে  
 নিবেদন করিয়া যদি ভোজন করেন, তাহা হইলে সে  
 ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিতে পারে, চতুরগণের সেবিত হইয়াই  
 মুক্তির অগম পথ জানিবেন ॥ ৯ ॥

বৈষয়িক পদার্থ সকল বিষরূপে বিখ্যাত হইলেও যদি  
 ঐ সকল বস্তু বিষ্ণুকে সমর্পণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল  
 বস্তুই আবার অমৃতরূপে পরিণত হইয়া থাকে, অতএব  
 মনুষ্যাগণ হরি-ব্যতীত অন্য আর কাহার আরাধনা অর্থাৎ  
 সেবা করিবে ? ॥ ১০ ॥

এইরূপে বিষ্ণুপরায়ণ মনুষ্যের চিত্ত স্বয়ংই প্রসন্ন হইয়া  
 থাকে, তখন প্রত্যাহরণ (সংগ্রহ) উপবাস এবং অন্যান্য  
 অসহ্য ক্লেশ সকল আর ভোগ করিতে হয় না ॥ ১১ ॥

ধ্যানং বঃ স্তম্ভং বচি মনো যত্র সৰুদ্ভুতং ।

জ্ঞাতাস্বাদং তদেবোচ্ছেদয়দন্তম্ বিমুক্তিদং ॥ ১২ ॥

স্তম্ভং পদ্মাসনাসীনঃ প্রণবেণ হৃদম্বুজং ।

উন্মুখীকৃত্য চন্দ্রাভং ত্রিগুণৈস্তৎ প্রকাশয়েৎ ॥ ১৩ ॥

মহৎ কন্দোখিতং জ্ঞাননাং প্রকৃতিকর্ণিকং ।

অষ্টৈশ্বৰ্য্যদলং বিদ্যাং কেশবং তদ্ধি ভাবয়েৎ ॥ ১৪ ॥

তস্তোপরি চ বহ্যার্কসৌমবিশ্বান্ধমুক্রমাৎ ।

যথোক্তং স্বপ্রভোক্তাসি রত্নপীঠস্ত চিস্তয়েৎ ॥ ১৫ ॥

একণে আমি আগ্নাদিগকে পরম স্তম্ভস্বরূপ ধ্যানের বিষয় বলিতেছি, মন একবার যাহাতে ধৃত হইলে সেই ধ্যানের আস্বাদ জানিতে পারিয়া, সেই ধ্যানই ইচ্ছা করিয়া থাকে, যেহেতু অত্র কেহ বিমুক্তিপ্রদ নহে ॥ ১২ ॥

পরমস্তম্ভে পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া প্রণবমন্ত্র দ্বারা চন্দ্রের তুল্য শ্বেতবর্ণ হৃদয়পদ্মকে উন্মুখ করিয়া, ত্রিগুণ দ্বারা তাহাকে প্রকাশিত করিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

এই হৃদয়পদ্ম মহত্ত্বরূপ কন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞানই ইহার মণালদণ্ড । প্রকৃতি ইহার কর্ণিকার সদৃশ । আট প্রকার (অগ্নিমা লঘিমা প্রভৃতি) যোগের ঐশ্বৰ্য্যই হৃদয়পদ্মের আটটি দল, এই প্রকার জানিতে পারিয়া শেষে সেই হৃদয়পদ্মকে নারায়ণ বলিয়া ভাবিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

সেই হৃদয়পদ্মের উপরে যথাক্রমে অগ্নি, সূর্য এবং চন্দ্র-মণ্ডলকে ভাবনা করিতে হইবে, তাহার পর নিজপ্রভাব দ্বারা উদ্ভাসিত শাস্ত্রোক্ত রত্নপীঠ ধ্যান করিবে ॥ ১৫ ॥

তস্মিন্মুদুপ্পন্নতরে শঙ্খচক্রগদাজিনং ।  
 চতুর্ভুজঃ স্তম্ভরাসং ভাবয়েৎ পুরুষোত্তমং ॥ ১৬ ॥  
 নিরঙ্ক চন্দ্রধবলং কোমলাবয়বোজ্জ্বলং ।  
 বহ্নীন্দ্রকাদিতেজস্বিতেজোবীতং স্ততেজসং ॥ ১৭ ॥  
 নানামৌলিমণিদ্যোত-চিত্তীকৃতহৃদালয়ং ।  
 ক্ষুরং কিরীটমাণিক্য-বালসূর্য্যোদয়াচলং ॥ ১৮ ॥  
 শ্রীমুখাজসৌরভ্য স্তদৃশচলিতাঙ্গয়া ।  
 ভূঙ্গাল্যোবালকাবল্যলীলয়া লোলয়াক্ষিতং ॥ ১৯ ॥  
 স্বচ্ছাশ্চালাফটমীচন্দ্রাৎ কলঙ্কং স্নিগ্ধকার্শ্ববৎ ।

অত্যন্ত কোমল এবং অত্যন্ত মনোহর, সেই রত্নসিংহা-  
 সনের উপরে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারি স্তম্ভর দেহবিশিষ্ট  
 পুরুষোত্তম ভগবান্কে চিন্তা করিবে ॥ ১৬ ॥

সেই পুরুষোত্তম নিষ্কলঙ্ক ~~সিংহের~~ ~~আয়তন~~ ~~দেহ~~  
 অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা সমুজ্জ্বল । চন্দ্র, সূর্য্য এবং অনল প্রভৃতি  
 তেজস্বি পদার্থদিগের তেজোদ্বারা পরিবৃত, অতএব তিনি  
 অতিশয় জ্যোতির্ময় ॥ ১৭ ॥

তাঁহার মস্তকের বিবিধ মণিকিরণ দ্বারা হৃদয়রূপ ভবন  
 মনোহর হইয়াছে, তদীয় মুকুটস্থিত মণিমাণিক্যাদি যেন  
 নবোদিত প্রভাকরের আয় রূপ ধারণ করিয়াছে এবং তিনি  
 যেন নবোদিত সূর্য্যের উদয়পর্ব্বততুল্য ॥ ১৮ ॥

তাঁহার শ্রীমুখপদ্মের দৌরভে মহাগর্ভিত এবং কম্পি-  
 তাঙ্গ ভ্রমরশ্রেণীর আয় তদীয় লম্বিত অলকাবলীর (চূর্ণকুন্ত-  
 লের) লীলা দ্বারা তিনি ভূষিত ॥ ১৯ ॥

তিনি স্বীয় নির্মল ললাটদেশের অফটমীচন্দ্র অর্থাৎ অর্ধ-

উদ্ধৃত্য তেনৈব কৃতং বিভাগং ক্রমতায়ুগং ॥ ২০ ॥

দয়াযুতপ্রকটনপ্রসন্ননয়নামুজং ।

ললিতানাসং লসদগণ্ডবিস্মিতোজ্জ্বলকুণ্ডলং ॥ ২১ ॥

অনুগ্রহাখ্য হৃৎশৈন্দু সূচকস্মিতচন্দ্রিকং ।

আল্লিষ্য কণ্ঠং ললিতভূজাভরণমালায়া ॥ ২২ ॥

সিংহস্কন্ধানুরূপাংসং বৃত্তায়ত চতুর্ভুজং ।

কৌস্তভোপান্তবিদ্যোতিসদ্রত্নাসদকঙ্কণং ॥ ২৩ ॥

শুভ্রং পুণ্যলতাকন্দং জ্ঞানজ্যোৎস্নেন্দুগুণলং ।

নাদপ্রসিক্তং দধতং শঙ্খং হংসবহুজ্জ্বলং ॥ ২৪ ॥

চন্দ্র হইতে স্নিক্কাঠের ন্যায় কলঙ্ক উত্তোলন করিয়া তদ্বারা ক্রমগল নির্মাণ করত ধারণ করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

করুণারূপ অমৃত প্রকাশ করিবাব জন্য তাঁহার নয়নার-  
~~নয়নারূপ অমৃত প্রকাশ করিবাব জন্য~~ তাঁহার নাসিকা মনোহর,  
তাঁহার গণ্ডদ্বয় শোভা পাইতেছে এবং সেই মনোহর গণ্ড-  
স্থলে উজ্জ্বল মকরকুণ্ডল প্রতিবিস্মিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

তাঁহার হৃদয়মধ্যে যে অনুগ্রহরূপ চন্দ্রমা বিরাজ করি-  
তেছে, তাহা কেবল তদীয় মুহূহাস্বরূপ চন্দ্রিকাদ্বারা সূচিত  
হইয়া থাকে । কমলাদেবী মনোহর বাহুল্যতার আভরণ-  
সমূহ দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন ॥ ২২ ॥

তাঁহার স্কন্ধদেশ সিংহের স্কন্ধের অনুরূপ, তাঁহার চারিটি  
হস্ত বর্তূল অথচ দীর্ঘ । কৌস্তভগণির নিকটে তদীয় উৎ-  
কৃষ্ট রত্নময় কেশুর এবং বলয় দীপ্তি পাইতেছে ॥ ২৩ ॥

তিনি যে শুভ্রবর্ণ এবং হংসের মত উজ্জ্বল শঙ্খ ধারণ  
করিতেছেন, সেই শঙ্খ পুণ্যরূপ লতার কন্দ (মূল) স্বরূপ

জাতরূপেন্দু সূর্য্যগ্নি জন্মক্ষেত্রাভিমুখ্যশং ।  
 চক্রং রাক্ষসহোমেন্দ্রবহ্নিগণ্ডলবিদ্রিতং ॥ ২৫ ॥  
 ক্রিতিকয়ক্ষমক্ষুদ্ররক্ষোগদগদাধরং ।  
 সদা কৌস্তভরশ্ম্যর্কোদিতলীলাজ্জধারিণং ॥ ২৬ ॥  
 কাস্তিদং সর্ব্বরত্নানাং কুলদেবমিবোত্তমং ।  
 কৌস্তভং দর্পণং লক্ষ্ম্যা দেয়্যতয়ন্তং স্ববক্ষসা ॥ ২৭ ॥  
 মৃত্যুময়ৈঃ স্বরত্নাকারৈঃ স্বহৃদয়প্রিয়ৈঃ ।

এবং জ্ঞানকৌমুদীবিশিষ্ট শশধরের মণ্ডলস্বরূপ এবং তাহা  
 নাদে ( শব্দে ) বিখ্যাত ॥ ২৪ ॥

\*তিনি যে, চক্রধারণ করিয়া আছেন, সেই চক্র স্বর্ণ,  
 সূর্য্য, চন্দ্র এবং অগ্নির উৎপত্তির ঋকর তুল্য, অথচ তাহা  
 অত্যন্ত প্রদীপ্ত । অধিক কি, ~~তাহাই রাক্ষসদিগের~~  
 করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হোমকাঠের ( যজ্ঞকাঠের ) অগ্নিতুল্য  
 জানিবেন ॥ ২৫ ॥

যে সকল ক্ষুদ্র রাক্ষস অর্থাৎ অসুরগণ অনায়াসে পৃথিবী  
 ধ্বংস করিতে পারে, সেই সকল দৈত্যদিগের রোগেরতুল্য  
 গদা তাঁহার হস্তে বিরাজমান আছে । তিনি কৌস্তভমণির  
 কিরণরূপ দিবাকর দ্বারা বিকসিত লীলাপদ্ম, সর্ব্বদাই ধারণ  
 করিয়া আছেন ॥ ২৬ ॥

সমস্ত রত্নের প্রভাদায়ক, অতএব উৎকৃষ্ট কুলদেবভার-  
 তায় কৌস্তভমণিরূপ দর্পণকে তিনি লক্ষ্মী এবং আপনার  
 বক্ষঃস্থল দ্বারা উদ্দীপিত করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

যে রূপ গুণযুক্ত অথচ নির্দোষ ভক্তগণ দ্বারা তিনি

গুণৈকবর্জৈর্নির্দোষৈর্ভাস্তং ভট্টৈরিবোজ্জ্বলৈঃ ॥ ২৮ ॥

বিশ্বসৃগ্ জন্মভূপদ্য স্ত্রীক্ৰনাভিসরোরুহং ।

মেখলারত্নসূত্ৰাসি পীতাম্বরবরাঙ্কিতং ॥ ২৯ ॥

স্নিগ্ধোরুজানু জজ্ঞক চিত্রাজি কটকোজ্জ্বলং ।

শ্রীপাদাজ্যুগং শ্রেয়োনিদানং মুনিসন্ধনং ॥ ৩০ ॥

চন্দ্রাধিকারলাভায় ভাবিচন্দ্রৈরিবোজ্জ্বলৈঃ ।

নৈথঃ সমাশ্রিতং সেবামাহাত্ম্যাবিকলঙ্কিতৈঃ ॥ ৩১ ॥

শোভা পাইয়া থাকেন, সেইরূপ স্বকীয় হৃদয়ের প্রিয় উত্তম বর্তুল ( গোল ) ভাবে নির্মিত, একমাত্র গুণ ( সূত্র ) দ্বারা এখিত, মুক্তাময় উজ্জ্বল হার দ্বারা শোভা পাইতেছেন ॥ ২৮ ॥

তাঁহার মনোহর নীতিপদ্য বিশ্বস্রুতা বিধাতার জন্মভূমি ~~পীতবসনে~~ পীতবসনে তিনি শোভা পাইতেছেন ॥ ২৯ ॥

তদীয় শ্রীচরণারবিন্দযুগল, স্নিগ্ধ উরু, জানু এবং জজ্বা ধারণ করিতেছেন । মনোহর চরণকটক ( পাদাভরণ ) দ্বারা উজ্জ্বল, মুক্তির আদি কারণ এবং মুনিগণের তাহাই উৎকৃষ্ট ধনস্বরূপ ॥ ৩০ ॥

তদীয় নখপঙ্ক্তিই যেন চন্দ্রের রাজত্বলাভ করিবার জন্য উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়াছেন । কারণ, উত্তরকালে ( ভবিষ্যতে ) ইহারাই চন্দ্র হইবে । অথচ সেবার মাহাত্ম্য জানা থাকিতে এই সকল নখচন্দ্র নিষ্কলঙ্ক হইয়াছে । ফলতঃ এই রূপ মনোহর নখশ্রেণী তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ॥ ৩১ ॥

ভক্তদত্ততুলসীদলহৃদ্যোক্তাঙ্গি ধম্মধূপত্রজঙ্ঘুতং ।  
 স্পর্শলুক্কমলাকরপদ্মাগদিতং স্নানু তমঃশ্রমহারি ॥ ৩২ ॥  
 পীঠে তৎ শ্রীপদদ্বন্দ্বং সংস্থাপ্য স্ফাটিকে শুভে ।  
 নিষিক্তং তৎস্বরূপাংশুবিষ্ম শোণোপলীকৃতে ॥ ৩৩ ॥  
 রমণীয়তমাকারং লিপ্তং চন্দনকুঙ্কুমেঃ ।  
 মাল্যৈরমূল্যাভরণৈর্ভাস্তং চিত্তোৎসবপ্রিয়ং ॥ ৩৪ ॥  
 যোগিচিত্তরম্যাস্পৃশ্যং সেবকানাং মহোৎসবং ।

সেই পাদপদ্মে ভক্তগণ ভক্তিযোগে তুলসীপত্র সমর্পণ করিয়াছেন । তাহাতে হৃদয়গ্রাহী গন্ধ প্রসারিত হইতেছে । মধুকরকুল সেই গন্ধলোভে অন্ধ হইয়া সেই পাদপদ্ম সেবা করিতেছে । কমলাদেবী সেই পাদপদ্ম স্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সতৃষ্ণভাবে করপদ্ম মর্দন করিতেছেন । নিশ্চয়ই সেই পাদারবিন্দ তৎস্বরূপাংশুবিষ্ম শোণোপলীকৃতে জানিবেন ॥ ৩২ ॥

এইরূপ স্ফাটিকময় পবিত্র রত্নপীঠে তিনি শ্রীচরণযুগল স্থাপিত করিয়া উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন । রত্নপীঠস্থিত রত্নরাজিব কিরণবিষ্ম দ্বারা সেই স্ফটিকবৎ অচ্ছ পীঠ রক্তবর্ণ প্রসুরাকৃতি ধারণ করিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

তৎকালে তদীয় আকারের স্নায় আর অত্যন্ত রমণীয় কিছুই ছিল না । কুঙ্কুম এবং চন্দন দ্বারা তিনি সর্বদ্বন্দ্ব লেপন করিয়াছেন । মানাবিধ মাল্য এবং অমূল্য আভরণ দ্বারা শোভা পাইতেছেন । এই যুক্তি দেখিলে চিত্তের মনোমত উৎসব হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

যোগিদ্বিগের চিত্তরূপ কমলাদেবী তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া

দূরস্থভক্তশ্রবণ-কবিজিহ্বাশ্রয়ঃ তথা ॥ ৩৫ ॥

এবং ধ্যানেদ্ধরিং ভক্ত্যা কারুণ্যাতনুমাত্রিতং ।

অনন্তশক্তিং সর্বভক্তং সদগতিং পরমেশ্বরং ॥ ৩৬ ॥

ইতি নির্বাণনির্ব্বিঘ্নমার্গোধ্যানজুষ্টিং দ্বিজাঃ ।

সর্বেশ্বরসনাতানাং মুক্তিরক্লেশতো নৃণাং ॥ ৩৭ ॥

চিত্তং ধ্যানবিরামেহপি সদা বিষ্ণুস্মৃতাচরেৎ ।

বুদ্ধ্যা শঙ্কুস্বরঞ্জেণ পশুর্নৈব হি নশ্চতি ॥ ৩৮ ॥

ন বিস্মরেজ্জগজ্জাণং হরিং সর্বত্র সর্বদা ।

থাকেন, তিনি সেবকদিগের মহোৎসব তুল্য, তথা দূরস্থ ভক্ত জনের শ্রবণ এবং কবি অর্থাৎ পণ্ডিতদিগের জিহ্বার আশ্রয়-স্বরূপ হইয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

যিনি করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক দেহধারণ কবিয়া থাকেন, ~~যিনি করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক দেহধারণ কবিয়া থাকেন,~~ যিনি সার্বভক্ত, যিনি সাধুগণের উপায় স্বরূপ এবং যিনি পরমেশ্বর, সেই হরিকে ভক্তিসহকারে ধ্যান করিবে ॥ ৩৬ ॥

হে দ্বিজগণ ! এইরূপে যে সকল মনুষ্য নির্বিঘ্ন নির্বাণপথে থাকিয়া তাহার ধ্যান করে এবং সর্বেশ্বর হরিই যাহাদের একমাত্র সহায়, সেই সকল মনুষ্যগণের অনায়াসেই মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

ধ্যানের অবসান হইলেও চিত্ত কেবল বিষ্ণুকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবে, যেস্বরূপ শঙ্কু (খুঁটা) স্থিত রজ্জু দ্বারা পশুকে বন্ধন করিলে তাহার বিনাশ হয় না, সেইরূপ বুদ্ধি দ্বারা মনকে বন্ধন করিলে তাহার অপায় হয় না ॥ ৩৮ ॥

মনুষ্য বনমাধ্যে অবস্থিত থাকিলে তাহার যেমন শত্রু



অটবিশ্বো যথা শস্ত্রং বহুপায়া হি সংস্থতিঃ ॥ ৩৯ ॥

বিপ্রা মমৈতত্ত্ব মতং শুধ্যমানৌহপি সর্বদা ।

নিবর্তৌ নাস্ত্যুপায়োহন্যো বিনা গোবিন্দসংশ্রয়ং ॥ ৪০ ॥

তস্মিন্নমর্পিতমাত্রেন যেন কেনাপি কর্মণা ।

তুচ্ছো দদাতি স্বপদমহো বৎসলতা হরেঃ ॥ ৪১ ॥

তস্মাৎ সক্তিঃ সদা সেব্যঃ সচ্ছদ্বৈঃ সর্বদা হরিঃ ।

সন্তুততোষকৈঃ শক্ত্যা ভক্ত্যা তৎকর্মকারিভিঃ ॥ ৪২ ॥

ভক্তৈঃ সেব্যো জগন্মূর্ত্তেঃ প্রতিষ্ঠাপ্য তথাকৃতিঃ ।

বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, সেইরূপ সকল সময়ে সকল স্থানে

জগতের রক্ষাকর্তা বিষ্ণুকে ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে ।

কারণ, সংসারে অনিষ্টের ভাগ অত্যন্ত অধিক ॥ ৩৯ ॥

হে বিপ্রগণ ! কিন্তু আমার এই মত যে, মানুষ যদি

সর্বদাই বিশুদ্ধ হন, তথাপি ~~গোবিন্দের আশ্রয় ছাড়া~~

মুক্তি বিষয়ে অন্য আর কোন উপায় নাই ॥ ৪০ ॥

যে কোন কর্মের অনুষ্ঠান করা যায়, সেই কর্ম যদি

বিষ্ণুতে সমর্পিত হয়, তখন সেই কর্ম সমর্পিত হইবামাত্র

হরি সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে নিজপদ দান করিয়া থাকেন ।

আহা ! হরির কি ভক্তবৎসলতা ! ভক্তগণের প্রতি তাঁহার

কি স্নেহ ! ॥ ৪১ ॥

অতএব সাধুগণ সংশ্রুত অবলম্বন পূর্বক সাধুভক্ত-

দিগকে সন্তুষ্ট করত, যথাশক্তি ভক্তিযোগে তদীয় কর্মের

অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব প্রকারে সর্বদাই হরির সেবা করি-

বেন ॥ ৪২ ॥

ভক্তগণ জগন্নিবাস নারায়ণের সেইরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

নৈকং স্ববংশস্ত নরস্তারয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ৪৩ ॥

প্রতিমামাশ্রিতাভীষ্টপ্রদাং কল্পলতাং যথা ।

প্রতিষ্ঠাপ্যাত্র স্থলভাং ন বিদ্যাং কিং কিয়ৎ কলং ॥ ৪৪ ॥

প্রবিশমালয়ং বিষ্ণোরর্চনার্থং স ভক্তিমান্ ।

ন ভূয়ঃ প্রবিশেদ্ভাতুঃ কুক্ষিকারাগৃহং স্থধীঃ ॥ ৪৫ ॥

পশ্চোজ্জগন্মলধ্বংসি বিষ্ণুপূজাকরৌ করৌ ।

ধ্রুবং তৌ জগদাধারস্তম্ভৌ পতনকারকৌ ॥ ৪৬ ॥

কিঞ্চিজ্জলং দলমপি ভক্ত্যেতেষু দতে স্বকং ।

করিয়া তাঁহার সেবা করিবেন, সেই মনুষ্য তাহা দ্বারা কেবল স্বকীয় একটি বংশ নহে, কিন্তু অখিল জগৎ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

~~কল্পলতাং প্রতিমা কল্পলতায়~~ আশ্রিতগণের 'অভীষ্ট-  
দায়িনী, সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে এই জগতে তাহাদের যে কি পরিমাণে কিরূপ ফল ঘুটিতে পারে, তাহা আগরা জানি না ॥ ৪৪ ॥

জ্ঞানবান্ মনুষ্য যদি ভক্তিয়ুক্ত হইয়া পূজা করিবার জন্য বিষ্ণুর মন্দিরে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে জননীর জঠবরূপ কারাগৃহে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিতে হয় না ॥ ৪৫ ॥

সেই ব্যক্তি জগতের পাপনাশি বিষ্ণুর অর্চনাকারক ছুই বাহুকে নিশ্চয়ই জগতের দুইটী আধার স্তম্ভস্বরূপ এবং পাতিত্য নিবারক বলিয়া দর্শন করে ॥ ৪৬ ॥

মুদ্রমতি মনুষ্য যদি ভক্তিসহকারে নারায়ণের প্রতি

পদং দদাত্যহো মুক্ততত্ত্বৈর্বা মূল্যবক্তিকিং ॥ ৪৭ ॥

আত্মাণঃ যন্ধরেদন্তধূপোচ্ছিক্ত্যমর্ষতঃ ।

তদ্ব্যবহালাদর্শনাং নশ্বং কশ্ম বিধাপহং ॥ ৪৮ ॥

দত্তং স্বজ্যোতিষে জ্যোতির্যদ্বিস্তারয়তি প্রভাং ।

তদ্বর্দ্ধয়তি চিজ্যোতির্দাতুঃ পাপতমোপহং ॥ ৪৯ ॥

কৃদ্ধা নীরাজনাং বিফোদীপাবল্যা স্তদৃশয়া ।

তমোবিকারং জয়তি জিতে তস্মিংশ্চ কো ভবঃ ॥ ৫০ ॥

যৎকিঞ্চিদগ্নং নৈবেদ্যং ভুক্ত্য ভক্তিরসগ্নুতং ।

কিঞ্চিৎ জল অথবা তুলসীপত্র দান করে, তাহা হইলে তিনি

সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে স্বীয় বৈকুণ্ঠপদ দান করিয়া থাকেন ।

আহা ! এই জুগতে উত্তমভক্তির কি মূল্য আছে ? ॥ ৪৭ ॥

হরিকে সর্বতোভাবে যে ধূপ অর্পণ করা যায় সেই

উচ্ছিক্ত ধূপের আত্মা নাই ~~কিন্তু তাহা সংসারপথে~~

ব্যক্তিদের পক্ষে বিষনাশক নশ্ব-কশ্ম অর্থাৎ ওষধের ন্যায়

হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

হরিকে স্বকীয় জ্যোতির জন্ম যে জ্যোতি প্রদত্ত হই-

য়াছে, সেই অর্পিত জ্যোতি প্রভা বিস্তার করিয়া জ্যোতি-

দাতার পাপরূপ তমোনাশ করত চিৎস্বরূপ জ্যোতি বর্দ্ধিত

করিয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

অতি মনোহর দৃশ্য দীপপঙ্ক্তি দ্বারা বিষ্ণুর নীরাজনা

করিয়া তমোগুণের বিকার জয় করিতে পারা যায় । সেই

তমোবিকার পরাস্ত হইলে আর কিরূপে সংসারে জন্ম

হইবে ? ॥ ৫০ ॥

ভক্তিরসে অভিযুক্ত করিয়া যদি যৎ কিঞ্চিৎ অগ্ন্যাত্রে

প্রতিভোজ্যতি শ্রীশস্তদাতৃন্ স্বস্থখং ক্রুতং ॥ ৫১ ॥

যজ্ঞাতরণগন্ধাদি যৎকিকিদ্ধিষবেহ্পিতং ।

তৎ সৰ্বমিক্টদং দাতুরামোক্ষায় নিবর্ততে ॥ ৫২ ॥

বিষ্ণুং প্রদক্ষিণী কুর্বন্ যজ্ঞত্রাবর্ততে পুনঃ ।

তদেবাবর্তনং তস্মা পুনর্নাবর্ততে ভবে ॥ ৫৩ ॥

বিষোদর্গুপ্রণামার্থং ভক্তেন পততা ভূবি ।

পাতিতং পাতকং কৃৎস্নং নো তিষ্ঠতি পুনঃ সহ ॥ ৫৪ ॥

ভ্রমণং নো ভ্রমায়ৈব দণ্ডবদ্বগন্তনো ।

নৈবেদ্য তাঁহাকে দান করা যায়, তাহা হইলে কমলাপতি  
শীঘ্র সেই নৈবেদ্যদাতাদিগকে আশ্বস্থ প্রতিভোজন  
করাইয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

বলন, ভূষণ, গন্ধগান্ধ্যাদি বাহ্য কিছু বিষ্ণুকে সমর্পণ করা  
~~দান, পুনর্নাবর্তন~~ অভীষ্টপ্রদ হইয়া থাকে এবং  
যে পর্য্যন্ত মোক্ষ না হয়, তাবৎ কাল তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির  
নিবৃত্তি হয় না ॥ ৫২ ॥

বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার যে সেই ব্যক্তি তথায়  
আবর্তন করে, তাহাই তাহার আবর্তন জানিবে। ঐ আব-  
র্তনহেতু পুনর্ব্বার তাহাকে আর ভবে আবর্তন ( আগমন )  
করিতে হয় না ॥ ৫৩ ॥

ভক্ত মনুষ্য বিষ্ণুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার নিগিত,  
ভূতলে পতিত হইয়া, সমস্ত পাপ নিপাতিত ( বিনাশিত )  
করিয়া থাকেন। পুনর্ব্বার সেই পাতক আর তাহার সঙ্গে  
উঠিতে পারে না ॥ ৫৪ ॥

দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া যে ব্যক্তি ভ্রমণ করে, তাহার সেই

লগ্নাস্ত মুকুরস্তেব নৈশ্চল্যায়ৈব রেণবঃ ॥ ৫৫ ॥  
 উপাস্তে চৈব যঃ শ্রীশং ভক্ত্যা পশ্যন্ সুপূজিতং ।  
 তথৈবোপাস্তে দেবৈর্বিষ্ণুলোকে স্বলব্ধতঃ ॥ ৫৬ ॥  
 স্তবমমেয়মাহাত্ম্যং ভক্তিপ্রথিতরম্যবাক্ ।  
 ভবে ব্রহ্মাদিদোল্লভ্যপ্রভুকারুণ্যভাজনং ॥ ৫৭ ॥  
 যথা নরস্ত স্তবতো বালকতৈশ্চ তুয়াতি ।  
 মুঞ্চবাক্যেন হি তথা বিবুধানাং জগৎপিতা ॥ ৫৮ ॥

ভ্রমণে আর ভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে না । প্রণাম পূর্বক  
 ভ্রমণ কালে তাহার শরীরে যে ধুলিরাশি সংলগ্ন হয়, সেই  
 সকল ধুলিরাশি দর্পণের ন্যায় নির্মলতাই বহন করিয়া  
 থাকে ॥ ৫৫ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ~~সর্বপুণ্য~~ ~~করুণাপ্রাপ্তি~~  
 উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত  
 হইয়া, বিষ্ণুলোকে দেবগণেরও উপাসনা প্রাপ্ত হইয়া  
 পাকে ॥ ৫৬ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্বক মনোহর বচনে অসীম গাহাত্ম্য  
 সম্পন্ন ভগবান্ নারায়ণের স্তব করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি  
 ব্রহ্মাদি অমরবৃন্দের দুল্লভ শ্রীহরির করুণা পাত্র হইতে  
 পারেন ॥ ৫৭ ॥

যেমন মনুষ্য বালক মুঞ্চ বাচক্য ভগবানের স্তব করিলে,  
 তিনি যেরূপ তাহার প্রতি মস্তক হইয়া থাকেন, দেবভাগণ  
 মনোহর বাক্যে স্তব করিলেও জগদীশ্বর হরি দেবগণের  
 প্রতি সেরূপ মস্তক হন না ॥ ৫৮ ॥

অবলং প্রভুগীপ্সিতোম্মতিং কৃতযত্নং স্বযশস্তবে ঘৃণী ।  
 স্বয়মুদ্বরতি স্তন্যার্থিনঃ পদলগ্নং জননীব বালকং ॥ ৫৯ ॥  
 তুম্যন্তো যত্নগাত্রেণ কো ন শক্তো হরেঃ স্তবে ।  
 অতজ্জাহ্না অশক্তিশ্চেন্দ্র কাদীনাঞ্চ মা সমা ॥ ৬০ ॥  
 যম্মাগমাত্র স্তভগা পূজ্যতে গীরসত্যাপি ।  
 দৈবাবিষ্টা যথা দাসী বুধো ন স্তোতি কো হরিং ॥ ৬১ ॥  
 দুর্ব্বারোঽত্রিত্রিতাপোহপি বিভেতি সততং ভবঃ ।  
 মৃগাং বাচি স্বশূলানি হরিকীর্ত্তনশ্লোকয়া ॥ ৬২ ॥

বালক স্তন্যদুগ্ধ পান করিবার জন্য চরণতলে পতিত  
 হইলে, জননী যেমন তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া থাকেন, সেই-  
 রূপ তদীয় যশোগান করিলে দয়াময় হরি, দুর্ব্বল উন্নতি-  
~~করিতে পারেন না~~ করিয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥

হরি নিজস্ববে যত্ন কবিবামাত্র তুষ্ট হইয়া থাকেন, অতএব  
 এইরূপ দয়াময় হরিকে স্তব করিতে কোন্ ব্যক্তি অক্ষম  
 হইবে? যদি তাহা না জানিয়া যদি অসামর্থ্য ঘটে, তবে  
 ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও সেই অসামর্থ্য সমান জানিবেন ॥ ৬০ ॥

দাসীর প্রতি দৈবাবেশ হইলে, যে যেমন পূজিতা হয়,  
 তাহার ন্যায় অসতী অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় রচিত বাণী যাঁহার  
 নাগমাত্র সংস্পর্শে পূজিতা হইয়াছে, সেই হরিকে কোন্ পণ্ডিত  
 ব্যক্তি স্তব না করিবেন? ॥ ৬১ ॥

এই ভববন্ধন এবং ভয়ঙ্কর আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ ইহারা  
 মনুষ্যাগণের বাক্যে স্বকীয় শূলানি তুল্য হরিকীর্ত্তনের আশঙ্কা  
 করিয়া সর্বদাই ভীত হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

নটৈকমেব বক্তারং জিহ্বা বক্ততি বৈষ্ণবী ।

আশ্রায্য ভগবৎখ্যাতিং জগৎ কুৎসং পুনাতি হি ॥ ৬৩ ॥

গোবিন্দনির্মলযশোহমৃতবৃষ্টিবিনট-

তাপত্রয়াগ্নিববতীহ জগৎ সমস্তাৎ ।

উচ্চৈঃ স্তবনুদিতভক্তপবিত্রবাণী

মেঘাবলী পরমহংসমুখা বিচিত্রা ॥ ৬৪ ॥

গোবিন্দস্তুতিসঙ্গীতকীর্তনোন্মুদিতস্ত যঃ ।

উচ্চৈঃ নিস্তদাহ্বানতদ্রাষ্ট্রং প্রতিসম্পদঃ ॥ ৬৫ ॥

যদানন্দাকরো গায়ন ভক্তঃ পুণ্যাক্ষ বর্ষতি ।

তৎ সর্বতীর্থসলিলস্নানং স্বমলশোধনং ॥ ৬৬ ॥

‘বিষ্ণুপরায়ণ জিহ্বা কেবল একটীমাত্র বক্তাকে রক্ষা  
কবে না, সেই বৈষ্ণবী রসনা হরিগুণগান শ্রবণ করাইয়া  
এই অখিল বিশ্বত্রঙ্গাণ্ড পবিত্র ~~হরিগুণগান~~ ~~কীর্তন~~

ভক্তগণ প্রমুদিতচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে যে স্তব করিয়া  
থাকেন, সেই স্তুতি-বাক্য পশ্চম পবিত্র এবং মেঘমালায় ন্যায়  
স্নিগ্ধতা সম্পাদন কবে । পরমহংস প্রভৃতি সম্ম্যাগিগণ দ্বারা  
ঐ ভক্তভারতী অতীব বিচিত্র । গোবিন্দেব নির্মল কীর্তিরূপ  
অমৃতবর্ষণে সংসারিক আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপামল বিনষ্ট  
হইয়া যায় ॥ ৬৪ ॥

হরিস্তব, হরিগুণগান এবং হরিনামকীর্তন এই তিনটী  
বিষয় দ্বারা আনন্দিত হইয়া যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করে,  
তৎকালে সেই শব্দ যেন ভাবী সাত্রাজ্য এবং তৎ সংক্রান্ত  
ঐশ্বর্যসমূহ আহ্বান করিয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

যৎকালে ভক্ত ব্যক্তি আনন্দের সহিত হরিগুণগান

ভক্তো হঠাৎপ্রাপ্ত্যা রোদনং পরিজনাংচ যৎ ।

ব্যথয়েত্ততনোঃ পাপকণ্টকোৎপাতনং হি তৎ ॥ ৬৭ ॥

বহুধোৎসার্যতে হর্ষাঙ্গিস্থিতস্ত নৃত্যতঃ ।

পদ্ম্যাং ভূমের্দিশোহক্ষিভ্যাং দোৰ্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ ॥ ৬৮ ॥

নৈবেদ্যভোজনং বিষ্ণোঃ শ্রীমৎপাদানুধারণং ।

নিৰ্ম্মাণ্যধারণকাত্ৰ প্রত্যেকং পাতকাপহং ॥ ৬৯ ॥

পাদং পূর্বং কিল স্পৃষ্ট্বা গঙ্গাভূং স্মৰ্ত্তমোক্ষদা ।

বিষ্ণোঃ সদ্যস্ত তৎসঙ্গি পাদানুকথমীড্যতে ॥ ৭০ ॥

করিয়া যে পবিত্র অশ্রুবর্ষণ করেন, সেই অশ্রুবর্ষণই নিজের পাতকবিনাশী এবং সর্বতীর্থ জলের অবগাহন তুল্য ॥ ৬৬ ॥

ভক্ত মনুষ্য হঠাৎ হরিকে প্রাপ্ত না হইয়া যে রোদন করিতে ২ পরিজনদিগকে ব্যথিত করেন, সেই রোদনই ~~ভক্ত মনুষ্য হঠাৎ হরিকে প্রাপ্ত না হইয়া~~ পাতন করিয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি নৃত্য করিবার সময় নানাবিধ উপায়ে যথাক্রমে চরণযুগল দ্বারা পৃথিবী, নেত্রযুগল দ্বারা দিগ্ভ্রম-  
লের এবং বাহুদ্বয় দ্বারা স্বর্গের অগঙ্গল বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৬৮ ॥

এই জগতে শ্রীহরির নৈবেদ্য ভক্ষণ, শ্রীমচ্চরণপ্রক্ষালনের জলধারণ এবং নিৰ্ম্মাণ্যধারণ এই প্রত্যেক বিষই পাপ নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

যাঁহাকে স্মরণ করিলেই মুক্তি লাভ হয়, সেই ভাগীরথী পূর্বকালে বিষ্ণুর পাদস্পর্শ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু সদ্যঃ বিষ্ণুর দেহসংস্পৃষ্ট যে পাদবারি তাহার গুণ বলা হুষ্কর ॥ ৭০ ॥



তাপত্রয়ানলো যো বৈ ন শাম্যেৎ সকলাক্ৰিভিঃ ।

নুনং শাম্যতি সোহ্লেনে ন ত্রীমদ্বিকুপদাম্বুনা ॥ ৭১ ॥

যাবৎ ফলং প্রদদধতি বিষ্ণুপাদাম্বুধারণৈঃ ।

এতত্তু স্মাৎ ফলং নৈষাৎ যতোহনন্তফলন্ত তৎ ॥ ৭২ ॥

অঘাত্জাভেদ্যকবচং ভবামিস্তন্তনৌষধং ।

সর্বদৈঃ সর্বথা ধার্যং পাদ্যং শুচিসদঃ সদা ॥ ৭৩ ॥

অমৃতত্বাবহং নিত্যং বিষ্ণুপাদাম্বু যঃ পিবেৎ ।

স পিবত্যমৃতং নিত্যং মাসে মাসে তু দেবতা ॥ ৭৪ ॥

মাহাত্ম্যমিয়দিত্যশ্চ বক্তা যোহপি স নির্ভয়ঃ ।

সমস্ত সমুদ্রজল দ্বারাও যে তাপত্রয়ের অনল উপশম প্রাপ্ত হয় না, সেই আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপানল, নিশ্চয়ই শ্রীহরির অল্পমাত্র পাদমলিল দ্বারা, নির্বাণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

কিন্তু বিষ্ণুপাদাম্বুধারণাদির যত ফলেই বিশ্বাস করিয়া থাকি, ইহার সে ফল নয়, য়েহেতু বিষ্ণুপাদাম্বুধারণাদির ফল অনন্ত ॥ ৭২ ॥

পাপরূপ অস্ত্র দ্বারা যাহার কবচ অভেদ্য এবং সংসার-রূপ অনলের স্তম্ভন করিবার ঔষধস্বরূপ, পবিত্রতাপূর্ণ বিষ্ণুর পবিত্র পাদ্যবারি, সর্বদা দ্বারা সর্বদাই, সর্বপ্রকারে ধারণ করিবে ॥ ৭৩ ॥

যে ব্যক্তি মুক্তিদায়ক বিষ্ণুপাদোদক সর্বদা পান করে, সে ব্যক্তি দেবতা হইয়া মাসে মাসে নিত্যই অমৃতপান করিতে থাকে ॥ ৭৪ ॥

“নারায়ণের মাহাত্ম্য এই পরিমাণে অথবা এইরূপ”



বস্ত্রভূষামপানাদিপ্রবৃত্ত্যা ন স তুষ্যতি ।

তৃপ্তাত্মা কিন্তু সদ্ভক্তিপ্রবৃত্ত্যা সঃ ভক্তিভুক ॥ ৭৯ ॥

এবং ভগবদাসক্তঃ সদা বৈষ্ণবকর্ষকঃ ।

অন্তকালে চ গোবিন্দস্মরণং প্রাপ্য মুচ্যতে ॥ ৮০ ॥

নোচেতুপস্থিতে মৃত্যৌ রাগ-মোহাভ্যেতসঃ ।

ক্রন্দতস্তামসস্তাহো ন স্তাদাশু হরিশ্রুতিঃ ॥ ৮১ ॥

তস্মাস্তুজত বিপ্রেক্ষাঃ সততং পরমেশ্বরং ।

তমুতে ভক্তিমূলভক্তিগতির্নাস্ত্যেব দেহিনাং ॥ ৮২ ॥

নানাবিধ বসন, ভূষণ, সন্মিষ্ট খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্যাদির বুদ্ধি হইলে সেই বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি সন্তুষ্ট হন না । কিন্তু ভক্তিনিষ্ঠ মনুষ্য, শ্রীহরির-কৃপা প্রার্থনা করিয়া, সদ্ভক্তির বুদ্ধি হইলেই তুষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৭৯ ॥

এইরূপে যে ব্যক্তি সর্বদা ভগবান হরির-পরিচয় রাখিয়া আছেন এবং অবিরত ভক্তিপূর্বক এক মনে বৈষ্ণবকর্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই বৈষ্ণব ব্যক্তি দেহাবসান সময়েও হরিনাম স্মরণ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৮০ ॥

যদি হরিপরায়ণ না হইয়া, বৈষ্ণবকর্মের অনুষ্ঠান না করিয়া এবং হরিনাম স্মরণ না করিয়া, কাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাহার চিত্ত, সাংসারিক পদার্থে এবং স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি অনুরাগ এবং ভগবদ্ভাষায় আচ্ছন্ন থাকিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠে । তখন সে কেবল স্ত্রী পুত্রাদির মুখ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে । অতএব হায় ! সেই তমোগা-সম্পন্ন অজ্ঞ মনুষ্যের আশু হরিস্মরণ হইতেই পারে না ॥ ৮১ ॥

অতএব হে দ্বিজজ্যেষ্ঠগণ ! আপনারা সর্বদা সেই

কৃতাপি দম্বহাস্তাদ্যৈঃ সেবা তারয়তে জনান্ ।

বিক্ষলান্ কৰ্ম্মাণি কৃশালুঃ কোষতঃ পরঃ ॥ ৮৩ ॥

অহং হি বিপ্রান্তস্তৈব প্রসাদাদীদৃশোহভবং ।

দাসীপুত্রঃ পুরা সাধুসঙ্গাৎ সঙ্কীৰ্ত্ত্য কেশবং ॥ ৮৪ ॥

ভগবৎকীর্ত্তনে নৈব নির্দ্বন্ধাখিলকল্মষঃ ।

দৃষ্ট্বা প্রত্যক্ষমীশেশমযাচং বরগীদৃশং ॥ ৮৫ ॥

পরমেশ্বরের ভজনা করুন । তিনি দেহধারি মনুষ্যগণের ভক্তিবলত, সেই হরি ব্যতীত, নিঃশঙ্ক জানিবেন, আর কোন উপায় নাই ॥ ৮২ ॥

অহঙ্কার, পরিহাস এবং কপটতাদির সহিত যদি বিষ্ণুর সেবা করা যায়, তাহা হইলেও সেই বিষ্ণুসেবা মনুষ্যদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকে, ইহা ব্যতীত সংসারে আর ~~কোন প্রকার কৰ্ম্ম আছে, সেই সমস্ত কৰ্ম্মই নিষ্ফল জানিবেন ।~~ ভাবিয়া দেখুন, পরিহাস এবং গর্ব্বাদির সহিত হরিসেবা করিলে, যদি সেই কৰ্ম্ম দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায়, তাহা হইলে হরি ব্যতীত আর কে এমন দয়ালু আছেন ॥ ৮৩ ॥

হে বিপ্রগণ ! পুরাকালে আমি দাসীর পুত্র ছিলাম, সাধুগণের সংসর্গে থাকিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলাম । অবশেষে সেই ভগবান্ বিষ্ণুর অনুগ্রহবলে আমি বিষ্ণুপরায়ণ হইয়াছি ॥ ৮৪ ॥

ভগবান্ হরির পবিত্র গুণকীর্ত্তন করিয়াই আমার যত প্রকার সঙ্কীত পাপ ছিল, তৎসমুদায়ই নিঃশেষে দম্ব হইয়া গিয়াছে, তৎপরে আমি নিষ্কাপ হইয়া ভগবান্ হরিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, সেই দেবদেবের নিকট হইতে এই-রূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম ॥ ৮৫ ॥

যত্র তত্রাভিজাতস্ত দেব বৃহত্ত্বস্তিরস্ত মৈ ।

কর্মভিত্ত্যাম্যমাণস্ত ত্বংপাদাসক্তচেতসঃ ॥ ৮৬ ॥

হরিভক্তিসুধামেতাং পিবধ্বং বসুধামরাঃ ।

আত্যন্তিকামৃতত্বং হি নিশ্চিতং পীতয়েতয়া ॥ ৮৭ ॥

তস্মাৎ সংসঙ্গতিঃ কার্য্যা ভবন্তিমুনিসত্তমাঃ ।

তৎসঙ্গতেরাশু হরৌ পুংসৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৮৮ ॥

হরিভক্তেঃ প্রজাতায়া উদেতি জ্ঞানমুক্তমং ।

জ্ঞানবান্ পুরুষোহ্যতি তদ্বিষেণাঃ পরমং পদং ।

হে নাথ! আমি নানাবিধ সাংসারিক কর্মচক্রে বদ্ধ  
হইয়া ঘূর্ণিত হইতেছি, কিন্তু এক্ষণে আমার অন্তঃকরণ  
আপনার পাদপদ্মে সংলগ্ন হইয়াছে, অতএব আপনি  
আমাকে এইরূপ বীর প্রদান করুন, আমি যে কোন স্থানে  
জন্মগ্রহণ করি না কেন, আমি ~~যে কোন স্থানে~~  
পাদে সমর্পিত থাকে ॥ ৮৬ ॥

হে দ্বিজগণ! আপনারা এই পরম পবিত্র (দেবগণেরও  
চুল্লভ) হরিভক্তিসুধা পান করুন, এই হরিভক্তিসুধা পান  
করিলে, কালক্রমে যে ইহা দ্বারাই আত্যন্তিক মুক্তি (চরম  
নির্বাণ) ঘটিবে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই ॥ ৮৭ ॥

অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সর্বদাই সংসঙ্গ  
করিবেন, সংসঙ্গ করিলে মনুষ্যগণের অবিলম্বে শ্রীহরির  
প্রতি ভক্তি হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

হরিভক্তি উৎপন্ন হইলেই অনুপম জ্ঞানের উৎপত্তি  
হইয়া থাকে, জ্ঞানবান্ মনুষ্যের জীবিতকাল সেই পরমপদ  
প্রাপ্ত হইতে বিলম্ব হয় না। যে বিমুপদ প্রাপ্ত হইলে,

ন যত্র মুনয়ো গজা মিশর্তন্তে গতস্রাঃ ॥ ৮৯ ॥

স ইথং বিষ্ণুগাথাভিনন্দয়িত্বা মুনীশ্বরান্ ।

শৌনকাদীনৈমিষীয়ান্ ব্রহ্মসুশ্রুতরোদধে ॥ ৯০ ॥

স ইদং শৃণুয়াত্তত্যা হরিভক্তিহ্রদোদয়ং ।

কথয়েৎ সর্বপাপোষান্মুক্তোমুক্তিং স গচ্ছতি ॥ ৯১ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিহ্রদোদয়ে পরমভক্তি-

যোগো নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ \* ॥ ২০ ॥ \* ॥

॥ \* ॥ সমাপ্তশ্চায়াং ২ঃ ॥ \* ॥

মুনির্গণেশ্বর সর্ব প্রকার সাংসারিক শোক মোহাদি বিষয়কর  
বস্তৃসকল নিবৃত্ত হইয়া যায় । তাঁহাদিগকে আর এই সংসারে  
আগমন করিতে হয় না ॥ ৮৯ ॥

এইরূপে সেই ব্রহ্মপুত্র নারদ নৈমিষারণ্য নিবাসী শৌনক  
প্রভৃতি মুনীশ্বরাদীনৈমিষীয়ান্ ব্রহ্মসুশ্রুতান্ ( বিষ্ণুগুণগান বর্ণনা ) দ্বারা  
প্রমুদিত করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৯০ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই হরিভক্তিহ্রদোদয়নামক  
গ্রন্থ শ্রবণ করেন, অথবা সর্ব সমক্ষে এই হরিভক্তিহ্রদোদয়  
বর্ণনা করেন, তিনি সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া  
অবশেষে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৯১ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিহ্রদোদয়ে শ্রীরামনা-  
রাঃ বিদ্যারসসুখাদিতে পরম ভক্তিযোগনামক বিংশতিতম  
অধ্যায়ঃ ॥ \* ॥ ২০ ॥ \* ॥

॥ \* ॥ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥ \* ॥